

ଚଢ଼ିସବୁ ଶିବେନ୍ଦ୍ର

ଓସ୍ଟେଟ୍
ଶିବା
ଗୋଲାମ ଶାଓଲା ଚଢ଼ିସ



ସ୍ତବ୍ଧ



ସ୍ତବ୍ଧ

চল্লিষত্ব তিবেদত

ওয়েস্টার্ন

তিশাতা

গোলান্ন মাওলা তইন

মিথ্যে বড়াই করে না ক্যালকিনরা, কিংবা খ্যাতির
জন্যও মুখিয়ে থাকে না। কাউকে পরোয়া করে না
ওরা, আবার আগ বাড়িয়ে ঝামেলাও করে না।
কিন্তু কেউ যদি লাগতে আসে, তাকে ছেড়েও দেয়
না। আর এভাবেই খ্যাতি পেয়ে যায় ওরা।

র‍্যাক ল‍্যাস্কারকেও সেরকম একটা শিক্ষা দিল ওরা।
কিন্তু সহজে দমে যাওয়ার লোক নয় সে, কাউন্টির
সেরা ভাড়াটে গানম‍্যানদের নিয়ে পিছু নিল
ক্যালকিনদের।

বিপদ জিনিসটা নতুন কিছু নয় ওদের কাছে। পিস্তল বা
রাইফেল কী জিনিস জানে ওরা, এ-ও জানে কীভাবে
ওগুলো ব্যবহার করতে হয়; একটা ব্যাপার নিশ্চিত—
শো-ডাউনের সময় পুনোপুরি তৈরিই থাকবে ওরা,
আর...কেউ না কেউ মরবে ঠিকই...



সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী শুভম

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা প্রকাশনী শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন
নিশানা
গোলাম মাওলা নঈম



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-8312-1

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some
Credit When You Share
Our Books!

Don't Remove
This Page!

Exclusive

স্ক্যানিং
এডিটিং



শুভম

Visit Us at
boighar.net

If You Don't Give Us
Any Credits, Soon There'll
Nothing Left To Be Shared!

निशाना

ওয়েস্টার্ন

নিশানা

গোলাম মাওলা নঈম

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

FACEBOOK:

<https://www.facebook.com/groups/Boighar> - বইঘর

and

<https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/>



সেবা প্রকাশনীর আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজী মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুলা পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোস্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিষ্ঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রক্ত সীমান্ত, পাহাড়ী স্রোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অন্ধারোহী, ফ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাটি চীফ, অশেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্রোন, ভূমিদস্যু। খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণভূষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রক্তগিরি, প্রত্যয়, বাখান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্তু প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্রোহ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রক্তরোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিচ্চিত, ফয়সালা। শ্রীম রিজ্জী তৌহিদ: শেষ মার। আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক। রকিব হাসান: তৃণভূমি, নির্জনবাস। হিফজুর রহমান: শিকারী। জাহিদ হাসান: স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত। আলীম আজিজ: সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। বজ্রপুর রহমান: বাজি। খসরু চৌধুরী: ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। এ.টি.এম. শমিসুন্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ। তাহের শামসুদ্দীন: স্যাভার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফন্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শোনদাষ্টি। কাজী শাহনুর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ। কাজী শাহনুর হোসেন: প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাঘর্ষন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কুটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আঁখড়া, বারুদ, তঙ্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিষ্ঠুর আলাহু, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুটন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক, পরবাসী, অধিকার, শত্রুপাল্লা, শিকড়, ত্রাতা। ইফতেখার আমিন: প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। গোলাম মাতলা নঈম: রোধ, দুঃসাহস, শোধ, সীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাতল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উড়ন্তরসুরি, খুনে শহর, তালশ, মুখোশ, চালবাজ, দুষ্ট, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়-১, দূরের পাহাড়-২, নরকে, শকুন, দাপট, বিপত্তি, রক্ষা, ছোবল, খেসারত, শাস্তি, আতাত, ফাঁসির দড়ি, জুলুম, দুর্জয়, জট, বিল হিকক, ভূমিগ্রাস, আস্তানা, সতর্ক প্রহরী, নিশানা। টিপু কিবরিয়া: অস্ত্র চক্র, হুমকি। মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ: ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। শেখ আবদুল হাকিম: ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। মাসুদ আনোয়ার: আশ্রয়, জালা, জেলঘরু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিঙ্গা, অপমান, অপচেষ্টা, দাঙ্গা, চোরাবালি, ধূগা, বাধা। আবু মাহদী: পাঞ্চর, গানম্যান, অভিশঙ্কি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস। সুস্ময় আচার্য: অপবাদ। সায়েম সোলায়মান: সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর, পরিবর্তন, ষড়যন্ত্রের জাল।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

পশ্চিমে খ্যাতি পাওয়ার অনেক উপায় আছে—সেটা কুখ্যাতি বা সুখ্যাতি হোক—মারপিট, বন্দুকবাজি, রাসলিং, ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন, ব্যাংক-ট্রেন বা স্টেজ ডাকাতি, ওয়্যাগন লুট...আরও কত কী! ভাল কাজেও নাম হয়, তবে কুখ্যাত লোকের খ্যাতির কাছে সেসব নসি়।

টেনেসির আশপাশে প্রায় সবাই চেনে ব্ল্যাক ল্যান্সারকে। অতি পরিচিত নাম। নামের সঙ্গে ওর কুখ্যাতি সম্পর্কেও জানে সবাই। সেজন্যই দলবল নিয়ে যখন শহরে ঢোকে সে, লোকজন নিজ থেকে রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। ব্ল্যাক ল্যান্সারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর পরিণাম ভাল হয় না কি-না!

ল্যান্সাররা থাকে সিক্সিং ক্রীকে। নেহাত দরকার না-পড়লে ক্যালকিনরা ওদিকে যায় না, তাই ওদের সঙ্গে কখনও বামেলাও হয়নি। সন্ডাব নেই, আবার শত্রুতাও নেই। তবে ব্ল্যাক ল্যান্সারের কাণ্ড-কীর্তির খবর ঠিকই কানে আসে। ক্যানি'জ ফর্কে এক আগন্তুককে সামান্য কারণে খুন করেছে ব্ল্যাক, এর জের ধরে পরে লোকটার দুই ভাইকেও খুন করেছে; টেযওয়েলে এসে আইনের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে ওর এক জ্ঞাতি ভাইকে, অথচ লোকটা ছিল পুরোপুরি দোষী—সবই জানে ক্যালকিনরা। জিজ্ঞেস করা লাগে না, এসব খবর এমনিতে কানে চলে আসে।

এমন নয় যে পরিবারে একমাত্র ও-ই খারাপ। বরং ওরা প্রায় নিশানা

প্রত্যেকে কম-বেশি খারাপ। টেনেসির চৌহদ্দিতে ছড়িয়ে পড়েছে ল্যান্সারদের দুর্নাম। লোকজন আড়ালে সমালোচনা করে, কিন্তু ঝামেলা এড়ানোর জন্য প্রতিবাদ করে না; আরও একটা কারণ আছে—ল্যান্সারদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর পরিণাম কখনোই ভাল হয় না। অতীতে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে।

ব্ল্যাকের পুরো নাম জেমস ব্ল্যাক ল্যান্সার। সবাই অবশ্য ওকে “ব্ল্যাক” নামেই চেনে, এবং সেটাই যুক্তিযুক্ত। নামের সঙ্গে ওর চেহারার আশ্চর্য মিল আছে। কালো হলেও সুদর্শন। সুঠামদেহী। আত্মবিশ্বাসী, অহঙ্কারী মানুষ। মারপিট কিংবা পিস্তলে, সমানে চলে হাত দুটো। চোখ ধাঁধানো ড্র, নিখুঁত নিশানা। ওর সাক্ষপাঙ্গদের মধ্যে সাই ল্যান্সার এবং স্মোক ট্যাবেটও শক্তপাল্লা, যে-কোন বিবেচনায় ব্ল্যাকের সমকক্ষ।

বিশেষ কাজে টেঁচিয়েলে এসেছে ক্যালকিনরা দুই ভাই। জন আর জেফ। সাধারণত এদিকে আসে না ওরা। এমন নয় যে ল্যান্সারদের ভয় পায়, আসলে কাউকেই ভয় পায় না।

দুই ভাই যার যার ধাক্কায় ব্যস্ত ছিল অন্যত্র, কিন্তু মাস ছয়েক আগে ওদের বাবা ফ্রেডারিক ক্যালকিনের অসুস্থতার খবর পেয়ে বাড়ি ফিরেছিল।

বাড়িতে পৌঁছে, বাবার কাছে জেনেছে তাঁর এক বন্ধুর মৃত্যুর খবর। বাবা যেহেতু যেতে পারছেন না, তাই ওদেরকে পাঠিয়ে দিলেন বন্ধু ম্যাট কিলরনের বাড়িতে। কিলরন পরিবারের সঙ্গে দেখা করবার পর দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল দুই ভাইয়ের। জানতে পারল দেনার দায়ে শহরে কিলরনদের একমাত্র বাড়ি বা মাথা গোঁজার ঠাই বেহাত হতে চলেছে। মিসেস কিলরন মুখ ফুটে বলেনি কিছু, কিন্তু তাদের সাহায্য করাকে কর্তব্য মনে করল জন আর জেফ। তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিল ম্যাট কিলরনের সমস্ত দেনা শোধ করবে। বাবা সঙ্গে থাকলে এ-ই করতেন, তাই...তখনই বেরিয়ে পড়ে ওরা। ক্যালকিনদের সম্পর্কে একটা কথা জানে

সবাই, দায়িত্ব পালনে কখনও অবহেলা করে না কেউ, সেটা যতই কঠিন হোক। আর কথারও বরখেলাপ করে না।

সঙ্গে যা টাকা-পয়সা ছিল তা পাওনাদারদের দেওয়ার পরও ঋণ শোধ হলো না কিলরনদের। অগত্যা তিনজনের সঙ্গে রফা করল ওরা, ছয় মাস সময় চেয়ে নিল—এরমধ্যে দেনা শোধ করবে। এরপর দুই ভাই সান্তা ফে চলে গেল। এক ফ্রেইট আউটফিটের হয়ে রেল লাইনের কাজ করল কিছু দিন, তারপর মোষ শিকার করল। টেক্সাস থেকে ফিরবার পথে একশো গরু কিনে ফেলল, ঠিক এসময় শুনল টমাস ক্যালকিন নামে ওদের এক আত্মীয় বিপদে পড়েছে। মোগলনে ছিল ওরা তখন। সুতরাং সেখানেই ছুটে গেল। রক্তের ডাক। অস্বীকার করবার প্রশ্নই আসে না। কোন ক্যালকিন বিপদে পড়েছে শুনলে অন্য ক্যালকিনদের ধরে রাখা কঠিন, দুনিয়ার যেখানেই থাকুক ঠিক চলে আসবে। টমের বিপদ কেটে যাওয়ার পর বাড়ির পথ ধরল ওরা।

মোগলন থেকে ফিরবার পথে গরুগুলো বিক্রি করে দিল। ভালই দাম পেল, কিন্তু কিলরনদের দেনা শোধ করবার পর হাতে কিছুই থাকবে না। অবশ্য টেযওয়েলের দেনাটাই সর্বশেষ। ছয় মাস আগে যেখান থেকে শুরু করেছিল, সেখানেই এসে দাঁড়াতে হবে—প্রায় কপর্দকশূন্য; রাইফেল, পিস্তল বা বেডরোলের কথা বাদ দিলে। ভাগ্যটাই মন্দ। ঋণ শোধের জন্য ঘোড়া দুটোও বেচে দিয়েছিল।

পায়ে হেঁটে পাহাড় পেরিয়ে টেযওয়েলে প্রবেশ করল দুই ভাই। তীব্র উত্তাপ ছড়াচ্ছে সূর্য, রোদে পিঠ তাতাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছে বলে ক্লান্ত ও পিপাসার্ত লাগছে ওদের, তাই শহরে ঢুকেই পানির কলের দিকে এগোল।

তেষ্ঠা মিটিয়ে স্থানীয় এক মুদি দোকানের দিকে এগোল, শেষ দেনা শোধ করবে—দুঃসময়ে এ লোকের কাছ থেকে ধার করেছিল ম্যাট কিলরন। আর কিলরন ছিল ওদের বাবার বন্ধু, নিশানা

একসঙ্গে পশ্চিমে এসেছিল প্রথম, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে। আজ ফ্রেড ক্যালকিনের যে সামাজিক প্রতিষ্ঠা, তার মূলে কিলরনের ভূমিকা বা অবদান অস্বীকার করা যাবে না, অন্তত ক্যালকিনরা কখনোই করবে না।

ছুটন্ত ঘোড়ার পদশব্দ শুনতে পেল ওরা। তুফান বেগে ছুটে আসছে কয়েকটা ঘোড়া। ওরা তখন ঠিক মাঝ রাস্তায়। পশ্চিমের কোন শহরে এত জোরে ঘোড়া ছোটায় না কেউ। নজর এড়াল না লোকজনের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে, শশব্যস্ত হয়ে সরে যাচ্ছে। কারও কারও চোখে ভয়র্ত চাহনি।

‘সরে যাও, শিগ্গির সরে যাও!’ রাস্তার ধার থেকে চঁচিয়ে উঠল একজন।

নিশ্চয়ই সরবে। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে কোন্ আহাম্মক? কিন্তু দৌড়ে সরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই ওদের। রাস্তা ধরে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল জন, আনমনে ভাবছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হাজির হলো নাকি!

প্রায় ছয়-সাতজনের দল। ঝামেলার গন্ধ পেয়ে গেল জন। বখাটে, বেপরোয়া ও মারদাঙ্গা কয়েকজনের বাহিনী। প্রত্যেকে সশস্ত্র, কোমরে বা উরুতে সিন্ধুশ্যটার ছাড়াও স্যাডল স্ক্যাবার্ডে রাইফেল রয়েছে।

ঠিক ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল ওরা। জনের উদ্দেশে হাতের কোয়ার্ট চালাল একজন। ‘সব, শালা!’ খঁকিয়ে উঠল লোকটা। ‘জলদি!’

হাত বাড়িয়ে কোয়ার্ট ধরে ফেলল জন, হ্যাঁচকা টান দিল। কোয়ার্টের ও-প্রান্ত দড়ি দিয়ে কোমরের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল লোকটা, দড়ি খুলবার কোন সুযোগই পেল না। এক টানে স্যাডল থেকে উড়িয়ে এনে তাকে ধূলিময় রাস্তায় ফেলল জন। অন্যরা, রাশ টেনে ঘোড়া থামিয়ে ফেলেছে, আগ্রহ ভরে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, চাহনিই বলে দিচ্ছে মজা দেখবার আশায় আছে।

টানটা জোরে দেয়নি। কিন্তু কী আশ্চর্য, লোকটা গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে! কষ্টেস্টে উঠে দাঁড়াল সে, বিব্রত মুখে বুঝবার চেষ্টা করছে ঠিক কী ঘটেছে, চাহনিতে বিস্ময়। ল্যান্সারদের জেদ বোধহয় সহজে মিটবার নয়, মুহূর্তেই খেপে উঠল লোকটা, মুঠি বাগিয়ে ছুটে এল। ঘুসি চালাল জনের মাথা বরাবর।

লোকটার ভঙ্গি দেখে করুণা হলো ওর। ক্যালকিনরা কী চীজ তা তো জানে না! খালি হাতের মারপিটে ওদের যে কেউ দক্ষ, কিন্তু জন আর ওর ছোট ভাই জো এক ডিগ্রী বাড়া। আইরিশ রেল শ্রমিক ও ফ্রেইটিং টীমস্টারদের সঙ্গে লড়াবার অভিজ্ঞতা আছে ওদের, হাতাহাতি লড়াইয়ে পশ্চিমে এরাই সবচেয়ে কঠিন মানুষ হিসেবে পরিচিত।

মাথা নিচু করে এড়িয়ে গেল ঘুসিটা, তারপর লোকটা কিছু বুঝবার আগেই চিবুকে একটা জবর ঘুসি বসিয়ে দিল জন। থমকে দাঁড়াল সে, যন্ত্রণা ছাপিয়ে বিস্ময় ফুটে উঠেছে মুখে। আরও খেপে গেল সে এবার। ছুটে এল।

তাকে কাছে আসতে দিল জন। তারপর ঘুসিটা এমন ভাবে হাঁকাল যে মাথা ঘুরে গেল লোকটার, যেন কুঠারের গোড়া দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। মুহূর্তে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল লোকটা।

‘চালিয়ে যাও, জন!’ জেফের মৃদু স্বর কানে এল জনের। ‘এদের নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না, কেউ বাগড়া দিলে অন্তত চার-পাঁচটা স্যাডল খালি করতে পারব।’

বাম হাতে এখনও রাইফেল ধরে আছে জন, হাতছাড়া হয়নি ওটা। আসলে মারামারি তো হয়নি, স্রেফ দুটো ঘুসি হাঁকিয়েছে। সেজন্য রাইফেল হাতছাড়া করতে হবে কেন? মুহূর্তে সিধে হলো রাইফেলের নল, নয় রাইডারের দিকে নিশানা করল ও। এদিকে জেফও তৈরি হয়ে গেছে।

রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ল্যান্সার বাহিনী, দুই ক্যালকিনের বিরুদ্ধে নয়জন। সমীকরণ যতই জটিল হোক, জন নিশ্চিত আসল নিশানা

লড়াই শুরু হলে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে রাস্তায়।

কিন্তু এক চুল নড়ছে না কেউ।

খেপে গেছে ওরা সবাই। সেটাই স্বাভাবিক। সঙ্গী একজনকে পেটালে যে-কারও রাগ হতো। বোধহয় ব্ল্যাক ল্যান্সারদের দল বলেই খেপেছে বেশি। যে শহরে কর্তৃত্ব ফলায় ওরা, সেখানেই অপমানিত হতে হচ্ছে, সেইবে কেমন করে?

সবার সামনে দীর্ঘদেহী সুদর্শন এক লোক। ঘোড়াকে দু'পা আগে বাড়াল সে, সরু চোখে তাকাল ওদের দিকে। তারপর নিচু স্বরে বলল: 'আমি ব্ল্যাক ল্যান্সার।'

ঘাড় নেড়ে জনের দিকে পলকের জন্য তাকাল জেফ। 'ভাই, শুনলে তো?' তাকিল্যের হাসি ওর মুখে, কণ্ঠে ব্যঙ্গ। 'ও হচ্ছে ব্ল্যাক ল্যান্সার। ভয়ে তোমার ট্রাউজার খারাপ হয়ে যায়নি তো?'

'মনে হয় না। ঘামছি খুব, ভাবছি হাত থেকে উইনচেস্টারটা আবার পিছলে না-পড়ে যায়!' একটু থেমে যোগ করল জন, 'যদূর মনে পড়ছে, জীবনে খুব কমই ভয় পেয়েছি। সান্তা ফে যাওয়ার পথে কোমাক্সিদের হামলার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার, জেফ? ঘাসের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে এসেছিল এক ইনজুন, একেবারে আমার নাকের ডগায়। কিছুক্ষণের জন্য সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম—ভেবেছি সত্যিই আমাকে শেষ করে দেবে!'

'স্বাভাবিক, কারণ সঙ্গে তখন অস্ত্র ছিল না তোমার। কিন্তু ঠিকই ইনজুনটাকে সাবাড় করেছ শেষে। এবার বলো তো, এদের নিয়ে কী করতে চাও?'

'তা, ও নিজেই স্বীকার করেছে যখন...আমার তো মনে হয়, এভাবে জনসমক্ষে নিজের অপকর্ম বা কুখ্যাতি স্বীকার করে এমন লোককে বাহবা দেওয়া উচিত। কী বলো?'

'হয়তো ওর সম্পর্কে ভুল হচ্ছে আমাদের,' নিস্পৃহ মুখে বলল জেফ, হেঁয়ালি বা তামাশার ছিটেফোঁটাও নেই কণ্ঠে। 'স্বীকার করেছে বটে যে ও-ই ব্ল্যাক ল্যান্সার, কিন্তু বলবার সময় ওর মুখে

লজ্জা বা অপরাধবোধ দেখতে পাইনি, অথচ তাই থাকা উচিত ছিল। আমার তো ধারণা, কেউ যখন নিজেকে ব্ল্যাক ল্যান্সার বলে পরিচয় দেয়, নিজেই লজ্জিত হবে সে। হাত জোড় না-করলেও অন্তত পায়ের আঙুলের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলা উচিত তার!’

এদিকে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়েছে জেমস ব্ল্যাক ল্যান্সারের, রাগে লাল হয়ে গেছে সুদর্শন মুখ। চোখে উপচে পড়ছে ঘৃণা আর বিদ্বেষ। ‘যথেষ্ট হয়েছে! অনেক সহ্য করেছি...’ চোখের পলকে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে, কিন্তু হোলস্টারে স্থির হয়ে গেল হাতটা।

‘সাবধান, ব্ল্যাক!’ পেছন থেকে নিচু স্বরে সতর্ক করল স্মোক ট্যাবেট। ‘যদূর মনে হচ্ছে আগেও দেখেছি ওদের। ক্যালকিন।’

শত বছর ধরে পশ্চিমে বসত করছে ক্যালকিনরা, সময়ে সময়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়েছে—ইচ্ছে বা অনিচ্ছায় হোক—কিন্তু কেউ বলতে পারবে না ভয় পেয়ে পিছিয়ে এসেছে ওদের কেউ, কিংবা এও বলতে পারবে না আগ বাড়িয়ে ঝামেলা করেছে কারও সঙ্গে।

যাদুমন্ত্রের মতো কাজ হলো শেষ কথাটায়—তপ্ত লোহার ছাঁকা খেয়েছে যেন, পিস্তলের বাঁট থেকে হাত সরিয়ে নিল ব্ল্যাক এবং মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে খোলসের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলল। স্থির হয়ে স্যাডলে বসে থাকল সে, কয়েকটা মুহূর্ত সামান্য নড়াচড়াও করল না। বুঝতে পেরেছে দুধের শিশু নয় এরা, যা ইচ্ছেও করা যাবে না। ল্যান্সার অবশ্য ভিত্তি নয়, তবে সাবধানী মানুষ, জানে চল্লিশ ফুট দূর থেকে উইনচেস্টারের গুলি একটা আনাড়ি বাচ্চাও মিস্ করবে না। ওদের পরিচয় জানবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেছে সামান্য বেচাল দেখলে নির্দিধায় গুলি করবে ক্যালকিনরা।

ধীরে ধীরে হাসি ফুটে উঠল ব্ল্যাক ল্যান্সারের মুখে। ‘দুঃখিত, বয়েজ। একটু তামাশা করছিলাম। শহরে কাজে এসেছি আমরা, এবং কারও সঙ্গে ঝামেলায় যেতে চাই না। ধরে নাও ক্ষমা নিশানা

চাইছি।’

সেয়ানা! র‍্যাটল যেমন ছোবল হানবার আগে ফণা নামিয়ে ফেলে, ঠিক তেমনি নিজেকে খোলসের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছে ব্ল্যাক। ‘তুমি যেমন বলছ,’ একমত হলো জন। ‘যেভাবে বললে, ঠিক সেভাবেই মেনে নিলাম, ধরে নাও ক্ষমা করে দিয়েছি। কিন্তু ভুল বোঝাবুঝি যাতে না-হয়, অস্ত্রগুলো সরিয়ে রাখলে ভাল হতো না? কে জানে কখন আবার উল্টো বোঝে কেউ! স্রেফ স্ক্যাবার্ড বা হোলস্টার থেকে খসিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলেই চলবে!’

‘মাথা খারাপ হয়েছে নাকি!’ তড়পে উঠল জ্যাক ল্যাস্কার।

জ্যাক ছেলেটার মাথায় হলুদ জিনিসের ঘাটতি আছে। সতেরো চলছে তো, তাই টগবগ করে সারাক্ষণ। এ ধরনের বেয়াড়া ছেলেগুলোর ধারণা, গায়ের জোরে দুনিয়াটা জয় করা যায় কিংবা গুলি করলে পৃথিবী এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেওয়া যায়। কে জানে, হয়তো বা! কিন্তু ওরা, অন্তত ক্যালকিনরা তাতে আমল দেয় না।

‘বাহারা, আমার কথা না-শুনলে মরবে শেষে!’ স্পষ্ট জানিয়ে দিল জেফ। ‘মাঝ রাস্তায় কারও মাথা খারাপ না-হওয়াই ভাল, শেষে আবার কী করে বসো! যাক্গে, সঙের মতো দাঁড়িয়ে না-থেকে বরং কাজ শুরু করে দাও, নাকি আমিই গুলি শুরু করব?’

‘ও যা বলছে করো,’ নিরুত্তাপ স্বরে বলল ব্ল্যাক। ‘এই দিন তো দিন না, আরও দিন আছে!’

ঝটপট নেতার নির্দেশ তামিল করল ওরা, কিন্তু এত অল্পে সম্ভুষ্ট হওয়ার লোক নয় জেফ। ল্যাস্কারদের কপালে আরও দুর্ভোগ ও অপমান বাকি রয়ে গেছে তখনও।

‘এবার, পাপী বান্দারা,’ নির্দোষ, গম্ভীর স্বরে বলল ও। ‘হেসে-খেলে তো দিন গুজরান হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছ আজীবন এভাবে চলবে না? দুনিয়াটা একেবারে অল্প কয়েক মুহূর্তের, প্রতি পদে শেষ দিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি

আমরা। “রক অভ এজেন্স” গানটা জানো নিশ্চয়ই? ছোটবেলায় শিখেছি আমরা। আমার সঙ্গে গলা মেলাও সবাই।’

ব্ল্যাক ল্যান্সারের দিকে ফিরল জেফ। ‘তুমিই শুরু করো, আমার তো মনে হয় গলাটা তোমার ভালই।’

‘মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার!’

‘হয়তো,’ স্বীকার করল জেফ। ‘কিন্তু আমি চাই স্পষ্ট এবং চড়া স্বরে গাইবে তুমি। তিন পর্যন্ত গুনব, এরমধ্যে শুরু করবে; আর শুরু করবার আগে ওদেরকে বলে দাও যাতে তোমার সঙ্গে গলা মেলায় সবাই।’

‘গোল্লায় যাও তোমরা, পচে মরো!’ খেপা সুরে বলল জ্যাক। ‘বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? এর পরিণাম কিন্তু ভাল হবে না!’ সতেরো বছরের উন্মাদনায় পেয়ে বসেছে ওকে—নিজেকে চালু লোক হিসেবে প্রমাণ করতে উসখুস করছে সারাঙ্কণ—চাইছে অন্যরা টাফ ভাবুক ওকে, নিজেকে ও ঠিক যতটা টাফ ভাবে।

গুলি করল জেফ। জ্যাক ল্যান্সারের কানে আদুরে আঁচড় দিয়ে গেল বুলেট, এবং হ্যাটটা ধুলোয় লুটি পড়ল।

‘জলদি শুরু করো!’ চঁচিয়ে তাগাদা এগে জেফ।

একটা কথা স্বীকার না-করে উপায় নেই, গানটা পুরো জানে ওরা, এবং গলাও কারও খারাপ নয়; অন্তত চেষ্টা করছে যাতে আন্তরিক কোনায়। প্রত্যেকটা শব্দ স্পষ্ট কানে আসছে:

রক অব এজেন্স

ক্রেফ্ট পর মি

লেট মি হাইড

মাইসেল্ফ ইন দী!

হাস্যকর পরিস্থিতি। দম ফেটে হাসি আসছে, কিন্তু হাসতে পারছে না জন। নিজেকে সামলে রাখতে ভিতরে ভিতরে হিমশিম খাচ্ছে। গানটা শুরু করেছে ব্ল্যাক, সম্মিলিত কোরাসে সাড়া পড়ে গেল; মুহূর্তের মধ্যে উৎসুক লোকজন আগ্রহী হয়ে উঠল, বিস্ময় নিশানা

নিয়ে ঘটনা দেখছে। এদিকে বেচারী ল্যান্সারদের মুখ-চোখ গরম হয়ে উঠছে ক্রমশ, কিন্তু জেফের উদ্যত রাইফেলের নল তাদের উৎসাহে ঘাটতি পড়তে দিচ্ছে না।

‘এবার ঘোড়া ঘুরিয়ে নাও সবাই,’ চাপা, নিরুত্তাপ স্বরে নির্দেশ দিল জেফ। ‘তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাও শহর ছেড়ে। শহরের লোকজন যেন মনে করে সত্যিই খারাপ নও তোমরা, শুধু কিছু শিষ্টতার অভাব রয়েছে, বিশেষ করে বাগে রাখবার জন্য বা ভদ্রতা শিখিয়ে দেওয়ার জন্য যখন আশপাশে থাকে না কেউ!’

‘ব্যাংকে জমা করে দেব তোমাদের বন্দুকগুলো,’ যোগ করল জন। ‘কাল সকালে তুলে নিয়ো।’

একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। ধীরে ধীরে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল দলটা, সর্বাঙ্গে র‍্যাক ল্যান্সার।

‘শত্রুদের তালিকাটা আরও লম্বা হলো বোধহয়, জন,’ একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে শুকনো স্বরে করল জেফ।

‘একদিনের জন্য যথেষ্ট হয়েছে,’ সম্ভ্রষ্ট স্বরে জবাব দিল জন, নিজে নিষ্ক্রিয় থাকা রাইফেল একটু আগের ঘটনা উপভোগ করেছে। ‘অত চিন্তিত হওয়ার কী আছে? আগেও এমন অনেক শত্রুর দেখা পেয়েছি আমরা, তাই না? না-হয় আরও কয়েকজন যোগ হলো।’

ল্যান্সারদের ফেলে যাওয়া সব অস্ত্র তুলে নিয়ে ব্যাংকের দিকে এগোল দু’জন। বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল ব্যাংক, রাস্তা পেরিয়ে দ্রুত পা চালাল ওরা, দূর থেকে হাঁক ছাড়ল কেরানির উদ্দেশ্যে। তবে তার দরকার ছিল না, কারণ ল্যান্সারদের প্রার্থনা সঙ্গীত চাক্ষুষ করেছে লোকটা, জেনে গেছে ক্যালকিনদের উদ্দেশ্য। এগিয়ে এসে অস্ত্র বহন করতে সাহায্য করল সে, তারপর জমা রাখল সব রাইফেল আর গানবেল্ট।

ব্যাংক থেকে বেরিয়ে মুদি দোকানে ঢুকল জন, জেফ বাইরে পাহারায় থাকল, বলা যায় না ল্যান্সাররা বা তাদের অতি উৎসাহী

কোন বন্ধু চড়াও হতে পারে ওদের উপর। সাবধান থাকতে দোষ কী!

ম্যাট কিলরনের সর্বশেষ দেনা শোধ করে মিনিট কয়েক পর বেরিয়ে এল জন।

ততক্ষণে ঘটনা চাউর হয়ে গেছে পুরো শহরে। লোকের মুখে মুখে ফিরছে। গুজবে মেতে উঠেছে লোকজন, কেউ কেউ ওদের সতর্কও করে দিল—ল্যাস্কারদের কাছ থেকে যে-কোন বিপদ আশা করে সতর্ক থাকা সমীচীন।

তবে এ-নিয়ে তেমন মাথা ব্যথা নেই ওদের, কারণ শিগ্গিরই বেরিয়ে পড়বে। বাড়ি যাবে প্রথমে, বারার পাশে থাকবে কয়েকটা দিন, অন্তত তিনি সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত। তারপর নতুন কোন ধাক্কা বা লক্ষ্য নিয়ে চলে যাবে যার যার পথে। খুব কমই একসঙ্গে থাকবার সুযোগ হয় ওদের। এখন যেমন, জন আর জেফ একসঙ্গে কয়েক মাস থাকলেও জো-র খবর জানে না, শুনেছে মিসৌরির দিকে আছে সে। তবে ভাল আছে নিশ্চয়ই, কারণ নইলে ঠিকই খবর পেয়ে যেত।

শহর ছাড়বার উদ্দেশে মূল রাস্তা ধরে এগোল ওরা।

তবে বেশিদূর যাওয়া হলো না। শহরের প্রান্তে, বনের কিনারে আসতে একটা ক্যাম্প চোখে পড়ল, বয়স্ক এক লোক ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল। সামনে এসে দাঁড়াল যখন, রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

রেলরোডের কাজ করবার সময় আইরিশদের সঙ্গে মিশেছে দুই ভাই, ওদের কথাবার্তার ধরন কিংবা বাচনভঙ্গি ধরতে অসুবিধে হয় না ওদের। বুড়োর কথায় আইরিশ টান স্পষ্ট।

‘কিছু কথা ছিল তোমাদের সঙ্গে,’ নিচু স্বরে জানতে চাইল সে। ‘সময় হবে?’

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল দুই ভাই। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল জেফ, বলা যায় না অস্ত্র হাতে চলে আসতে পারে অতি নিশানা

উৎসাহী কোন ল্যান্ডার ।

‘আমার নাম লেন্স ম্যাকক্লেরি,’ একই রকম নিচু স্বরে পরিচয় দিল সে । ‘ঘোড়ার ব্যবসা করি ।’

পাহাড়ি এলাকার যে-কোন লোক আইরিশ ঘোড়া ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে, কম-বেশি জানে । মোট আটটা পরিবার, সহজ-সরল নিরীহ মানুষ; একেবারে দক্ষিণ পর্যন্ত যে কেউ সমীহ করে এদের । পশ্চিমের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘোড়া বিক্রি করাই এদের পেশা । চালচলনে-বেদুঈনদের মতো, তাই কেউ কেউ জিপসীও বলে এদেরকে । বোঝাই যাচ্ছে, আট পরিবারের কেউ হবে এই লোক ।

‘ঝামেলায় পড়েছি আমি,’ জানাল সে । ‘সাহায্য করবে এমন কেউ নেই ধারে-কাছে । আমার লোকজন সেই আটলান্টা বা নিউ অর্লিয়েন্সে রয়ে গেছে ।’

‘ভাবছিলাম মোষ শিকার করতে যাব, কিন্তু সাহায্য চেয়েছে এমন কাউকে নিরাশ করবার ইচ্ছেও নেই আমাদের । যাক্গে, তোমার জন্য কী করতে পারি?’

‘ভেতরে এসো,’ আহ্বান করল বুড়ো । ‘কফি খেতে খেতে বলব সব ।’

পরস্পরের সঙ্গে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল জন আর জেফ । নীরব সম্মতি শেষে বুড়োকে অনুসরণ করে তাঁবুর ভেতরে ঢুকল ওরা । নিরীহ আইরিশ-বুড়োর কাছ থেকে বিপদ আশা করছে না ।

তাঁবুর ভিতরের পরিবেশ দেখে অবাক হলো জন । এ ধরনের তাঁবু কখনও দেখেনি । মেঝেয় চামড়ার গালিচা, এক পাশে খানিকটা জায়গা তারপুলিন দিয়ে আলাদা করা, শোওয়ার জায়গা বোধহয় । বাহ্যিক চেহারা দেখে মনে হয় ছন্নছাড়া মানুষের তাঁবু, অথচ ভিতরটা বেশ গোছানো; এও বোঝা যায় সাধারণত চলবার মধ্যে থাকলেও তাঁবুর মালিক যখন কিংবা যেখানে থামে, আয়েশী এবং আরামদায়ক পরিবেশে থাকতে অভ্যস্ত । তাঁবুর পেছনে

বড়সড় একটা ক্যারাভ্যান ওয়্যাগন চোখে পড়েছে, সদ্য রঙ করা এবং উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

তাঁবুর এক কোণে চুলো। চুলোয় কফির পানি চড়িয়ে দিয়েছে ষোড়শী এক মেয়ে, অন্তত দেখে তাই মনে হচ্ছে। দেখতে বেশ, যদিও মুখে কয়েকটা লালচে ফুটকি রয়ে গেছে, বোঝাই যাচ্ছে সবে কৈশোরের পেরিয়েছে। আরও একটা জিনিস নজরে পড়েছে জনের—মেয়েটির চলাফেরার মধ্যে অধৈর্য এবং অস্থির ভাব, যেটা মোটেই পছন্দ নয় ওর।

‘আমার নাতনি,’ বলল ম্যাকক্লেরি। ‘ওর নাম জেনিফার।’

‘হাউডি, ম্যা’ম,’ শুভেচ্ছা জানাল জেফ।

পলকের দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখেছিল জন, তাঁবুর ভিতরে রাখা চেয়ার দুটো কিংবা অন্য জিনিসের দিকে যেমন তাকিয়েছে, কিন্তু জেনিফার ম্যাকক্লেরিকে ওর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাতে দেখে বিস্মিত হলো। অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাক কোঁচকাল মেয়েটা। দ্রুত দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল ও, অচেনা কারও প্রতি মেয়েটির অদ্ভুত আচরণে ক্ষুব্ধ এবং কিছুটা বিরক্ত।

‘ব্ল্যাক ল্যাস্কারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যা করলে, নিজের চোখে দেখলাম,’ নাতনির অদ্ভুত আচরণের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সচেতন মনে হলো না লেস ম্যাকক্লেরিকে। ‘যা দেখালে! বহুদিন এভাবে ল্যাস্কারদের সামনে দাঁড়ায়নি কেউ। রীতিমত অপমান করেছে ওদের। তোমাদের সাহস আছে! হয়তো এজন্যই তোমাদের নাম ক্যালকিন। কিন্তু একটা কথা স্বীকার না-করে উপায় নেই, ব্ল্যাক ল্যাস্কার সত্যিই বিপজ্জনক মানুষ, এবং খারাপও।’

‘মনে হয় না ওর সঙ্গে আবার দেখা হবে আমাদের,’ বলল জন। ‘কারণ পাহাড় পেরিয়ে বাড়ি ফিরে যাব ভাবছি।’

মুখে যাই বলুক, মনে মনে অবশ্য জন যথেষ্ট সন্দেহান। আঁচ করতে পারছে আদর্শে নিরুপদ্রবে বা এখনই বাড়ি ফেরা হবে না। অন্তস্তল থেকে টের পাচ্ছে সকালে অস্ত্র উদ্ধার করবার পর ওদের

খোঁজে বেরিয়ে পড়বে ল্যাস্কাররা। শহরে থেকে গেলে গোলাগুলি হবে নির্ঘাত, নিরীহ মানুষ হতাহত হতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, নিতান্ত নাচার না-হলে লড়াই করবার পক্ষপাতী নয় জন।

‘কখনও কলোরাডো গেছ?’ জানতে চাইল বুড়ো।

মাথা ঝাঁকাল জন। অপেক্ষায় থাকল মূল প্রসঙ্গ উত্থাপন করবে ম্যাকক্লেরি।

‘কলোরাডোয় থাকে আমার ছেলে। জেনিফার ওরই মেয়ে।’

অযথা সময় নষ্ট! অনেক দূর যেতে হবে ওদের, তা ছাড়া কেন যেন জনের মনে হচ্ছে ল্যাস্কারদের সঙ্গে ওদের দূরত্ব ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

‘ক্যালকিনদের সম্পর্কে কম-বেশি জানে সবাই,’ বলল লেন্স ম্যাকক্লেরি। ‘জানে তোমরা ভদ্র, সৎ এবং সাহসী মানুষ। ভাবছি তোমরা যেহেতু পশ্চিমে যাচ্ছ তোমাদের সঙ্গে জেনিফারকে পাঠিয়ে দেব কিনা, ওর বাবার কাছে পৌঁছে দেবে ওকে। বিশ্বাসী এমন কেউ নেই যাকে ওর সঙ্গে পাঠাতে পারি...’

‘না,’ এক বাক্যে জানিয়ে দিল জন।

‘রসো, বাছা, এত তাড়াহড়োর কী আছে! মানছি কমবয়েসী কোন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এতদূর যেতে হয়তো ঝামেলা হবে, কিন্তু জেনিফার পশ্চিমে নতুন নয়। ট্রেইল, ক্যাম্প কিংবা রাইডিং সম্পর্কেই বেশি জানে ও।’

‘পশ্চিমে থেকেছে ও?’

‘ওর বাবাও আমার মতোই ঘোড়া ব্যবসায়ী। বুঝতেই পারছ, সেও ঘুরে বেড়ায়। বাবার সঙ্গে ঘুরে-ফিরে পশ্চিমের অর্ধেকটাই দেখা হয়ে গেছে জেনিফারের।’

উসখুস করছে জন। ব্যাপার ভাল ঠেকছে না। পশ্চিমমুখী দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে ওদের, হাজারটা বিপদ আসতে পারে। মরুভূমি, পানির অভাব, রক্ষ ও বৈরী প্রকৃতি, হিংস্র ইণ্ডিয়ান বা রেনিগেড...এদের যে-কারও পক্ষ থেকে বিপদ আসতে পারে। এ

অবস্থায় অবলা এক নারীকে নিয়ে যদি পথ চলতে হয়, নির্ঘাত ঝামেলায় পড়ে যাবে। কলোরাডো আদৌ পৌঁছানো সম্ভব হবে না বোধহয়।

‘তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কেউ নেই যে ওকে নিয়ে যেতে পারে?’ বিরক্তি চেপে রেখে, এড়িয়ে যাওয়ার সুরে বলল জন, মুখ নিস্পৃহ দেখাচ্ছে। মন কু গাইছে ওর, ছেলেমানুষি ভরা মেয়ে তো নয়, উটকো ঝামেলা নিয়ে বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে কলোরাডো যাওয়ার চিন্তাটা অস্বস্তি ধরিয়ে দিচ্ছে মনে। পদে পদে সমস্যা করবে এই মেয়ে, বিশেষ যত্ন প্রত্যাশা করবে, দুর্ভোগ বাড়িয়ে দেবে...সচেতন ও সতর্ক কোন মানুষ এমন প্রস্তাবে রাজি হবে না।

দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা গেল ম্যাকক্লেরির মুখে। ‘মুশকিল হয়েছে একটা! ব্ল্যাক ল্যান্সার ওকে বিয়ে করতে চায়। আজ এখানেই আসছিল ও, কিন্তু পথে তোমাদের সঙ্গে টক্কর লাগায় আসতে পারেনি। ওর উদ্দেশ্য পূরণ না-হলেও এটা সাময়িক, জেনিফারের পিছু ছাড়বে না হারামীটা, হয়তো দুপুর বা বিকাল নাগাদ হাজির হয়ে যাবে এখানে।

‘বুঝতেই পারছ, যেভাবে হোক জেনিফারকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। জেনে-শুনে অমন হারামী একটা লোকের সঙ্গে তো বিয়ে দেওয়া যায় না!’

‘এই মেয়ের বিয়ে?’ জেনিফারের দিকে ফিরে বিস্ময় প্রকাশ করল জন। ‘ও তো এখনও বাচ্চা!’

জবাবে জনের উদ্দেশ্যে মুখ ভেংচাল জেনিফার, তবে পান্ডা দিল না জন। বরং জেফকে নিয়ে ভাবছে ও। সেই তখন থেকে একেবারে চুপ হয়ে আছে সে, একটা কথাও বলেনি। লক্ষণ খারাপ। নীরবে কথা শুনছে, আর মাঝে মধ্যে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দেখছে মেয়েটাকে।

‘বাচ্চা?’ বিস্মিত দেখাল বুড়োকে, সামান্য হাসল। ‘সামনের নিশানা

মাসে ষোলো পূর্ণ হবে ওর। এই বয়সে পশ্চিমে বেশিরভাগ মেয়ে বিয়ে করে ফেলে। ল্যান্সার লোকটা আস্ত হারামী, মুখের উপর বলে দিয়েছে যেভাবে হোক জেনিফারকে বিয়ে করবে, কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। রীতিমত চ্যালেঞ্জ করেছে আমাকে! ওর ধাত নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? ওর দলবলকে ঠেকানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। যদি কেউ পারে তা হলে একমাত্র তোমরাই পারবে, অন্য কেউ নয়।’

‘সাহায্য করতে পারছি না বলে সত্যি দুঃখিত,’ বলল জন। ‘তাড়ার মধ্যে আছি আমরা, ভাবছি যত দ্রুত সম্ভব টেনেসি ছেড়ে চলে যাব। পথে হয়তো ল্যান্সারদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে, মনে হয় না আজকের ঘটনা হজম করবে ওরা।’

‘ঘোড়া আছে তোমাদের সঙ্গে?’ সরু চোখে জনকে দেখছে বুড়ো।

‘না। হয়েছে কী, টাকার দরকার থাকায় ঘোড়া দুটো বেচে দিয়েছি আমরা। ইচ্ছে আছে পরিচিত এক ফ্রেইট আউটফিটে যোগ দিয়ে, ওদের সঙ্গে আগেও কাজ করেছি, একসঙ্গে নিউ মেক্সিকো চলে যাব। ওখানে ক্যালকিনদের বেশ কয়েকটা পরিবার থাকে। ওদের সঙ্গে দেখা হবে, ঘোড়াও জোগাড় করে নিতে পারব।’

‘যদি তোমাদের দুটো গেল্ডিং দেই? কিংবা বলতে পারো, যদি জেনিফার দেয়? সেরা জাতের ছয়টা ঘোড়া আছে ওর। ও যেখানে যায় ঘোড়াগুলোও সঙ্গে থাকে।’

‘না।’

‘ব্ল্যাক ল্যান্সারকে তো দেখেছ, পরিস্থিতি কী জেনেও একটা নিরীহ মেয়েকে ওর হাতে তুলে দেবে? ক্যালকিনদের সম্পর্কে যা শুনেছি...’ হতাশ শোনাল বুড়োর কণ্ঠ, কথা শেষ করল না।

দুর্বল জায়গায় টোকা দিয়ে ফেলেছে বুড়ো আনমনে ভাবল জন ক্যালকিন। মুখে যতই মানা করুক, কিন্তু বুড়ো ম্যাকক্লেরিকে

সাহায্য করবার তাগিদ ঠিকই বোধ করছে অন্তস্তলে। সত্যি বিপাকে পড়ে গেছে।

যে-কোন মূল্যে নিজেদের পারিবারিক ঐতিহ্য বা সম্মান রক্ষা করে ক্যালকিনরা, এমনকী সেজন্য চরম মূল্য দিতে হলেও। কোন অবস্থায় তার ব্যতিক্রম করেনি কেউ। জন বিলক্ষণ বুঝতে পারছে নিজেদের অসুবিধা হলেও বিবেকের টান আর পারিবারিক ঐতিহ্য রক্ষার্থে বুড়োকে সাহায্য করতে হবে। ল্যাস্কারের মতো বেপরোয়া লোকের তোপের মুখে দাদা-নাতনিকে ফেলে যেতে পারবে না। ব্ল্যাককে দেখেই মনে হয়েছে ঘোড়া আর ঘরের বউকে পেটাতে ওস্তাদ, পশ্চিমে বিরল হলেও এমন লোকের পক্ষে সবই সম্ভব।

‘যা স্বভাব, ব্ল্যাক ল্যাস্কারকে কারোই পছন্দ করবার কথা নয়,’ মৃদু স্বরে বলল জন। ‘শহরের লোকজনও নিশ্চয়ই তা জানে। আমার তো মনে হয় জোর করে তোমার নাতনিকে বিয়ে করতে গেলে সেটা সহ্য করবে না সাধারণ লোকজন, ঠিকই প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করবে।’

‘দুটো ব্যাপার বোধহয় তুমি বিবেচনা করছ না,’ শান্ত স্বরে তর্ক করল ঘোড়া ব্যবসায়ী। ‘প্রথমত, আমরা স্থানীয় কেউ নই, তাই আমাদের পক্ষে শহরবাসীর সহানুভূতি থাকবার কথা নয়। দ্বিতীয়ত, এখানকার সবাই ভয় পায় ল্যাস্কারদের। ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে ওরা। বুক ফুলিয়ে ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর হিম্মত নেই কারও।’

বাড়ির দিকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে ওদের, ভাবছে জন, এমনকী সঙ্গে মেয়েটা না-থাকলেও দুর্ভোগ পোহাতে হবে; নানা বিপদের সম্ভাবনা তো আছেই। বন্ধুর, দুর্গম প্রান্তর পাড়ি দেওয়া ছাড়াও শিকার করে পেটের জ্বালা মেটাতে হবে, ঘুমাতে হবে খোলা জায়গায়, ইণ্ডিয়ানদের ফাঁকি দিতে হবে...নানা ঝঙ্কি! আর ফ্রেইট আউটফিটের সঙ্গে ভিড়ে গেলে কঠিন কিছু মানুষের সাহচর্য পাবে, কষ্টকর এবং প্রায় বুনো জীবন যাপন করতে হবে কয়েকটা নিশানা

দিন; এর মধ্যে কোন মেয়েকে জড়ানো মানে নরকে নিয়ে যাওয়া। জেনিফার ম্যাকক্লেরিকে নিয়ে ফ্রেইটারদের সঙ্গে পথ চলা খুবই বিপজ্জনক হবে, একে তাল মেলাতে পারবে না জেনিফার, তায় সহযাত্রীদের কাছ থেকে বিপদের ভয় থাকবে, যেহেতু এসব রক্ষণ চরিত্রের মানুষের মধ্যে নীতির কোন বালাই নেই, এমন সুন্দরী একটা মেয়ের দিকে ওদের লোভী দৃষ্টি পড়বে না তার নিশ্চয়তা কী?

‘আমি সত্যি দুঃখিত,’ আবার বলল জন।

‘আরেকটা কথা,’ মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে বলল লেন্স ম্যাকক্লেরি। ‘ঠিক করেছি ঘোড়ার সঙ্গে একটা করে চোস্ত স্যাডল দেব তোমাদের, আর পথ খরচার জন্য মাথা পিছু একশো ডলার। এবার ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে বলো তো...’

‘আমরা রাজি,’ ঘোষণা দিল জেফ।

‘জেফ, এক মিনিট,’ প্রতিবাদ করতে গেল জন, কিন্তু খেয়াল করল একরকম ওকে বিস্মৃত হয়েছে অন্যরা। মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেছে বুড়োর, যেন আকাশের চাঁদ পেয়েছে হাতে; জেফের দিকে সরে গেছে সে।

স্বীকার করতেই হবে ন্যায্য প্রস্তাব দিয়েছে ম্যাকক্লেরি। মাথা পিছু একটা করে ঘোড়া, স্যাডল এবং একশো ডলার...লোভনীয় প্রস্তাব। জেফকে পটিয়ে ফেলেছে, আর জনের অনীহাও প্রায় কেটে গেছে। হয়তো টাকা বা স্যাডলের প্রস্তাব না-পেলেও রাজি হয়ে যেত, কিন্তু ওগুলো ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে।

জবর টোপ ফেলেছে! শঙ্কিত মনে ভাবল জন। টোপ? খটকা লাগছে শব্দটা। ঠিক এই শব্দটাই মনে এল কেন? বুড়ো কি ফাঁদে ফেলতে চাইছে ওদের, না অযথা আশঙ্কা করছে? সেধে বিপদ ঘাড়ে নিচ্ছে; হয়তো বিনিময়ে খানিকটা পুষ্টিয়ে দিতে চাইছে সে, কিংবা এক ধরনের পরোক্ষ উৎসাহ হিসাবেও বিবেচনা করা যেতে পারে।

যা হোক, জেফ রাজি হয়ে যাওয়ায় তর্ক করবার সুযোগ আর থাকল না। বয়সে ছোট হলেও আজ পর্যন্ত ভাইয়ের মতের বিরুদ্ধে যায়নি জন, উল্টোটাও ঘটেনি কখনও। চমৎকার বোঝাপড়া রয়েছে ওদের তিন ভাইয়ের মধ্যে। পরস্পরের মতামত বা বিবেচনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে ওদের, পুরোপুরি পছন্দ না-হলেও একে অন্যের প্রস্তাব মেনে নেয়; নেহাত অপছন্দ হলে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করে নেয় কী করা উচিত। তর্ক হয়েছে এমন ঘটনা ঘটেনি বললেই চলে।

জেফ বরারবই একটু বেশি বাস্তববাদী, আবেগকে প্রশ্রয় দেয় না। পরিস্থিতির খাতিরে নিজেদের লাভ চিন্তা করেছে। সঙ্গে ঘোড়া থাকবে বলে ফ্রেইট আউটফিট বা কারও সঙ্গে ভিড়ে যাওয়ার দরকার হবে না, নিজেদের মতো এগিয়ে যেতে পারবে ওরা, নগদ টাকা সঙ্গে থাকবে বলে পর্যাপ্ত রসদ বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসও কিনে নিতে পারবে...রাজকীয় দুটো ঘোড়ার কথা না-হয় বাদই থাকল। কিন্তু তবুও প্রস্তাবটা পছন্দ করতে পারছে না জন...বাচ্চা একটা মেয়ের নার্স বা বেবিসীটার হওয়ার খায়েশ নেই। এমনকী কয়েকদিনের জন্য হলেও।

‘ঘোড়ার পিঠে স্যাডল পরানো আছে। জেনিফার একটায় চড়বে, অন্যটায় ওর মালপত্র থাকবে। বাকি চারটা প্যাক হর্স হিসাবে থাকবে, যদি তোমরা ব্যবহার করতে চাও।’

‘দেখো, মি. ম্যাকক্লেরি,’ বলল জন। ‘বলেছ ঘোড়াগুলো সঙ্কর জাতের। আমাদেরকে দেওয়া দুটো গেল্ডিং ছাড়াও দলে থাকবে একটা স্ট্যালিয়ন আর পাঁচটা মেয়ার। বুঝতেই পারছ, ভিত্তি জাতের এতগুলো মেয়ার নিয়ে পথ চলা কেমন ঝামেলার হবে। দুর্গম পথ দূরে থাক, সমতল জমি ধরে গেলেও নানা ফ্যাকড়া বেধে যাবে। আর উপরি হিসাবে মেয়েটা তো আছেই।’

‘স্ট্যালিয়নটা পোষা, একেবারে বাচ্চা বয়স থেকে নিজ হাতে ওটাকে খাওয়ায় জেনিফার।’

‘একটা কথা না-বলে পারছি না, ম্যা’ম,’ মেয়েটার দিকে ফিরে বলল জন। ‘তোমার স্ট্যালিয়নটার কপালে দুর্ভোগ আছে, এমনকী বেঘোরেও মারা পড়তে পারে। ওটাকে দেখতে পেলেই পাহাড় থেকে সব বুনো স্ট্যালিয়ন ছুটে আসবে, পিছু নিয়ে শত মাইল পাড়ি দেওয়ার রেকর্ডও আছে। এদের কোন কোনটা খুবই হিংস্র আর বদ স্বভাবের।’

‘র্যামকে নিয়ে চিন্তা কোরো না,’ আশ্বস্ত করল মেয়েটা। ‘এ ধরনের পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার প্রশিক্ষণ ওকে দিয়েছি আমি।’

‘বেশ,’ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল জন। ‘কিন্তু মি. ম্যাকক্লেরি, তোমার নাতনির ব্যাপারে কয়েকটা কথা বলতে চাই। নদীর পশ্চিমে একেবারে রকি পর্বতমালা পর্যন্ত কোন লেডির থাকবার মতো উপযুক্ত হোটেল বা ভদ্রস্থ জায়গা পড়বে না। খোলা আকাশের নীচে ঘুমাতে হবে। আছে ধুলো ঝড় আর বৃষ্টি। পাহাড়ি এলাকায় ঝড়-বৃষ্টি কেমন হয়, ও হয়তো জানে না। বজ্রপাত বা বিদ্যুচ্চমকের কথা না হয়...’

স্মিত হেসে জনকে থামিয়ে দিল বুড়ো। ‘মি. ক্যালকিন, তুমি হয়তো আমাদের পেশার কথা ভুলে বসে আছ। আমরা ঘোড়া ব্যবসায়ী। চলবার মধ্যে থাকি সারা বছর। পশ্চিমের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছি কয়েক পুরুষ ধরে। জেনিফারও দিব্যি অভ্যস্ত হয়ে গেছে এতে। আমার তো মনে হয় জন্মের পর ক্যারাভানের ছাদ ছাড়া কোন ছাদের নীচে দশ-বারোবারের বেশি ঘুমায়নি ও। আর ঘোড়ায় চড়তে শিখেছে মুখে বুলি ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে। ওর মতো দক্ষ ঘোড়সওয়ার খুঁজে পাবে না। তোমাদের সঙ্গেও অনায়াসে টেক্কা দিতে পারবে।’

হতে পারে। তর্ক করবার মতো আর কিছু বাকি থাকল না, চূপ হয়ে গেল জন। ঘোড়া দাবড়াতে ওর বা জেফের সমান দক্ষ? অসম্ভব! জেনিফারের জন্মের আগ থেকে ঘোড়ায় চড়ছে দু’জনে। মৃদু হাসি ফুটল জনের মুখে, তবে তর্ক করল না। গুরুত্বহীন

বিষয়ে তর্ক করবার মানসিকতা নেই ওর।

দৃষ্টি সরিয়ে জেফের দিকে তাকাল ও। ‘ভেবেছ ঠিকমত?’ আস্তে করে জানতে চাইল। ‘এই মেয়েকে নিয়ে কলোরাডো যেতে নরক পাড়ি দিতে হবে বলে মনে হচ্ছে। আমার ধারণা ল্যান্সাররা এবার নতুন একটা ছুঁতো পেয়ে যাবে।’

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচাল জেফ। তারপর সামান্য হেসে বলল: ‘ঘোড়া আর মালপত্র পাওয়ার এরচেয়ে সহজ উপায় তো দেখছি না।’

ব্যস, ল্যাঠা চুকে গেল। এমনিতে মত দিয়ে ফেলেছে জেফ, এখন আর ফেরানোর উপায় নেই।

ম্যাকক্লেরিকে অনুসরণ করে ক্যাম্পের পিছন দিকে চলে এল দুই ভাই। দীর্ঘ পপলার সারির ছায়ায় আটটা ঘোড়া দেখতে পেল, সবই স্যাডল পরানো এবং পিঠে মালপত্র চাপানো, যাত্রার জন্য পুরোপুরি তৈরি। বুড়ো ‘কি আগেই অনুমান করেছিল ওরা রাজি হয়ে যাবে? আনমনে ভাবল জন। হয়তো!

ঘোড়াগুলোকে খুঁটিয়ে দেখল। অসাধারণ! ঘোড়া সম্পর্কে আইরিশদের চেয়ে দুনিয়ায় বেশি কেউ জ্ঞান রাখে না। আর এর সবক’টাই নিজেদের, বিক্রির জন্য নয়। এমন তেজী, শক্তিশালী ও উদ্যমী ঘোড়া চোখে পড়ে না-বললেই চলে। নীরব বিস্ময় নিয়ে প্রাণীগুলোকে দেখছে জন, অজান্তে সমীহ বোধ করছে আইরিশ ঘোড়া ব্যবসায়ীর প্রতি। অস্বীকার করতে পারবে না, কিছুটা ঈর্ষাও বোধ করছে—এমন ঘোড়ার মালিক যদি সত্যি হতে পারত!

জন অনুমান করল সবগুলো ঘোড়াই আইরিশ হাণ্টার, তবে অন্য রক্তও আছে দেহে। কোনটাই ষোলো হাতের কম নয়, অপূর্ব গড়ন। সবল পেশি কিলবিল করছে দেহে, ঝিলিক মারছে গায়ের রেশমী পশম; চাহনি ও নড়াচড়া দেখে বোঝা যায় বেশ চটপটে আর বুদ্ধিমান ঘোড়া। বিশ্বস্তও বটে।

ওদের জন্য রাখা গেলিং দুটো অন্যগুলোর চেয়ে সামান্য নিশানা

পিছিয়ে, উনিশ-বিশ তফাৎ। তবে সত্যি কথা হচ্ছে, অমন একটা গেল্ডিংও নেই ওদের কারও, এমনকী সারা জীবনেও এত ভাল ঘোড়ায় চড়েনি।

গেল্ডিং দুটো দেখবার পর চট করে মন থেকে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব চলে গেল জনের। এখন মনে হচ্ছে জেফ রাজি হয়ে মোটেই ক্ষতি করেনি, বরং কাজের কাজ করেছে একটা।

‘সবই আইরিশ হাণ্টার,’ ফিরিস্তি দিল ঘোড়া ব্যবসায়ী। ‘তবে মাসট্যাণ্ডের রক্তও আছে ওদের শরীরে। সঙ্করায়নের কাজটা আমি নিজে করি...সঠিক করে বললে জেনিফার আর ওর বাবা এবং ভাই করে। একইসঙ্গে কীভাবে বিদ্যুৎ গতি ও অফুরন্ত দমের সঞ্চয় করা যায় ঘোড়াতে, সেই চেষ্টাই করি আমরা, যাতে বুনো যে-কোন অঞ্চল পাড়ি দেওয়া যায়। এমন ঘোড়াই দরকার হবে এখন তোমাদের।’

‘অস্বীকার করব না অমন একটা ঘোড়ার মালিক হতে পারলে নিজেকে গর্বিত ভাবব,’ বলল জন। ‘কিন্তু...’

‘এই ঘোড়াগুলোর ওপর চোখ পড়েছে ল্যান্সারের,’ দ্রুত যোগ করল ম্যাকক্লেরি। ‘জেনিফারকে বিয়ে করবার জন্য অত উতলা হওয়ার এটাই আসল কারণ কি-না কে জানে! তবে যে-কারণেই হোক, ওর হাতে ঘোড়া বা জেনিফার, কাউকেই তুলে দিতে রাজি নই!’

‘আচ্ছা, এবার বোঝা গেল কেন জেনিফারকে বিয়ে করতে চায় সে!’ আপনমনে বিড়বিড় করল জন।

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল জেনিফার। কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পায়ে মেয়েটার লাথি খেল জন। ঘটনার আকস্মিকতায় একেবারে বেকুব বনে গেল। অস্ফুট স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল ও।

শব্দ শুনে ফিরে তাকাল জেফ আর বুড়ো।

‘কী হয়েছে?’ জানতে চাইল জেফ।

‘কিছু না,’ এড়িয়ে গেল জন।

কেউ সন্দেহ করল না। মেয়েটা এমন উদ্ভট কাণ্ড করতে পারে, রীতিমত কল্লনাভীত ব্যাপার ছিল। জনের বিস্ময়সূচক শব্দ ঠিক শুনতে পায়নি ওরা, তাই গুরুত্বও দেয়নি।

‘দেরি না-করে বরং এখনই যাত্রা করো,’ তাগিদ দিল বুড়ো। ‘যত আগে বেরিয়ে পড়বে, ততই এগিয়ে যেতে পারবে। আর ভুল করা যাবে না। মনে রেখো ল্যান্সার তোমাদের পিছু নেবেই। আজ দুপুরে জেনিফারকে নিয়ে যাবে বলেছিল সে।’

জনের জন্য আনা গেব্‌লিংটা কালো। ওটার স্যাডলে চেপেজুত হয়ে বসবার পর জেনিফারকে প্রায় ক্ষমা করে দিল। ঘোড়া বটে! স্যাডলে বসলেই বুকটা গর্বে ফুলে যায়। আটটা অমূল্য ঘোড়ার মালিক হওয়ার জন্য বোকা মেয়েটাকে বিয়ে করতে চায় ল্যান্সার, এতে এতটুকু বিস্ময়ের কিছু নেই।

ম্যাকক্লেরির জোগান দেওয়া পর্যাপ্ত সাপ্লাই নিয়ে যাত্রা করল ওরা। দাদার কাছ থেকে বিদায় নিল জেনিফার। নাটুকে কিছু ঘটল না, একেবারে স্বাভাবিক মুখে মেয়ারে চড়ে বসল মেয়েটা। সচরাচর রাস্তা এড়িয়ে ঝর্নার কিনারা ঘেঁষে চলে যাওয়া বুনো পথ ধরে এগোল জেফ।

মাইল খানেক এগিয়ে যাওয়ার পর গতি কমিয়ে জনের কাছে চলে এল জেফ, তারপর নিচু স্বরে বলল: ‘জন, একটা ব্যাপার তোমার জানা নেই। মেয়েটার উপর কড়া নজর রাখতে হবে। ওর দাদা চুপিসারে বলে দিয়েছে আমাকে। জেনিফার বোধহয় ল্যান্সারকে পছন্দ করে, মনে করছে ব্যাটার প্রস্তাবটা সত্যি খাঁটি। কিংবা ওরকম কিছু। যাই হোক, নজর রাখতে হবে ওর উপর, নইলে হয়তো সটকে পড়বে। ফিরে আসতে পারে এখানে।’

ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি, আনমনে ভাবল জন। হাড়ে হাড়ে টের পাবে কার পাল্লায় পড়েছে।

দুই

মেয়ে মাত্র রহস্যময়ী, আর ষোড়শী হলে তো কথাই নেই। ওদের মতি-গতি বোঝা কার সাধ্য? হোক না বড় ঘরের, কিন্তু তারপরও নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। জেনিফার ম্যাকক্লেরি গোলমাল পাকালে একটুও অবাক হবে না জন ক্যালকিন।

আইরিশ বংশোদ্ভূত ঘোড়া ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে কম-বেশি সবাই জানে। কয়েক পুরুষ ধরে ব্যবসা করে আসছে এরা। অভিজ্ঞতা থেকে জন জানে এরা প্রত্যেকে ঝানু ব্যবসায়ী, নীতির প্রশ্নে আপসহীন ও কঠোর, দর কষাকষিতে অসামান্য দক্ষতা ও চাতুর্যের পরিচয় দিতে সক্ষম। সব মিলিয়ে এদের সংখ্যা কয়েক হাজার, কিন্তু মূল পরিবার মাত্র আটটা। ওরা সাধারণত নিজেদের বংশের মধ্যে রিয়ে করে।

ল্যাক ল্যাস্কারের কথা ভাবল জন। অস্বীকার করবার উপায় নেই, গায়ের রং চাপা হলেও লোকটা দারুণ সুদর্শন। সুঠামদেহী। চলনে-বলনে কেতাদুরস্ত। দক্ষ ঘোড়সওয়ার। জেনিফার যদি তাকে পছন্দ করেও থাকে, দোষ দেওয়া যাবে না। কচি বয়স, লোকের ভিতরটা দেখে নেওয়া এখনও শেখেনি। দলবল নিয়ে, সাড়ম্বরে শহরে আসা-যাওয়া করেছে ল্যাস্কার, ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রেম নিবেদন করেছে; সুন্দর চেহারা বা পরিচ্ছন্ন পোশাকের আড়ালে যে ধুরন্ধর ও অসং একজন মানুষ লুকিয়ে আছে, সেটা জেনিফারের জানবার কথা নয়। সেই বয়স বা পরিপক্বতা এখনও

হয়নি ওর। ষোলো বছরের একটা মেয়ে পৃথিবীর কতটাই বা জানে!

পাহাড়ি পথ ধরে এগিয়ে চলল ওরা। উঁচু নিচু, বন্ধুর পথ। এক লাইনে সার বেঁধে এগোচ্ছে। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে জন, মাঝে মধ্যে পিছনের ট্রেনেই জরিপ করছে, তবে এখন পর্যন্ত চিন্তিত হওয়ার মতো কিছু ঘটেনি।

নীরবে এগিয়ে চলেছে ওরা, কথা হচ্ছে না-বললে চলে। মুখ গোমড়া করে রেখেছে জেনিফার, রওনা দেওয়ার পর এ পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি। ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে স্বস্তিকর মনে হলেও খুব নিশ্চিত হতে পারছে না জন; বরং ওর মনে হচ্ছে এটা আসলে বিপদের পূর্বাভাস। মনে মনে হয়তো ফন্দি আঁটছে মেয়েটা।

সন্ধ্যা নাগাদ প্রায় এগারো মাইল এগোল ওরা, শেষে ক্যাম্প করল জুতসই জায়গা বেছে। গোথ্রাসে খাবার গিলল জেনিফার, তবে এবারও কোন কথা বলল না। জনের মনে হলো হয়তো ক্লান্তির কারণে একেবারে নীরব ও নিম্পৃহ হয়ে পড়েছে মেয়েটা। পরক্ষণে মনে পড়ল লেন্স ম্যাকক্লেরি ঠিক উল্টোটা বলেছিল, মেয়েটা নাকি দক্ষ ঘোড়সওয়ার। সেক্ষেত্রে এত দ্রুত কাহিল হয়ে পড়বার কথা নয়, এমনকী মেয়ে হলেও। সবচেয়ে বড় কথা এমনিতে যা চঞ্চল, এত চুপচাপ হয়ে যাবে কেন?

খাওয়া শেষ করে বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল জেনিফার।

জেফ আগেই শুয়ে পড়েছে। কফিতে শেষ চুমুক দেওয়ার পর আগুন ছোট করে ফেলল জন, এখন আর নিভবে না কিংবা তেমন আলোও ছড়াবে না। তারপর ক্যাম্প থেকে সরে এল কিছুদূর।

নিচু একটা টিলার উপর উঠে এসে জুত হয়ে বসল; চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল। অনেকক্ষণ পরও অস্বাভাবিক কোন শব্দ শুনতে পেল না, কিংবা কিছু দেখতেও পেল না। কেউ পিছু নিয়ে থাকলে ধারে-কাছে ক্যাম্প করবার কথা, কিন্তু আলো দেখতে পায়নি।

নিশানা

তারমানে এই নয় যে কেউ ক্যাম্প করেনি। হয়তো সতর্কতার খাতিরে আগুন জ্বালায়নি।

কিছুক্ষণ পর ক্যাম্পে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়ল জন।

বুনো পশ্চিমের অনিশ্চয়তা ভরা জীবনে সতর্কতার বিকল্প নেই, এমনকী ঘুমের মধ্যেও অর্ধ-সজাগ থাকতে হয়। বিপদ ঘাড়ে নিয়ে যারা সর্বক্ষণ পথ চলে, খোলা আকাশের নীচে ঘাসের বিছানায় যারা ক্লান্ত দেহ বিছিয়ে দেয়, তাদের ঘুম হয় হালকা, সামান্য অস্বাভাবিক শব্দেও জেগে ওঠে। সহজাত প্রবৃত্তি বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ইশারা—যাই বলা হোক—হয়ে যায় তাদের রক্ষাকবচ।

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল জনের। চারদিকে চোখ বুলাল ও। নিশ্প্রভ আগুন থেকে ক্ষীণ ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে। ভোর হতে দেরি নেই বেশি, আলো ফোটেনি এখনও। সাধারণত ভোরে জাগে ও, তবে এখনও সময় হয়নি। অস্বাভাবিক কারণে ঘুম ভেঙে গেছে। কী সেটা?

কোন শব্দ শুনেছে ঘুমন্ত অবস্থায়? হতে পারে।

চট করে অসঙ্গতিটা ধরে ফেলল জন। বিছানায় নেই জেনিফার। আদপে কোন বিছানাই নেই। বেডরোল গুটিয়ে ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেছে মেয়েটা!

ঝটিতি উঠে পড়ল জন। পায়ে বুট গলিয়ে গানবেল্ট তুলে কোমরে জড়িয়ে নিল। একটু দূরে পিকেট করা ঘোড়াগুলোর দিকে তাকাল, একনজর দেখেই বুঝল সন্দেহ অমূলক নয়—জেনিফারের কালো ঘোড়াটা উধাও হয়ে গেছে। আর কোন সন্দেহ থাকল না। সত্যি পালিয়েছে মেয়েটা।

গেন্ডিংয়ের পিঠে স্যাডল চাপিয়ে পেটি টাইট করতে মিনিট খানেকের বেশি লাগল না, তারপর স্যাডলে চেপে বেরিয়ে পড়ল জন। ভূতে তাড়া করা মানুষের মতো অনুভূতি হচ্ছে ওর। চুপিসারে বেরিয়ে এল ক্যাম্প থেকে। খোঁজাখুঁজি করতে হলো না, স্পষ্ট ট্র্যাক পড়ে আছে। জেফকে জাগানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ

করল না জন, কারণ জেগে উঠে ট্রাক দেখে সে ঠিকই বুঝতে পারবে কী ঘটেছে।

বইয়ে ছাপা অক্ষরের মতোই পরিষ্কার ও সহজ ছাপ পড়ে আছে ট্রেইলে।

প্রথমে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগিয়েছে জেনিফার, চিহ্ন দেখে বুঝল জন, ক্যাম্প থেকে একশো গজ দূরে আসবার পর স্যাডলে চড়েছে। তারপর গতি কমিয়ে এগিয়েছে কিছুদূর, শেষে নিরাপদ দূরত্বে আসতে পারায় দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়েছে।

অন্ধকার ফিকে হতে শুরু করেছে। এখন আর ট্রেইলে চিহ্নের সন্ধান করছে না জন, স্যাডলে বসেই দেখতে পাচ্ছে; তা ছাড়া, জানে কোথায় যাবে জেনিফার। টেবুয়েলে ফিরবে।

ইচ্ছেমত ঘোড়াকে ছুটতে দিল জন। টের পেল ছুটতে বেশ পছন্দ করে গেল্ডিং, নিজ থেকে এগিয়ে চলেছে। ঝর্নার কাছে পৌঁছে দেখল উঁচু জমির দিকে চলে গেছে জেনিফার। গতি কমিয়ে স্যাডল ক্যান্টারের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা ল্যাসো তুলে নিয়ে একটা লুপ তৈরি করল জন।

জানে ঠিক সামনেই আছে মেয়েটা।

মিনিট কয়েক পর জেনিফারের দেখা পেল। ওর ঘোড়ার খুরের শব্দ পেয়ে তুফান বেগে নিজের মেয়ারকে ছুটিয়েছে।

দুই ঘোড়ায় গতির প্রতিযোগিতা শুরু হলো এবার। আহ্, দেখবার মতো দৃশ্য বটে! আতঙ্ক ভর করেছে জেনিফারের মুখে, বারবার ঘোড়ার পাছায় লাথি চালিয়ে তাগাদা দিচ্ছে; কিন্তু কিছুতে খসাতে পারছে না জনকে। কালো গেল্ডিং আঠার মতো লেগে আছে পিছনে, দূরত্ব তো বাড়ছেই না, উল্টো কমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

মাইলের পর মাইল পিছনে ফেলে গেল দুই অশ্বারূঢ়। অন্য কোন দিকে মনোযোগ নেই কারও। মরিয়া হয়ে উঠেছে জেনিফার, ঘাড় ফিরিয়ে বারবার তাকাচ্ছে পিছনে। দেখতে না-নিশানা

পেলেও জন অনুমান করতে পারছে উত্তেজনা আর আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মেয়েটার মুখ।

কতক্ষণ ছুটেতে হতো বলা মুশকিল, কিন্তু ঘোড়া দুটোর ধকল বাড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না ভেবে শেষে কঠিন সিদ্ধান্ত নিল জন। ল্যাসোর ফাঁস ছুঁড়ে মারল প্রায় বিশ গজ দূর থেকে। জীবনে শত শত ঘোড়া আর গরু ধরেছে এভাবে, হাত পাকা হয়ে গেছে অনুশীলনে। এবারও ব্যর্থ হলো না।

ছুঁড়ে দেওয়া ফাঁস জড়িয়ে নিল জেনিফারকে। পরপরই ল্যাসো ধরে টান দিল জন। মুহূর্তে স্যাডল-চ্যুত হলো জেনিফার, উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল মাটিতে। কয়েক গড়ান খেয়ে স্থির হলো দেহ, তারপর ঝটিতি উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে এল জনের দিকে। রাগ, ক্ষোভ আর উন্মত্ত আক্রোশে ফেটে পড়বার দশা। সমানে মুখ চলছে, যা মনে আসছে তাই বলে যাচ্ছে।

ধুলোমাখা চেহারাটা যা দেখাচ্ছে! উপভোগ করবার অবস্থায় নেই জন, বরং মনে মনে কিছুটা সঙ্কুচিত বোধ করছে জেনিফারের অশ্রাব্য খিস্তি-খেউড়ে, বয়স ও নারী হিসাবে যা মোটেই মানানসই নয়। ছোটবেলা থেকে ঘোড়া ব্যবসায়ী এবং নানা জাতের মানুষের কাছাকাছি থেকেছে, না-চাইলেও শিখে ফেলেছে শব্দগুলো।

এরচেয়েও ঢের অবাধ্য ও বুনো জন্তুকে সামলানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে বলে বিচলিত হলো না জন, বরং তেড়ে আসা মেয়েটাকে দক্ষ হাতে সামাল দিল। মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই ল্যাসোর ফাঁস চেপে বসল জেনিফারের কোমরে, টানটান হয়ে গেছে জন পিছিয়ে আসায়। দড়িতে টান পড়ায় ব্যথা পাচ্ছে বলে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলো জেনিফার ম্যাকক্লেরি। অসহায় অবস্থা!

অভিযোগ আর গালাগাল চলছে সমানে, কিন্তু পাত্তা দিচ্ছে না জন। স্যাডলে ঠায় বসে আছে। মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে চুলগুলো বিন্যস্ত করল হাত চালিয়ে, তারপর আবার হ্যাট চাপাল। মুহূর্তের জন্যও তাকাল না জেনিফারের দিকে। শুধু মেয়েটা তেড়ে আসতে

গেলে ঘোড়ার অবস্থান পরিবর্তন করে টান দিচ্ছে ল্যাসোয়। সঙ্গে সঙ্গে থামতে বাধ্য হচ্ছে জেনিফার।

শেষে, হাল ছেড়ে দিয়ে নীরব হয়ে গেল জেনিফার, কিন্তু চোখে আগুন জ্বলছে এখনও। দৃষ্টি দিয়ে যদি কাউকে ভস্ম করে দেওয়া যেত, তা হলে নির্ঘাত এখানেই বিনাশ হয়ে যেত জন।

স্যাডল ছেড়ে জেনিফারের দিকে এগিয়ে গেল ও, ল্যাসোর বাঁধন থেকে মেয়েটাকে মুক্তি দেওয়ার গরজ অনুভব করছে না। শেষে, জেনিফারকে উপুড় করে তুলে দিল মেয়ারের স্যাডলে। মাথা আর পা জোড়া ঝুলন্ত অবস্থায় থাকল। সমানে প্রতিবাদ করছে মেয়েটা, গালাগালও শুরু হয়েছে আবার, হুমকি দিচ্ছে অনর্গল। কিন্তু কিছুতে আমল দিল না জন।

নিজের ঘোড়ার পিঠে চেপে ফিরতি পথে ক্যাম্পের দিকে যাত্রা করল এবার। মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। মেয়েটা তা হলে সত্যি সত্যি গোলমাল পাকাল? যদিও এখন পর্যন্ত কোন বিপদ বা বিপত্তি ঘটেনি, কিন্তু কেন যেন মন খুঁতখুঁত করছে, স্বস্তি পাচ্ছে না। খারাপ লক্ষণ। অকারণে দুশ্চিন্তা করে না জন, নিজের ধাত সম্পর্কে জানা আছে ওর। কে জানে, সামনে হয়তো চরম দুর্ভোগ আর বিপদ অপেক্ষা করছে!

ক্যাম্পে পৌঁছে দেখল যাত্রা করবার জন্য তৈরি হচ্ছে জেফ। ‘কী ধরে আনলে?’ হালকা সুরে জিজ্ঞেস করল সে।

‘বুনোবেড়ালী!’ কৌতুক ফুটল জনের কণ্ঠে। ‘কাছে যেয়ো না, কামড় দিতে পারে। কে জানে, শেষে হয়তো জলাতঙ্কে পড়বে!’

নীরবে একবার জেনিফারকে দেখল জেফ, শেষে নিজের কাজে মনোযোগী হলো। নাস্তা তৈরি করতে বসে গেল আগুনের কাছে।

মেয়েটির কাছে চলে গেল জন, কামড় আর লাথি খাওয়ার আশঙ্কা ভর করেছে মনে। ‘দেখো, ম্যা’ম, কোন লেডির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবার অভ্যাস নেই আমার। তুমিই একরকম বাধ্য

করেছ। আঁচড় বা কামড় না-দিয়ে শান্ত থাকবে কি-না বলো, তা হলে তোমার বাঁধন খুলে দিই।’

‘দাঁড়াও, আসুক ব্ল্যাক!’ তড়পে উঠল জেনিফার, রাগ বা ক্ষোভ কোনটাই কমেনি। ‘আমাকে উদ্ধার করতে আসবে ও। তখন টের পাবে কত ধানে কত চাল!’

‘তোমার জন্য, নাকি ঘোড়ার জন্য আসবে?’ মৃদু স্বরে জানতে চাইল জন। ‘আমি তো শুনেছি ভাল ঘোড়া দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায় ওর।’

‘এলেই জানতে পারবে!’

‘তুমি বরং দোয়া করো যেন না-আসে সে,’ চুলোর কাছ থেকে বলল জেফ, নিস্পৃহ কণ্ঠ। ‘কথা দিয়েছি কলোরাডোয় তোমার বাবার কাছে পৌঁছে দেব তোমাকে। যেভাবে হোক কথা রাখব। ব্ল্যাক ল্যান্সার আমাদের ঠেকাতে পারবে না। কথাটা মনে রাখলে ভাল করবে।’

‘যদি সত্যি তোমাকে এত ভালবেসে থাকে,’ মনে করিয়ে দিল জন। ‘এত ঝামেলা না-করে কলোরাডো গিয়ে তোমার বাবাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেই পারে! কোন মেয়েকে ভালবাসলে ঠিক তাই করতাম আমি, কারণ এটাই সবচেয়ে সহজ পথ।’

‘তুমি?’ তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল জেনিফারের কণ্ঠে। ‘তোমার মতো লোককে ভালবাসতে যাবে কোন মেয়ে?’

কথাটা হয়তো সত্যি, তবে শুনতে ভাল লাগল না জনের। কিন্তু জবাবে কিছু বলবার ইচ্ছেও হলো না। নীরবে বাঁধন খুলে দিল মেয়েটার, জেনিফারকে এক পা এগোতে দেখে শক্ত হয়ে গেল ওর মুখ আর চাহনি।

‘এখনও দেখছি তোমার শিক্ষা হয়নি!’ ত্যক্ত স্বরে বলল ও। ‘মিস্ ম্যাকক্লেরি, কথাটা না-বলে পারছি না, এরপর বেতাল কিছু করলে হাড়ে হাড়ে পস্তাবে!’

জনের মুখে কী দেখল কে জানে, ভড়কে গেল জেনিফার, ভয়

ফুটে উঠল চোখে। কী যেন বলতে মুখ খুলল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল। অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচাল শুধু, আর কিছু না-বলে ঘুরে চলে গেল ঝর্নার দিকে। সশব্দে পা ফেলছে। বোঝাই যায় প্রতিবাদ না-করলেও জনের সিদ্ধান্ত বা আচরণে চরম অসন্তুষ্ট হয়েছে।

খুব সতর্কতার সঙ্গে পথ চলছে ওরা। ব্ল্যাক ল্যান্সার আর ওর দল পিছু নেবে, এটা মোটামুটি ধরেই নিয়েছে দুই ভাই। যতটা সম্ভব পাহাড়ি পথ চলছে, যাতে মাটিতে চিহ্ন পড়ে কম; এবং সচরাচর ব্যবহৃত সব ট্রেইল এড়িয়ে চলছে। টেযওয়েল থেকে এদিক দিয়ে কাছের শহর ইণ্ডিপেন্ডেন্সে যাওয়া যে-কারও জন্য স্বাভাবিক, কারণ এটা সহজ ও নিরাপদ ট্রেইল, ইণ্ডিয়ান হামলার আশঙ্কাও কম। ঠিক এ-কারণে ইণ্ডিপেন্ডেন্সের দিকে যাচ্ছে না ওরা, যেহেতু ওই ট্রেইলে ওদেরকে আশা করবে ল্যান্সার বাহিনী।

কেন্টাকির সীমানা পিছনে ফেলে এগিয়ে চলল ওরা, স্ক্যাগ'স ক্রীকের তীর ঘেঁষে ব্যারেন রীভারের দিকে এগোল। কিন্তু ব্যারেন আর গ্রীন রীভারের সংযোগস্থলে পৌঁছানোর ঠিক আগে উল্টো পথ ধরল; কিছুটা পশ্চিমে এগিয়ে দক্ষিণে, স্মিথল্যান্ডের দিকে ঘোড়া ছোটাল। কিছুদূরে কান্সারল্যান্ড রাজ্য ওহাইয়োর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

স্ক্যাগ'স ক্রীক অতিক্রম করবার সময় বেশ ভাল লাগল জনের। কারণও আছে, জনদের পূর্বপুরুষ স্ক্যাগ ক্যালকিনের নামে হয়েছে ক্রীকের নামকরণ। দুঃসাহসী এক শিকারী ছিল সে।

যত আশঙ্কা বা বিপদের সম্ভাবনাই থাকুক, বাস্তবে নির্ঝঞ্ঝাট কেটে গেল কয়েকদিন। কখনও সঙ্গে আনা খাবার দিয়ে পেটপূজা সারল ওরা, আর চলবার পথে র‍্যাক্স বা বসতি পেলে তাদের কাছ থেকে খাবার কিনে খায়। সেন্ট লুই থেকে কয়েক মাইল দূরে থাকতে মিসিসিপি নদী পেরোল।

প্রতিটি ঘোড়াই অতুলনীয়। অসাধারণ। সেরাদেরও সেরা। যেমন গতি, তেমনি দম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাগাড়ে ছুটতে পারে। ছুটতে মুখিয়ে থাকে সবসময়, সওয়ারের ইশারা পাওয়া মাত্র তীরবেগে ছুট দেয়।

আমূল বদলে গেছে জেনিফারের স্বভাব। কথা বলছে না প্রায়, যাও-বা দু'একটা বলে তাও জেফের সঙ্গে। জনকে পাত্তা দিচ্ছে না। এমনকী হ্যাঁ-না জাতীয় জবাবও দেয় না।

তবে যখনই কিছু করতে বলা হয়, সেটা বিনা বাক্যব্যয়ে করে ফেলে; নীরব সহযোগিতা করছে। ঘোড়সওয়ার হিসাবে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ রাখছে—টানা ছুটতে হলেও কখনও অভিযোগ করেনি, থামতে অনুরোধ করেনি; জনদের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলেছে।

শান্ত মুখ দেখে মনে হতে পারে হয়তো জনের প্রতি বিদ্বেষ বা ক্ষোভ বিস্মৃত হয়েছে, কিন্তু আসলে ইচ্ছাকৃত এড়িয়ে যাচ্ছে; বোঝা যায় এখনও অপছন্দের মানুষ রয়ে গেছে জন। প্রায়শ পিছনের ট্রেইলে চলে যায় জেনিফারের দৃষ্টি, প্রত্যাশা ফুটে ওঠে চাহনিতে।

প্রায় চারদিন পেরিয়ে গেলেও ব্ল্যাক ল্যান্সারের টিকিটির দেখা পাওয়া যায়নি। জেনিফারের প্রত্যাশার মাত্রাও বোধহয় ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে।

মেয়েটির এমন রহস্যজনক নীরবতা বা নিস্পৃহতার মধ্যে বিপদের পূর্বাভাস রয়েছে বলে ধরে নিয়েছে জন, সতর্ক থাকছে সর্বক্ষণ। ঝড়ের আগে যেমন সবকিছু থম মেরে যায়, ঠিক তেমন অবস্থা—বিপদ এল বলে!

‘ওদিকটা কেমন?’ সন্ধ্যায় ক্যাম্প করবার পর জেফকে জিজ্ঞেস করল জেনিফার।

‘কলোরাডো? সত্যিকার পশ্চিম যাকে বলে, ছবির মতো সুন্দর!’ প্রিয় প্রসঙ্গ পেয়ে যাওয়ায় সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি

ভুলে গেছে জেফ। ‘মাইলের পর মাইল চোখ জুড়ানো তৃণভূমি, দিগন্তের পরিধি শেষ হয় না; কেবলই বাড়তে থাকে। দূর থেকে দেখে মনে হয় প্রেয়ারির ঘাস যেন আকাশ ছুঁয়েছে, দিগন্তের শেষ প্রান্তে মিলিত হয়েছে মাটি ও আকাশ।

‘পাহাড়ে ঘন বন জন্মায়, আর গরমের সময়ও চূড়ায় আগের বছরের জমা বরফ দেখতে পাবে। সবুজের বুক চিরে চলে যাওয়া ট্রেইল ধরে চলতে সত্যিকার আনন্দ বোধ করবে তুমি, পাইনের সুবাস নাকে দোলা দেবে। আর বসন্তে অ্যাসপেনের পাতা যখন সোনালি রং পায়, দেখে মনে হবে সোনার তৈরি পাহাড়!

‘তৃণভূমির কিনারে দাঁড়িয়ে অপূর্ব সৌন্দর্য দেখতে পাবে। লম্বা ঘাস মাতাল বাতাসে দুলছে, দেখে মনে হবে সবুজ বহতা সাগর। এমনও জায়গা আছে যেখানে হুঁপুথানেক রাইড করলেও আকাশ আর প্রেয়ারি ছাড়া কিছুর দেখতে পাবে না, যদি মোষ বা ঘোড়ার কথা বাদ দাও। এমন অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্য খুব কমই দেখা যায়।’

‘ওখানকার মেয়েরা কি খুব সুন্দরী?’

‘মেয়েরা সুন্দরী কি-না? ম্যা’ম, কী বলব, ওটা এমন এক জায়গা যেখানে দিনের পর দিন গেলেও কোন মহিলাকে দেখা যায় না। মাঝে মধ্যে দু’একজন স্কুঅ, বুড়ি মহিলা বা সেলুনে নাচে এমন মেয়ে চোখে পড়ে বটে, কিন্তু তুমি বোধহয় তাদের কথা জিজ্ঞেস করছ না? বেশিরভাগ সময় মেয়েদের উপস্থিতি পুরুষদের ভাবনায় সীমাবদ্ধ থাকে, আর বহুদিন পর যখন কাউকে দেখতে পায়, তখন যে-কাউকে সুন্দরী মনে হওয়ার কথা, তাই না? সত্যিকার সুন্দরী কাউকে দেখবার সৌভাগ্য খুব কমই হয়, এমনকী কয়েক মাসও তেমন কাউকে দেখা যায় না; আর যখন চোখে পড়ে, তখন বেশিরভাগ পুরুষ তাদের সৌন্দর্যে মজে যায়, ভাবে হয়তো স্বর্গের দেবী বা কাউকে দেখতে পেল, ভুলেই বসে যে এরাও হতে পারে ছলনাময়ী, কুচক্রী বা নীচ।’

ল্যাক্সার বা তার দলবলের দেখা না-পেলেও জনের ধারণা বেশি দূরে নেই সে, ট্রেইলে পিছনে কোথাও আছে। ব্ল্যাককে দেখে মনে হয়নি অপমান সহজে ভুলে যাওয়ার মতো লোক, বরং যথেষ্ট প্রতিহিংসাপরায়ণ, নিষ্ঠুর ও বেপরোয়া মনে হয়েছে তাকে। নিজ শহরের রাস্তায় লোকজনের সামনে হেনস্তা হয়েছে ব্ল্যাক, যে গল্প বহুদিন ধরে করবে লোকজন, ব্ল্যাকের পিছনে মুখ টিপে হাসবে; ওর পছন্দের মেয়ে আর লোভনীয় আধ-ডজন ঘোড়া নিয়ে কেটে পড়েছে ক্যালকিনরা—এর কোনটাই ভুলবার নয়।

তবে এরচেয়েও বড় কারণ রয়েছে, কিন্তু সেটা পরে জানতে পারল জন।

কখনও কখনও জেফের সঙ্গে গল্প করে জেনিফার। মেয়েটা নিজ থেকে জানাল পারিবারিক ঘোড়ার ব্যবসা ছেড়ে কলোরাডোয় থিতু হয়েছে ওর বাবা; বেশ পশ্চিমে গিয়ে বুনো এলাকায় র‍্যাঞ্চ করেছে। তবে ঘোড়ার সঙ্করায়ন ছেড়ে দেয়নি। লেখাপড়া শিখতে মেয়েকে পুবে আত্মীয়দের কাছে পাঠিয়েছিল। স্কুলের পাঠ চুকিয়ে ফেলেছে জেনিফার। এদিকে বাবাও অস্থির হয়ে পড়েছে মেয়েকে দেখবার জন্য। তাই বাপের কাছে ফিরে যাচ্ছে ও।

ভাগ্যান্বেষণে পশ্চিমে যাচ্ছে মানুষ, নির্জন বুনো প্রান্তরে বসতি করছে; প্রতিদিনই একটু একটু করে উন্মুক্ত জমি মানুষের দখলে চলে যাচ্ছে। পশ্চিমমুখী ওয়্যাগনের কাফেলার সঙ্গে ঘোড়া অদল-বদল বা কেনা-বেচা করে জেনিফারের বাবা, কখনও কখনও প্রয়োজনীয় সাপ্লাইয়ের জোগান দেয়।

যাত্রা করবার পর থেকে এখন পর্যন্ত ঝামেলা হয়নি, শুরু থেকে জেনিফার ম্যাকক্লেরিকে সম্ভাব্য বিপদের কেন্দ্রবিন্দু মনে করলেও আদপে কঠিন কোন পরিস্থিতিতে পড়তে হয়নি। কিন্তু তাই বলে নিশ্চিত হতে পারছে না জন, বরং ভিতরে ভিতরে ধন্দে পড়ে গেছে, একে মেয়েটার এত ভালমানুষ হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ঠেকছে না, উপরন্তু মনের খুঁতখুঁতে অনুভূতি তাড়াতে পারছে না।

স্পষ্ট ঠাহর করতে পারছে না, তবে অবচেতন মনে প্রাচ্য উদ্বেগ বোধ করছে। পরিস্থিতি নানাভাবে বিশ্লেষণ করেও কোন অসঙ্গতি বা গড়বড় চোখে পড়েনি, কিন্তু তারপরও জন নিশ্চিত একটা বড় ঘাপলা আছে কোথাও। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের এমন অস্বস্তিকর অথচ শক্ত ও অদৃশ্য ইশারা গ্রাহ্য করে আজ পর্যন্ত ঠকেনি ও, বরং প্রায় প্রতিবার দেখা গেছে সেটাই ওর জীবন বাঁচিয়েছে বা বিপদ থেকে উতরে যেতে সাহায্য করেছে।

সাধারণ মানুষ হয়তো গ্রাহ্য করবে না, কিন্তু বৈরী পশ্চিমে কঠিন ও বিপজ্জনক জীবনে অভ্যস্ত মানুষের কাছে এমন অনুভূতির মূল্য অপরিসীম। কাঁধের উপর ধড়টা আস্ত রাখবার তাগিদে এমন অনুভূতিকে আমল না-দিয়ে পারে না বহু ঘাটের জল খাওয়া লোক। জনও তেমন।

এমনকী জেফের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে না। পশ্চিমের মানুষ হিসাবে উচ্চ শিক্ষিত সে, ইয়োরোপ থেকে আইন-ব্যবসায় ডিগ্রি অর্জন করলেও এখানে থাকলে জনদের মতোই সতর্ক, প্রত্যাী ও সমর্থ মানুষ হয়ে যায়। পরিস্থিতি অনুযায়ী হয়ে ওঠে নিরীহ ও নিভৃতচারী নিপাট ভদ্রলোক, কঠোরমনা দুর্ধর্ষ গানম্যান, চতুর ও দক্ষ আইনজ্ঞ কিংবা অপ্রতিরোধ্য ও দুর্জয় মানসিকতার দুঃসাহসী এক মানুষ। যে-কোন পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, যখন যা দরকার তাই করে নির্দিধায়।

আপাত দৃষ্টিতে ট্রেইলেনে বিপদ বা সমস্যা চোখে না-পড়লেও জনের অবচেতন মনের ধারণা কলোরাডোয় কোন ভজকট হয়ে গেছে। সম্ভবত জেফও একই অনুভূতির শিকার, কিন্তু জনের মতোই সেও চেপে রেখেছে ব্যাপারটা। বিপদের জন্য তৈরি থাকতে হবে, জানে ওরা, কিন্তু বিপদ উপস্থিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এ-নিয়ে অতি উদ্বেগ বা হুলস্থূল করাকে বাড়াবাড়ি মনে করে বলে মুখ খোলেনি কেউ।

খোলা প্রেয়ারিতে ক্যাম্প করল ওরা। ইণ্ডিয়ান এলাকা হলেও নিশানা

এ-সময়ে বেশিরভাগ ইনজুন শান্তই রয়েছে, ইণ্ডিয়ান হামলা বা রেইডের কোন ঘটনা ইদানীং ঘটেনি। বিপদের যত ভয় আউটল বা রেনিগেডদের কাছ থেকে। আউটলদের আখড়া বলে কুখ্যাত “নেশন্স” থেকে দস্যুরা বেরিয়ে পড়েছে নানা দিকে, তবে সাধারণ দুর্বৃত্তরাও কম বিপজ্জনক নয়। বেকায়দায় পড়লে যে-কেউ চরম সর্বনাশের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

মিসিসিপির পশ্চিমের বিস্তীর্ণ এ এলাকা জনের চরম অপছন্দ। আইনের দুর্বলতার সুযোগে রাজ্যের সব চোর-বাটপার, আউটল আর দস্যুদের আখড়া বলে কুখ্যাতি অর্জন করেছে জায়গাটা। দক্ষ বা যোগ্য কোন ল-অফিসার নেই এখানে; যে-ক’জন আছে তারা প্রত্যেকে নিজস্ব এলাকা নিয়ে ব্যস্ত, এর বাইরে মনোযোগ দেওয়ার ফুরসত পায় না। অতি ব্যস্ততার কারণে ইউএস মার্শাল বা রেঞ্জারদের পক্ষে এখানে আসা সম্ভব হয় না। সঙ্গত কারণে, নীচ ও অসৎ লোকের জন্য অভয়াারণ্য হয়ে গেছে এলাকাটা।

জেনিফার সঙ্গে না-থাকলে অবশ্য অসুবিধা ছিল না। দুই ভাই মিলে যে-কোন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষমতা রাখে ওরা। যত সমস্যা—আপাতত—হয়েছে মেয়েটাকে নিয়ে। বিশেষ নজর রাখতে হচ্ছে ওর উপর, মওকা পেলেই একটা ঘোড়া নিয়ে সটকে পড়তে পারে, ফিরে যেতে পারে টেবুয়েল বা ব্ল্যাক ল্যান্সারের কাছে। তা ছাড়া, সঙ্গে মেয়ে আছে বলে যে-কোন ট্রেইল ব্যবহার করতে পারছে না, সম্ভাব্য বিপদ এড়ানোর জন্য হিসাব করে পথ চলতে হচ্ছে, ক্যাম্প করতে হচ্ছে জুতসই জায়গায়, ন্যূনতম কিছু সুবিধা দিতে হচ্ছে জেনিফারকে—একজন মহিলা মাত্র যা পাওয়ার দাবিদার; বাড়তি ছয়টা ঘোড়ার দিকেও খেয়াল রাখতে হচ্ছে। সব মিলিয়ে...খুব ঝামেলার না-হলেও যথেষ্ট ভোগান্তির।

সারাদিন খাওয়া আর বিশ্রামের জন্য কিছুটা সময় বাদে ঘোড়া ছোটায় ওরা। তবুও পথ যেন শেষ হতে চায় না। সন্ধ্যার পর, ক্যাম্পে অপেক্ষাকৃত অন্ধকার জায়গায় বসে গল্প করে জেফ আর

জেনিফার; বেশিরভাগ সময় দূরে থাকে জন। ক্লান্ত দেহে শুয়ে-
বসে সময় কাটানোর ফাঁকে সতর্ক নজর রাখে চারপাশে।

ক্যাম্পাস প্রেয়ারিতে এক রাতে ক্যাম্প করেছে ওরা। হাজারো
তারার ঝিলমিল আকাশে ঝলমলে চাঁদ, রূপালি আলোয় ভেসে
যাচ্ছে প্রকৃতি। অপূর্ব লাগছে! বিস্তীর্ণ প্রান্তরের অনেকটা দূর পর্যন্ত
চোখে পড়ছে। দূরে পাহাড়ের কর্কশ শরীরেও ঝিলিক মারছে
জ্যোৎস্নার আলো। ঝিরঝিরে বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। পাশে
কুলকুল ধ্বনিতে বয়ে যাচ্ছে শীতল ঝর্নাধারা। স্বর্গের মতো
প্রকৃতি!

মাতাল বাতাসে দুলছে দীর্ঘকায় ঘাস, নুয়ে পড়ছে কখনও
কখনও। চাঁদের আলোয় অবশ্য ঘাসের স্বাভাবিক রং নেই, বরং
কালচে দেখাচ্ছে। মাথার উপর কটনউডের শাখায় মর্মর তুলেছে
বাতাস। এক পাশে বিশাল বোল্ডারকে জমকাল ও গাঢ় দেখাচ্ছে।
বোল্ডারের পিছনে এক চিলতে খোলা জায়গা, সমতল জমি দেখে
ক্যাম্প করেছে ওরা। পড়ে থাকা একটা গাছের ডাল-শীলা পেয়ে
যাওয়ায় জ্বালানি নিয়ে সমস্যা নেই, বোল্ডারের আড়ালে আগুন
জ্বালিয়েছে যাতে দূর থেকে চোখে না-পড়ে।

সম্ভবত প্রকৃতির সৌন্দর্য মোহিত ও উদ্বেলিত করেছে ওদের,
তাই ভাবাবেগ তাড়া করল সবাইকে। অনুজ্জ্বল আগুনের পাশে
বসে গরুর মাংস আর বীন সহযোগে খাওয়া সেরে নেওয়ার পর
পুরানো দিনের গান ধরল দুই ভাই। গলা নয়, অন্তর দিয়ে গাইছে
ওরা; মনের অনুভূতিটাই প্রাধান্য পাচ্ছে। তবে জেফের কণ্ঠ ভাল
বেশ। এ সমস্ত গানে পূর্বপুরুষদের কীর্তি, বীরত্ব, অভিযান আর
মহত্ত্বের বয়ান করা হয়েছে। গাইতে গাইতে আনমনা হয়ে উঠল
দুই ভাই, আবেশময় এক জগতে চলে গেল নিজেদের অজান্তে।

ওদের শেষ হতে জেনিফার শুরু করল। মিষ্টি কণ্ঠ। সুরেলা।
শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতে হয়।

আগুনের কাছে রয়েছে ঘোড়াগুলো। ঘাস খাচ্ছে। আগুনের
নিশানা

উপস্থিতি আর সরব ক্যাম্প বোধহয় ওদেরও ভাল লাগছে।

কিছুক্ষণ পর অন্যরা শুয়ে পড়তে রাইফেল হাতে উঠে পড়ল জন। রাতের প্রথম অর্ধেক ওর পাহারা দেওয়ার পালা। জেনিফার যে-রাতে পালাতে চেষ্টা করেছিল, পরের রাত থেকে পালাক্রমে পাহারা দিচ্ছে।

বোন্ডার ছাড়িয়ে বর্নার কাছে চলে এল জন, বোপঝাড় আর লতা জাতীয় গাছ আছে এখানে। আড়াল হিসাবে জুতসই না-হলেও কাজ চলে যাবে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে কান খাড়া করে আশপাশের শব্দ শুনল। সবই প্রকৃতির স্বাভাবিক আওয়াজ। পাতার মর্মরধ্বনি, বর্নার কুলকুল, ঘোড়ার ঘাস টেনে নেওয়ার শব্দ, বাতাসে কটনউডের শাখায় শাখায় সংঘর্ষে মৃদু খসখসে শব্দ, দূরে নিশাচর ক্ষুদ্রকায় প্রাণীর চলাচলের অস্পষ্ট আওয়াজ...সবই স্বাভাবিক।

ঘুম কাটাতে উঠে দাঁড়াল জন, তারপর পুরো ক্যাম্প ঘিরে চক্কর দিল। সারাদিন রাইডের ধকল শরীরে, চারপাশে নীরব ও শান্ত প্রকৃতি; ঘুম তো আসবারই কথা। শরীরকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কয়েকদিন ধরে এই রুটিন চলছে। সারাদিনে অন্তত ষোলো ঘণ্টা রাইড করছে; ঘুমাচ্ছে মাত্র চার ঘণ্টা বা তারও কম। অমানুষিক ধকল যাচ্ছে।

ধূমপানের তীব্র ইচ্ছে গলা টিপে হত্যা করল জন। আগুনটা নিভে গেছে প্রায়, নিশ্প্রভ কয়েকটা অঙ্গার নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে; কাঠ যোগ করে আগুন উস্কে দিল ও। হাত বাড়িয়ে দিয়ে উত্তাপ নিল, তারপর সরে এল দূরে। আবার কান পাতল।

খসখসে একটা শব্দ!

দেহ টানটান হয়ে গেল জনের। পুরোপুরি সতর্ক। কান খাড়া করে শুনল আবার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে চারপাশ নিরীখ করল। প্রায় ত্রিশ গজ ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার একটা জায়গা অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে, এর বাইরে অপেক্ষাকৃত আবছা অন্ধকার।' ভাসমান মেঘ

এ-মুহূর্তে আড়াল করেছে চাঁদকে, তাই ঘণ্টাখানেক আগের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার আলো আর নেই।

অন্ধকারে একটা কিছু আছে! বুনো কোন প্রাণী কিংবা মানুষ। হাঁটু গেড়ে বসেছে জন, কান খাড়া, প্রতিটি ইন্দ্রিয় সজাগ। হাতে রাইফেল তৈরি, প্রয়োজনে মুহূর্তের মধ্যে গুলি করতে পারবে। তবে টার্গেট না-দেখা পর্যন্ত ধৈর্য ধরবার পক্ষপাতী ও, তাই লেভার টানেনি এখনও। রাইফেলে নিজের অনায়াস দক্ষতার উপর আস্থা আছে ওর, পিস্তলের মতো কোমরের কাছ থেকেও গুলি করতে দক্ষ—জীবনে বহুবারই করেছে; তাই হোলস্টারে হাত বাড়ায়নি।

মাটির উপর ঝুঁকে পড়ল জন, শব্দটা আবার শুনতে পেল। ক্ষীণ খসখসে আওয়াজ; শুনে মনে হচ্ছে কেউ ধীর গতিতে, একটু একটু করে এগিয়ে আসছে ক্যাম্পের দিকে। আহত হয়েছে সে।

যুক্তির খাতিরে বলা যায় মানুষ না-হয়ে কোন পশুও হতে পারে, তবে সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিয়েছে জন। বুনো পশ্চিমের অনিশ্চয়তা ভরা জীবনে অভ্যস্ত মানুষ সামান্য শব্দ থেকেও অনেক কিছু অনুমান করে নিতে সক্ষম। সক্ষম ও সুস্থ মানুষের পায়ে হাঁটবার শব্দ, আহত মানুষের শরীর ছেঁচড়ে এগিয়ে নেওয়ার শব্দ বা বুনো প্রাণীর চলাচলের আওয়াজ ঠিক আলাদা করতে পারে।

মাঝে মধ্যে থেমে যাচ্ছে লোকটা, তখন কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না। অস্ফুট ও নিচু স্বরের গোঙানিও জনের কান এড়ায়নি। নিজের জায়গা ছেড়ে নড়েনি ও, সামান্য সাড়াও দেয়নি; আগে তো দেখতে পাক, নিশ্চিত হয়ে নিক সত্যি আহত ও অসহায় একজন লোক এসেছে ক্যাম্পে, তারপর সাহায্য করবে। নিশ্চিত না-হয়ে ছট করে বেরিয়ে গেলে বা সাড়া দিলে সেটার পরিণতিতে চরম মাশুলও শুনতে হতে পারে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে হঠকারী সিদ্ধান্ত নিলে চলে না।

আবার শুরু হলো। শব্দটা ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে। এগিয়ে আসছে নিশানা

মানুষটা। এবটু পর তাকে দেখতে পেল জন। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। আলোর বৃত্তে প্রবেশ করবে এখনই। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালিয়ে চারপাশ দেখে নিল জন, কিন্তু এ ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না।

লোকটা কোন “টোপ” নয় নিশ্চিত হয়ে গেছে জন, কিন্তু তবু ঝুঁকি নিতে নারাজ বলে বোল্ডারের কাছে চলে এল নিঃশব্দে। এক হাত রাখল জেফের কাঁধে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে তাকাল জেফ।

‘একটা লোক এসেছে ক্যাম্পে,’ ফিসফিস করে জানাল জন। ‘দেখে মনে হচ্ছে আহত হয়েছে। আমি ওকে আনতে যাচ্ছি।’

পুরো সেট-আপটা ফাঁদ হতে পারে, অন্যের ক্যাম্প হানা দেওয়ার এমন কৌশল কখনও কখনও অবলম্বন করে দস্যু বা রেনিগেডরা, বিশেষ করে ওয়্যাগন ট্রেন বা ট্রেল ড্রাইভে। কিন্তু জনদের মতো সাবধানী ও সেয়ানা লোকের ক্ষেত্রে এটা কাজে আসবে না, বিশেষ করে জেফ যেহেতু উঠে পড়েছে।

‘তুমি যাও, আমি দেখছি,’ হাত বাড়িয়ে শিয়রের পাশ থেকে রাইফেল তুলে নিল জেফ, পায়ে বুট গলিয়ে চট করে অন্ধকারে সরে গেল।

নিঃশব্দ পায়ে বর্নার কাছে চলে গেল জন। গাছপালার গাঢ় পটভূমিতে ওকে ঠাহর করতে পারবে না কেউ, নিশ্চিত মনে এবার উঠে দাঁড়াল, তবে পুরোমাত্রায় তৈরি। কথা বলল খুবই নিচু স্বরে, যাতে কণ্ঠ শুনে ওর অবস্থান সঠিক অনুমান করতে না-পারে কেউ।

‘কী হয়েছে, অ্যামিগো?’ জানতে চাইল ও।

হামাগুড়ি থেমে গেল। মুহূর্ত খানেকের নীরবতার পর লম্বা দম নিল লোকটা, আলাপী স্বরে বলল: ‘আহত হয়েছি আমি, বন্ধু। ক্ষতটা বোধহয় মারাত্মক। ঠিক জানি না, দূর থেকে মনে হলো এখানে আগুন জ্বলছে, তাই কষ্টেসৃষ্টে এগিয়ে এসেছি। অনুমানটা

সঠিক ছিল বলে ভাল লাগছে।’

‘তুমি একা?’

‘হ্যাঁ! তবে...’

‘তবে কী?’

‘আমার বন্ধু...সঙ্গীরা ধারে-কাছেই আছে। আমার খোঁজে আসতে পারে ওরা। হয়তো রাতে নয়, ধরো...সকাল বা দুপুরের দিকে।’

কথা চালিয়ে গেলেও লোকটার কণ্ঠে যন্ত্রণার আভাস স্পষ্ট। দম নিয়ে কথা বলছে সে। বোঝা যায় দৃঢ় মনোবলের কারণে এখনও টিকে আছে।

বন্ধুরা ধারে-কাছে আছে এবং ওর খোঁজে আসতে পারে—এ ব্যাপারটা বিবেচনার দাবি রাখে, এমনকী কীভাবে সে আহত হলো সেটাও অব্যক্ত রয়ে গেছে; তবে পরিস্থিতির দাবিকে গুরুত্ব দিল জন। প্রশ্ন দুটো ভবিষ্যতের জন্য তুলে রেখে এগিয়ে গেল, দৃঢ় পায়ে লোকটার পাশে চলে গেল। হতভাগ্যকে পাঁজাকোলা করে তুলে ক্যাম্পে নিয়ে এল।

চল্লিশ হবে লোকটার বয়স। লম্বাটে মুখ, সুঠাম দেহ। কালো গৌফের কিনারায় ধূসর ছোপ লেগেছে। সাধারণ কাউহ্যাণ্ডের পোশাক পরনে। হোলস্টারে পিস্তল নেই। হয়তো পড়ে গেছে।

চট করে তাকে পরীক্ষা করল জন। আঘাতটা সত্যি গুরুতর। গুলি এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলেছে তাকে। রক্তক্ষরণ ও ধকলের কারণে ইতোমধ্যে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। রক্তে ভিজে সয়লাব হয়ে গেছে কাপড়।

ক্ষতের গুরুত্বা সম্পর্কে অভিজ্ঞ বলা যাবে না জনকে, তবে ঠেকার কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো জানে। যেখানে শত মাইল গেলেও একজন ডাক্তার পাওয়া যায় না, সেখানে এমন টুকিটাকি গুরুত্বা সবার জন্য থাকা উচিত। কাউকে তো অসহায়ভাবে মরতে দেওয়া যায় না!

তেমন কিছু করবার নেই, বুঝতে পারছে জন। তবে এভাবে অসহায়ভাবেও কাউকে মরতে দেওয়া যায় না। ব্যাঙানা জড়িয়ে ক্ষতের মুখে চেপে ধরল ও, তাতে যদি রক্তক্ষরণ বন্ধ করা যায়। জানে চেষ্টা বিফলে যাবে শেষতক, কিন্তু হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতেও অনিচ্ছুক ও, বরং সহযোগিতা পাচ্ছে বলে যদি কিছুটা হলেও মানসিক সান্ত্বনা পাবে লোকটা।

ইতোমধ্যে উঠে পড়েছে জেনিফার। বলতে হলো না, নিজ থেকে কাজে লেগে গেছে মেয়েটা। গরম পানি বসিয়ে মাংস ছেড়ে দিল তাতে, কিছুক্ষণের মধ্যে স্যুপের মতো ঘন তরল তৈরি হয়ে গেল। ততক্ষণে অবশ্য লোকটার দুই ক্ষতে পট्टি বেঁধে দিয়েছে জন।

প্রেরারির উপর নজর রাখতে ক্যাম্প থেকে একটু দূরে চলে গেছে জেফ। নীরব হয়ে গেছে প্রকৃতি।

লোকটা যেহেতু বিস্তর রক্ত হারিয়েছে, জনের ধারণা ঘাটতি পুষিয়ে নিতে হলে পর্যাপ্ত তরল খাওয়াতে হবে। সেই সঙ্গে লবণও লাগবে। গরম পানীয়ের সঙ্গে সামান্য লবণ মিশিয়ে খেতে দিল লোকটাকে।

পায়েও ক্ষত আছে তার, দেখেছে জন। খেঁতলে গেছে দুই পা। বীভৎস চেহারা পেয়েছে রক্তাক্ত ও ফুলে যাওয়া বিক্ষত পা। হামাগুড়ি দেওয়ার সময় মাটির সঙ্গে ঘষটে গেছে বারবার, চরম যন্ত্রণা সহ্যেতে হয়েছে তাকে। মানুষটার সাহস বা দৃঢ়তার তারিফ করতেই হয়, মনে মনে ভাবল জন, এমন অমানুষিক কষ্ট সয়েছে, অথচ সামান্য গোঙানি ছাড়া শব্দ করেনি।

‘পায়ের উপর ওয়্যাগনের জোয়াল পড়েছে,’ জানাল লোকটা। ‘আচমকা ক্যাম্পে আক্রমণ করেছিল লোকগুলো। একটা ঘোড়ার ধাক্কায় কাত হয়ে গেল ওয়্যাগনটা, জোয়ালটা এসে আমার উপর পড়েছে।’

পায়ের গুঞ্জিয়া দরকার ভেবে বুট খুলতে গেল জন। পা ফুলে

গেছে বলে খোলা যাচ্ছে না। অথচ খোলা দরকার। লবণাক্ত ও গরম পানিতে যদি কিছুক্ষণ চুবিয়ে রাখা যায়, তা হলে হয়তো ফোলা কমে যাবে, ক্ষতে যন্ত্রণারও প্রশম হবে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও বুট খুলতে ব্যর্থ হলো।

শেষে বুট কাটা শুরু করল ও।

‘আহা রে, যা সুন্দর বুট!’ গরম পানীয় গিলবার ফাঁকে মন্তব্য করল সে। ‘চেয়ে দেখো! জীবনের সবচেয়ে দামী বুট, এই সেদিন ফোর্ট ওঅর্থ থেকে কিনেছি, অথচ একটা মাসও পরতে পারলাম না!’

‘টেক্সাসে বাড়ি তোমার?’

‘ঠিক তা বলা যাবে না। আসলে আমার বাড়ি আরক্যান্সাস। তবে টেক্সাসে বহুদিন কেটেছে, তাই কথায় টান চলে আসে।’

গরম পানীয় পেটে পড়ায় সামান্য চাঙা দেখাল লোকটাকে, কিন্তু জন জানে এটা সাময়িক; আদপে সে টিকবে না। কম্বল দিয়ে তাকে ঢেকে দিল ও। লবণ মেশানো গরম পানিতে কাপড় ভিজিয়ে পৈঁচিয়ে দিল দুই বিক্ষত পায়ে। কথায় কথায় সে জানাল পায়ে আদৌ কোন অনুভূতি নেই, কেবল যন্ত্রণা ছাড়া।

‘ঘটনাটা খুলে বলো তো,’ অনুরোধ করল জন।

‘নচেস থেকে গরু নিয়ে এসেছি আমরা। ডজ সিটিতে যাব। আমি কুক হিসাবে যাচ্ছিলাম। গতকাল সন্ধ্যায় ছিপছিপে দেহের এক লোক এল ক্যাম্পে। রুক্ষ চেহারা। রোদপোড়া না-বলে বরং কালো বলতে হবে তাকে। সাধারণ কাউন্টাওয়ার পোশাক ছিল ওর গায়ে, জীর্ণ না-হলেও বহুল ব্যবহৃত। ওর খাবার নাকি ফুরিয়ে গিয়েছিল।’ হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল সে, সতর্ক চাহনি ফুটে উঠেছে চোখে। ‘খেতে খেতে তোমাদের কথাই বলল।’

‘দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আমাদের আত্মীয়দের কেউ থাকে না এদিকে।’

‘লাল টকটকে শার্ট আর গোলাপি রঙের ব্যাগানা ছিল ওর নিশানা

গলায়। রাইফেলটা এমনভাবে বহন করছিল যেন ওটা ওর শরীরের একটা অঙ্গ, এত অনায়াস আর...’

‘স্মোক ট্যাবেট!’ উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল জেনিফার।

‘নামটা তুমিই উচ্চারণ করলে,’ নিষ্পৃহ স্বরে মেয়েটির উদ্দেশে বলল জন। ‘মনে রেখো।’

‘যাই হোক, খেয়ে-দেয়ে চলে গেল লোকটা,’ খেই ধরল আহত কৃক। ‘কিছুক্ষণ পর শুয়ে পড়লাম আমরা। বড়জোর ঘণ্টা খানেক হবে ঘুমিয়েছি, হঠাৎ আকাশ ফাটানো চিৎকার আর গুলির শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। কিছু বুঝে উঠবার আগেই দেখলাম খুন হয়ে যাচ্ছে আমাদের লোকজন। নানা দিক থেকে গুলি ছুটে আসছে। অন্তত পনেরো-বিশজন হবে ওরা। অসতর্ক অবস্থায় পেয়ে গিয়েছিল আমাদের, কোন প্রতিরোধই করতে পারলাম না। সামলে নেওয়ার পর দেখি আমাদের সব গরু তাড়িয়ে নিয়ে গেছে ওরা।’

বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠেছে লোকটা, ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

‘তুমি বরং বিশ্রাম নাও। পরে শুনব না হয় পুরোটা।’

নিষ্পলক দৃষ্টিতে জনের চোখে চোখ রাখল সে। ‘অ্যামিগো, আমি জানি বেশিক্ষণ টিকব না। তুমিও জানো, তাই না?’

কথাটা সত্যি। সকাল পর্যন্ত টিকবে বলে মনে হয় না। বুক আর পেটের সংযোগস্থলে ঢুকেছে গুলি, অস্ত্র ফুটো না-করলেও সম্ভবত যকৃত ফুটো করে ফেলেছে। রক্তক্ষরণই ঘাতক হিসাবে দেখা দিয়েছে, নইলে হয়তো টিকে যেত। আবার ফ্যাকাসে হতে শুরু করেছে তার মুখ।

দৃষ্টি তুলে পলকের জন্য জেনিফারকে দেখল জন। বিষণ্ণ মুখ দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, অতি উৎসাহ নিয়ে স্মোক ট্যাবেটের কথা বলেছিল, কারণ ওর ধারণায় আশপাশে ট্যাবেটের উপস্থিতি থানে ব্ল্যাক ল্যান্সারের পদার্পণ; কিন্তু কৃকের মুখে শোনা ঘটনায় আসল

সত্য উপলব্ধি করে মনটা তেতো হয়ে গেছে।

‘কাউকে কিছু জানাতে হবে?’ নিচু স্বরে জানতে চাইল জন, তিক্ত অনুভূতি হচ্ছে প্রশ্নটা করতে।

‘নাহ্, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই আমার, অনেক আগেই যুদ্ধের সময় রেনিগেডদের হাতে মারা পড়েছে। তবে পিটার জেনকিন্সকে খবরটা দিয়ো। আমার বস্। আহা রে, বেচারা ট্রেইল ড্রাইভে এসে সবই হারাল—গরুর পাল, আউটফিট আর ছেলে!’

‘ছেলে?’

‘হ্যাঁ...একেবারে বাচ্চা ছেলে। বড়জোর তেরো-চোদ্দ হবে বয়স। বাপের ইচ্ছে ছিল ছেলেকে সঙ্গে করে ট্রেনে আসবে ডজ সিটিতে, কিন্তু ছেলেটা এমন জেদ ধরল যে বাধ্য হয়ে আমাদের সঙ্গে ওকে আসতে দিল বস্। হায় রে, মরণ কীভাবে টেনে আনে মানুষকে!’

‘ছেলেটা কি সত্যি মারা গেছে? তুমি নিশ্চিত?’

‘নিজ চোখে ওকে পড়ে যেতে দেখেছি। দশ হাত দূর থেকে ওকে গুলি করেছিল এক লোক, পড়ে যাওয়ার পর ওর উপর দিয়ে ঘোড়া তুলে দিয়েছিল লোকটা। এরপর বেঁচে থাকে কী করে?’

‘ঠাণ্ডা মাথায় এত চরম নিষ্ঠুরতা আর দেখিনি! পুরো আউটফিটের মধ্যে পাহারায় থাকা কেউ হয়তো বেঁচে থাকতে পারে, কারণ ক্যাম্প থেকে একটু দূরে ছিল ওরা। কিন্তু অন্যরা কেউ টিকতেই পারেনি, কিছু বুঝে ওঠবার আগেই নির্বিচারে খুন হয়ে গেছে। যুদ্ধ চলাকালেও তো মানুষ এভাবে কেউ কাউকে খুন করেনি, কোন কারণ ছাড়া!’

চুপচাপ পড়ে থাকল কুক, ধীর লয়ে শ্বাস নিচ্ছে। মুখের রং ক্রমে সরে যাচ্ছে। এদিকে অনড় দাঁড়িয়ে আছে জেনিফার, সত্য উপলব্ধি বজ্রাহতের মতো আঘাত করেছে ওকে। বুঝে গেছে নিষ্ঠুর রেইডাররা নিরীহ কিছু মানুষকে খুন করেছে, গরুর পাল ছিনিয়ে নিয়েছে; সবকিছুর মূলে যে স্মোক ট্যাবেট রয়েছে, তা

নিজেই বলে দিয়েছে ও। আর ট্যাবেট যেখানে, সেখানে ব্ল্যাক ল্যাস্কার না-থেকে পারে না।

‘তুমি বেঁচে গেছ, এটা ওরা জানে?’ আবার জানতে চাইল জন।

‘মনে হয় না। ওয়্যাগনের নীচে পড়ে যাওয়ার পর আমাকে গুলি করেছিল একজন। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে দেখলাম আমাকে টপকে যাচ্ছে সে। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর শুধু লাশই দেখেছি! মাথার ঠিক ছিল না, কেবলই মনে হচ্ছিল ফিরে আসতে পারে ওরা, তাই মরিয়া হয়ে পড়েছিলাম সরে আসবার জন্য। জানি না কীভাবে সম্ভব হয়েছে, কিন্তু জোয়ালের নীচ থেকে বের হওয়ার পর আর দেরি করিনি, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে অন্ধের মতো সরে এসেছি। অনেকটা পথ আসবার পর তোমাদের ক্যাম্পের আগুন চোখে পড়ল।’

আগুনের কাছে সরে এল জন। সাবধানের মার নেই। আহত একজন মানুষ যখন ওদের ক্যাম্প পৌঁছাতে পেরেছে, সুস্থ কারও না-পারবার কারণ নেই। তারা যদি ল্যাস্কার বাহিনী হয় তা হলে তো কথাই নেই। এমনিতে খেপে ছিল জনদের উপর, পিছু নিয়ে সম্ভবত চলেও এসেছে।

আগুন থেকে আধ-পোড়া ডাল সরিয়ে নিল জন, যাতে দ্রুত নিভে যায়। উত্তাপ ছাড়া বাকি রাতটা কাটিয়ে দিতে হবে। অযথা ঝুঁকি নেওয়ার মানে হয় না।

একটা ব্যাপার নিশ্চিত, ওদের অনুসরণ করে চলে এসেছে ল্যাস্কার বাহিনী। এখানে তাদের মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছে নেই জনের। পরিস্থিতি ওদের প্রতিকূলে। সংঘর্ষ হলে টিকতেই পারবে না।

একটু পর চোখ মেলে তাকাল কুক, জেনিফারকে ডাকল। ‘ম্যা’ম?’ ক্ষীণ হয়ে গেছে কণ্ঠ। ‘আমার শার্টের পকেটে সোনার একটা লকেট আছে। দামী কিছু নয়, কিন্তু আমার মায়ের ছিল

ওটা। তারও আগে ছিল নানীর। তুমি ওটা নিলে মরবার আগে একটু শান্তি পাব। খুব ভাল মেয়ে তুমি।’

‘আচ্ছা,’ স্লান স্বরে বলল জেনিফার, বোঝা গেল স্রেফ কূকের শেষ ইচ্ছেকে সম্মান জানাচ্ছে।

‘ছেলেবেলায় একবার খুব অসুস্থ হয়েছিলাম। মায়ের আঙুলের মমতার স্পর্শ এখনও মনে আছে আমার! তোমার হাতও তেমন, ম্যা’ম। এতদিন পর...প্রায় দুই যুগ পর সেই একই স্পর্শ পেলাম!’

অন্ধকারে সরে এসেছে জন। কান খাড়া করে শব্দ শুনল, কিন্তু এমন কিছু শুনতে পেল না যাতে মনে হবে পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে ক্যাম্পের দিকে আসছে কেউ।

মৃত্যুপথযাত্রী কূকের স্লান, অস্পষ্ট কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছে জন।

‘লম্বা ওই লোকটা যে আমাকে তুলে এনেছিল,’ বলছে কুক। ‘শক্ত, খাঁটি লোক। দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু ওর মনটা নরম, অন্তত নিরীহ আর দুর্বলের জন্য। ওর মতো নির্ভরযোগ্য মানুষ কম আছে। পছন্দের কেউ না-থাকলে ওর চিন্তা মাথায় রেখো, সুখী হতে পারবে তা হলে।’

জবাব দিল না জেনিফার, মুখেও ভাবান্তর দেখা গেল না। অবশ্য জবাব আশাও করেনি কুক, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে ফেলেছে। সম্ভবত দুর্বলতার কারণে।

কিছুক্ষণ পর আবার চোখ মেলে তাকাল লোকটা। মৃদু স্বরে জানতে চাইল: ‘আমাদের ক্যাম্পে এসেছিল যে-লোকটা, তুমি ওকে চেনো বোধহয়?’

‘স্মোক ট্যাবেট,’ বলল জেনিফার। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকবার পর যোগ করল: ‘ওরা হয়তো আমাদের খুঁজছে।’

‘ওর পিছু নিয়েছে?’ একটা হাত তুলে জনের দিকে ইশারা করল সে। ক্ষীণ হাসল শেষে। ‘কপালে খারাবি আছে তা হলে ওদের! হাড়ে হাড়ে টের পাবে!’

অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল জেফ। এগিয়ে চলে গেল জন, নিচু স্বরে ট্যাবেট আর গরুর পাল ছিনিয়ে নেওয়ার কথা জানাল।

ভাবান্তর দেখা গেল জেফের মধ্যে। ‘বরাবরই আউটল ছিল ওরা। তফাত শুধু এখন নতুন করে গরুচোর বনে গেছে।’

এরচেয়ে বেশি আর কথা হলো না ওদের। জানে দু’জনের মনে একই ভাবনা।

ল্যাস্কাররা এবার সত্যিকারের বিপদ হয়ে দেখা দিল। জনদের পিছু নিয়ে এত দূর চলে এসেছে। সংখ্যায় অনেক বেশি। কয়েকগুণ হবে। মামুলি বখাটে বা ঝামেলাবাজ থেকে গতরাতের ঘটনায় সত্যিকার আউটলর খাতায় নাম লিখিয়ে ফেলেছে। শুধু গরু চুরি করে ক্ষান্ত হয়নি, নির্বিচারে নিরীহ মানুষ খুন করেছে। এখন থেকে কোন কিছুর পরোয়া করবে না ওরা, যে-কোন মূল্যে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে চাইবে...

ল্যাস্কারদের দেখা পাওয়া সময়ের ব্যাপার, হয়তো যে-কোন মুহূর্তে দেখা দেবে ওরা। দৃশ্যত, মরণপণ লড়াই করতে হবে জন আর জেফকে, জেনিফারের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেই লড়ে যেতে হবে ল্যাস্কারদের সঙ্গে...প্রতিপক্ষ একে দলে ভারী, তায় কোন কিছুই থামাতে পারবে না ওদের...

মনে মনে নিজেকে শাপশাপান্ত করল জন। কী কুক্ষণে যে ম্যাকক্লেরিদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল! কলোরাডো যেন হাজার মাইল দূরে, অন্তত তাই মনে হচ্ছে ওর—আর পথেই কি-না সামাল দিতে হবে ল্যাস্কারদের, উটকো ঝামেলা হিসাবে রয়েছে জেনিফার নিজেই!

লড়তে ভয় পায় না জন। বিপদ বা ঝামেলাকেও ডরায় না, বরং এতেই বেশি অভ্যস্ত ও। পারিবারিকভাবে ক্যালকিনদের সঙ্গে যেন ঝামেলার সখ্যতা রয়েছে, বিপদ ওদের সর্বক্ষণের সঙ্গী! দুষ্টলোকেরা এমন অপবাদই দেয় ওদের ক্ষেত্রে। সত্যি কথা হচ্ছে নিজেরা আগ বাড়িয়ে কখনও ঝামেলা করে না ক্যালকিনরা, কিন্তু

ঝামেলা এলে সেটা এড়িয়েও যায় না, বরং পেশাদার ও দক্ষ মার্সেনারির মতো সেটাকে মোকাবিলা করে। মনেপ্রাণে বন্দুকের আইনে বিশ্বাস করে ওরা, জানে অসংখ্য মানুষ শুধু ওই একটা ভাষা বোঝে। দেশের জন্য, অসহায় মানুষের জন্য, শান্তি স্থাপনের জন্য পিস্তল ব্যবহার করে ওরা; আত্মরক্ষা, মর্যাদা বা সম্মান রক্ষার উদ্দেশ্য ছাড়া আজও পিস্তল ব্যবহার করেনি কোন ক্যালকিন। বড় হয়ে জীবনের প্রথম পিস্তল ধরবার সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যকীয় হিসাবে এ শিক্ষাটাও গ্রহণ করে ওরা।

অসম লড়াই, প্রতিপক্ষ দলে অনেক ভারী, কিন্তু পরোয়া বা দুশ্চিন্তা নেই জনের। বরং জেফ সঙ্গে থাকায় কৃতার্থ বোধ করছে। এক ক্যালকিনের পাশে আরেক ক্যালকিন—সে যেই হোক—স্রেফ অজেয় জুড়ি হয়ে যেতে পারে ওরা! শত্রুর সংখ্যা যতই হোক, দু'জন ক্যালকিন যখন গুলি শুরু করবে, তখন লাশ কয়টা পড়ল গোনা ছাড়া আর কিছু করবার থাকবে না প্রতিপক্ষের।

তিন

সূর্য ওঠবার আগেই রওনা দিল ওরা। পাহাড়ি ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে, চেষ্টা করছে যাতে খোলা আকাশের পটভূমিতে ওদের অবয়ব ফুটে না-ওঠে।

ট্রেইল আঁকাবাঁকা হলেও মূলত পশ্চিমে এগিয়েছে। চারপাশে দৃষ্টি রাখবার জন্য বুদ্ধি করে পাশ ফিরে স্যাডলে বসেছে দুই ভাই, যেন মেয়েদের মতো সাইড-স্যাডল ব্যবহার করছে; যাতে

ট্রেইলের দু'পাশে বড়সড় পরিধি জুড়ে নজর রাখতে পারে। জন ডান দিকে আর জেফ বাম দিকে নজর রাখছে। এতে পিছন দিকেও খেয়াল রাখতে পারছে, স্বাভাবিকভাবে রাইড করলে যা সম্ভব হতো না।

আকাশ মেঘলা। বাতাস গুমট। সূর্যের তেজ নেই বটে, কিন্তু গরম এতটুকু কমেনি। বাতাস না-থাকায় বরং বেশিই লাগছে, তবে সৌভাগ্য যে ঘোড়াগুলো ছুটছে বলে কিছুটা হলেও স্বস্তিকর বাতাস পাচ্ছে। সেটা গতির কারণে।

বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও এ-নিয়ে আমল দিচ্ছে না জন বা জেফ, সুযোগও নেই, কারণ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে ওদের। বৃষ্টি হবে বলে থামবার বিলাসিতা নেই। জানে মহাবিপদের সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে ব্ল্যাক ল্যান্সার যেহেতু পিছু নিয়েছে; বেপেরোয়া ও আত্মসী দলটাকে সামলাতে সত্যি বেগ পেতে হবে।

বিপদ অন্য কারও কাছ থেকেও আসতে পারে। আগে থেকে বলা মুশকিল। নানা সমস্যাও পড়তে পারে। বিশেষ করে সঙ্গে যেহেতু একটা মেয়ে আছে। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো জেনি ম্যাকক্লেরির ভিন্ন মানসিকতাও কাজ করছে। জন জানে এখন পর্যন্ত তেমন কোন সমস্যা না-করলেও মেয়েটার বেপেরোয়া হয়ে ওঠবার ষোলোআনা সম্ভাবনাই রয়েছে; কিছু সময়ের জন্য নিরস্ত রয়েছে বটে, কিন্তু যে-কোন মুহূর্তে ফণা তুলতে পারে, বিশেষ করে ল্যান্সারকে যদি চোখের সামনে দেখতে পায়। আবেগের কাছে তখন পরাস্ত হবে সমস্ত বিবেচনাবোধ।

দুপুর নাগাদ দক্ষিণ দিক থেকে আগুয়ান এক অশ্বারোহীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একটা পেইন্ট পনিতে চড়েছে লোকটা। গোটা ত্রিশেক গরু তাড়িয়ে নিয়ে আসছে। দূর থেকে ওদের দেখতে পেয়ে ঘোড়ার গতি কমিয়ে ফেলল সে, তারপর পাল ছেড়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে। স্যাডল-স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিয়েছে লোকটা, শরীরের সঙ্গে আড়াআড়ি ধরে রেখেছে;

সতর্ক সে, যে-কোন পরিস্থিতির জন্য তৈরি। রাইফেল যেভাবে ধরেছে, তাতে বোঝাই যায় লোকটা গড়পড়তার চেয়ে অস্ত্রে চালু। সবাই এভাবে পিস্তলের মতো রাইফেল ব্যবহার করতে পারে না, এটা অনেক অনুশীলন আর দক্ষতার ব্যাপার।

‘পথে কাউকে দেখেছ?’ নিরাবেগ স্বরে জানতে চাইল সে, তার আগে সামান্য নড় করল জনদের উদ্দেশ্যে, জেনিফারকে দেখে হ্যাটের কিনারা ছুঁল। ‘আমার লোকজনদের খুঁজছি।’

চট করে গরুর ব্র্যাণ্ডটা দেখে নিল জন। আধ-টোকো বক্সের মাঝে একটা এইচ অক্ষর। গতরাতে মৃত কূকের কাছে এ ব্র্যাণ্ডের কথা শুনেছে। হাফ-বক্স এইচ আউটফিট।

‘গতরাতে হামলা হয়েছিল তোমাদের গরুর পালের উপর,’ জানাল জন। ‘বেশিরভাগ গরু রেইডাররা ছিনিয়ে নিয়েছে নয়তো ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। তোমাদের এক লোক রাতে আমাদের ক্যাম্পে মারা গেছে।’

‘কে? ওর পরিচয় জানতে পেরেছ?’

‘ক্যাম্পের কুক। নামটা অবশ্য জানা হয়নি। বলল পিটার হ্যানলনের আউটফিটে চাকুরি করে। ওর কাছে শুনেছি হ্যানলনের ছেলেও নাকি হামলায় মারা গেছে।’

চমকে উঠল লোকটা, বিহ্বল ও শোকার্ত দেখাল তাকে। ‘মারা গেছে ছেলেটা? হায় রে, বস্ যা দুঃখ পাবে! নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসত ছেলেকে।’

সাইড-স্যাডলের মতো বসতে বসতে পায়ে আড়ষ্ট বোধ করছে জন। একটা পা তুলে পমেলের অন্য পাশে নিয়ে গেল, আঙুলের ঠেলায় পিছনে ঠেলে দিল হ্যাট। ‘অবস্থা দেখে আমার মনে হয়েছে তোমাদের গরু সব চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, ওগুলোকে রাউণ্ড-আপ করা খুবই কঠিন হবে। বেশ কয়েক মাইল পেরিয়ে এসেছি আমরা, কাউকে তো দেখলাম না। যাক্গে, এখন কী করবে তুমি?’

‘কী আর! এই গরুগুলোকে ডজ সিটিতে নিয়ে গিয়ে বসের কাছে রিপোর্ট করব।’

‘এক কাজ করতে পারো,’ প্রস্তাব করল জন। ‘আমরাও যেহেতু ডজ সিটিতে যাচ্ছি, একসঙ্গে যাওয়া যাক। পথে নানা বিপদ হতে পারে, তাই সঙ্গে একটা পিস্তল বেশি থাকলে দু’পক্ষেরই উপকার হবে।’

‘বুঝলাম না!’

‘তোমাদের ক্যাম্পে রেইড করবার সময় নির্বিচারে খুন করেছে আউটলরা। ওরা জেমস ব্ল্যাক ল্যান্সারের আউটফিট। টেনেসির লোক। আমাদের পিছু নিয়েছে। পথে ওদের সঙ্গে দেখা হলে যে সংঘর্ষ বাধবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে বিপদ শুধু আমাদের নয়, তোমারও হতে পারে, যদি ওরা জানতে পারে তুমি ক্যাম্পে রেইড থেকে বেঁচে গেছ।’

‘ঠিক আছে, তোমাদের সঙ্গে যাব তা হলে,’ সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানাল সে। ‘আমার নাম ফিন হ্যাটেন।’

পরের এক ঘণ্টায় হ্যানলনের ব্র্যাণ্ডের মোট তেরোটা গরু ধরে ফেলল ওরা। ক্যাম্পে রেইড করবার পর স্ট্যাম্পিড হয়ে গিয়েছিল, নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল গরুর পাল। সব গরু রাউণ্ড আপ করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, যথেষ্ট লোকবলও লাগবে। তবে এখন তা সম্ভব হবে না বলে ট্রেইলের ধারে-কাছে যে ক’টাকে পাচ্ছে ধরে পালে নিয়ে আসছে ওরা। সন্ধ্যা নাগাদ প্রায় পঞ্চাশটা গরু জোগাড় হয়ে গেল।

ক্লান্ত দেহে খোলা জায়গায় ক্যাম্প করল ওরা। গরু আর ঘোড়ার জন্য কাছাকাছি দড়ি টেনে করাল তৈরি করল।

অন্ধকার থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠ। অপরিচিত কেউ অন্য কারও বাড়িতে ঢুকবার আগে যেমন সাড়া দেয়, তেমনি। পশ্চিমে এটাই নিয়ম। হুট করে কারও ক্যাম্পে ঢুকতে নেই, ভুল বুঝাবুঝি হলে তার দায় কেউ নেবে না; তাই আগে থেকে সাড়া দিতে হয়,

ক্যাম্পে ঢুকতে হলে অনুমতি নিতে হয়।

‘ল্যাডার হোল্ডার না-হয়ে যায় না,’ উৎসাহিত স্বরে বলল ফিন হ্যাটেন। ‘ওর গলা চিনি।’

ল্যাডার নামের রহস্য বোঝা গেল তাকে দেখে। যেমন লম্বা তেমনই পাতলা। সারা মুখে ক্লান্তির চিহ্ন। কপালের উপর বড়সড় একটা ঠুলি পড়েছে, ক্যাম্পে রেইডের সময় কোন কিছুর সঙ্গে সংঘর্ষের প্রমাণ। সম্ভবত অজ্ঞান হয়ে পড়বার কারণে প্রাণে বেঁচে গেছে হোল্ডার। তবে তাতে তাকে খুব সুখী মনে হচ্ছে না, বরং মেজাজ তেতে আছে।

সঙ্গে ছয়টা গরু নিয়ে এসেছে সে।

‘গরু চোরদের কাউকে পেয়েছ নাকি?’ হ্যাটেনকে দেখে রাগে ফেটে পড়ল শীর্ণদেহী পাঞ্চার। ‘হারামীদের যদি একবার নাগালে পেতাম! গুলি করে মাথা গুঁড়িয়ে দিতাম সবক’টার!’

‘শান্ত হও, বন্ধু,’ মৃদু স্বরে বলল জেফ। ‘অধীর হয়ে কাজ হবে না, বরং বিপদে পড়ে যাবে। খুব খারাপ লোক ওরা। সুযোগ পেলে তোমার মাথাই গুঁড়িয়ে দেবে।’

হাফ-বক্স এইচ ব্র্যাণ্ডের একশো বিশটা গরু নিয়ে ডজ সিটিতে ঢুকল ওরা। সঙ্গে বাড়তি কয়েকজন রাইডার থাকলে ট্রেইলের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়া আরও কিছু গরু রাউণ্ড আপ করতে পারত—অন্তত দ্বিগুণ সংগ্রহ করতে পারত; হাতে বাড়তি সময় নেই বলে এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। ছিল পনেরোশো, কিন্তু চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছাল মাত্র দেড়শো। দুঃখজনক হলেও এটাই বাস্তবতা। কঠোর বাস্তব।

ক্যালকিনদের সঙ্গে ডজ সিটির সখ্যতা বহুদিনের। বাড়ির কাছে বলে নয়, বরং বিভিন্ন সময়ে নানা কাজে ওদের আসা। শহর পত্তনের সময় এখানকার মার্শাল ছিল ব্র্যাড ক্যালকিন। শক্ত হাতে লুটেরা, ঠগ, আউটল, জালিয়াত সহ নানা ধাক্কার অসংখ্য নিশানা

মানুষকে সামাল দিয়েছিল সে। জনদের দূর সম্পর্কের চাচা হয়। পরবর্তীতে আরও দু'জন ক্যালকিন স্বল্প মেয়াদে এখানকার মার্শাল ছিল।

রেইডের পর বেঁচে যাওয়া তুরা নিশ্চয়ই ডজ সিটিতে এসে মালিকের সঙ্গে মিলিত হবে, তাই পিটার হ্যানলনের সঙ্গে দেখা করতে হোটেলে চলে এল ওরা। সঙ্গে ল্যাডার হোল্ডার ও ফিন হ্যাটেন রয়েছে। হোটেলে পৌঁছে দেখল ইতোমধ্যে তিনজন ফিরে এসেছে। তারমানে সাতজন এখনও নিখোঁজ।

দীর্ঘ, সুঠামদেহী মানুষ হ্যানলন। চওড়া কাঁধে অফুরন্ত শক্তি ধরে। লালচে রঙের চুল এমনভাবে আঁচড়ানো যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট অ্যাণ্ডি জ্যাকসনের কথা মনে করিয়ে দেয়। ধূসর রঙের চোখে তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, অন্যের ভিতরটা এক লহমায় পড়ে নিতে পারে। সেখানে এমন চাহনি, অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ মানুষ চট করে বুঝে নেবে এ লোকের শত্রু হওয়ার পরিণাম আখেরে মঙ্গলজনক হবে না কখনও, তাই বন্ধু হওয়াই শ্রেয়।

‘চুরি করা গরু নিশ্চয়ই বিক্রি করবে ওরা,’ সব শুনে বলল হাফ-বক্স এইচ মালিক, মুখ শক্ত হয়ে গেছে। ‘তখনই বাধা দেব আমরা। তার আগে অবশ্য আশপাশে ছড়িয়ে দেব খবরটা।’

‘মি. হ্যানলন,’ মুখ খুলল জন। ‘ব্ল্যাক ল্যান্সারকে অত বোকা ভাবলে ভুল হবে। বরং যা শুনেছি, তাতে মনে হচ্ছে খুবই চালাক আর নীচ লোক সে। হয়তো গরু বেচবেই না।’

‘তার মানে?’

‘রাউণ্ড আপে সংগ্রহ করা গরুগুলো দেখে আমার মনে হয়েছে তোমার পালে বয়স্ক গরুর চেয়ে বরং উঠতি বয়সের বাছুর বেশি। সঙ্করায়নের জন্য জুতসই। আমার তো মনে হয় গরু নিয়ে আরও পশ্চিমে ওয়াইওমিং চলে যাবে ল্যান্সার, বাছুরগুলো নিজের জন্য রেখে বাকিগুলো সেনাবাহিনী, ইণ্ডিয়ান বা গরু ব্যবসায়ীদের কাছে বেচে দেবে। এমন তাগড়া বাছুর দিয়ে র‍্যাঞ্চ শুরু করতে পারলে

দারুণ ব্যাপার হবে।’

‘তোমার ধারণা তা হলে থেকে যাওয়ার জন্য পশ্চিমে এসেছে ও?’

‘আমিও তাই ভাবছি। দলেবলে পশ্চিমে চলে আসবার অন্য কোন কারণ তো দেখছি না! আমার মনে হয় আমরা টেযওয়েল ছেড়ে আসবার পর কিছু একটা ঘটে গেছে আর পরিণতিতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে ল্যান্স্কার বাহিনী।’

ওদের পুরো আলাপই শুনছিল জেনিফার। এতক্ষণ ধরে ব্ল্যাক ল্যান্স্কারের সমালোচনা চলছে, শেষটায় আর সহ্য হচ্ছিল না বলে সমস্ত রাগ ও ক্ষোভ উগরে দিল। ‘এভাবে না-জেনে না-শুনে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা খুবই অন্যায় হচ্ছে! ব্ল্যাক ল্যান্স্কার যে গরু চুরি করেছে এমন কোন প্রমাণ নেই তোমাদের হাতে, অথচ দিব্যি তার চোদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার করছ সবাই মিলে!’

খানিকটা বিস্ময় নিয়ে মেয়েটিকে দেখল পিটার হ্যানলন। অবাক হয়েছে। হওয়ারই কথা, জেনিফার রয়েছে ওদের সঙ্গে, কিন্তু ল্যান্স্কারকে সমর্থন করছে!

গম্ভীর চাহনিতে জনের দিকে তাকাল হাফ-বক্স এইচ মালিক। ‘মনে হচ্ছে তোমাদের নিজেদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে,’ নিস্পৃহ স্বরে মন্তব্য করল সে।

‘জেনিফারের ধারণা ল্যান্স্কার লোক হিসাবে অত খারাপ না,’ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করল জেফ।

‘ঠিকই তো!’ তড়পে উঠল জেনিফার।

‘অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে,’ জেনিফার ম্যাকক্লেরিকে পাত্তা না-দিয়ে খেই ধরল জেফ। মেয়েটা আরও কিছু বলতে যেতে কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল। কী দেখতে পেল কে জানে, একেবারে চুপ হয়ে গেল জেনিফার।

মনে মনে এক চোট হাসল জন। জেফ এমনই। মেয়েদের সঙ্গে সহজ ও চটপটে, বিস্তর ঠাট্টা-মশকরা করে; কিন্তু সামান্য নিশানা

আস্কারাও দিতে নারাজ। প্রয়োজনের মুহূর্তে কঠোর হয়ে যায়।

‘তো, মনে হচ্ছে তোমার দুর্ভাগ্যের জন্য আমাদেরও কিছুটা দায় রয়েছে, মি. হ্যানলন,’ বলে গেল জেফ। ‘আমাদের কারণে এদিকটায় এসেছে ল্যাস্কার, এক অর্থে ওদের পিছন পিছন নিয়ে এসেছি আমরা। ল্যাস্কাররা ধাওয়া করছিল আমাদের, কিন্তু পথে গরুর পাল দেখে সুযোগটা লুফে নিয়েছে। তবে ওদের মূল টার্গেট এই লেডি এবং ওর সেরা জাতের কয়েকটা ঘোড়া। পুরো কাউন্টিতে বোধহয় এরচেয়ে চমৎকার ঘোড়া আর নেই। জেনিফারকে বিয়ে করে ঘোড়াগুলোর মালিক বনে যেতে চাইছে ল্যাস্কার। টেষওয়েলে ওদের সঙ্গে...’

‘টেনেসিতে তো?’ আগ্রহী স্বরে বলল হ্যানলন। ‘হ্যাঁ, শহরটা ভাল করে চিনি। আমি কেটাকির মানুষ কি-না।’

‘আমরা অবশ্য সৎ উদ্দেশ্যে টেষওয়েলে গিয়েছিলাম। ল্যাস্কারদের সঙ্গে টক্কর লেগে গেল। মুরোদ দেখাতে চেয়েছিল ওরা, কিন্তু আমরা সেটার সমঝদার নই বলে বাধা দিয়েছিলাম।’

‘সেজন্য তোমাদের পিছু ধাওয়া করেছে?’

‘অসম্ভব না-হলেও ওটা একটা কারণ হতে পারে তবে আমার ধারণা জেনিফার আর ওর ঘোড়াগুলোই আসল কারণ।’

পিটার হ্যানলনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নীচের ডাইনিংরুমে চলে এল ওরা তিনজন।

জেনিফার ভিতরে ভিতরে রাগে ফুঁসছে, মুখ লাল হয়ে গেছে। রাগ পড়েনি এখনও। ‘এভাবে মি. ল্যাস্কারকে দোষারোপ করবার অধিকার নেই তোমাদের,’ এক টেবিলে বসবার পর ক্ষুব্ধ স্বরে অভিযোগ করল মেয়েটা। ‘সে যথেষ্ট সম্মানিত লোক।’

ব্ল্যাক ল্যাস্কার সম্মানিত লোক? পেট ফাটিয়ে হাসতে ইচ্ছে করছে জনের, কিন্তু চেপে রাখল। জেনিফার নেহাত ছেলেমানুষ, তাই ভুল বুঝতে পারা দূরে থাক, জানেও না কী বলছে।

তবে জেফ ছেড়ে দেওয়ার বান্দা নয়। ‘আমিও তাই আশা

করছি, ম্যা'ম,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'তুমি তো ওকেই বিয়ে করতে চাইছ। বিয়ের পর যদি দেখো ল্যান্স্কার সম্মানিত লোক নয়, মহা ফ্যাঁসাদে পড়ে যাবে না? বিশেষ করে ধারে-কাছে যেহেতু তোমার কেমন স্বজন নেই।'

একেবারে লা-জওয়াব হয়ে গেল জেনিফার। এমন সমুচিত অথচ কৌশলী উত্তর দিতে জেফ বেশ পাকা। হাজার কথা বললেও হয়তো নিরস্ত হতো না মেয়েটা, কিন্তু ওই এক কথায় একেবারে হাঁ হয়ে গেছে। আদপে কী-ইবা বলবার আছে ওর?

খাবারের ফরমাশ দিল ওরা।

চারপাশে কৌতূহলী দৃষ্টি চালাচ্ছে জেনিফার। বোধহয় অস্বস্তি কাটাতে চাইছে এভাবেই। ডজ সিটি বেশ বড় ও জাঁকজমকপূর্ণ শহর। সান্তা ফে, অ্যাবিলিন, সেডালিয়া বা মিসৌরির মতো। বহু লোকের ভিড় চারপাশে, এমনকী ডাইনিংরুমেও লোক গিজগিজ করছে। পশ্চিমে এমন জনবহুল শহর কমই আছে।

নানা পেশার মানুষ। গরু ব্যবসায়ী, ভূমি জরিপকারী, জুয়াড়ি, সেনাবাহিনীর অফিসার, ক্যাটল ড্রাইভে আসা র‍্যাঞ্চার বা তাদের ফোরম্যান...এদের ভিড়ে शामिल হয়ে গেছে অতি চটপটে ভবঘুরে ও ধান্ধাবাজের দল। বন্দুকবাজও রয়েছে কেউ কেউ।

ফিটফাট ও পরিচ্ছন্ন পোশাক সবার পরনে। উৎসব উৎসব ভাব সবার মধ্যে। তুলনায় নিজেদের নোংরা মনে হচ্ছে জনের, যদিও জানে পুরো ব্যাপারটাই এক ধরনের বিলাসিতা বা নিজেকে জাহির করবার প্রচেষ্টা, বিশেষ করে আদৌ যেহেতু কোন উৎসব হচ্ছে না। তাই অজান্তে হলেও অস্বস্তি বোধ করে জন। জাঁকাল শহরে নাভিস্থাস উঠে যায় ওর, হাঁসফাঁস করতে থাকে কখন বের হয়ে যাবে।

জেফের অবশ্য অত সমস্যা নেই। খোলা আকাশ বা বড় শহর ওর কাছে কোন পার্থক্য তৈরি করে না। খোদ ইউরোপের বড় বড় শহরে যাতায়াত আছে ওর, তাই পশ্চিমের খ্যাতনামা শহরগুলো নিশানা

ওর কাছে পানসে ও বৈচিত্র্যহীন।

তবে পরিচ্ছন্ন হয়ে নিতে হবে, ভাবছে জন। কোন পার্টিতে যেহেতু যেতে হবে না, গাঁটের পয়সা খরচ করে নতুন কাপড় কিনবার দরকার নেই; এখানে ওদের দু'জনকে যতই পাহাড় থেকে আসা আনাড়ি ও গৈয়ো মানুষ দেখাক না কেন!

‘বড় শহরে গেছ কখনও, জেনিফার?’ জানতে চাইল জেফ।

‘হ্যাঁ, কতবার!’ মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল মেয়েটার, একটু আগের তিক্ততা বোধহয় ভুলে গেছে ভিন্ন প্রসঙ্গ পেয়ে। ‘আটালান্টা, নিউ অর্লিয়েন্স, লুইসভিল, ন্যাশভিল...বহু শহরে গেছি। বড় শহরে ঘুরে বেড়ানোই তো আমার আত্মীয়-স্বজনদের কাজ! ব্যবসার কাজে ওদের সবসময় চলবার মধ্যে থাকতে হয়।’

সামান্য অবাক হলো জন। এতটুকু একটা মেয়ে কিম্বা বিস্তর জায়গা ঘুরে ফেলেছে। আইরিশ ঘোড়া ব্যবসায়ীরা অবশ্য এমন যাযাবর ধরনেরই।

কিছুক্ষণের জন্য ব্ল্যাক ল্যান্সার, টেথওয়েল বা বর্তমান, সবই ভুলে গেল জেনিফার ম্যাকক্লেরি। অনর্গল বিভিন্ন বড় শহরের গল্প করে যাচ্ছে, নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছে। মুগ্ধ শ্রোতা হয়ে গেল দুই ভাই। জেনিফারের উচ্ছল ও অকপট কণ্ঠে মনে হচ্ছে না ওদের প্রতি কোনরকম তিক্ততা রয়েছে মেয়েটার, বরং যেন তিন অকৃত্রিম বন্ধু গল্প করছে।

দেয়ালের সঙ্গে পিঠ দিয়ে দরজার মুখোমুখি বসেছে জন। উল্টোদিকে জেনিফার, আর ওর ডানে জেফ। গল্পে মশগুল হলেও স্বাভাবিক সতর্কতাবোধ বিস্মৃত হয়নি জন, মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখে নিচ্ছে কে রেস্টোরাঁয় ঢুকছে আর কে বেরোচ্ছে, কেউ ওদের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছে কি-না।

হঠাৎ খুলে গেল রেস্টোরাঁর দরজা। দৃষ্টি তুলে তাকাল জন, দরজায় ব্ল্যাক ল্যান্সারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল।

মোক্ষম সময়ে এসে পড়েছে! সকৌতুকে ভাবল ও, যখনই

ব্যাটার কথা ভুলতে বসেছে মেয়েটা, ঠিক হাজির হয়ে গেছে।

দৃষ্টি সরিয়ে নিতে গিয়েও পারল না জন। ল্যাস্কারের দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হলো। আমূল বদলে গেছে ব্যাটার চেহারা! পোশাক যে মানুষকে কতটা পাল্টে দিতে পারে, আরেকবার তা চাক্ষুষ করবার সৌভাগ্য হলো জনের। সদ্য কেনা, নিখুঁত মাপের ব্রডক্লথ স্যুট পরেছে ল্যাস্কার, সঙ্গে রয়েছে সাদা শার্ট, কালো টাই এবং হাতে ধরা আনকোরা কালো হ্যাট। বুটজোড়া চকচকে, চোস্ত পালিশ করা। মাথার চুল গ্রিজ বা তৈলাক্ত কিছু দিয়ে আঁচড়ানো, খুলির সঙ্গে লেপ্টে আছে। স্বীকার করতেই হবে দারুণ সুদর্শন লাগছে ব্ল্যাক ল্যাস্কারকে। জেনিফার কেন, যে-কোন মেয়ের মাথা ঘুরে যাবে।

তবে সুন্দর কাপড় পরলেই তো স্বভাব বদলে যায় না, তাই সঙ্গীদের ছাড়তে পারেনি ল্যাস্কার। ঠিক পিছনে জ্যাক ল্যাস্কার। স্মোক ট্যাবেট আর হ্যান্স ট্রেগর নামে একজন পিছনে পড়ে যেতে নারাজ, দুই ল্যাস্কারের সঙ্গে লেজ-দূরত্বে।

সরাসরি ওদের টেবিলে চলে এল ল্যাস্কার। অন্যরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকল। ভাবভঙ্গিতে গা-ছাড়া ভাব দেখালেও সতর্ক নজর রাখছে এদিকে।

‘হ্যালো, জেনি! কেমন আছ?’ আনন্দ যেন বাধ মানছে না ব্ল্যাকের, চোখে-মুখে খুশি উপচে পড়ছে। ‘তোমাকে দেখে কী যে ভাল লাগছে! আহ, মনটাই ভাল হয়ে গেল।’ তারপর জনের দিকে ফিরল সে, চওড়া হাসি এতটুকু ম্লান হলো না, বরং সপ্রতিভ কণ্ঠে বলল: ‘টেবিলে ঘটনা নিশ্চয়ই মনে রাখোনি, আশা করি আমাদের উপর কোন ক্ষোভ নেই? বিশ্বাস করো, আমাদের সঙ্গে ঝামেলা পাকানোর ইচ্ছে নেই। সামান্য মজা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলাম সেদিন, আসলে ঝামেলাবাজ নই আমরা।’

জনের ইচ্ছে করছে ঘুসি মেরে ব্যাটার মুখটা ভর্তা করে দেয়।

কী বিরজিকর! এমন কপট, নীচ ও ধাক্কাবাজ মানুষ খুব কমই দেখেছে জীবনে। ব্ল্যাক ল্যান্সার সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রাণখোলা হাসি ব্যাটার মুখে, বিশ্বাস করা মুশকিল যে এটা আসলে ভান। জেনিফার ম্যাকক্লেরির প্রতি তার অনুরাগ থাকতে পারে, এ নিয়ে ভাবেও না জন, কিন্তু ওদের ব্যাপারে যা বলল— তাও খুব বড় গলায়—এক রঙিও বিশ্বাসযোগ্য নয়।

মিছে বলবার দরকার কী?

নির্ঘাত জেনিফারের সামনে নিপাট ভদ্রলোক সাজতে চায়। কে জানে, হয়তো পরিচয়ের পর থেকেই মেয়েটার সামনে এমন ফুলবাবু হয়ে থাকে। দ্বৈত সত্তার মানুষ ঘৃণা করে জন। এদেরকে দু'মুখো সাপ মনে হয় ওর। বিশ্বাসঘাতকতার মতো গুরুতর হয়তো নয়, কিন্তু জনের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেটা তারচেয়ে কমও নয়। সবকিছুর সীমা থাকা উচিত। ল্যান্সারের অতি গলে পড়া ভাব বা মেকি ভালমানুষি দেখে গা জ্বলে যাচ্ছে, বিশেষ করে এর প্রভাব যেহেতু নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছে।

ল্যান্সারকে দেখা মাত্র আনন্দে আটখানা হয়ে পড়ল জেনিফার ম্যাকক্লেরি। অহ্লাদী বাচ্চা যেন! উত্তেজনা আর আনন্দে ঝলমল করছে মুখ, চাহনিতে উচ্ছ্বাস। মেজাজ খিঁচড়ে গেল জনের। এমন জঘন্য চরিত্রের কাউকে দেখে খুশি হওয়ার কী আছে?

‘আরে, নাহ! কিছু মনে রাখিনি আমরা,’ ইতোমধ্যে সামলে নিয়েছে জেফ, স্মিত হাসি দেখা গেল ওর ঠোঁটের কোণে। হাসিটা দেখে ওর আন্তরিকতা নিয়ে সন্দেহ হবে না কারও, তবে আদপে সেটা তাচ্ছিল্য আর বিদ্রূপাত্মক; বিশেষ করে যেহেতু ল্যান্সারের খেলায় যোগ দিয়েছে—তার মতোই মেকি ভদ্রতা প্রকাশ করছে। ‘দাঁড়িয়ে আছ কেন? চেয়ার নিয়ে এসে বসে পড়ো! আলাপ করা যাক। গল্প বেশ জমবে মনে হয়। আসবার পথে একটা গল্পের পালে হামলা হয়েছে, চোররা পাইকারি হারে খুন-জখম করার পর সব গল্প তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। তুমি হয়তো কিছু বলতে

পারবে এ ব্যাপারে।’

চড়ু খাওয়ার মতো অবস্থা হলো জেনিফারের। মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ। পরস্পরের উপর চেপে বসা ঠোট দেখে বোঝা গেল রেগে গেছে। তবে চাহনি থেকে শঙ্কা লুকাতে পারেনি, ভয় পাচ্ছে খারাপ কিছু ঘটে যেতে পারে এখানে।

‘গরুর পাল?’ মোটেই অপ্রস্তুত হলো না ল্যান্সার, একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। ‘কবে থেকে আবার এ ব্যবসায় নামলে তোমরা? শুনি নি তো!’

‘আমাদের গরু না,’ একই সুরে বলে গেল জেফ, চটপটে ও সহজ ওর কণ্ঠ। ‘এক বন্ধুর। ওর নাম হচ্ছে পিটার হ্যানলন। ভাল মানুষ। রাসলাররা হামলা করেছিল পালে, স্ট্যাম্পিডে ছড়িয়ে পড়েছে সব গরু। অন্তত কয়েকশো গরু ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়ার সময় নিয়ে গেছে রাসলাররা। ওদের অবশ্য শুধু রাসলার বলা ঠিক হবে না, খুনিও বলতে হবে, কারণ হ্যানলনের ছেলে ছাড়াও অন্তত ছয়জন ত্রু মারা গেছে ওদের হামলায়।’

আশ্চর্য! সামান্য পরিবর্তনও হলো না ল্যান্সারের চেহারা। দক্ষ অভিনেতা বলতেই হবে, নীরব সমীহের সঙ্গে ভাবল জন। এমনকী চোখের পলকও পড়েনি। মৃদু হেসে, মোলায়েম স্বরে সে বলল: ‘হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ট্রেইলের আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়া কয়েকটা গরু দেখেছি। হাফ-বক্স এইচ ব্র্যাণ্ড না? কয়েকটা জড়োও করেছি আমরা, এখানে পৌছানোর পর মার্শালের কাছে সোপর্দ করেছি।’

স্বীকার করতেই হবে ল্যান্সারের মাথা ঠাণ্ডা। চট করে সামাল দিয়েছে পরিস্থিতি। সত্যি কি মার্শালের কাছে গরু জমা দিয়েছে? সেক্ষেত্রে, তাকে ধুরন্ধর না-বলে উপায় নেই। সমস্ত দিক বিবেচনা করেছে সে এবং আগে থেকে নিজের পথ পরিষ্কার করে রেখেছে। মার্শালের কাছে গুটি কয়েক গরু জমা দিলে চট করে ওকে সন্দেহ করবে না কেউ, বরং বিবেকবান ও দায়িত্ববান একজন লোক মনে

করবে। সেখানে!

চেয়ারে হেলান দিয়ে, আয়েশ করে বসল ব্ল্যাক। বন্ধুত্বপূর্ণ চোখে তাকাল ক্যালকিনদের দিকে। ‘সত্যি কথা বলতে কী, এক রাজ্যের লোক আমরা, তবে পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে শুধু খোশগল্প করতে আসিনি। জেনির জন্য মনটা উতলা হয়ে পড়েছিল। অস্থির লাগছিল কয়েকদিন দেখতে না-পেয়ে। কিন্তু ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে একটু একাও থাকতে দেবে না আমাদের। অগত্যা কী আর করা, সবার সামনেই ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে।’

ঝলমল করছে জেনিফারের মুখ, চাহনিতে রাজ্যের আগ্রহ। দেখে পিণ্ডি জ্বলে যাচ্ছে জনের। বোকার হৃদ! সস্তা একটা মেয়ের মতো আচরণ করছে, সামান্য এক টিনহর্নের তোষামোদে গলে পড়ছে; অথচ মেয়েটার নখেরও যোগ্য নয় ব্ল্যাক ল্যান্সার। বুঝতেও পারছে না লোভী লোকটার বদ মতলব। প্রেমে পড়লে মানুষ বোকা হয়ে যায়, কিন্তু এতটা অবিবেচক বা অর্বাচীন হয় কী করে, যেখানে নিজের চোখে ল্যান্সারের কুকর্ম দেখতে পেয়েছে?

কিছু বলতে আগ্রহ বোধ করল না জন। জেনিফার ম্যাকক্লেরি কাকে ভালবাসল বা কার দিকে চেয়ে হাসল, তাতে যায়-আসে না ওর। যা খুশি করুকগে! শুধু ওদের উদ্দেশ্যের ব্যত্যয় না-ঘটলেই হলো। কোনরকম ঝামেলা ছাড়া কলোরাডোয় বাবার র্যাঞ্চে জেনিফারকে পৌঁছে দিতে পারলেই হলো, তারপর স্রেফ ভুলে যাবে মেয়েটাকে। বাবার কাছে পৌঁছে ল্যান্সারের সঙ্গে যত ইচ্ছে লটরপটর করুক না!

জেফ বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই মুখ খুলল চটপটে ব্ল্যাক, কাউকে সুযোগ দিতে নারাজ। জানে তা হলে ওর উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। এখনও হাসছে সে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে শিকারকে করায়ত্ত করবার চাপা আগ্রহ আর লোভে চিকচিক করছে চোখজোড়া—যেটা শুধু দুই ভাই ধরতে পারছে। বোকা মেয়েটার সেই ক্ষমতা নেই, কিংবা ভুলে বসে আছে।

‘জেনি, আমাকে বিয়ে করবে?’ হঠাৎ বোমা ফাটল ব্ল্যাক।

থ হয়ে গেল দুই ভাই। ওরা কেউ কিছু বলবার আগেই জবাব দিয়ে দিল জেনিফার। লাফ দিয়ে ল্যান্ডস্কারের কোলে গিয়ে পড়বার অবস্থা মেয়েটার, খুশিতে ঝলমল করছে মুখ। ‘হ্যাঁ, জেমস...রাজি আমি! তোমাকেই বিয়ে করব!’

মেয়েটার প্রতি করুণা বোধ করল জন। জেনিফারের জন্য বোধহয় এটাই জীবনের প্রথম প্রস্তাব। সম্ভবত এটাই কাল হয়েছে ওর। বনেদী ঘরের দুর্বিনীত ও মেজাজী মেয়ে, যথেষ্ট যোগ্যতা না-থাকলে ওর প্রতি কোন পুরুষের আগ্রহ প্রকাশ করবার কথা নয়। ওর প্রেমে নিশ্চয়ই এ-পর্যন্ত বহু যুবক পড়েছে, কিন্তু কেউ ল্যান্ডস্কারের মতো স্পষ্ট স্বরে, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রেম নিবেদন করেনি। ফাঁকিটা ধরতে পারেনি জেনিফার। বোকার মতো প্রেমে পড়ে গেছে। বড়জোর মোহ বা এক ধরনের সাময়িক অনুরাগ বলা যেতে পারে, ব্ল্যাক ল্যান্ডস্কারের আসল রূপ দেখতে পেলে ঠিকই তা কেটে যাবে। তবে তার আগেই সর্বনাশ না-ঘটলে হয়।

সর্বনাশের ষোলোকলার অর্ধেকটা অবশ্য ঘটে গেছে মেয়েটা বিয়েতে রাজি হওয়ায়।

‘কী যে খুশি লাগছে! কৃতার্থ হলাম, ম্যা’ম, নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে!’ এবার সত্যিকার আনন্দ দেখা গেল ব্ল্যাকের চোখে, বোঝা গেল সাফল্যের ব্যাপারে সন্দিহান ছিল সে, ভাবেনি চট করে রাজি হয়ে যাবে জেনিফার, বিশেষ করে এ ক’দিন ক্যালকিনদের সঙ্গে থাকবার পর।

‘এবার কাজের কথায় আসি,’ হাসি ম্লান হয়নি ব্ল্যাকের। ‘অন্য ভাবে নিয়ো না, জেনি, কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে অপরিচিত, আত্মীয় নয় এমন দু’জন লোকের সঙ্গে আমার বাগদত্তার এভাবে ঘোরাফেরা করা উচিত নয়। লোকে জানলে কী ভাববে? সম্মানিত যে-কোন লেডি তার মর্যাদার কথা আগে চিন্তা করে। তোমার জন্য একটা রুম ভাড়া করেছি হোটেলে, আমাদের বিয়ে হওয়া নিশানা

পর্যন্ত ওখানেই থাকবে।’

এবার বিপদের গুরুত্ব হাড়ে হাড়ে টের পেল জন। বোকার মতো বসে থাকল। এমন কিছু ঘণাক্ষরেও আশা করেনি। দারুণ চাল দিয়েছে ল্যাস্কার। একেবারে লা-জওয়াব করে দিয়েছে! বুঝতে পারছে না কী বলবে, কিংবা কীভাবে ঠেকাবে ল্যাস্কারকে।

এবারও জেফই তৎপর হলো। ‘বেশ তো, ব্ল্যাক, বিয়ে করবে তোমরা! খুশির খবরই। কিন্তু আমাদের বিশেষ অনুরোধ করেছে জেনিফারের দাদা, ওকে নিয়ে কলোরাডোয় বাবার র‍্যাঞ্চে পৌঁছে দেই। এখান থেকে খুব একটা দূরেও নয় র‍্যাঞ্চেটা। ওখানে গিয়েই বিয়ে করো না কেন তোমরা? ওর বাবাও তা হলে উপস্থিত থাকতে পারবেন। বেশ ভাল হবে, তাই না? শত হলেও একমাত্র মেয়ে তো।’

এবারও মান হলো না ব্ল্যাকের হাসি। প্রত্যাশা নিয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল সে, মুখে বলল: ‘ব্যাপারটা তুমি ঠিক বুঝবে না, মি. ক্যালকিন। জেনির প্রেমে ব্যাকুল হয়ে আছি। একটুও তর সইছে না আমার।’

‘আমারও দেরি করতে ইচ্ছে করছে না!’ অকপট গলায় বলে ফেলল জেনিফার। ‘এখানে, ডজ সিটিতেই বিয়ে করতে পারি আমরা! আমি তো কোন অসুবিধা দেখছি না।’

লজ্জার মাথা খেয়ে ফেলেছে মেয়েটা? নিদারুণ বিরক্তি বোধ করল জন। কিন্তু জেফ সামান্য অপ্রতিভ বা চিন্তিত হলো না, চোস্ত দাওয়াই যেন তৈরি ছিল ওর মগজে, নির্বিকার মুখে জবাব দিল। ‘বিয়ের সময় তোমার বাবা উপস্থিত থাকলে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন। ওঁর প্রতি তোমার ন্যূনতম দায়িত্বও নেই? বাবা হিসাবে তাঁর তো এটুকু প্রাপ্য, তাই না? তা ছাড়া, দু’একদিনেরই ব্যাপার। কলোরাডোয় বিয়ে হলে অনুষ্ঠানটা হবে জাঁকজমকপূর্ণ, তোমার আত্মীয়রা উপস্থিত থাকবে। নিশ্চয়ই খুব উপভোগ্য হবে।’

কাজ হলো এতে। দারুণ চাল দিয়েছে জেফ, মনে মনে ওর তারিফ করল জন। চুপসে গেছে জেনিফার, এমনকী ভাড়াহাড়োর জন্য অন্ততপ্তও, করুণ ও বেদনার্ত মুখ দেখে মনে হচ্ছে এখনই কেঁদে ফেলবে।

আগুনে আরও পানি ঢালবার জন্য জন এবার বলল: ‘মহৎ একটা কাজ করতে যাচ্ছ তোমরা। মেয়ে তার মনের মানুষকে বিয়ে করছে, যে-কোন বাপের কাছে এটা বিরল কিন্তু আনন্দ ও গর্বের বিষয়।’

মুখ তুলে ব্ল্যাকের দিকে তাকাল জেনিফার। ‘আমাদের বোধহয় ধৈর্য ধরা উচিত, জেমস। সত্যিই তো, খুব দূরে নয় কলোরাডো।’

শক্ত হয়ে গেল ব্ল্যাকের চোয়াল, সামান্য সরু হয়ে গেল চোখ দুটো। মুহূর্তের জন্য। ল্যাস্কারের বদমেজাজ সম্পর্কে শুনেছে জন, জানে মেজাজ খিঁচড়ে গেলে যা-তা কাণ্ড ঘটিয়ে বসে। ব্যাপারটা ঘটতে দেরি নেই, আচরণে সেই আভাস। জন এবং জেফ, দু’জনই মনেপ্রাণে চাইছে যেন রেগে যায় ব্ল্যাক, তা হলে ওর আসল রূপ দেখে ভুল বুঝতে পারবে জেনিফার।

পরিস্থিতি যখন অনুকূলে, তখনই বোকামি করে ফেলল জন। ‘তা ছাড়া,’ মুখ ফস্কে বলে ফেলল ও। ‘নেহাতই বাচ্চা মেয়ে জেনিফার। বিয়ে করবার বয়স হয়নি এখনও।’

কথাটা শোনামাত্র তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল জেনিফার। যাও-বা শান্ত হয়ে গেছিল, কিন্তু এবার সুযোগ পেয়ে সমস্ত ক্ষোভ আর অসন্তোষ ঝাড়ল জনের উপর। ‘মেয়েদের বয়স সম্পর্কে কী জানো তুমি, জন ক্যালকিন?’ মেয়েটার চোখে আগুন, রাগে লাল হয়ে গেছে ফর্সা মুখ। ‘কিছু না! বোধকরি মেয়েদের সম্পর্কেও তোমার বিদ্যা আহামরি কিছু নয়। বয়স আমার যথেষ্ট হয়েছে, অন্তত বিয়ে করবার মতো। এই বয়সে বহু মেয়ে বাচ্চারও জন্ম দিয়েছে। বিশ্বাস হচ্ছে না তো? বেশ, প্রমাণ করে দেব। জেমস, নিশানা

তুমি রাজি থাকলে কাল সকালেই বিয়ে করব আমরা ।’

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ব্ল্যাক ল্যান্সার । সিধে হয়ে দাঁড়াল সে, ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় রাজ্য জয় হয়ে গেছে । এতক্ষণ মনেপ্রাণে এই চেয়েছিল । ক্যালকিনদের উদ্দেশ্যে গা-জ্বালানো হাসি ঝাড়ল, চাপা উল্লাস খেলা করছে চাহনিতে । ‘অবশ্যই, জেনি, তাই হবে! চলো, তোমাকে রুমে পৌঁছে দিয়ে আসি ।’

ঝট করে উঠে দাঁড়াল জেনিফার । টেবিল ছেড়ে যাচ্ছে, পিছন থেকে কিছু বলতে গেল জন; মুখ খুলল বটে, কিন্তু কী বলবে ঠিক করেনি, তাই জবানও খুলল না । কীই বা বলবার আছে?

পা বাড়াতে গিয়েও উল্টো ঘুরল ব্ল্যাক, বিমূঢ় দুই ক্যালকিনের মুখ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করল কয়েক মুহূর্ত, তারপর সম্ভ্রষ্ট স্বরে বলল, ‘দু’জন লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি । জেনির জিনিসপত্র আর ঘোড়াগুলো নিয়ে যাবে ওরা । সব ঘোড়া দিয়ে দেবে!’

‘সব ঘোড়া?’

‘হ্যাঁ, যে-দুটোয় তোমরা রাইড করছ, ওগুলো সহ । ওগুলো তো জেনির অর্থাৎ ম্যাকক্লেরিদের ঘোড়া । যার মাল তার কাছেই থাকা উচিত ।’

‘ওগুলো আমাদের নিঃশর্ত ভাবে দিয়ে দেওয়া হয়েছে,’ গম্ভীর স্বরে বলল জেফ । ‘বিল অভ সেলও আছে আমাদের কাছে, তাই আদপে একসময় ম্যাকক্লেরিদের ঘোড়া থাকলেও এখন আর তা নয় ।’

ভাইয়ের মুখ দেখে জন ঠিকই বুঝল ভিতরে ভিতরে রাগে ফেটে পড়ছে জেফ, কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ পেতে দিচ্ছে না, চেপে রেখেছে কীভাবে যেন ।

‘ঠিকই বলেছে ও, জেমস,’ দ্রুত জানিয়ে দিল জেনিফার । ‘ঘোড়া দুটো এখন ওদের ।’

‘উঁহু, আমি তাতে সম্ভ্রষ্ট নই । কীভাবে বুঝব তোমাদের সেই বিল অভ সেল ভুয়া নয়? কিংবা ভাঁওতা দিয়ে বা জোর করেও তো

আদায় করতে পারো। যাক্গে, জিনিসটা যাই হোক, আমার মনে হয় না কোর্টে টিকবে।’

জেনিফারকে নিয়ে চলে গেল ব্ল্যাক। বোকার মতো বসে রইল দুই ভাই। খিদে মরে গেছে। বয়সে যতই কম হোক বা ওদের সঙ্গে যত দুর্ব্যবহার করুক, তবুও জন বা জেফ চায়নি ব্ল্যাক ল্যাস্কারের মতো দুর্জনের খপ্পরে পড়ুক জেনিফার।

‘জেফ, এ বিয়ে ঠেকাতেই হবে,’ মৃদু স্বরে নীরবতা ভাঙল জন। ‘মেয়েটা বুঝতে পারছে না, কিন্তু ওর ভুল ভাঙতেও বেশি দেরি হবে না। ততদিনে সর্বনাশ হয়ে যাবে।’

‘কীভাবে ঠেকাবে? আমার মাথায় কিছু আসছে না! জেনিফার ব্ল্যাককে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে, এদিকে ব্ল্যাকের বিরুদ্ধে যত অভিযোগই থাক, কিছু প্রমাণ করতে পারব না। এ অবস্থায় কী করতে পারি আমরা?’

‘আচ্ছা, তোমার কী মনে হয়, সত্যি মার্শালের কাছে হাফ-বক্স এইচ ব্র্যাণ্ডের গরু জমা দিয়েছে ব্ল্যাক?’

‘সন্দেহের কী আছে? যা চালাক ও, আমার তো মনে হয় ইচ্ছে করে এই চাল দিয়েছে, যাতে মি. হ্যানলনের গরুর পালে রেইড বা স্ট্যাম্পিডের হোতা হিসাবে নিজেকে সন্দেহের উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া যায়। হাফ-বক্স এইচ ব্র্যাণ্ডের গরুর সঙ্গে কেউ ওকে দেখে থাকতে পারে, জিজ্ঞাসা করলে সে এখন বলবে জমা দেওয়ার জন্য নিয়ে আসছিল। ব্যস, ল্যাঠা চুকে গেল। তা ছাড়া, অন্যান্য র‍্যাঙ্গার বা গরু ব্যবসায়ীরাও ব্যাপারটা সুন্দর করে দেখবে, চারদিকে ল্যাস্কারের সুনাম হবে।’

‘আচ্ছা, জেনিফারের জন্য এত পাগল কেন সে?’

অদ্ভুতভাবে জনের দিকে তাকাল জেফ। ‘বুন্ধু! জেনিফার একটা কথা ঠিক বলেছে, মেয়েদের ব্যাপারে এখনও বিশেষ কাঁচা রয়ে গেছ তুমি, জন। বনেদী ঘরের দারুণ সুন্দরী মেয়ে, বয়সও কম। স্ত্রী হিসাবে ব্ল্যাকের কাছে ও তো আকাশের চাঁদের মতো।

পশ্চিমে বহু মেয়ে এই বয়সে দু'এক বাচ্চার মা হয়ে যায়।'

ভুল বলেনি জেফ। তবে জনের কাছে মেয়েটিকে একেবারে ছেলেমানুষ মনে হয়, বিশেষ করে চাঞ্চল্য বা স্বতঃস্ফূর্ততার কথা চিন্তা করলে। মেয়েটির মুখেও বয়সের ছাপ পড়েনি, নিষ্পাপ সারল্য রয়ে গেছে যেটা শুধু ছেলেবেলায় থাকে। তবে মুখ দেখে যাই মনে হোক, আসলে একটুও বাড়িয়ে বলেনি জেফ, উপলব্ধি করছে জন। জেনিফার সুন্দরী এবং পরিপূর্ণ নারী হওয়ার মতো যাবতীয় গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী। জন মেয়েটিকে অপরিণত ভাবলেও আদপে তা নয়।

'তো, জন, এখন কী করব আমরা?' সিরিয়াস স্বরে জানতে চাইল জেফ।

দুই ভাই মিলে ঠিক করল মার্শালের কাছে যাবে। কিন্তু হতাশ হতে হলো ওদের। সব শুনবার পর মার্শাল ইয়েট আর্প জানাল এ ব্যাপারে আদপে তেমন কিছু করবার নেই তার।

'দুগ্ধিত, বয়েজ,' সামান্য অধৈর্য শোনালা কিংবদন্তীর খ্যাতি পাওয়া মানুষটি। 'তোমরা যা বলেছ, হয়তো সত্যি, পরিস্থিতি দেখে কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। হাফ-বক্স এইচের বেশ কয়েকটা গরু নিয়ে ডজ সিটিতে এসেছে মি. ল্যান্সার এবং করালে জমা করেছে। তাতে আর যাই হোক অন্তত গরুচোর বলা যাবে না ওকে; এবং এমন প্রমাণও নেই যে মি. হ্যানলনের গরুর পালে স্ট্যাম্পিডের জন্য সে দায়ী।

'আর মেয়েটার ব্যাপারে কিছু করবার নেই কারও। বিয়ে করবার মতো বয়স হয়েছে ওর, তাই যাকে খুশি বিয়ে করতে পারে। আমি দুগ্ধিত।'

ইয়েট আর্পের সঙ্গে এই প্রথম দেখা জন বা জেফের, কিন্তু মানুষটার বহু গল্প শুনেছে। দারুণ সফল লম্যান; পিস্তলে বিজলির ক্ষিপ্ততা বা রাইফেলে অসাধারণ দক্ষতার চেয়েও বেশি সুনাম অর্জন করেছে আইন প্রয়োগে কঠোর ও আপসহীন দৃঢ়তার জন্য।

মানুষ হিসাবে আগাগোড়া সৎ, অসমসাহসী এবং প্রত্যয়ী। কাউন্টিতে একটা কথা প্রচলিত রয়েছে যে ডজ সিটিতে ইয়েট আর্প সত্যিকার অর্থে নিজস্ব রাজত্ব কায়েম করেছে, প্রতিপক্ষে যতজনই থাকুক আইন প্রয়োগে কখনও পিছ-পা হয় না, বরং বিপক্ষ শক্তিশালী হলেই যেন আরও বেশি আগ্রাসী হয়ে উঠে সে। নীতির সঙ্গে কখনও আপস করে না।

মার্শাল ইয়েট আর্পের কাছ থেকে সাহায্য না-পেয়ে অগত্যা ফোর্ড কাউন্টির শেরিফ ব্যাট মাসটার্সনের কাছে গেল দুই ভাই। মাসটার্সনও আরেক কিংবদন্তী চরিত্র। বিস্ময়ের ব্যাপার সবে বিশ পেরিয়েছে তার বয়স, চব্বিশ-পঁচিশ হবে। দারুণ সুদর্শন মানুষ। গাঢ় রঙা স্যুট পরনে, মাথায় কালো ডার্বি হ্যাট। এ ধরনের শক্ত হ্যাট পরবার প্রচলন নেই পশ্চিমে, কিন্তু মানুষটা তার ব্যক্তিত্বের মতোই ব্যতিক্রমী। অপ্রচলিত ডার্বি হ্যাট অর্ধ-মাতাল কাউবয়দের প্রলুব্ধ করে বটে, কিন্তু ওটার মালিক ব্যাট মাসটার্সন বলেই আজও তেমন কিছু ঘটেনি—হ্যাটটা ফুটো করবার দুঃসাহস করেনি কেউ, অথচ অন্য কেউ হলে নির্ঘাত অদ্ভুত হ্যাট পরবার খায়েশ চিরতরে মিটিয়ে দিত। পেটে হুইস্কি পড়লে বেসামাল হয়ে পড়ে ফুর্তিবাজ কাউবয়রা, তাদের ঠেকাতে গিয়ে কখনও কখনও তোপে পড়ে যায় লম্যান। অদ্ভুতুড়ে পোশাক থাকলে সেটা কাউবয়দের বিদ্রূপের উপলক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

নীরবে সব শুনল শেরিফ, শেষে মাথা নাড়ল। ‘দুঃখিত, বয়েজ, কিছু করবার নেই আমার। মেয়েটা সাবালিকা, তাই বিয়ে করবার পূর্ণ অধিকার আছে ওর। আর ল্যান্সারদের কারও বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট বের হয়নি।’ এক মুহূর্ত ভাবল সে। ‘তবে নিজস্ব কয়েকটা আইডিয়া আছে আমার।’

‘বলে ফেলো, হয়তো তার কোন একটা কাজে লেগে যাবে!’ আগ্রহী স্বরে অনুরোধ করল জেফ।

‘সেদিন এক লোক বলছিল ল্যান্সারদের প্রায় পঞ্চাশটা গরু নিশানা

তাড়িয়ে আনতে দেখেছে, কিন্তু আমার কাছে তো মাত্র ছয়টা গরু জমা দিয়েছে ওরা।’

‘এটা কি প্রমাণ নয়?’

‘নিরেট প্রমাণ বলা যাবে না, কারণ লোকটা তখন মাতাল ছিল। তবে একটা কথা ভাবছি আমি। কাউহ্যাণ্ড মাত্রই কখনও গোণায় ভুল করে না, সে তখন মাতাল হলেও। যদিও ব্যাপারটা মনে হয় না কোটে টিকবে।’

‘তা হলে কী করব?’

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে ধারণাটা নিজের মনে নাড়াচাড়া করল ব্যাট মাসটার্সন। একটু পর সিধে হলো যখন, মুখ সামান্য উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ‘জেনিফারের দাদার কাছে টেলিগ্রাম করো। তার কাছ থেকে বিয়ে থামানোর নির্দেশ আনাও। ওর বাবার কাছেও একটা তার পাঠিয়ে দিয়ো।’

তাই তো! ব্যাপারটা মাথায় আসেনি ওদের। টেলিগ্রাম সম্পর্কে জানে, রেলরোডের পাশে লাইনও দেখেছে; কিন্তু ভাবেনি ওভাবে লেন্স ম্যাকক্লেরির সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে।

‘মি. মাসটার্সন, তুমি যদি তারটা লিখে পাঠাও, খুব কৃতজ্ঞ থাকব,’ বিনীত অনুরোধ করল জন। ‘বিশেষ করে তুমি যেহেতু আইনের মানুষ। আমাদের কথার চেয়ে তোমার কথায় অনেক বেশি গুরুত্ব দেবে মি. ম্যাকক্লেরি। যত যাই হোক, চমৎকার এমন একটা মেয়ের বাজে বিয়ে হবে, কল্পনাই করা যায় না।’

ড্রয়ার থেকে কাগজ-কলম বের করে খসখস করে লিখে ফেলল শেরিফ। সামনে ঝুঁকে লেখাটা পড়ল জন:

*ল্যান্ডার এখানে। বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। রাজি হয়েছে
জেনিফার। বিয়ে থামানোর অনুমতি পাঠান। জলদি।*

‘যদি অনুমতি আসে,’ নিজ থেকে জানাল মাসটার্সন। ‘আমি

ওই বিয়ে ঠেকিয়ে দেব।’

টেলিগ্রাফ অফিসে এসে তার করবার পর বোর্ডওঅক ধরে হাঁটতে শুরু করল দুই ভাই। মনে মনে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করছে জন। শেরিফ ব্যাট মাসটার্সন দারুণ বুদ্ধি বাতলেছে, কাজ হলে শুধু ওতেই হবে।

লং ব্রাঞ্চ সেলুনের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল জেফ, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল জনের দিকে। ‘ডজ সিটি তো বেশ বড় শহর, লোক সমাগমও অনেক.’ প্রায় হেঁয়ালির সুরে বলল সে। ‘ভাবছি ক’জন যাজক আছে এখানে।’

‘তিন-চারজন হবে হয়তো।’

জেফের স্বভাবই এমন, সবকিছুতে রহস্য। তবে একটা কিছু ওর মনে ঘুরপাক খাচ্ছে, বুঝতে পারছে জন, এবং সেটা যে বেশ কার্যকরী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভাইকে চেনা আছে ওর। ঠিক সময়ে চোস্ত একটা চাল চালবে আর তাতে কেপ্লা ফতে হয়ে যাবে। আগেও এমন হয়েছে।

‘এক কাজ করা যাক, কাউকে জিজ্ঞেস করি। তা হলেই জানা যাবে।’

‘ল্যাডার হোল্ডার, ফিন হ্যাটেন আর অন্যদের সাহায্য করেছি আমরা,’ মৃদু স্বরে বলল জেফ, ওর উদ্দেশ্য এখনও পরিষ্কার নয়। ‘চাইলে নিশ্চয়ই এর প্রতিদানে আমাদের উপকার করবে ওরা। মি. হ্যানলনের কাছে গুনলাম শহর থেকে পনেরো মাইল উত্তরে কিছু গরু রাউণ্ড আপ করে ওখানেই ক্যাম্প করেছে হোল্ডাররা। ওদের একজনকে কাজে লাগালে কেমন হয়? যাজকের সঙ্গে গল্প করবে। হোল্ডার তো বেশ গল্পবাজ, আশা করছি ওকে দিয়ে কাজ হবে। ধরো, হট করে মারা যাচ্ছে সে। মরবার আগে নিশ্চয়ই একজন যাজকের সঙ্গে কথা বলতে চাইবে। হোক না সাধারণ কাউহ্যাণ্ড, কিন্তু মৃত্যুর আগে তওবা করবার অধিকার সবার আছে, তাই না?’

নিশানা

ফুটপাত ধরে শেরিফকে এগিয়ে আসতে দেখে খুশি হলো ওরা। লং ব্রাঞ্চে যাবে।

‘ডজ সিটিতে ক’জন প্রিচার আছে, মি. মাসটার্সন?’ জানতে চাইল জন।

চোখ পিটপিট করল শেরিফ। ‘ভাগ্য ভাল বলতে হবে তোমাদের,’ বলল সে। ‘একজন ছাড়া এ মুহূর্তে সবাই শহরের বাইরে। তবে জজের কথা মনে রেখো। চাইলে সেও কিন্তু বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে।’

তখনই আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ল জেফ। জোর কদমে ঘোড়া ছোটাল পনেরো মাইল দূরে হোল্ডারদের ক্যাম্প অভিমুখে। নাটকের প্রস্তুতি সম্পন্ন করবে সে।

এদিকে ঘোড়া নিয়ে জনও বেরিয়ে গেল শহর থেকে। উদ্দেশ্য ছাড়াই ঘোড়াকে ছোটাল কিছুক্ষণ। ঘোড়াটা ঘেমে ক্লান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর ফিরে এল শহরে। নাগাড়ে ছুটে উপস্থিত হলো যাজকের বাসার সামনে।

‘রেভারেণ্ড,’ বিনীত স্বরে অনুরোধ করল ও। ‘আমাদের ক্যাম্পে গুরুতর অসুস্থ এক লোক। যায় যায় অবস্থা। মৃত্যুর আগে ঈশ্বরের কাছে পাপমোচন করতে চায় ও। আপনি কি দয়া করে আমার সঙ্গে যাবেন?’

কফি খাচ্ছিল যাজক। খুবই ভাল মানুষ। তৎক্ষণাৎ তৈরি হয়ে নিল সে, এমনকী কফিও শেষ করল না। বাকবোর্ডে ঘোড়া জুড়ে ধেরিয়ে পড়ল জনের সঙ্গে।

‘আরেকটা কথা, রেভারেণ্ড,’ যাত্রা করবার আগে বলল জন। ‘একটা উইল করতে চায় ও। জাস্টিস অভ পীসকে দিয়ে লেখাতে চায়। জানে না জাস্টিসকে দিয়ে উইল লেখানো আইনসিদ্ধ হবে কি-না, কিন্তু ওর বিশ্বাস তিনি খুব সৎ লোক। তাই ঠিক করেছে তাঁকে দিয়েই লেখাবে উইলটা।’

সুতরাং রেভারেণ্ডকে নিয়ে জাস্টিস অভ পীসের বাড়িতে গেল

ওরা। তাঁকে সবকিছু খুলে বলতে রাজি হয়ে গেল। বিশেষ করে ফী হিসাবে যেহেতু মোটাসোটা অঙ্ক পাওয়া যাবে।

মিনিট বিশ পর ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল ওরা। বাকবোর্ড আগে, পিছনে ঘোড়ার পিঠে জন।

ঘণ্টা খানেক পর হতশ্রী চেহারার ক্যাম্প পৌছল ওরা। ঝর্নার লাগোয়া করাল, কোনরকমে গড়ে তোলা মামুলি শ্যাক আর এক পাশে মাটি খুঁড়ে তৈরি ডাগ-আউট। বেডরোলে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে ল্যাডার হোল্ডার, বুক পর্যন্ত কম্বল দিয়ে ঢাকা শরীর। জনকেও স্বীকার করতে হলো দারুণ ভং ধরেছে লোকটা, নিখুঁত অভিনয়। সত্যি ভয়ানক রুগ্ন দেখাচ্ছে বুড়ো কাউবয়কে।

ধারে-কাছে রয়েছে অন্য কাউহ্যাঙরা। গম্ভীর, থমথমে চেহারা সবার। মৃত্যুর স্থবিরতা ও গাম্ভীর্য নেমে এসেছে পুরো ক্যাম্পে। নেহাত দরকার ছাড়া কথা বলছে না কেউ, যদি কেউ বলেও সেটা নিচু স্বরে।

পরিস্থিতি দেখে সম্ভ্রষ্ট বোধ করল জন। জেফকে নিয়ে সটকে পড়ল আলগোছে। ডজ সিটির দিকে রওনা দিল। হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে জনের। ইতিহাসের দীর্ঘতম মৃত্যুর দৃশ্য অভিনীত হতে যাচ্ছে ক্যাম্পে। নায়ক হোল্ডার।

যাজক অবশ্য বলেছে প্রোট্যাস্ট্যান্ট বলে তওবা করা বা পাপ স্বীকার করবার বাধ্যবাধকতা নেই ল্যাডার হোল্ডারের, কিন্তু সুযোগ ছাড়তে নারাজ সে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলতে থাকল নানা অপকর্মের স্বীকারোক্তি, সবিস্তারে বর্ণনা করছে; এমন সব অপরাধ যা শুধু কল্পনাকেই হার মানায়। বানোয়াট বেশিরভাগ। কিছু অন্যের কাছে শোনা। তাতে রং চড়িয়ে, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলছে ল্যাডার।

কী কী করতে চায় সে, ছোটবেলায় কী ইচ্ছে ছিল...সবই বয়ান করছে সে নির্মল মনে। এমন জবর বর্ণনা বা কাহিনি কেউ শোনেনি কখনও। বিস্ময়ের ব্যাপার দুই শ্রোতা অথও মনোযোগে নিশানা

শুনে যাচ্ছে। কখনও তারা শিহরিত হচ্ছে, কখনও ব্যথিত, আবার কখনও রীতিমত অশ্রুসজল চোখে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটিকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

নিশ্চিতভাবে বলা যায় উপযুক্ত লোক বাছাই করা হয়েছে।

‘পকেটের শেষ ডলারও বাজি ধরতে রাজি আছি আমি,’ সন্তুষ্ট মনে বলল জেফ। ‘আজ সারা রাতেও পাপমোচন শেষ হবে না ল্যাডার হোল্ডারের। কে জানে, হয়তো দুপুরের আগে মরবেই না সে!’

তবে ক্যাম্পের পরিস্থিতি যতই ওদের নিয়ন্ত্রণে থাকুক, জন ভাবছে শহরের কথা। আরও তিনজন যাজক রয়েছে, এদের যে কেউ যদি রাতের মধ্যে শহরে ফিরে আসে?

চার

নিশ্চিন্ত মনে শহরে ফিরে এল জেফ আর জন। লেডি গে সেলুনের সামনে যখন স্যাডল ছাড়ল ওরা, পেটে তখন রান্সুসে খিদে। সারা দেহে ক্লান্তি তো আছেই। ঘন মেঘে ভারী হয়ে আছে আকাশ। ঝড়-বৃষ্টি শুরু হতে পারে যে-কোন সময়ে। হিচিং রেইলে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে বোর্ডওঅকে উঠে এল, অভ্যাসবশত চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালিয়ে নিল। দমকা ঠাণ্ডা বাতাস ধেয়ে এল পাহাড় থেকে, ধুলো উড়ল, তারপর বিজলি চমকানো শুরু হলো। কালো আকাশ চিরে যাচ্ছে নীল বিদ্যুৎ। দূরাগত মেঘের গুড়গুড় আর বজ্রপাতের প্রচণ্ড নিনাদ কাঁপিয়ে দিল পুরো শহরকে।

‘জবর বৃষ্টি হবে বোধহয়,’ বলল জেফ, কণ্ঠে স্বস্তি। ‘বিকাল থেকে খেয়াল করেছি আকাশ ভারী হয়ে আছে।’

‘হোটেলে চলে যাও তুমি, আমি ঘোড়া দুটোকে আস্তাবলে রেখে আসি,’ বলল জন। তারপর সামান্য ইতস্তত করে মৃদু স্বরে বলল, ‘জেনিফারের রুমে গিয়ে দেখো তো ও ব্ল্যাকের কথা মতো রুম বদলে ফেলেছে কি-না।’

রাস্তায় নেমে এল ও। ঝড়ো বাতাস গায়ে স্বস্তির পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। শূন্য রাস্তা। দৃষ্টিসীমায় নেই কেউ। এক-আধ ব্লক দূরে বুটের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল জন, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। সবক’টা সেলুনে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, ভিতরে বাজনা বা গান চলছে অন্য দিনের মতোই; তবে বাইরের হিচিং রেইলে ঘোড়া বা রিগ নেই বললে চলে। ঝড়ের পূর্বাভাস পেয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে খদ্দেররা, বাড়ি ফিরে গেছে।

ঘোড়া দুটোকে লীড করে হেঁটে লিভারি স্টেবলে এল জন। ক্লাস্ত প্রাণী দুটোকে দুটো স্টলে রাখল। দমকা বাতাসে ধুলো উড়ছে, পাক খেয়ে চলে যাচ্ছে রাস্তার ওপাশে; তবে অন্ধকারের কারণে ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না। বড়বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

জেনিফারের কথা মনে পড়ে গেল। মেয়েরা নাকি তুলনামূলক একই বয়সী পুরুষদের চেয়ে ঢের বুদ্ধি বেশি রাখে, বিচক্ষণ এবং পরিপক্ব। অথচ জেনিফারের মধ্যে তার ছিটেফোঁটাও নেই, মামুলি এক টিনহর্নকে বিয়ে করতে চাইছে। পশ্চিমে নতুন নয় জেনিফার, অথচ সহজাত প্রবৃত্তি, মানুষ চিনবার ক্ষমতা কিংবা ‘মেয়েলি সচেতনতা দিয়েও ল্যাস্কারের ধাত চিনতে পারেনি। বড় অদ্ভুত! এ ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে পারছে না জন। এসব ব্যাপারে মেয়েরা অনেক চটপটে ও সক্রিয়, মুহূর্তে নিজেদের ভালমন্দ বুঝে ফেলে; ফাঁকি বা ভাঁওতাবাজি ধরে ফেলতে পারে, সিদ্ধান্তও নিতে পারে আদৌ কোনটা বিপজ্জনক নয়।

পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে জেনিফার। প্রেমে পড়ে সব ওলট-পালট হয়ে গেছে ওর। অল্পবয়স বা অপরিপক্বতা কোন অজুহাত হতে পারে না। শত লোকে ভরা কামরায় কেউ অলক্ষ্যে তাকিয়ে থাকলেও ঠিক টের পায় মেয়েরা, সৃষ্টিকর্তা ওদের অতীন্দ্রিয় এই ক্ষমতা দিয়েছেন; চাহনি দেখে বুঝতে পারে কার মনের গভীরে লিঙ্গা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ বা কামনা কাজ করে। তাই সচেতন যে-কোন মেয়েকে ফাঁকি দেওয়া সত্যি কঠিন।

কী নিষ্ঠুর বোকামি! কে জানে, মারাত্মক এ ভুলের পরিণতিতে কতটা মাশুল দিতে হয় জেনিফারকে!

স্টেবলের দরজায় লণ্ঠন জ্বলছে। দমকা বাতাসে কাঁপছে ওটার শিখা। হসল্যারকে কোথাও দেখতে পেল না জন, অগত্যা স্টলের সঙ্গে ঘোড়া দুটো বেঁধে মই বেয়ে চিলেকোঠায় উঠে এল।

প্রায় সব স্টেবল একই ধাঁচে গড়া হয়। স্টলের সারির উপর দীর্ঘ চিলেকোঠা থাকে, যাতে খড় জমিয়ে রাখা হয়; উপরে উঠে ফর্ক দিয়ে খড় ফেলতে হয় স্টলে। ওঠা-নামার জন্য একাধিক মই থাকে। পশ্চিমের মানুষ হসল্যারের জন্য অপেক্ষা করে না, নিজেই ঘোড়ার জন্য খড়ের ব্যবস্থা করে।

বহু কাউবয় বা ভবঘুরে রাতে খড়ের গাদায় ঘুমিয়ে পড়ে। এরা এতটাই অভ্যস্ত যে কেউ কেউ মাসের পর মাস দিব্যি বিছানা ছাড়াই চালিয়ে যায়।

ঘোড়া দুটোর ম্যাঙ্গারে খড় ফেলল জন। শেষ ফর্ক ফেলছে, ঠিক এসময় ওর মনে হলো নীচে খুবই সাবধানে, সন্তর্পণে পা ফেলেছে কেউ।

কেউ ঢুকেছে স্টেবলে?

অমূলক আশঙ্কা বা সন্দেহ বলে চিন্তাটা বাতিল করে দেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও তা করল না জন। বিপদে অভ্যস্ত ও পোড়াখাওয়া বলে অবচেতন মনের তাগিদকে যতটা গুরুত্ব দেয়, ঠিক ততটাই দেয় শ্রবণেন্দ্রিয়কে—এমনকী ঠিক শুনতে না-পেলেও। আজ পর্যন্ত

এর ব্যতিক্রম হতে দেখেনি জন, উত্তেজিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনের কারসাজি বলে অগ্রাহ্য করবার পরিণামে চরম খেসারত দিতে রাজি নয়; বরং সন্দেহ নিরসন করা জরুরি জ্ঞান করেছে।

চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল জন। শরীরের সব ইন্দ্রিয় এখন তীক্ষ্ণ ও টানটান হয়ে গেছে। খেয়াল করল চিলেকোঠার যে-অংশে আছে ও, বার্নের প্রায় পুরোটা জুড়ে রয়েছে এবং এখানে তিনটা মই রয়েছে। তিনটাই দেখেছে—একদিকে একটা, বাকি দুটো অন্য পাশে। একটু অস্বাভাবিক। হিসাবে চারটা থাকবার কথা। কোথায় চতুর্থটা?

সম্ভরণে কয়েক পা সরে গেল ও, বিড়ালের মতো নিঃশব্দে পা ফেলছে। চকিত দৃষ্টি চালাল বার্নের ছাদ অর্থাৎ চিলেকোঠার মেঝে বরাবর। একদিকের জোড়া মইয়ের অবস্থান দেখে অনুমান করল অন্যদিকের অদৃশ্য চতুর্থ মইটা কোথায় হতে পারে। স্টেবলের পিছন দিকে। সম্ভবত শূন্য কোন স্টলে বা তার কাছে নেমে গেছে এবং লিভারিম্যান হয়তো বাড়তি যন্ত্রপাতি, হার্নেস বা অমন নানা জিনিস ঝুলিয়ে রেখেছে ওটার সঙ্গে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত তাই হয়, একই সঙ্গে চার মই ব্যবহার করবার প্রয়োজন পড়ে না।

কান খাড়া জনের, সামান্য শব্দও শুনতে উদ্দীব। বিপদ এসে পড়েছে? কেউ কি ওকে অনুসরণ করে আস্তাবলে ঢুকেছে? নাকি ঝড়-বৃষ্টি এড়াতে স্টেবলে এসে ঢুকেছে কোন ভবঘুরে? কিংবা ঘোড়া নিতেও কেউ আসতে পারে। আবার হসল্যারও হতে পারে। হয়তো ধারে-কাছে গিয়েছিল কোন কাজে, এখন ফিরে এসেছে।

সবই ঠিক আছে। এর যে-কোনটাই হতে পারে। কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কার: যে-ই এসেছে, খুব সম্ভরণে ঢুকেছে, চুপিসারে। তার উদ্দেশ্য যাই হোক, সেটা জনের জন্য মঙ্গলজনক নাও হতে পারে। নিজস্ব ঘোড়া নিতে বা ঝড়-বৃষ্টি থেকে বাঁচতে আস্তাবলে আসা মানুষ এত সতর্ক পা ফেলবে না। হসল্যারের ক্ষেত্রেও তাই

বলা যায় ।

মানুষটা যে-ই হোক, সে জানে স্টেবলে রয়েছে জন । জানে বলেই সাবধানী পা ফেলেছে । ওর অলক্ষ্যে জায়গামত পৌঁছতে চায় ।

বর্ষাতি সহ উইনচেস্টার স্যাডল স্ক্যাবার্ডে রেখে এসেছে জন, ইচ্ছে ছিল স্টেবল থেকে বেরোনোর আগে তুলে নেবে । নীচের লোকটা নিশ্চয়ই রাইফেলটা দেখেছে, এবং অপেক্ষায় আছে নীচে নেমে রাইফেল তুলে নেবে জন । তখনই চালটা দিতে পারবে সে ।

নিন্দুকেরা বলে ওর মন নাকি অতিমাত্রায় সন্দেহপ্রবণ । কেউ কেউ দোষও দেয় । তাদের অভিযোগ যে পুরোপুরি মিথ্যে তা বলা যাবে না, আবার একেবারে অমূলকও নয় । কখনও কখনও দেখা গেছে সেটা শঙ্কিত মনের দোলচালের ফসল, কিন্তু বহুবার এই সন্দেহ বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে । সেসব ক্ষেত্রে সন্দেহপ্রবণ মনের কারণেই বেঁচে গেছে জন । তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়: মনটা দু'একবার প্রতারণা করলেও মোটেই ঠকায়নি ওকে ।

সাড়ে তিন হাত মাটির নীচে এখনও যেহেতু যেতে হয়নি, সন্দেহপ্রবণ ওই মনের উপরই ভরসা জনের ।

সিঙ্কশ্যুটারের হ্যামারের সঙ্গে লাগানো নিরাপত্তামূলক র-হাইডের ফিতা সরিয়ে দিল জন, তারপর ঝুঁকে অন্য হাতে থাকা ফর্কটা সন্তর্পণে চিলেকোঠার মেঝেয়, খড়ের উপর নামিয়ে রাখল । প্রায় নিঃশব্দে সারল কাজটা । এবার অন্য সিঙ্কশ্যুটারের ফিতাও সরিয়ে দিল । শেষে সিধে হয়ে কান পাতল । লোকটা যেহেতু ওর অবস্থান সম্পর্কে জানে, খানিকটা নড়াচড়া করা উচিত, নইলে ঠিক সন্দেহ করে বসবে । জন চায় না লোকটা জানুক তার উপস্থিতি প্রকাশ পেয়ে গেছে । তাকে আঁধারে রাখতে পারলে চমক হিসাবে কাজে লাগাতে পারবে ব্যাপারটা ।

বহু মানুষ লিভারি স্টেবলে ঘুমায়, বিশেষ করে কপর্দকহীন ভবঘুরে বা কাউবয়রা । কেউ কেউ পয়সাও বাঁচায় এভাবে ।

হোটেলে রাত কাটিয়ে পুরো এক বা দেড় ডলার খরচা করবার চেয়ে বরং কয়েক সেন্টের বিনিময়ে খড়ের গাদায় থাকাই ভাল। কোথাও কোথাও মুফতে থাকা যায়। তাই হোটেলে থাকাকে স্রেফ বিলাসিতা মনে করে বহু মানুষ।

কেউ আবার ঘুমানোর জায়গা হিসাবে অপেক্ষাকৃত নীরব কিন্তু আয়েশহীন বার্ন পছন্দ করে। নীচের অদৃশ্য শত্রুকে সেই ধারণা দিতে ইচ্ছুক জন। বোঝানো দরকার পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতা ও টের পায়নি; তাই এখান থেকে নামবে তো নাই, বরং ঘুমানোর বন্দোবস্ত করছে। সে-অনুযায়ী খড় নাড়াচাড়া শুরু করল, যেন ঠিক জায়গায় খড় বিছিয়ে বেডরোলের প্রয়োজন মিটিয়ে নেবে।

ব্যাটা চায় নীচে নেমে যাক জন। দুরাশা! বরং তাকেই উপরে উঠে আসতে বাধ্য করবে।

পরিস্থিতি সম্পর্কে পুরোপুরি সজাগ জন। সারাক্ষণ ভাবছে কী উপায় অবলম্বন করবে, লোকটার বিকল্প পরিকল্পনা কী হতে পারে এবং সেভাবে আগে থেকে নিজেকে তৈরি রাখতে চায়। খানিকটা সময় ব্যয় করে শত্রুর সম্ভাব্য গতিবিধি বা চাল সম্পর্কে ভাবলে সেটা বিরাট উপকারে আসে—অভিজ্ঞতা থেকে জানে ও—বহু সময় আর শ্রম বেঁচে যায়।

নিজেকে লোকটার জায়গায় কল্পনা করল ও। সম্ভবত মই ধরে নেমে যাওয়ার সময় ওকে গুলি করবে লোকটা, কারণ তা হলেই বাড়তি সুবিধা পাবে সে। নামতে থাকায় জনের অন্তত একটা হাত ব্যস্ত থাকবে, চট করে সক্রিয় হতে পারবে না। এক্ষেত্রে, সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য মোক্ষম জায়গায় অবস্থান নেবে লোকটা, যাতে একইসঙ্গে তিন মইয়ের উপর চোখ রাখতে পারে। তার জানবার উপায় নেই ঠিক কোন্টা ধরে নেমে যাবে জন, তাই অবশ্যই সুবিধাজনক জায়গায় পজিশন নেবে সে।

তেমন জায়গা কোথায় হতে পারে?

কল্পনায় স্টেবলের পুরো লেআউট মনে করল জন। মনে মনে নিশানা

কিছু হিসাব কষল। সম্ভবত তিন মইয়ের সঙ্গে চতুর্ভুজ তৈরি হয় এমন একটা অবস্থান নেবে লোকটা। চিলেকোঠার এক দিকে দুই মই আর অন্য দিকেরটা শত্রুর বাম দিকে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তিন মইকে চোখের সামনে রেখে অবস্থান নেবে সে, সেটা তিন মই থেকে সমান দূরত্বে কোথাও হবে। দূরত্বটা বেশি কাছেও নয়, আবার দূরেও নয় যাতে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে। দূরবর্তী দুই মইয়ের বিপ্রতীপ কৌণিক দূরত্ব বরাবর একটা রেখা কল্পনা করল জন, অনুমান করল এর মাঝ বরাবর কোথাও অবস্থান নিয়েছে অদৃশ্য ঘাতক; সেক্ষেত্রে, তিনটা মই-ই তার প্রায় সমান দূরত্বে ও চোখের সামনে থাকবে।

স্টেবলের ডান দিকে, চিলেকোঠার মাঝামাঝি কোথাও শত্রুর অবস্থান—নিশ্চিত হয়ে গেল জন—দৃশ্যমান নিঃসঙ্গ মই থেকে প্রায় ত্রিশ গজ পিছনে এবং ভিতরের দিকে। সেক্ষেত্রে, বহুদিন ধরে অব্যবহৃত থাকা চতুর্থ মইটা, যেটা শূন্য স্টলের কাছাকাছি নেমে গেছে, ঘাতকের পিছনে থাকবে।

ব্যবহার্য তিন মই ধরে যদি নেমে যায় জন, নামবার সময় ওর পিঠ শত্রুর দিকে থাকবে—মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যাবে লোকটা।

আসল কাজ, অর্থাৎ গানম্যানের সঠিক অবস্থান অনুমান করা যেহেতু হয়ে গেছে, এবার নিশ্চিত মনে সক্রিয় হলো জন। উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা নেই মনে, বরং এক ধরনের বুনো আনন্দ উপভোগ করছে। শিকার ও শিকারীর এ খেলা সবসময়ই আকর্ষণীয় মনে হয় ওর কাছে। শত্রুর তৎপরতার পূর্বানুমান এবং সেটা ঠেকাতে নিজের সুচিন্তিত কিন্তু অনিশ্চয়তাপূর্ণ পদক্ষেপ স্নায়ুচাপের কারণ হলেও রোমাঞ্চকরও বটে।

প্রথমে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসে পড়ল জন, তারপর খড় টেনে ঠিকঠাক করল, যেন বিছানা করছে। খড়ের খসখস শব্দ বা নিজের নড়াচড়া সম্পর্কে সচেতন নয়। নীচের শত্রু বুঝুক ও শুয়ে পড়বে।

বুট খুলে সশব্দে মেঝেয় ফেলল জন, কিন্তু পরপরই নিঃশব্দে তুলে নিল, এবং দুই জুতোর ফিতা বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে দিল।

এবার খুবই সতর্কতার সঙ্গে মোজা পরা পায়ে উঠে দাঁড়াল ও, পা বাড়াল। চিলেকোঠার মেঝে মজবুত বলে ক্যাচক্যাচ শব্দ করে বিপদে ফেলে দিল না ওকে। নিঃশব্দে সরে এল কয়েক কদম।

কান পেতে শব্দ শুনল।

নীচে কোন সাড়া নেই। সন্দিগ্ধে অপেক্ষায় রয়েছে লোকটা, শব্দ করছে না।

জনের ডান দিকে বড়সড় বিন ভরা কর্নের দানা, প্রায় উপচে পড়ছে। ঘোড়ার খাবার হিসাবে ব্যবহার্য বলে খোসা ছাড়ানো। এক মুঠো কর্নের দানা তুলে যেখানে বুট খুলেছিল, সেখানে ছুঁড়ে মারল জন। খড়ের কাছে বোর্ডের উপর পড়ল দানা, শব্দ যা হলো তাতে আশান্বিত হলো—নীচের লোকটা হয়তো ধন্দে পড়ে যাবে, কারণ আওয়াজ শুনে তার মনে হতে পারে মেঝেয় কিছু ফেলেছে জন, কিংবা পকেট থেকে মুদ্রা খসে পড়েছে মেঝেয়।

এবার যতটা নিঃশব্দে সম্ভব, চিলেকোঠার কিনারা বরাবর পা টিপে টিপে শূন্য স্টলের দিকে এগোল। কয়েক গজ দূরে থাকতে দেখতে পেল, যেমন আশা করেছে, ট্র্যাপ-ডোরের মতো ফাঁকা স্থান এবং তার কিনারা থেকে মই নীচে নেমে গেছে। চতুর্থ মই এটা।

স্টেবলের পিছন দিকে এবং দূরের কোণে বলে অপেক্ষাকৃত অন্ধকার এখানে। গাঢ় না-হলেও হঠাৎ করে কিছু ঠাহর করা যায় না। চতুর্থ মইয়ের উপস্থিতি বেশিরভাগ খদ্দেরের না-জানবার সম্ভাবনা বেশি বলে মনে করছে জন। যেটা সহজে চোখে পড়ে না তা নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন?

খোলা জায়গার কাছে এসে নিচু হয়ে উঁকি দিল ও, কিন্তু কোন শব্দ শুনতে পেল না। দেখতেও পেল না। হোলস্টার থেকে একটা নিশানা

কোল্ট বের করে মাথা আরও নিচু করল, এবার স্টেবলের মেঝে দেখতে পেল।

উঁহু, কিচ্ছু নেই!

সন্তর্পণে এবার খোলা জায়গা বরাবর পা নামিয়ে দিল জন, ডান হাতের মুঠিতে কোল্ট প্রস্তুত। মইয়ের প্রথম ধাপ খুঁজে পেল। তারপর দ্বিতীয়টা। শরীর নামিয়ে আনল এবার, মইয়ের সঙ্গে যতটা সম্ভব সঁটে থাকছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্টেবলের যতটা চোখে পড়ে খুঁটিয়ে দেখল, কিন্তু শত্রু অদৃশ্যই রয়ে গেল।

মইয়ের তৃতীয় ধাপে পা রেখেছে এ সময় শত্রুর উল্লসিত চিৎকার শুনতে পেল।

‘শালা, এবার পেয়েছি তোকে!’

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল একটা পিস্তল। বড়জোর ত্রিশ গজ দূর থেকে। মইয়ের ফ্রেমে বিদ্ধ হলো বুলেট, উড়ন্ত কাঠের ক্ষুদ্র কণা এসে লাগল জনের মুখে। কিন্তু গ্রাহ্য করল না ও, ততক্ষণে পাল্টা গুলি করেছে। কমলা আলোর ঝলক বরাবর করেছে গুলিটা, ওটা গিয়ে লাগল তার খানিকটা উপরে এবং বাম দিকে। গুলি করবার সময়ই জন টের পেয়েছে একটু উপরে করা হয়ে গেছে, তাই দেরি না-করে পরপরই দ্বিতীয় গুলি পাঠিয়ে দিল। এবার সামান্য নিচুতে।

একই মুহূর্তে মই থেকে ছেড়ে দিল দেহ। ছয় ফুট নীচে শক্ত মাটিতে পড়ল ওর গোড়ালি, দেহের ভারসাম্য ফিরে পেতে সামনে গড়িয়ে দিল শরীর। হার্নেস এবং ভাঙা চেয়ার সহ হুড়মুড় করে মেঝেয় পড়ল ও।

আবার গর্জে উঠল শত্রুর পিস্তল। বিচিত্র শব্দে গুঞ্জন তুলে ওর নাকের ডগা দিয়ে চলে গেল তপ্ত সীসা। শরীর গড়িয়ে দিয়ে ফের গুলি করল জন।

স্টেবলের বাইরে কে যেন টেঁচিয়ে উঠল, তারপর ছুটন্ত বুটের শব্দ ধেয়ে এল। ঝটিতি উঠে দাঁড়াল জন। চকিত দৃষ্টিতে দেখতে

পেল স্টলের সারির মাঝামাঝি, দুটো ঘোড়ার কাছে দাঁড়ানো এক লোক টলছে মাতালের মতো। ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে গেছে দেহ, দু'হাতে পেট চেপে ধরেছে, অব্যক্ত যন্ত্রণা আর আতঙ্কে বিভৎস হয়ে গেছে মুখটা। বার দুয়েক আগু-পিছু দোল খেল টলায়মান শরীরটা, তারপর ভোঁতা শব্দে মুখ খুবড়ে পড়ল স্টেবলের মেঝেয়।

ছুটন্ত পদশব্দ আরও কাছে চলে এসেছে।

নিচু হয়ে বার্নের পিছন-দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল জন, করাল বারের ফোকর গলে এপাশে চলে এল। এখনও পায়ে মোজা। হালকা পায়ে দৌড়ে হোটেলের দিকে এগোল ও, গায়ে বৃষ্টি পড়লেও জ্বাক্ষেপ করছে না। চকিত চাহনিতে দেখে নিয়েছে বাড়ি বা দোকানপাটের পিছন দিকটায় কারও মনোযোগ নেই। কেউ দেখতে পায়নি ওকে।

হোটেলের কাছে এসে থামল জন, বুট পরে নিয়ে হোটেলের পিছন দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। সামনের অংশে লবিত্রে যেমন আছে, এখানেও একটা সিঁড়ি রয়েছে। দ্রুত পায়ে দোতলার হলওয়াতে চলে এল।

দু'পাশে সারি সারি কামরা। কী হয়েছে জানতে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে কেউ কেউ, এদের একজন জেনিফার ম্যাকক্লেরি।

‘কী হয়েছে, জন? গুলির শব্দ শুনলাম মনে হয়?’

মেয়েটির মুখে স্বস্তি দেখতে পেয়েছে বলে মনে হলো জনের, তবে নিশ্চিত হতে পারল না। তাতে অবশ্য কিছু যায়-আসেও না। ‘মাতালের কাণ্ড হবে,’ সহজ কণ্ঠে জবাব দিল ও। ‘ডজ সিটিতে এসব মামুলি ঘটনা।’

বেশ রাত হয়েছে, তবে ঘুমানোর প্রস্তুতি নেয়নি মেয়েটা। সন্ধ্যার পোশাক এখনও পরনে। অদ্ভুত চোখে ওকে মাপল কয়েক মুহূর্ত। জনের কথাটা বোধহয় বিশ্বাস করেনি। খানিকটা অনিশ্চিত সুরে একটু পর বলল, ‘কাল তো বিয়ে করব ব্ল্যাককে।’

‘প্রার্থনা করি যেন সুখী হও।’

‘মন থেকে বলোনি কথাটা।’

‘হ্যাঁ, কারণ আমি জানি ব্ল্যাককে বিয়ে করে সুখী হতে পারবে না। বিরাট ভুল করতে যাচ্ছে। আমার তো মনে হয় তোমার দাদা বা বাবা, কেউই এ বিয়ে সমর্থন করবে না।’

‘তোমরা সবাই ভুল বুঝছ। মি. ল্যাস্কার আসলে খুব ভাল মানুষ।’

নীচে হটগোল শোনা গেল। উত্তেজিত স্বরে চোঁচাচ্ছে কেউ, তবে স্পষ্ট বোঝা গেল না। সিঁড়িতে বুটের শব্দ হলো। মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই সামনে স্মোক ট্যাবেটকে দেখতে পেল জন, হঠাৎ উদয় হয়েছে। হস্তদন্ত হয়ে ছুটে আসায় হাঁপাচ্ছে। উত্তেজনায় মুখ লালচে হয়ে গেছে।

ট্যাবেটের পিছনে ব্ল্যাক ল্যাস্কার, এমেট ফিক্স এবং ডাস্টি ল্যাস্কার।

‘এই তো, এখানে ও!’ চোঁচিয়ে উঠল ট্যাবেট।

একইসঙ্গে হোলস্টারে খাবলা মারল সে। পিস্তলটা যখন বের করে আনল, একেবারে মূর্তির মতো নিখর হয়ে গেল। চোখে নিখাদ বিস্ময় ফুটে উঠেছে সবার। কখন, কোন্ ফাঁকে জনের হাতে জোড়া কোল্ট উঠে এসেছে কেউ টের পায়নি। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্ততা!

সবার উপর চকিত দৃষ্টি বুলাল জন।

হাঁ হয়ে গেছে ডাস্টি ল্যাস্কারের মুখ, এক হাত হোলস্টারে স্থির। পিস্তল বের করবার খায়েশ হজম করেছে এখন। বুঝতে পেরেছে পিস্তলটা বের করবার আগেই অন্তত দুটো গুলি খাবে।

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে ব্ল্যাক। মুখ নির্বিকার রেখেছে বহু কষ্টে। চাহনির বিস্ময় অচিরে ঘৃণা আর জিঘাংসায় রূপ নিল।

এমেট ফিক্স পিস্তলের দিকে হাত বাড়ায়নি, তবে চমক তারও কম নয়। অন্যদের চেয়ে আগেই সামলে নিল সে।

‘জানি না কাকে বা কেন খুঁজছ তোমরা,’ ঠাণ্ডা স্বরে বলল জন। ‘কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, কোণঠাসা হতে পছন্দ করি না আমি। খেপে যাই তখন। তোমাদের ভাগ্য ভাল যে সুযোগ পেয়েও দু’একজনকে ফেলে দিইনি।’

‘জ্যাককে খুন করেছ তুমি!’ চেষ্টা করে উঠল ডাস্টি ল্যান্সার, মদ্রা ষাঁড়ের মতো ঘোঁৎঘোঁৎ শোনাঁল শব্দটা।

জন কিছু বলবার আগেই মুখ খুলল জেনিফার। ‘ও খুন করবে কীভাবে? জন তো এখানে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছে!’

বিস্ময় হয়ে পড়ল সবাই। এতটাই যে কেউ জিজ্ঞেসও করল না সেটা কতক্ষণ। আসলে চিন্তাই করেনি। মোক্ষম সুযোগ ছিল। কিন্তু হাত ফস্কে যেতে দিল। এরপর আর সুযোগ পেল না, কারণ পরপরই মার্শাল উপস্থিত হয়ে গেল ঘটনাস্থলে।

‘কী ব্যাপার?’ জনের উদ্দেশ্যে জানতে চাইল মার্শাল ইয়েট আর্প।

‘গুলির শব্দ শুনলাম। এরা বলছে জ্যাক ল্যান্সার নাকি মারা গেছে।’

সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল ব্যাট মাসটার্সন। তীক্ষ্ণ কিন্তু কৌতূহলী চোখে জটলাটা দেখল সে, মুহূর্তের মধ্যে বুঝে নিতে চাইল পরিস্থিতি। ‘সব ঠিকঠাক, ইয়েট?’ এগিয়ে আসবার সময় জানতে চাইল সে। পরমুহূর্তে জেনিফারের দরজায় দাঁড়ানো জনকে দেখে স্মিত হাসল। ‘হ্যালো, ক্যালকিন!’

শেরিফের দিকে ফিরল মার্শাল। ‘একে চেনো নাকি, ব্যাট?’

‘নিশ্চয়ই! পিটার হ্যানলনের অনেক গুরু রাউণ্ড আপ করে নিয়ে এসেছে ও। আমার বন্ধু বলতে পারো।’

সতর্কতা ফুটল মার্শালের চোখে। সিরিয়াস চাহনিতে এবার জনের দিকে ফিরল সে, মুখ নিম্পৃহ। ‘কিছু মনে করো না। তোমার জুতোগুলো দেখতে পারি? গোলাগুলির হোতা যে-লোক, আস্তাবল বা বাড়িঘরের পিছন দিক দিয়ে সটকে পড়েছে। ওখানে নিশানা

বিস্তর কাদা রয়েছে।’

একে একে দুই বুট তুলে দেখাল জন। বৃষ্টির দু’এক ফোঁটা পড়েছে বটে, কিন্তু কাদা দূরে থাক, সামান্য ধুলোও নেই। স্পষ্ট যে বোর্ড ধরে হেঁটেছে জন, কাদা মাড়ায়নি।

ব্যাপার দেখে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার দশা হয়েছে স্মোক ট্যাবেটের। বিশ্বাসই করতে পারছে না। মেজাজ সামলে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। ‘মিথ্যা বলছে ও!’ বিষাক্ত স্বরে বলল সে। ‘ডাহা মিছে! নির্ঘাত ও-ই খুনটা করেছে! জ্যাক স্টেবলে...’

‘হ্যাঁ, বলো, স্টেবলে কী করছিল জ্যাক ল্যান্সার?’ ট্যাবেটের মুখের কথা কেড়ে নিল শেরিফ। ‘জনের জন্য ওঁৎ পেতে ছিল?’

অস্বস্তিতে পড়ে গেছে ল্যান্সাররা। সামলে নিয়ে ডাস্টি দ্রুত বলল, ‘আরে নাহ! জ্যাক তো ওর ঘোড়া আনতে আস্তাবলে গিয়েছিল।’

‘এই সময়ে, ঝড়ের ঠিক আগে?’ তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল ইয়েট আর্প। সেয়ানে লোক, ঠিকই ল্যান্সারদের কথায় অসঙ্গতি ধরে ফেলেছে। ‘কী এমন কাজ ছিল যে প্রচণ্ড ঝড়ের ঠিক আগে শহর ছাড়তে হতো তাকে?’

‘কাজ থাকলে বেচারা কী করবে!’ সহজ কণ্ঠে জবাব দিল ডাস্টি, অপ্রতিভ হয়নি। ‘দূরের এক ক্যাম্পে অন্যদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা ছিল ওর।’

‘দেখো, বাছারা,’ শীতল ও টানটান শোনালা মার্শাল আর্পের কণ্ঠ। ‘আর কোন প্রশ্ন করতে চাই’ না আমি, তোমাদেরও জবাব দিতে গিয়ে গলদ্বর্ম হতে হবে না। একটা কথা সাফ জানিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের বন্ধু জ্যাক ল্যান্সারের পায়ে আনকোরা বুট ছিল। বুটের গোড়ালির হাঁচ বিশেষ ধরনের, সচরাচর এমন দেখা যায় না-বললেই চলে। স্টেবলের কাছে ওর বিস্তর ট্র্যাক দেখেছি আমি, যাতে বোঝা যায় অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেছিল জ্যাক। কখনও গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসেছে, কখনও পাশের পোস্টে

ভর রেখে দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রাকের ধরন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় সে কারও অপেক্ষায় ছিল কিন্তু নিজেকে গোপন রাখতে চেষ্টার ক্রটি করেনি। অতিরিক্ত ট্রাক পড়বার একটাই কারণ হতে পারে: হয় সে খুব নার্ভাস ছিল, নয়তো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে অধৈর্য হয়ে পড়েছিল শেষ সময়ে।

‘যা হোক, ওর পিস্তল পরীক্ষা করেছি। দু’বার গুলি করেছিল জ্যাক এবং দুটো বুলেটও ঢুকেছে ওর দেহে, আর দেখে আমার কাছে মনে হয়েছে তৃতীয় গুলিটা ওর কাঁধে শার্ট ছুঁয়ে চলে গেছে। মোদা কথা হচ্ছে, যার হাতেই জ্যাক খুন হয়ে থাকুক, লড়াইটা ফেয়ার ছিল, কারণ দু’জনেই গুলি করবার পর্যাপ্ত সুযোগ পেয়েছে এবং শুরু থেকে সশস্ত্র ছিল। নিশ্চিতভাবে বলা যায় ওটা ডুয়েল ছিল, এবং তাতে দুর্ভাগ্যক্রমে জ্যাক ল্যান্সার মারা গেছে। নিজের চেয়ে সেয়ানা লোকের বিরুদ্ধে লড়াইতে গেলে সবার ক্ষেত্রে এই পরিণতি হতে পারে।

‘কেসটার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত এবং আশান্ত যা পেয়েছি, তাতে স্পষ্ট বুঝেছি এর অন্যথা ঘটেনি। স্রেফ আসল ঘটনা জানবার জন্য খোঁজখবর করছি, যদিও তেমন কিছু জানবার নেইও।’

অনর্গল বলে যাওয়ার পর দম নিতে থামল মার্শাল। পরিস্থিতি অনেকটা বুঝে ফেলেছে ল্যান্সাররা। সুবিধা করা যাবে না। স্মোক ট্যাবেট অবশ্য হাল ছাড়তে রাজি নয়, গোঁয়ারের মতো এগিয়ে গেল মার্শালের দিকে, কিন্তু তখনই তাকে থামিয়ে দিল শেরিফ। ‘একটা প্রশ্ন না-করে পারছি না,’ মৃদু স্বরে বলল শেরিফ, কণ্ঠে চাপা কর্তৃত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। ‘জ্যাক ল্যান্সার মারা গেছে দেখেই তোমরা জন ক্যালকিনের কাছে ছুটে এসেছ কেন? জ্যাকের অসমাপ্ত কাজ শেষ করবার মতলবে আসোনি তো?’

‘ধেঙেরি, তা হবে কেন!’ বাতিলের ভঙ্গিতে একটা হাত বাতাসে নাড়ল ডাস্টি ল্যান্সার, চাহনি আর কণ্ঠে নিস্পৃহতা ফুটিয়ে নিশানা

তুলবার চেষ্টা করল। ‘হয়েছে কী, টেনেসিতে ক্যালকিনদের সঙ্গে সামান্য ঝামেলা হয়েছিল আমাদের, তাই ভেবেছি...’

‘সেক্ষেত্রে টেনেসি ফিরে গিয়ে লেনদেন চুকিয়ে নেবে,’ তীক্ষ্ণ স্বরে ডাস্টিকে থামিয়ে দিল মার্শাল ইয়েট আর্প। ‘ডজ সিটিতে কোন গোলমাল চাই না আমি! এরপর গোলাগুলি করলে—সে যেই হোক—মোটাই বরদাশত করব না, ধরে সরাসরি গারদে ঢুকিয়ে দেব।’

‘কথা দিচ্ছি, মার্শাল,’ প্রতিশ্রুতি দিল জন। ‘গুলি খাওয়ার আশঙ্কা না-থাকলে পিস্তল বের করব না আমি।’

‘খুশি হলাম। সচেতন নাগরিকের মতো ন্যায্য আচরণ সবারই করা উচিত।’ ল্যাস্কারদের দিকে ফিরল মার্শাল। ‘এবার, বয়েজ, নিজেদের ধাক্কা নিয়ে ব্যস্ত হও। মনে রেখো, গোলমাল করলে সব ক’জনকে ধরে জেলে ঢোকাব।’

দ্বিধা করল ডাস্টি ল্যাস্কার, স্মোক ট্যাবেটকেও বিশেষ সন্ত্রস্ত মনে হলো না। ভয় পায়নি ওরা, তবে বুঝে গেছে পরিস্থিতি ওদের অনুকূলে নয়। সবচেয়ে বড় কথা ঘাঘু দুই ল-ম্যানকে খেপিয়ে তুলতে চায় না। শুধু ডজ সিটি নয়, কঠিন ও নাছোড়বান্দা লোক হিসাবে পুরো কাউন্টিতে আর্প আর মাসটার্সনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। সামান্য কারণে তাদের নির্দেশের বরখেলাপ করা ঠিক হবে না।

অবস্থা বুঝে গেছে বলেই সঙ্গীদের নিরস্ত করতে সচেষ্ট হলো ব্ল্যাক ল্যাস্কার। তা ছাড়া, আপাতত বিষ খেয়ে বিষ হজম করতেই হবে। জানে জন ক্যালকিনই খুন করেছে জ্যাককে, কিন্তু সে-জ্ঞান আপাতত কোন কাজে আসবে না; কারণ দুই ল-ম্যানকে ডিঙিয়ে জনকে ছোঁয়া অসম্ভব হবে। অন্তত এখনই।

প্রতিশোধ নেওয়ার সময় বা সুযোগ আসবেই। মওকা পেলে ঝেড়ে ফেলতে পারবে জন ক্যালকিনকে। পুরানো লেনদেনও চুকিয়ে ফেলা যাবে। বিশেষ করে, ডজ সিটির বাইরে যেহেতু

ক্যালকিনদের পক্ষ নিতে পারবে না আর্প বা মাসটার্সন ।

সমস্ত বিদ্বেষ, ক্ষোভ আর প্রতিহিংসা মনে চেপে রেখে চলে গেল ল্যান্সকাররা ।

জেনিফারের দিকে ফিরল জন, সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল । ‘দুঃখিত, মিস্ ম্যাকক্লেরি, আমিই তোমাকে টেনে এনেছি এসবের মধ্যে ।’

‘কিছু বুঝলাম না!’ ভুরু কঁচকাল মেয়েটি । ‘তুমি তো প্রায় সারাক্ষণ আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলে, আর গুলির শব্দের পরপর রুম থেকে বেরিয়ে এসেছি আমি । তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছিলে অথচ ওরা বলল জ্যাককে খুন করেছে! ব্যাপারটা কেমন গোলমালে লাগছে!’

জেনিফার খুব বেশি বাড়িয়ে বলেনি, ভাবছে জন । তবে ও তো জানে না পালাতে থাকা মানুষ কত দ্রুত ছুটেতে পারে । আরও একটা ব্যাপার, সময়ের সঠিক হিসাব বা অনুমান করা অনেকের পক্ষে সহজ হয় না, বিশেষ করে তারা যেমন ভাবে । জেনিফার মনে করেছে গুলির শব্দের কয়েক সেকেন্ড পর জনের সঙ্গে দেখা হয়েছে ওর, কিন্তু আদপে তা নয় । মাঝখানে অন্তত তিন-চার মিনিট কেটে গিয়েছিল ।

তবে জেনিফারের ভুলের কারণেই সম্ভাব্য একটা লড়াই এড়াতে পেরেছে জন । মেয়েটি জোরাল কণ্ঠে জনের এখানে থাকবার কথা না-জানাতে হয়তো গোলাগুলি শুরু করত ল্যান্সকাররা । তেমন হলে নিরীহ খন্দের বা জেনিফার নিজেও হতাহত হতে পারত । যা হোক, মেয়েটির সাহসী ভূমিকার কারণে লড়াই এড়ানো গেছে বলে কৃতজ্ঞ বোধ করছে জন ।

‘মিছে কথা বলেছে ওরা,’ জানাল জেনিফার । ‘শহরের বাইরে যাওয়ার কোন কথাই ছিল না জ্যাকের । বরং আমার আর ব্ল্যাকের সঙ্গে ডিনার করবার কথা ছিল ওর ।’

‘এত দেরিতে ডিনার?’ সন্দিহান স্বরে জানতে চাইল জন ।

‘হ্যাঁ, জেমস বলেছিল ওর নাকি কী কাজ আছে, ব্যস্ত থাকবে; সন্ধ্যার সময় পারবে না। তা ছাড়া বলল রাত একটু বাড়লে রেস্টোরাঁয় ভিড়ও থাকে না তেমন। নিরিবিলা, শান্তি মতো খাওয়া যাবে।’

‘আমি বরং যাই,’ কয়েক পা এগিয়েও ফিরে তাকাল জন। ‘একটা কথা, মন ঘুরে গেলে ফিরে এসো আমাদের কাছে। বাবার কাছে পৌঁছে দেব তোমাকে।’

স্মিত হাসল জেনিফার। ‘না, জন, মন ঘুরে যাবে না। আমি যেমন জেমসকে ভালবাসি, তেমনি সেও ভালবাসে আমাকে।’

এবার জনের হাসির পালা, তবে মেয়েটি নিজেকে অপমানিত ভাবতে পারে ভেবে লাগাম টানল। ‘হ্যাঁ, কথাটা নিজেকে বলতে থাকো, তা হলে হয়তো একসময় বিশ্বাস করতে পারবে।’

‘কী বললে?’ পিছন থেকে ক্ষুদ্র স্বরে ডাকল জেনিফার। ‘জন ক্যালকিন, আমি...’

দাঁড়াল না জন। একজন লেডি কথা বলছে আর তার কাছ থেকে এভাবে সরে যাওয়া হয়তো ভদ্রতা হলো না, কিন্তু ত্যক্ত বোধ করছে ও। জেনিফার ম্যাকক্লেরির প্রেমের প্যাঁচালি শুনতে শুনতে বা দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এমন উদ্ভট প্রেমের কথা কখনও শোনেনি, তাই ব্যাপারটা এখনও ওর কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। কী চটপটে, প্রাণচঞ্চল মেয়ে, অথচ কি-না রাজ্যের সেরা এক টাউটকে বিয়ে করতে যাচ্ছে!

করুণক, দু’দিন গেলেই হাড়ে হাড়ে টের পাবে কত বড় ভুল করেছে।

তবে আদৌ বিয়ে হয় কি-না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বিয়ে পড়ানোর লোক পেলে তো!

সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল জন। সিঁড়ির বাঁকে এমন এক জায়গা রয়েছে যেখানটা নীচ বা উপর, কোনদিক থেকে চোখে পড়বে না। থেমে চট করে পিস্তলটা রিলোড করে নিল ও।

লবির ভিড়ে জেফকে দেখতে পেল। পত্রিকা পড়ছে। মুখ তুলে তাকাল সে, অর্থপূর্ণ চাহনি। ‘শুনলাম লিভারির ওদিকে গোলাগুলি হয়েছে?’

‘ঠিকই শুনেছ,’ জেফের পাশে বসে পড়ল জন, তারপর নিচু স্বরে, যাতে অন্য কেউ শুনতে না-পায় এমনভাবে বলল, ‘ঘোড়ার জন্য খড় ফেলছি এসময় আস্তাবলে চড়াও হয়েছিল জ্যাক, অল্পের জন্য কাজ সাবাড় করতে পারেনি।’

‘চুলে লেগে থাকা কাঠের চূর্ণ সরিয়ে ফেলো,’ শান্ত স্বরে বলল জেফ। ‘হলওয়েতে আলো কম ছিল বলে বিপদে পড়েনি। কিন্তু এখানে যথেষ্ট আলো।’

কিছুক্ষণ ধরে কপালের কাছে চুলে অস্বস্তিকর কী যেন আছে মনে হচ্ছিল, ব্যস্ততার কারণে যাচাই করা হয়নি। আলতো হাতে চুলে লেগে থাকা দুটো কাঠের চূর্ণ সরিয়ে ফেলল জন, বুঝল জ্যাক ল্যান্সারের গুলি মইয়ে বিদ্ধ হওয়ার পর বিক্ষিপ্ত কাঠের চূর্ণ ওর মুখমণ্ডলে এসে লেগেছিল। দৌড় আর দ্রুত হাঁটবার সময় খসে পড়লেও কিছু রয়ে গিয়েছিল। এখন দুটো সরিয়ে ফেলেছে, কিন্তু তারপরও রয়ে গেছে কয়েকটা।

বেরিয়ে এসে রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল দুই ভাই। নেহাত অলস সময় পার করেছে। পিকক সেলুনে ঢুকে দেখল মাসটার্সন রয়েছে ওখানে। ওদেরকে দেখে এগিয়ে এল সে, তারপর জনকে বিস্মিত করে দিয়ে ওর মুখের একটা পাশ খুঁটিয়ে দেখল।

শেষে মুচকি হাসল সে। ‘ভেজা মোজা বদলে ফেলেছ তো? কাদা লেগে থাকা ভেজা মোজা পরে থাকলে ঠাণ্ডাও লেগে যেতে পারে।’

জবাবে অর্থপূর্ণ হাসল জন। ‘কোন কিছুই তোমাদের দৃষ্টি এড়ায় না, তাই না?’

‘তোমাকে বার্নে ঢুকতে দেখেছি,’ জানাল শেরিফ। ‘তোমার পিছু নিয়ে জ্যাককেও ঢুকতে দেখলাম। পরে বার্নের পিছনে মোজা নিশানা

পরা পায়ের একটা ছাপ চোখে পড়ল। ভাবলাম ওটা না-থাকাই ভাল, তাই কিছু খড় এনে উপরে ফেলে দিয়েছি।’

‘ধন্যবাদ, মি. মাসটার্সন,’ আন্তরিক স্বরে বলল জন।

‘হয়েছে কী, কাউকে সৎ মনে হলে বা ভাল লেগে গেলে তার উপকার করবার চেষ্টা করি, পাশে থাকি সবসময়। আমার কাছে মনে হয়েছে ল্যান্সাররা অসৎ মানুষ।’

মনে মনে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল জন। বিয়ে ঠেকানোর প্রস্তুতি সারা হয়ে গেছে, আশা করা যায় কাল বিকাল নাগাদ কোন প্রীচার বা যাজককে খুঁজে পাবে না ব্ল্যাক ল্যান্সার। তাই চাইলেও জেনিফারকে বিয়ে করতে পারবে না সে।

সন্ধ্যায় লিভারি স্টেবলে শোডাউনে সত্যিকার অর্থে বিপদেই পড়েছিল জন, নেহাত নিজের দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও প্রবৃত্তির বশে পার পেয়ে গেছে। অন্য কেউ হলে হয়তো শেষরক্ষা করতে পারত না।

হোটেলের যেভাবে ওকে চেপে ধরেছিল ল্যান্সাররা, খুনের নেশায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল সবাই, জেনিফার তৎক্ষণাত্ ওদের নিরুৎসাহিত না-করলে বিপদে পড়ত। দুই ল-ম্যানও যথেষ্ট উদার দৃষ্টিতে দেখেছে ব্যাপারটা, বিশেষ করে ব্যাট মাসটার্সন। চাইলে নিস্পৃহ থাকতে পারত সে, কিংবা ফাঁসিয়ে দিতে পারত জনকে।

এদিকে শত্রুর সংখ্যা একজন কমে গেছে। তবে এতে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে যে ল্যান্সাররা মরিয়া হয়ে উঠেছে, যে-কোন মূল্যে জন বা জেফকে সরিয়ে দিতে চায়, অ্যাম্বুশের মতো নীচ ও জঘন্য কৌশল প্রয়োগ করতেও পিছ-পা হয়নি। সুতরাং ভবিষ্যতে আরও সতর্ক থাকতে হবে। একবার চেষ্টায় ল্যান্সাররা ক্ষান্ত হবে বলে মনে হয় না।

আপাত দৃষ্টিতে পরিস্থিতি নিরাপদ ও অনুকূল মনে হলেও জন স্বস্তি পাচ্ছে না। জ্যাকের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়বে ব্ল্যাক, অন্যরা যাই বলুক সে ভাল করেই জানে এর

জন্য কে দায়ী। তাই জেফ বা জনের উপর দায় চাপাবে সে, এবং মওকা পাওয়া মাত্র শোধ নেবে।

কাউকে খুন করবার ইচ্ছে নেই জনের, ছিলও না কোনদিন। কিন্তু কেউ যখন ওকে খুন করতে আসে, তখন নিজেকে রক্ষা করা ছাড়া উপায় কী?

দুশ্চিন্তার আরও একটা ব্যাপার আছে। জ্যাক ল্যান্সার ঠিকই জনের তৎপরতা আগাম অনুমান করতে সক্ষম হয়েছিল। চতুর্থ মই সম্পর্কে প্রথম থেকে জানত সে এবং বুঝে নিয়েছিল ওটা খুঁজে পেয়ে ব্যবহার করবে জন; তাই সেভাবে অ্যানুশ পেতেছিল। নেহাত কপাল জোরে বেঁচে গেছে জন, নইলে অমন মোক্ষম সেট-আপে জ্যাকের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কথা নয়। চিলেকোঠার অপেক্ষাকৃত অন্ধকারে বেশিরভাগ সময় ছিল জন, অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল ওর চোখ, তাই মিস্ করেনি একটা গুলিও—এটাও ওর পক্ষে কাজ করেছে।

মস্ত ফাঁড়া কেটে গেছে আজ। কিন্তু কদিন বাঁচবে এভাবে, ভাগ্য কি বারবার ওর সহায় হবে? নিশ্চয়ই নয়।

আধ-ঘণ্টা পর হোটেলে এসে শুয়ে পড়ল দুই ভাই। বালিশের তলায় কোল্ট রেখে শুয়েছে জন, জানে জেফও তাই করেছে।

কাল থেকে নতুন গোলমাল শুরু হবে। দুটো জিনিস ঘটতে পারে, তবে দুটোই ভিন্ন ঘটনা হলেও এর পরিণতি দুর্ভোগ ও সংঘাতের সূচনা করতে পারে। জ্যাকের ফিউনেরাল হবে, আর বিয়ের কাজ সমাধা করবার জন্য যাজক খুঁজবে ল্যান্সাররা।

ফিউনেরালের কাজের জন্য বিশেষ কাউকে প্রয়োজন হয় না, যাজক না-হলেও চলে, কিন্তু বিয়ের জন্য জাস্টিস অভ পীস বা প্রীচারকে না-হলেই নয়। তাদের না-পেয়ে কতটা খেপে যাবে ব্ল্যাক ল্যান্সার?

পাঁচ

সকাল সকাল বিছানা ছাড়ল দুই ভাই। সাফসুতরো হয়ে ঝটপট নীচে নেমে এল নাস্তা সারতে। রেস্তোরাঁয় ঢুকল। ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। রাস্তায় লোকজন নেই বললে চলে। এখনও পুরো সকাল হয়নি বলে রেস্তোরাঁয় ভিড় নেই, গুটিকয়েক খদ্দের আছে।

ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে বাড়িঘর। রাস্তায় ধুলো নেই, অন্তত কয়েক ঘণ্টা ধুলোর অত্যাচার সহিতে হবে না। বর্ষাতি গায়ে ভারিক্কি চালে লিভারি স্টেবলের দিকে এগিয়ে গেল এক রাইডার।

শান্ত, সমাহিত ছবি ডজ সিটির।

ডাইনিংরুমের দরজায় ক্ষণিকের জন্য থামল জন, চকিত দৃষ্টি চালিয়ে দেখে নিল ভিতরটা। এক কোণে খালি একটা টেবিল দেখে সেদিকে এগিয়ে গেল, ওখান থেকে একইসঙ্গে দুই দরজার উপর নজর রাখা যাবে। সতর্কতার খাতির পিস্তলের হ্যামার থেকে ফিতা সরিয়ে রেখেছে জেফ, জনও তাই করেছে। সেধে ঝামেলা করবার ইচ্ছে নেই ওদের, কিন্তু ঝামেলা হলে পিছ-পা হতে বা অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তেও নারাজ। সতর্ক থাকতে দোষ কী?

একজন দু'জন করে খদ্দের ঢুকছে রেস্তোরাঁয়। বেশিরভাগই পুরুষ। পেশায় গরু ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, কাউবয় আর সাধারণ শহুরে ব্যবসায়ী—স্টোর মালিক বা ওরকম। কয়েকটা মুখ চেনা ওদের, ডজ সিটিতে কয়েক ঘণ্টার অবস্থানে চিনে ফেলেছে।

রগচটা ও মারমুখী স্বভাবের কয়েকজন লোকও রয়েছে

এখানে, তবে ডজ সিটিতে এমন মানুষ হামেশাই দেখা যায়। এ-নিয়ে চিন্তা করছে না ওরা। সত্যি কথা বলতে কী, খুব কম লোক গোবেচারার টাইপের। পাঁচজনের মধ্যে চারজনই গৃহযুদ্ধে লড়েছে, অধিকাংশ মানুষ ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। মোষ শিকারীও ছিল কেউ কেউ। বাস্তবতা হচ্ছে, আনাড়ি ও ভিতু মানুষের দাম নেই এখানে। অনিশ্চয়তায় ভরা জীবনে যে-কোন মুহূর্তে কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, প্রয়োজন হতে পারে চরম কঠোর হওয়ার কিংবা আত্মরক্ষার খাতিরে শোড়াউনেও জড়াতে হতে পারে, তাই প্রতিটি মানুষকে চূড়ান্ত মুহূর্ত পর্যন্ত টিকে থাকবার দৃঢ় মানসিকতার অধিকারী হতে হয়। মাঝামাঝি কোন পথ নেই।

ডিম আর মাংসের ফরমাশ দিল ওরা। ডিম জিনিসটা পশ্চিমে, বিশেষ করে মিসিসিপির পশ্চিমে সত্যি বিরল; তাই সুযোগ পেলে পেটে চালান করতে ভুল করে না ক্যালকিনরা। সাধারণত মাংস আর বীন খেয়ে থাকতে হয়।

দোকান থেকে কেনা সাধারণ সুতি পোশাক ওদের পরনে, সযত্নে কাপড়ের আড়ালে রেখেছে পিস্তল। ইদানীং পশ্চিমের অনেক শহরে প্রকাশ্যে অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, শহর ছেড়ে যাওয়ার সময়ই শুধু হোলস্টার বোলানো যাবে। ডজ সিটিতে ঠিক সেই নিয়ম নেই, কিন্তু ক্যাটল ড্রাইভের সময়ে সংঘাতের সম্ভাবনা বেশি বলে শহরে পিস্তল বহন করা নিষেধ। তবে মরসুম শেষ হয়ে গেছে বলে অতটা বিধি-নিষেধ নেই এখন। বেশিরভাগ গরুর পাল কেনা-বেচা হয়ে গেছে কয়েকদিন আগে। শুধু পিটার হ্যানলন ব্যতিক্রম, পথে ঝামেলা না-হলে হয়তো সঠিক সময়ে ডজ সিটিতে পৌঁছাত তার গরুর পাল।

রেস্তোরাঁয় বা ধারে-কাছে ল্যান্সারদের টিকিটিও নেই, কিংবা জেনিফারকেও দেখেনি জনরা।

‘ওরা চলে গেছে নাকি?’ জানতে চাইল জেফ।

‘মনে হয় না।’

বেশ কয়েকজন ফিরে তাকাল ওদের দিকে। ডজ সিটি বড় শহর হলেও এখানে কোন ব্যাপারই গোপন থাকে না। ইতোমধ্যে জনদের চিনে ফেলেছে লোকজন, জেনে গেছে ওরা কারা এবং কেন এখানে এসেছে; ল্যান্সার আউটফিট সম্পর্কেও বোধহয় জানতে বাকি নেই কারও।

গতরাতে আস্তাবলে গোলাগুলির ঘটনা চাউর হয়ে গেছে পুরো শহর। মার্শাল ইয়েট আর্পও নিশ্চয়ই এতক্ষণে আসল ঘটনা আঁচ করতে পেরেছে। অবশ্য ঘটনার পরপরই হোটেলে ল্যান্সারদের মুখোমুখি হওয়ার সময় তার ধারণা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল: সশস্ত্র ছিল জ্যাক ল্যান্সার এবং ওঁৎ পেতে খুন করতে চেয়েছে জনকে। পরিণামে উচিত শিক্ষা পেয়েছে। জ্যাককে খুন করবার জন্য কেউই দোষ দেবে না জনকে।

খাওয়া শুরু করল দুই ভাই। পেটে খিদে, অথচ খাবার উপভোগ করতে পারছে না, জানে যে-কোন মুহূর্তে হাজির হয়ে যাবে ল্যান্সাররা।

কিন্তু আদপে বিশ মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পরও দেখা গেল না তাদের। বৃষ্টি ততক্ষণে ধরে এসেছে। তবে আকাশ ভারী হয়ে আছে কালো মেঘে, বোঝা যায় বৃষ্টি আরও হবে। ঝড়ও হতে পারে। জ্বর বৃষ্টিতে সিক্ত সাইনবোর্ড আর ফলসফটের দালানগুলোকে নাঙা ও হতশ্রী দেখাচ্ছে।

জানালা দিয়ে বাইরে চোখ রাখছে ওরা। পোর্চে এসে থামল এক রাইডার। হ্যাট আর বর্ষাতিতে পড়া বৃষ্টির ফোঁটা ঝাড়ল সে, তারপর নেহাত আলসেমি-ভরা পায়ে ভিতরে ঢুকল। সরাসরি উল্টোদিকের এক টেবিলে চলে গেল লোকটা, জনদের দিকে না-তাকিয়ে ড্যান হিকম্যানের উদ্দেশে বলল: ‘জ্যাক ল্যান্সারকে কবর দেওয়া হলো এই মাত্র,’ লোকটার কণ্ঠে নিষ্পৃহ সুর। ‘যাজক বা প্রিচার লাগে না ওদের, নিজেরাই কাজ চালিয়ে নিয়েছে। প্রায়

বিশ জন লোক আছে ল্যান্সারের সঙ্গে। দেখে মনে হলো কঠিন চীজ একেকজন।’

‘বিশজন?’ ফিসফিস করল জেফ। ‘তারমানে এখানে এসে বেশ কিছু বন্ধু জুটিয়ে ফেলেছে ওরা।’

তখনই ওদেরকে দেখতে পেল জন। কদমাজু রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে। ফিউনেরালের পোশাক—কালো কোট বা বর্ষাতি, কালো হ্যাট। রেস্টোরাঁর উল্টোদিকে রাস্তার কিনারে থামল সবাই, স্যাডল ছেড়ে দালানের পোর্চে উঠে গেল বৃষ্টি এড়াতে।

তবে সবাই নয়। দু’জন মোড় নিয়ে ডান দিকে চলে গেল, একই ভাবে বাম দিকে গেল অন্য দু’জন; বাকিরা পোর্চে দাঁড়িয়ে থাকল। পোর্চের খিলানের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে কেউ, কেউ সিগারেট ফুকতে শুরু করেছে, কেউ বা বিষণ্ণ দৃষ্টিতে বৃষ্টি আর মেঘলা আকাশ দেখছে। খোশগল্প দূরে থাক, সাধারণ মামুলি কথাবার্তাও বলছে না কেউ—ঠোঁটের নড়াচড়া নেই বলতে গেলে। এ থেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট—সম্ভবত জনদের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে ল্যান্সাররা। চাইছে জনরা বেরিয়ে যাবে, এবং তখন...

মওকা পেলে যে শোধ-বোধ চুকিয়ে দেবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

‘চমৎকার!’ কফির কাপে চুমুক দেওয়ার সময় বলল জেফ, সরু চোখে দেখল দলটাকে। ‘পুরোদস্তুর সেনাবাহিনী নিয়ে হাজির হয়ে গেছে! নাহ্, ল্যান্সারদের বাহবা দিতেই হয়!’

‘ঝামেলা করতে পারে,’ চিন্তিত স্বরে বলল জন। ‘ভাবছি জেনিফার কোথায়!’

‘খোঁজ নিয়ে এসো, জন। আমি এখানে থাকি, দেখি ব্যাটারদের কী মতলব! মনে হয় না আমাকে খোঁচাতে এগিয়ে আসবে। যদি নাই আসে, তুমি ফিরে আসবার পর না-হয় বেরিয়ে গিয়ে ওদের সঙ্গে খানিকটা বাতচিৎ করে আসব।’

চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল জন, তারপর হ্যাট তুলে নিশানা

নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল। দোতলায় মেয়েটির কামরার সামনে এসে থামল। মৃদু করাঘাত করল দরজায়।

উত্তর না-পেয়ে একটু পর আবার করাঘাত করল। এবার অপেক্ষাকৃত জোরে।

উত্তর নেই।

আরও একবার নক করল জন, যদিও জানে উত্তর পাবে না। তাই হলো। শেষে পাল্লায় ঠেলা দিল। আলগোছে সরে গেল দুই কবাট, শূন্য কামরায় চোখ পড়ল ওর।

বিছানার চাদর কুঁচকে আছে, ভাঁজ পড়া; তারমানে রাতটা এ কামরায় ছিল জেনিফার ম্যাকক্লেরি, সকালে বিছানা গোছগাছ করা হয়নি। সম্ভবত ভোরে ঘুম থেকে উঠেই কামরা ছেড়ে চলে গেছে মেয়েটা, এবং সামান্য তালাশ করতে জন আবিষ্কার করল নিজস্ব জামাকাপড় এবং টুকিটাকি, সবই সঙ্গে নিয়ে গেছে জেনিফার।

যাওয়ার সময় যতটা সতর্ক ছিল জন, সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে আসবার সময় দ্বিগুণ সতর্ক থাকল। মনে দুশ্চিন্তা যদিও মুখে সেটা প্রকাশ পাচ্ছে না। জেনিফার হুট করে, কিছু না বলে-কয়ে কামরা ছেড়ে চলে গেছে, এর নানা তাৎপর্য হতে পারে-আসল কারণ অনুমান করা মুশকিল। তাই সেই চেষ্টায় গেল না জন। যা ঘটবার ঘটে গেছে, এখন এ-নিয়ে দুশ্চিন্তা না-করলেও চলবে; তারচেয়ে বরং বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। চারপাশে সমূহ বিপদের অস্তিত্ব টের পাচ্ছে ও।

লবিতে কেউ নেই দেখে নিশ্চিত মনে দেয়ালের কিনারে চলে এল জন, এখান থেকে ডাইনিংরুমে না-টুকেই দৃষ্টি চালাতে পারবে।

আগের মতো, একই জায়গায় বসে আছে জেফ। তবে দুশ্চিন্তার খোরাকেরা হাজির হয়ে গেছে। জেফের কাছাকাছি টেবিলে বসে আছে দুই ল্যান্সার, অন্য একজন দরজা আগলে দাঁড়িয়ে। সশস্ত্র সবাই।

বেশিরভাগ টেবিলই খালি। জনদের উল্টোদিকে এক টেবিলে গাস ম্যাটিসের সঙ্গে বসেছে জেমস গ্রান্ট; কাছাকাছি রয়েছে ডক হলিডে। সাধারণত এত তাড়াতাড়ি তাকে পেট পূজা করতে দেখা যায় না, তবে আজ বোধহয় কোন কারণে ব্যতিক্রম হয়েছে, তাই সাতসকালে রেস্টোরাঁয় চলে এসেছে দুর্ধর্ষ এই গানম্যান। পেশায় ডাক্তার, কিন্তু ছুরি-কাঁচির মতো পিস্তলও তার হাতে দারুণ চলে। নীরবে নাস্তা খাচ্ছে সে, অথচ চোখ জোড়া সতর্ক ও চঞ্চল, আশপাশে কোন কিছুই তার অগোচরে থাকছে না।

টেবিলে বসা দু'জন ব্ল্যাক আর ডাস্টি। অচেনা এক লোক রয়েছে ওদের সঙ্গে, তাকে চেনে না জন, তবে জাত চিনতে ভুল হলো না। পুরোদস্তুর ঝামেলাবাজ। ল্যান্সারদের যোগ্য সঙ্গী। প্রেয়ারির মরে যাওয়া ঘাসের মতো ধূসর ও জেল্লাহীন চুল চোখে পড়ে প্রথম দৃষ্টিতে, তবে এরচেয়েও বেশি প্রকট দেখায় চিবুকে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। সাধারণ রাইডারের বেশভূষা, অসংখ্য ভাঁজ পড়েছে মলিন ট্রাউজার আর রংজ্বলা শার্টে। কোমরের ঝুলন্ত হোলস্টার বা পিস্তল রাখবার কায়দা বেশ চোখে পড়ে, জানান দেয় লোকটা মোটেই আনাড়ি নয়। চকচকে বাঁটের পিস্তলে দাগ কাটা নেই, তবে বোঝা যায় ওটা ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত; কিংবা ভানও হতে পারে। বহু মানুষই নিজেকে জাহির করবার জন্য অমন করে, পিস্তলের বাঁট চকচকে রাখে আর চলাফেরায় হামবড়া ভাব দেখায়। জীবনে বহু বন্দুকবাজ দেখেছে জন, কিন্তু ভুয়া লোকও দেখেছে যারা সত্যিকার ফাস্টগানের চেয়েও নিচু করে পিস্তল ঝোলায়। সময়ে তাদের আসল রূপ যে প্রকাশ পেয়ে যায়, তা বলা বাহুল্য।

হয় দক্ষ বন্দুকবাজ, ন্যূনতম নিজেকে তাই মনে করে, মনে মনে নিজেকে সতর্ক করে দিল জন, এর উপর নজর রাখতে হবে; খতরনাক লোক। নিজের নাক কেটে হলেও অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করে কিছু কিছু মানুষ, এই লোক সেই শিক্ষায় ওস্তাদ। নিজে মরে নিশানা

গিয়ে হলেও ল্যাস্কারদের সুবিধা পাইয়ে দেবে।

‘নির্ঘাত তোমাদের বদমায়েশি এটা!’ খেপা সুরে বলছে ব্ল্যাক ল্যাস্কার, চোখে-মুখে আগুন। ‘তুমি আর তোমার ওই ভাইটা মিলে শয়তানি করেছে! প্রীচারকে কোন বাহানা করে শহরের বাইরে নিয়ে গেছ! এত কিছু করেও অবশ্য কাজ হবে না, জেনিফারের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠেকাতে পারবে না। ডজ সিটিতে হয়নি তো কী হয়েছে, অন্য কোথাও হবে! জেনি আমাদের সঙ্গে পশ্চিমে যাচ্ছে, পথে কোথাও না কোথাও একজন যাজক পেয়ে যাব আমরা।’

‘আমি চাই না মেয়েটার কোন ক্ষতি হোক,’ শান্ত, অনুভূজিত স্বরে ঘোষণা করল জেফ ক্যালকিন। ‘ওর যদি কিছু হয়, তা হলে রেহাই পাবে না তুমি। শুধু তুমি কেন, এজন্য ল্যাস্কারদের কম-বেশি সবাইকে মাশুল গুনতে হবে।’

‘সুযোগ পেলে তো! উঁহু, বাছা, এখান থেকে কোথাও নড়তে পারছ না তুমি। এক পাও বেরোতে পারবে না, বিশেষ করে জ্যান্ত অবস্থায়!’

সহসা পিছনে হালকা খসখসে শব্দ গুনতে পেল জন। খুবই হালকা, কিন্তু কান এঁড়ায়নি ওর। বোর্ডের তৈরি মেঝেয় সন্তর্পণে বুট ঘসটানোর শব্দ। সামান্য পাশ ফিরে চোখের কোণ দিয়ে দৃষ্টি চালাল, জানালা দিয়ে অপরিপাঙ্ক আলো ভিতরে প্রবেশ করেছে, অন্তত দেখতে পাওয়ার জন্য যথেষ্ট; একটা বুটের আগা চোখে পড়ল জনের। বাম পায়ের বুট।

শুধু বুটই দেখতে পায়নি, লোকটাকে তৎপর হতেও দেখতে পেল। বুট সমেত পা সামান্য ভাঁজ হয়ে গেল, যেন পা বাড়িয়েছে কেউ বা হাতের পিস্তল ঘুরিয়ে কারও মাথায় নামিয়ে আনছে। চালু লোক! তবে তার উপস্থিতি প্রকাশিত হয়ে পড়ায় পরিকল্পনা সফল হলো না। চোখের পলকে সক্রিয় হলো জন, চট করে ডান দিকে পা বাড়াল, সরে গেল দেড় ফুট এবং একইসঙ্গে হাত ঘুরিয়ে বাম

মুঠি চালাল পিছন দিকে, অনুমানের উপর।

পিস্তলের ব্যারেল জনের চাঁদিতে নামিয়ে আনবার ইচ্ছে ছিল লোকটার, কিন্তু জনের আচমকা তৎপরতায় নিশানা ফস্কে গেল। টার্গেটকে সরে যেতে দেখেও কিছু করবার থাকল না তার, উল্টো সোনার প্লেস্ট্রাসে এসে পড়েছে জনের বজ্রমুঠি, শার্টের তৃতীয় বোতামের ঠিক নীচে। বেয়াড়া বলদের লাথি খেয়েছে যেন, হুক করে পেটের সব বাতাস বের করে দিল লোকটা। অজান্তে কুঁজো হয়ে গেল সে, পিস্তল-ধরা হাত ঝুলে পড়ল, আঘাত করা হয়নি।

লোকটা সামলে নেওয়ার আগেই ডান হাত চালাল জন। এসব কাজে দেরি করে না ও, বরং নিখাদ পেশাদারিত্ব আর মুন্সিয়ানার সঙ্গে কাজ সেরে ফেলে। ঝটিতি ঘুরে গায়ের জোরে ঘুসি চালিয়েছে লোকটার অরক্ষিত মুখে। থ্যাচ করে আওয়াজ হলো, খেঁতলে গেল নাক, পরপরই রক্ত গড়াতে শুরু করল।

টলমল পায়ে পিছিয়ে গেল লোকটা, যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল।

লড়াইয়ে কিছু অলিখিত নিয়ম আছে, প্রতিদ্বন্দ্বীকে কখনও হালকা ভাবে দেখতে নেই, তেমনি দু'একটা মোক্ষম আঘাত করবার পর গা ছেড়ে দেওয়ার সুযোগও নেই। এটা স্রেফ চরম বোকামি। কারণ প্রতিপক্ষ যে-কোন সময়ে সামলে নিতে পারে, এবং পাল্টা প্রচণ্ড আঘাত হানতে পারে। তাই মুহূর্ত খানেকও দেরি করল না জন, ঝটপট সক্রিয় হলো। ক্ষিপ্ত গতিতে ঘুসি ছুঁড়ে লোকটার ডান কান অবশ করে দিল কিছুক্ষণের জন্য, পরের ঘুসিতে কয়েকটা দাঁত নাড়িয়ে দিল। আঘাতের চোটে কাত হয়ে গেল লোকটা। তৎক্ষণাৎ ধেয়ে গেল জনের জোরাল ঘুসি, লোকটার কিডনি বরাবর হাতুড়ির মতো আঘাত করল। দড়াম করে মেঝেয় পতিত হলো সে।

সব মিলিয়ে পাঁচ-ছয় সেকেণ্ড লেগেছে। ঝটপট কয়েকটা ঘুসি ছুঁড়তে আসলে বেশি সময় লাগে না, ব্যাপারটা ছন্দ ও অভ্যস্ততার বিষয়। অযথা সময় নষ্টের ব্যাপারে জনের সবসময়ই আপত্তি, যা নিশানা

করতে হবে দেরি কেন—এই হচ্ছে ওর দৃষ্টিভঙ্গি ।

আবার খুব যে শব্দ হয়েছে তাও নয় । চোখের পলকে ও অনায়াস দক্ষতায় ছোট ছোট কিন্তু মোক্ষম ঘুসি ছুঁড়েছে জন । লোকটা পড়ে যাওয়ার পর নিশ্চিত হলো যে ব্যাটা অন্তত বিশ মিনিট পড়ে থাকবে, তাকে আপাতত হিসাবের বাইরে রাখা চলে বলে এবার ডাইনিংরুমের দিকে ফিরল ।

নিশ্চিত মনে বসে আছে জেফ । আজ পর্যন্ত ওকে কখনোই, কোন পরিস্থিতিতে বিচলিত হতে দেখেনি জন । এমনিতে খুবই শান্ত ও ভদ্র স্বভাবের, কিন্তু প্রয়োজনে ইস্পাতের মতো দৃঢ় ও শক্ত হতে জানে । পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক, জেফ কখনও ঘাবড়ায় না । এটা ওর অনুপম বৈশিষ্ট্য, এতটাই যে জন এজন্য জেফকে কখনও কখনও ঈর্ষাও করে । জানে ওর ভরসায় অপেক্ষা করছে না জেফ, বরং তৈরি সে । ল্যান্সাররা দলে ভারী এবং গুলি করতে উসখুস করছে, কিন্তু তাতে মোটেও বিচলিত নয় জেফ, বরং পুরোদস্তুর তৈরি ও—মোক্ষম সময়ে পিস্তলে ছোবল মারবে । জন একরকম নিশ্চিত ল্যান্সারদের সঙ্গে শোডাউন হলে ওকে প্রয়োজন পড়বে না জেফের, একাই এদের সামাল দিতে পারবে ।

কৈশোরের একটা ঘটনা মনে পড়ল জনের । জেফের তখনও তেরো হয়নি । পাহাড়ে শিকার করতে গিয়েছিল । সঙ্গে জন আর ওদের মাও ছিল । স্কুইরেল, কাঠবিড়ালী বা ছোটখাট শিকারের খোঁজ করছিল ওরা, তবে হরিণ বা এক্স জাতীয় কিছু পেলে ওদের প্রয়োজন মিটে যেত । কয়েকদিন ধরে খাবার টেবিলে মাংসের জোগান ছিল না ।

প্রকাণ্ড একটা বোয়ারকে খুঁজে পেল জেফ । ঝোপের আড়াল থেকে কুঁতকুঁতে চোখে ওকে দেখছিল প্রাণীটা । কে জানে, হয়তো খেপে গিয়েছিল জেফের উপর; কিন্তু সুযোগ পেল না ওটা । দেরি না-করে গুলি করে ফেলল জেফ । গুলিটা সামান্য সরে গিয়ে ওটার কাঁধে লাগল । পড়িমরি করে ঝোপের আড়ালে গিয়ে ঢুকে পড়ল

ওটা।

হাল ছাড়ল না জেফ। বোয়ারটার চিহ্ন অনুসরণ করে মাইল দুয়েক চলে গেল, এবং খুঁজেও পেল ওটাকে। সমস্যার কথা হচ্ছে ততক্ষণে ওটার ভাগীদার জুটে গেছে—প্রকাণ্ড, খিটখিটে মেজাজের এক ক্যুগার বোয়ারটার গায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে, কাছে গিয়ে দেখতে পেল জেফ।

প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত ছিল ক্যুগারটা। তাজা মাংস পেয়ে খাওয়া শুরু করবে, তখনই উৎপাত! রাগী চোখে দু'পেয়ে জীবটাকে দেখল ওটা। ভেবেছিল ভড়কে গিয়ে চলে যাবে পাহাড়ি বালক। কিন্তু জেফ কি পিছানোর বান্দা? মোটেই না! একে নিজে বোয়ারটাকে শিকার করেছে, তায় ঘরে মাংস জরুরি দরকার। ক্যুগার কেন, স্বয়ং শয়তান এলেও ওকে ঠেকাতে পারত না কেউ।

বিশ হাত দূর থেকে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল মানুষ আর পশু, নীরব চাহনির যুদ্ধে একে অন্যকে দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল।

জেফের হাতে ছিল পুরানো ধাঁচের রাইফেল, এবং তখন মাত্র একটা গুলি অবশিষ্ট ছিল চেষ্টারে। নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পুরো সচেতন ছিল জেফ, জানত মাত্র একটাই সুযোগ পাবে। ব্যর্থ হলে প্রাণ দিয়ে মাশুল গুনতে হবে। অত ঝামেলায় না-গেলেও চলে, যদি বোয়ারের দাবি ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে আসে, কিন্তু সেটা হতো ওর নৈতিক পরাজয়। তা ছাড়া, শুধু গুলি লাগালেই হবে না, বরং ওই এক গুলিতে মারতে হবে ক্যুগারকে, কারণ আহত ক্যুগারের চেয়ে হিংস্র প্রাণী নেই দুনিয়ায়। আর যাই হোক, খালি হাতে হিংস্র ও ক্ষিপ্ত ক্যুগারের সঙ্গে লড়াবার কোন ইচ্ছে ওর ছিল না।

ক্যুগারটা যদি জানত কার মুখোমুখি হয়েছে বা একটু পর কী পরিণতি হবে, তা হলে নিশ্চয়ই লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যেত।

ক্যুগারটা লাফ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল জেফ। বুকো নিশানা

গিয়ে লাগল গুলি। মরল না ওটা, বরং আরও খেপে গেল। দশ হাত দূর থেকে লাফিয়ে এসে পড়ল জেফের উপর। চিৎপটান হয়ে পড়ল জেফ। ততক্ষণে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছে জন। একটা গদা তুলে নিয়ে ছুটল ভাইকে সাহায্য করতে, কিন্তু কাছে যাওয়ার আগেই দেখল ঝটিতি উঠে দাঁড়িয়েছে জেফ। রাইফেল হাতে মুখোমুখি হলো নৃশংস ক্যুগারের। গদার মতো রাইফেলের ব্যারেল চালান ছুটন্ত ক্যুগারের মুখে। হাড়-মাংসের সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষে বিজাতীয় আওয়াজ উঠল। প্রচণ্ড রাগে ও যন্ত্রণায় গর্জে উঠল হিংস্র ক্যুগার, নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ল জেফের উপর। কিন্তু এবারও রাইফেলের কুঁদোর আঘাতে থমকে গেল। ওটাকে আর কোন সুযোগ দিল না জেফ, সুচাল গদা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যুগারের উপর। দূর থেকে দু'জনকে মাটির উপর গড়াগড়ি খেতে দেখতে পেল জন, উদ্বিগ্ন মনে তখন ঈশ্বরের নাম নিচ্ছে ও।

মানুষ ও পশু যতক্ষণ গড়াগড়ি খেল, রক্ত, পশম আর বাকস্কিনের ছেঁড়া টুকরো ছড়িয়ে পড়তে লাগল সবখানে। দম বন্ধ করে লড়াই শেষের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল জন, কিছু করবার নেই বলে অসহায় বোধ করছে। শঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছে অদ্ভুত দলার দিকে—মানুষ-পশু মিলে তৈরি করেছে; আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে থেকে পরস্পরের সঙ্গে যুঝছে!

তারপর, অধীর অপেক্ষার পর একসময় উঠে দাঁড়াল জেফ। ওর পায়ের কাছে নিখর পড়ে থাকল ক্যুগার। উঠছে না। সারা দেহ রক্ত আর অগুনতি ক্ষতে জর্জরিত জেফের, কোন কোনটা এত গভীর যে তখনই গড়গড় করে রক্ত পড়ছিল।

র‍্যাঞ্জে এসে পরীক্ষা করবার পর জানা গেল জেফের পাঁজরের তিনটা হাড়ে চিড় ধরেছে। বেশিরভাগ আঁচড়ের দাগ সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে গেলেও ঘাড় ও গলার তিনটা চিহ্ন এখনও বয়ে বেড়ায় ও। নিজেই ক্যুগারের চামড়া ছাড়িয়ে নিল এবং বোয়ারের মাংস বয়ে নিয়ে এল র‍্যাঞ্জে।

মোদ্দা কথা হচ্ছে, পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক, বিনা বাধায় একটা আঁচড়ও কাটতে পারবে না কেউ জেফের গায়ে। পাল্টা আঘাত ও করবেই।

শান্ত, স্থির চোখে ব্ল্যাক ল্যাস্কারকে দেখছে জেফ, চাহনিতে আগ্রহ। সুঠামদেহী মানুষ, চওড়া পেশিবহুল কাঁধ। লম্বায় জনের সমানই হবে। শারীরিক গড়ন ও চেহারার মিলের কারণে যমজ বলে মনে হয় ওদের, যদিও তা নয়। জেফ অপেক্ষাকৃত সুদর্শন।

দু'জনের মধ্যে মনের মিলও রয়েছে বেশ। অনায়াসে জেফের মন পড়তে পারে জন, মনের ভাবনা বুঝতে পারে। এখন যেমন, ল্যাস্কারদের জন্য রীতিমত করুণা বোধ করছে ও। ওরা তো জানে না কেমন বেয়াড়া ও বিপজ্জনক লোকের মুখোমুখি হয়েছে! অস্ত্র হাতে জেফ যে কতটা ভয়ঙ্কর, হয়তো মাগুল দিয়ে সেটা জানতে পারবে।

ল্যাস্কারদের হয়ে জেফ ক্যালকিনের মুখোমুখি হতে হচ্ছে না বলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছে জন।

‘বাইরে আমি ঠিকই যাব, ল্যাস্কার,’ অনুভূজিত স্বরে ঘোষণা করল জেফ। ‘যখন খুশি যাব। আমার মর্জি মতো। দরকার হলে তোমাদের সবাইকে মাড়িয়ে যাব। আসলে অন্ধকার বা আস্তাবলে পিছন থেকে গুলি করাই মানায় তোমাদের, অন্য কিছু নয়।’

ঝট করে সিধে হলো ব্ল্যাক, যেন হ্যাটের নীচে পিনের খোঁচা খেয়েছে। ‘তারমানে তুমিই ছিলে ওখানে?’

‘বেশি তড়পিয়ো না,’ শান্ত, কঠিন স্বরে বলে গেল জেফ। ‘এখনও বেঁচে আছ স্রেফ করুণা করছি বলে। আমি চাই না এই পরিষ্কার মেঝে রক্তে নোংরা হোক। নিজের মঙ্গল চাইলে সময় থাকতে দলবল নিয়ে কেটে পড়ো, পরে পিছু ফিরে যাওয়ার উপায় থাকবে না। আর হ্যাঁ, যা বলেছি, মেয়েটার কোন ক্ষতি কিন্তু আমি সহ্য করব না। ওর মাথার যদি একটা চুলও খোয়া যায়, সেজন্য তোমাদের দু'একজনকে কুলিয়ে দিতে একটুও কসুর করব না।’

হতভম্ব হয়ে গেছে ল্যাস্কাররা। আসলে বুঝতে পারছে না জেফকে। চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে জেফকে, যে-কোন মুহূর্তে গুলি খাওয়ার ভয়-অথচ বিকারই নেই তার, উল্টো ঠাণ্ডা গলায় শাসাচ্ছে ওদের! এত আত্মবিশ্বাসের উৎস কী? সাহায্য করবার জন্য দু'চারটা পিস্তল থাকলে মানুষ এভাবে বেপরোয়া কথাবার্তা বলতে পারে। কিন্তু জেফের ধারে-কাছে কেউ নেই।

ধাপ্পা যে দিচ্ছে না, তাও নিশ্চিত। কোণঠাসা অবস্থায় কোথায় পালাবার চেষ্টা করবে, তা নয়, উল্টো হুমকি দিচ্ছে! ল্যাস্কাররা একরকম ধরে নিল জেফের হাতে একটা তুরুরপের তাস রয়েছে, মোক্ষম সময়ে বের করবে ওটা। জিনিসটা কী না-জানা পর্যন্ত হুট করে চড়াও হওয়া বোকামি হবে বলে দ্বিধা করছে ল্যাস্কাররা। জানে জন ছাড়াও বক্স-এইচ রাইডারদের কেউ থাকতে পারে, গত কয়েকদিন ধরে এদের সঙ্গে চলাফেরা করতে দেখা গেছে দুই ভাইকে। হুট করে যে-কেউ চলে আসতে পারে, কিংবা লুকিয়ে নেই তো কেউ?

আশপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল ডাস্টি ল্যাস্কার। পিছন দরজার কাছে দেখতে পেল জনকে। পয়েন্ট-ব্ল্যাক রেঞ্জ বলা চলে, মাত্র বিশ ফুট দূরত্ব। জনের সঙ্গে বরং জেফের দূরত্বই বেশি। চিন্তার কথা হচ্ছে, ওদের প্রত্যেকের নজর উল্টোদিকে, অর্থাৎ জেফের দিকে; আর জন আছে ওদের পিছন দিকে।

দ্রুত পা বাড়াল ব্ল্যাক ল্যাস্কার, পরিস্থিতি বুঝে নিতে দেরি করেনি। বিশালদেহী মানুষ সে, এমনকী জন বা জেফের চেয়েও গায়ে-গতরে বড়, অথচ চলাফেরায় ঈর্ষণীয় ক্ষিপ্রতা রয়েছে। ঠিক যেন চিতা। চট করে নিঃশব্দে সরে যায়, চলাফেরায় শব্দ হয় না। সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বচ্ছন্দ চলন। লড়াইয়ের সময় আরও ক্ষিপ্র হয়ে যায়। জনশ্রুতি আছে হাতাহাতি লড়াইয়ে উন্মত্ত হয়ে পড়ে ব্ল্যাক, খুনে মানসিকতা নিয়ে লড়ে। পিটিয়ে দু'জনকে খুনও করে ফেলেছে সে।

‘এক মাঘে শীত যায় না,’ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ল্যাস্কার, হাসি ধরে রেখেছে মুখে, কিন্তু চাহনিতে স্পষ্ট বিদ্বেষ প্রকাশ পাচ্ছে। ‘সময় আমাদেরও আসবে, তখন দেখা যাবে। বারবার তো সব তোমাদের পক্ষে যেতে পারে না! যাক্গে, পশ্চিমে যাচ্ছি আমরা। চলবার পথে প্রথম যাজককে পেলেই জেনিফারের সঙ্গে বিয়েটা সেরে ফেলব।’

দলবল নিয়ে চলে গেল সে। যে ভাব-গান্ধীর্ষ ও আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে ঢুকেছিল, তার ছিটেফোঁটাও থাকল না বেরিয়ে যাওয়ার সময়। ইতোদ্যম, বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ মনে হলো বেশিরভাগ লোককে।

ডাইনিংরুমে ঢুকল জন।

মুখ তুলে তাকাল জেফ। ‘কোন সমস্যা হয়নি তো?’

‘বলবার মতো কিছু নয়।’

রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা। সকাল হয়েছে বটে, তবে সূর্য মেঘের আড়ালে রয়েছে বলে অন্যদিনের মতো রৌদ্রোজ্জ্বল নয়, বরং মেঘলা আর সঁয়াতসঁয়াতে আবহ। শহুরে নাগরিকদের মধ্যেও স্বাভাবিক চাঞ্চল্য নেই। ডিম পেড়ে চেষ্টা করে খবরটা পুরো শহর চাউর করেছে একটা মুরগী। নিতান্ত অলস ভঙ্গিতে রাস্তা পেরিয়ে গেল দুটো নেড়ি কুত্তা। কোথাও টিউবওয়েল চাপছে কেউ, কর্কশ শব্দে করুণ প্রতিবাদ জানাচ্ছে কলটা, তারপর পাত্রে পানি পড়বার ঝমঝম আওয়াজ হলো।

রাস্তা বরাবর হিচিং রেইলে কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা। এক ফ্রেইট ওয়্যাগনে মাল চাপাচ্ছে স্টোরকীপার। শান্ত পরিবেশ। তবে এসব ছাড়িয়ে জেনিফার ম্যাকক্লেরির কথা ভাবছে জন। বিয়েটা ঠেকানো যাবে না বোধহয়, অন্তত গোলাগুলি ছাড়া। কারণ, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ব্ল্যাক ল্যাস্কারকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে মেয়েটা। মিয়া-বিবি রাজি তো ক্যায়া করে গা কাজি? একবার “কাজি”কে সরিয়ে দিয়ে বিয়ে ঠেকিয়েছে ওরা, কিন্তু এভাবে বারবার ঠেকানো যাবে না।

আইনেরও কিছু করবার নেই। বিশেষ করে জেনিফারের স্বজনদের পক্ষ থেকে যেহেতু আপত্তি তোলা হয়নি বা এখন পর্যন্ত ওদের কাছে এমন কোন খবর আসেনি। আইনের মতোই, ওদেরও হাত-পা বাঁধা; বিয়ে ঠেকাতে কিছু করা যাবে না। কিছু করতে গেলে বরং উল্টো দোষী সাব্যস্ত হবে। অথচ জেনে-শুনে অমন ভণ্ড ও অসৎ এক লোককে বিয়ে করতে দিতে পারে না জেনিফারকে, হোক না আবেগের কারণে বা অল্প বয়সের অপরিণত চিন্তা। জন যেভাবে হোক বিয়ে ঠেকাতে ইচ্ছুক, জেফও তাই ভাবছে।

কিন্তু কী করবে?

সবচেয়ে বড় কথা, জেনিফার এখন আর ওদের জিম্মায় নেই। স্বেচ্ছায় ব্ল্যাকের সঙ্গে চলে গেছে এবং যে-কোন মুহূর্তে হয়তো দু'জনের বিয়েও হয়ে যাবে। অন্তত ব্ল্যাক যে চেষ্টার ক্রটি করবে না তা বলা বাহুল্য। বিয়েটা হয়ে গেলে ক্যালকিনদের বিরুদ্ধে তার মনস্তাত্ত্বিক জয় হবে।

জ্যাক ল্যান্সারের মৃত্যুর পরিণতিতে যে আরও অনেক কিছু ঘটবে, জনরা জানে। এত সহজে ভাইয়ের মৃত্যু মেনে নেওয়ার লোক নয় ল্যান্সাররা। পারিবারিকভাবে ওরা হিংস্র, বিদ্বেষী এবং বেপরোয়া। তবে আইনকে সমঝে চলতে ওরাও বাধ্য হয়, বিশেষ করে এখানে যেহেতু ইয়েট আর্প বা ব্যাট মাসটার্সনের মতো লোক রয়েছে। এদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর দুঃসাহস এমনকী ব্ল্যাক ল্যান্সারেরও নেই, বিনিময়ে যেহেতু প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই বললে চলে। যতই বেপরোয়া বা মাথা-গরম হোক, বিপজ্জনক দু'জন অফিসারকে খেপিয়ে দেওয়া যে ঠিক হবে না, এটুকু বুঝবার মতো যথেষ্ট সেয়ানে ব্ল্যাক।

কিন্তু আরও পশ্চিমে সেই ঝামেলা নেই। বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বহু জায়গায় আইনের বালাই নেই, বিশেষ করে কার্যকর আইন নেই। আর্প বা মাসটার্সনের মতো দৃঢ়চেতা, সৎ ও বিচক্ষণ ল-ম্যান দূরে

থাক, সাধারণ ল-অফিসারও নেই কোথাও কোথাও। কেউ কেউ ল্যাস্কারদের শক্তির প্রদর্শনী দেখতে পেলে নির্ঘাত অনীহা বোধ করবে। যাই ঘটুক, কেউ নাক গলাবে না। সেখানে ক্যালকিন বা ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর মতো কেউ থাকবে না, তারমানে ব্ল্যাকের ইচ্ছের বিরুদ্ধেও যাবে না।

দুই ভাই জানে, ল্যাস্কারদের বিরুদ্ধে ট্রাইলে কোথাও দাঁড়াতে হতে পারে ওদের।

রাস্তা ধরে ল্যাস্কারদের এগিয়ে আসতে দেখতে পেল ওরা। সবার সামনে জেনিফার। প্রায় গায়ে গা ঠেকিয়ে পথ চলছে, কোন দিকে তাকাচ্ছে না কেউ, এমনকী জনদের দিকেও নয়। শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কাঁচকলা দেখিয়ে দিচ্ছে ক্যালকিনদের! একবারের জন্যও ফিরে তাকাল না কেউ, এমনকী জেনিফারও নয়। রাস্তার পাশে পড়ে থাকা নেড়ি কুকুর বা চলন্ত ট্রেন থেকে যেমন ভবঘুরের দিকে তাকায় না কেউ, তেমনিভাবে পেরিয়ে গেল ওদের।

অন্তত জেনিফার তো একবার হাত নেড়ে বিদায় জানাতে পারত!

ল্যাস্কাররা দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যেতে ডাইনিংরুমে ঢুকে পড়ল দুই ভাই। ‘কফি খাওয়া যাক আরেক প্রস্থ,’ বিরস মুখে প্রস্তাব করল জেফ। ‘নতুন করে ভাবতে হবে এখন।’

চেয়ারে বসেছে ওরা, এসময় হাজির হলো পিটার হ্যানলন।

একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল সে। ‘আমাদের অনুমানে ভুল না-হলে ল্যাস্কাররাই আমার পালে স্ট্যাম্পিড ঘটিয়েছে এবং গরু চুরি করেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে আরও পশ্চিমে কোথাও গরু জড়ো করবে ওরা। যদূর খবর পেয়েছি এখন পর্যন্ত আমার কোন গরু বিক্রি করেনি, তবে তাজা মাংসের জোগান হিসাবে ফোর্ট ডজে হয়তো গোটা কয়েক বেচে দিয়ে থাকবে। ইতোমধ্যে সাড়ে তিনশো গরু রাউণ্ড-আপ করতে সক্ষম হয়েছি আমরা, ওগুলোকে

নিয়ে ওয়াইওমিং যাব, কিন্তু আমি পুরো পালই ফিরে পেতে চাই।’

‘কীভাবে?’ জানতে চাইল জেফ, ওয়েটারকে ইশারায় কফির ফরমাশ দিল।

‘কেন, ওরা যেভাবে আমার গরু চুরি করেছে ঠিক সেভাবে!’

সত্যিই তো! এরচেয়ে ভাল আর কী হতে পারে? হাফ-বক্স-এইচের গরু চুরি করেছে ল্যান্সাররা, একইভাবে ওদের কাছ থেকে নিজের গরু যদি ছিনিয়ে নেয় হ্যানলন, তাতে দোষের কিছু থাকবে না। বিশেষ করে যেখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলারের মামলা। ওদের কাঁচকলা দেখিয়ে চুরির মাল নিয়ে কেটে পড়বে ল্যান্সাররা, সেটা হতে দেওয়া যায়?

‘পশ্চিমে যাব আমরা,’ বলল জন। ‘ল্যান্সারদের আশপাশে থাকব বলে ঠিক করেছি। দেখব মেয়েটার সঙ্গে ওরা ন্যায্য আচরণ করে কি-না।’

‘দারুণ! আমার আউটফিটে যোগ দিয়ে ফেলো তা হলে। মাসে ত্রিশ ডলার। খাওয়া ফ্রি।’

কফিতে চুমুক দিল র‍্যাঞ্চার। একটু পর জানতে চাইল: ‘আমার চেয়ে ঢের ভাল জানো তোমরা ল্যান্সারদের সম্পর্কে। আচ্ছা, গরুর ব্যবসা বোঝে বা জানে ওরা?’

‘মনে হয় না। অন্তত আমার কাছে মনে হয়নি এ সম্পর্কে ওদের অভিজ্ঞতা আছে,’ জানাল জন। ‘ওরা মূলত পাহাড়ি লোক। পশ্চিমে আসবার আগে আমরাও তাই ছিলাম। তবে ওদের দলের দু’একজন হয়তো গরুর ব্যবসা করতেও পারে...যদি জনসমক্ষে মুখ দেখানোর হিম্মত দেখায়।’

‘মানে?’

‘আমার ধারণা রাসলারদের সঙ্গে যোগসাজশ আছে ওদের। এ ধরনের লোকেরা খোলা বাজারে ব্যবসা করতে যায় না, তাতে ধড় হারানোর ঝুঁকি রয়েছে। গোপন পথটাই ওদের জন্য খাটে বেশি।’

‘হতে পারে। যাক্‌গে, চাকুরিটা নেবে?’

জেফের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল জন। তবে এ ধরনের সিদ্ধান্ত বরাবর জনই নেয়। অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হলো। ‘বেশ তো। একই পথে যাচ্ছি যেহেতু, তোমার উপকারে লাগলে খুশিই হব আমরা, মি. হ্যানলন। আরও একটা ব্যাপার, আমাদের মূল টার্গেটও একই—ল্যান্সাররা।’

উঠে হাত বাড়িয়ে দিল হ্যানলন। ‘তা হলে ভোরে রওনা দেব আমরা। বিকাল নাগাদ মালপত্র নিয়ে চলে এসো ক্যাম্পে।’

পরদিন ভোরে যাত্রা করল ওরা। সব মিলিয়ে দশজন লোক। অভিজ্ঞ ও দক্ষ সবাই। ফিন হ্যাটেন এবং ল্যাডার হোল্ডার তো আছেই। দলে আরও লোক ছিল, কিন্তু বিবাহিত এবং টেক্সাসের বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছে বলে তাদের পাওনা মিটিয়ে দিয়েছে হাফ-বক্স-এইচ মালিক।

দশজনের মধ্যে দু’জনকে পিস্তলে বেশ চালু মনে হলো। ডিক লোয়ের বয়স মাত্র উনিশ। চলাফেরায় কু্যাগারের ক্ষিপ্ততা। লম্বা ছিপছিপে দেহ। অন্যজন প্রায় মাঝবয়সী, মিতভাষী ডেভ রিডল।

নিজেদের মালপত্র নেওয়ার জন্য গাস ম্যাটিসের কাছ থেকে দুটো প্যাক-হর্স কিনেছে জনরা। দুটোই মাসট্যাঙ জাতের, তবে পোষ মানানো। প্রেয়ারির ঘাস খেয়ে জীবন ধারণে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

পিটার হ্যানলন নিজেই তার ফোরম্যান। চালু লোক। যোগ্য ক্রুদের খাতির ও সমাদর করতে জানে। সাপ্লাই নিয়ে কারও অভিযোগ নেই। প্রতিবেলা ভরপেট খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে ওরা। জন সারা জীবনে কোন আউটফিটকে ড্রাইভে এত সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করতে দেখেনি।

ড্রাইভের জন্য বাড়তি ঘোড়ার প্রয়োজন হয়। হ্যানলনের সব ঘোড়া টেক্সাস থেকে আনা, তবে প্রায় প্রতিটি দক্ষ ও সক্ষম; একইসঙ্গে প্রেয়ারির যৎসামান্য ঘাস-পানির ব্যবহার করে টিকে নিশানা

থাকতে অভ্যস্ত। বাড়তি যত্ন বা খাবারের ব্যাপারেও র‍্যাঞ্চার পুরো সচেতন। ঘোড়া এবং লোক—ড্রাইভে সাফল্যের পূর্বশর্ত হিসাবে এ দুইয়ের যত্নের বিকল্প কিছু নেই বলে মনে করে সে।

শহরের প্রান্তে জমায়েত হলো সবাই। দলের সামনে ছিল পিট হ্যানলন। পিছিয়ে জনের কাছে চলে এল সে। ‘ক্যালকিন, শুনেছি তুমি নাকি ট্রেইলে দারুণ দক্ষ? ওদের ট্র্যাক খুঁজে বের করতে পারবে?’

‘চেষ্টা করতে পারি।’

এখনও মেঘ আছে আকাশে। দিগন্তে ভারী মেঘের আনাগোনা চলছে। বৃষ্টি হতে পারে। ঝড়ো হাওয়া বইছে মাঝে মধ্যে। মাটি ভেজা, তবে থকথকে কাদায় পরিণত হয়নি। জেফকে দলের সঙ্গে রেখে বেরিয়ে এল জন, বড়সড় বৃত্তাকার পথে ট্র্যাকের খোঁজ চালাল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ল্যান্সারদের চিহ্ন খুঁজে পেল, এবং পরের এক ঘণ্টায় ওদের প্রতিটি ঘোড়ার চিহ্ন পড়তে সক্ষম হলো। জেনিফার যে-ঘোড়ায় চড়েছে ওটা চিনতে পারল জন, এবং মেয়েটার অন্য ঘোড়াগুলোর ছাপও অনায়াসে আলাদা করতে পারল। কোন্টা ব্ল্যাক ল্যান্সারের ঘোড়া, হলফ করে বলতে পারবে।

সামনে উন্মুক্ত প্রান্তর। সুতরাং কিছুটা সতর্ক থাকা দরকার। বলা যায় না, অ্যান্ড্রুশের শিকার হতে পারে। যদিও বেশ সামনে রয়েছে ল্যান্সাররা। পশ্চিমে যে-কোন লোকই সাবধানে চলাফেরা করে। এটাই নিয়ম। যাত্রাপথে পিছন ফিরে দেখে কেউ অনুসরণ করল কি-না, ট্রেইলে নজর রাখে যাতে সামনের পথ বা পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পায়। দিগন্তে দৃষ্টি রাখে। মনঃসংযোগ এতটাই থাকে যে বছর গেলেও প্রতিটি জিনিসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া যায়, যেন ব্যাপারটা একদিন আগে ঘটেছে বা দেখেছে।

প্রথম কথা, এটাই রীতি। দৃষ্টিসীমায় সাইনপোস্ট নেই, নেই

কোন দালান, করাল বা শ্যাক; আছে শুধু জমির বুকে বয়ে চলা সরু ত্রীক। কখনও কখনও নিচু টিলা, ব্লাফ বা অ্যারোয়ো চোখে পড়ে। ইতস্তত বেড়ে ওঠা ঝোপঝাড় তো আছেই। প্রথমে হয়তো কিছুই আলাদাভাবে চোখে পড়ে না, কিন্তু পরেই মনে পড়ে যায় কোথায় কী ছিল বা থাকা উচিত। নিবিষ্ট মনে ল্যাস্কারদের চিহ্ন খোঁজ করছে জন, কখনও কখনও মাত্র দু'একটা ঘোড়ার ছাপ অনুসরণ করছে। ট্রেইলের সর্বত্র কখনোই বিস্তর বা পর্যাণ্ড চিহ্ন থাকে না। থাকে বটে, কিন্তু খুঁজে নিতে হয়। বিশেষ করে ট্রেইলে চিহ্ন লুকানোর চেষ্টা যেহেতু করেছে ল্যাস্কাররা।

ল্যাস্কারদের আউটফিটের এক লোক বারবারই থেমেছে, ছাপ দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারল জন। বারবার এক পাশে সরে গেছে সে। পিছনের ট্রেইলে নজর রেখেছে। জানতে চায় কেউ অনুসরণ করছে কি-না? সেটাই স্বাভাবিক।

কেন যেন চোয়াল কাটা লোকটাকে সন্দেহ হলো জনের। মুখে লম্বা দাগঅলা যাকে আগেরদিন সকালে ডাইনিংরুমে দেখতে পেয়েছিল, ল্যাস্কারের সঙ্গে এসেছিল।

এক জায়গায় থেমে স্যাডলের পেটি টাইট করেছে সে, চিহ্ন দেখে বুঝল জন। ট্রেইলে চিহ্ন পড়ে আছে, ধরতে অসুবিধা হচ্ছে না ওর। বেশ পরিষ্কার। ব্যাপারটা ভাল ঠেকল না জনের কাছে। বিপদের আভাস পেল।

পরে বুঝেছে, অনুমানটা ঠিকই ছিল।

ছয়

উন্মুক্ত অব্যবহিত প্রান্তর। প্রেরারির খোলা বাতাস লাগছে পিঠে। ধীর কিন্তু নিশ্চিত চালে পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে ওরা। তুলনামূলক খোলা জায়গা বলে অ্যাম্বুশের আশঙ্কা রয়েছে, তাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে। ক্ষীণ নড়াচড়া থেকে শুরু করে ছায়ার পরিবর্তন, কোন কিছুই বাদ দিচ্ছে না, সবই নজরে রাখতে হচ্ছে।

মাঝে মধ্যে এগিয়ে গিয়ে ট্রেইলের খোঁজ করছে জেফ, জন দলের সঙ্গে রয়ে যাচ্ছে। গরুর পালের দিকে বিশেষ নজর দিতে হচ্ছে বলে প্রায় সবার খাটুনি যাচ্ছে। ড্র্যাগের দায়িত্বে রয়েছে বলে ধুলোর অত্যাচার সহ্যে হচ্ছে জনকে। বিশী কাজ! তবে না-করেও উপায় নেই। পালাক্রমে প্রায় সবাই এই দায়িত্ব পালন করছে। ট্র্যাকিং ওর জন্য বাড়তি দায়িত্ব বলে চাইলে এড়িয়ে যেতে পারত জন, কিন্তু চায়নি অন্যরা মনে করুক ও ফাঁকিবাজ।

একদিন দুপুরের কথা। মাত্র খেতে বসেছে ওরা, এসময় ট্রেইলে রেকি করে ফিরে এল জেফ। প্রথমে হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নিল, তারপর কফিতে চুমুক দেওয়ার সময় জানাল খবরটা: ‘জন, আমি ওদের ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছি।’

সবকটা মুখ ফিরে তাকাল ওর দিকে। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডিক লোয়ে, চোখের পলক পড়ছে না। জেফের উপর থেকে চোখ সরচ্ছে না।

‘হঠাৎ করে যেন গায়েব হয়ে গেছে সবাই,’ বলল জেফ, গম্ভীর

কণ্ঠ । ‘ব্যাপারটা রীতিমত রহস্যজনক । একজনেরও ট্রেইল নেই!’

‘বেশ, চলো গিয়ে দেখি,’ জানাল জন ।

‘আমিও সঙ্গে আসি?’ আগ্রহী স্বরে জানতে চাইল লোয়ে ।

‘মোটামুটি ট্রেইল ধরতে জানি আমি ।’

স্মিত হাসল জেফ । ‘জনই খুঁজুক । এ ব্যাপারে ওর চেয়ে যোগ্য লোক আর হয় না । কাদা পানিতে একটা ট্রাউটও ট্র্যাক করতে সক্ষম ও ।’

‘কিন্তু আমি যাব!’ একগুঁয়ে স্বরে ঘোষণা করল লোয়ে ।

থমথমে হয়ে গেল পুরো ক্যাম্পের পরিস্থিতি । এক এক করে প্রতিটি সেকেণ্ডে পেরিয়ে যাচ্ছে, কেউ কোন কথা বলছে না । প্রাচীন চ্যালেঞ্জ করে বসেছে ডিক লোয়ে, ক্যালকিনরা তাকে মানা করলে ব্যাপারটা সংঘাতে না-গড়াক, অন্তত অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই ।

ডিক লোয়ের জেদ বা একগুঁয়েমি জ্রফেপ না-করে কৌশলে এড়িয়ে গেল জন । নিজেদের মধ্যে বাদানুবাদের সময় নয় এটা । ‘বেশ তো, অন্য কোন একদিন সুযোগ পাবে তুমি,’ বলল ও ।

গরুর পাল ছেড়ে এগিয়ে গেল ওরা । কিছুদূর এগোনোর পর প্রতিপক্ষের সকালকার ট্রেইল থেকে শুরু করল । স্পষ্ট ট্র্যাক পড়ে আছে, যেমন থাকবার কথা, যেহেতু উনিশজন মানুষ এবং কয়েকটা প্যাকহর্স ছিল ওদের সঙ্গে । উন্মুক্ত প্রেয়ারির বুকে গাঢ় কালিমার মতো স্পষ্ট ট্র্যাক । কয়েকদিন থাকবে । কখনও কখনও এ ধরনের ছাপ কয়েক সপ্তাহও থেকে যায় ।

এগিয়ে চলল ওরা । দুপুর নাগাদ, খেয়াল করল অশ্বারোহীরা ছড়িয়ে পড়ে পরে বৃত্তাকার পথে মিলিত হয়েছিল এক জায়গায়, এবং দুপুরের খাবার তৈরির জন্য ছোট করে আগুন জ্বলেছে । খাওয়া-দাওয়া শেষে, ফের যখন যাত্রা করল ট্রেইলে, জন খেয়াল করল উনিশজনের ট্র্যাক নেই আর; মাত্র ছয়টা ঘোড়ার ছাপ স্পষ্ট আলাদা করা যাচ্ছে, তাও যথেষ্ট আয়াসের পর । মাইল দুয়েক নিশানা

এগোনের পর সংখ্যাটা তিনে কমে গেল। পাশাপাশি এগিয়েছে তিন ঘোড়সওয়ার।

একটু পর দু'জনে এসে ঠেকল এবং তারওপর ট্রেইলে কোন ছাপই দেখা গেল না। স্রেফ উধাও হয়ে গেছে সবাই।

ব্যাপারটা দুর্বোধ্য ও ব্যাখ্যাতিত মনে হলো জনের কাছে। তাজ্জব ব্যাপার! ঘোড়াসহ উনিশজন মানুষ, এভাবে হাওয়ায় তো মিলিয়ে যেতে পারে না!

কোথাও নিশ্চয়ই বড়সড় একটা ঘাপলা আছে।

স্বীকার করতেই হবে, মহা ধুরন্ধর ও চতুর মানুষ ল্যাস্কাররা। সুকৌশলে নিজেদের ট্র্যাক লুকিয়ে ফেলেছে ট্রেইল থেকে, ওদের অনুসরণ করতে গিয়ে এমনকী জনের মতো দক্ষ ট্র্যাকারও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে; কিনারা করতে পারছে না ট্রেইল থেকে চিহ্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার রহস্য।

কিছুক্ষণ পর পিটার হ্যানলন এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। সঙ্গে ডেভ রিডল রয়েছে। ট্র্যাকিংয়ে বেশ দক্ষ বলে সুনাম আছে রিডলের। আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে গেল সে, চারপাশে কিছুক্ষণ খোঁজ চালান, কিন্তু শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল।

‘যদূর মনে হচ্ছে গতব্যের কাছাকাছি চলে এসেছিল ওরা, মি. হ্যানলন,’ র‍্যাঙ্গারকে বলল জন। ‘কিংবা ধারে-কাছে কোথাও চুরি করা গরু লুকিয়ে রেখেছে। সঙ্গত কারণে চায় না ওদের হৃদিশ পাক কেউ, তাই পরিকল্পনা মারফিক সবাই উধাও হয়ে গেছে। যাই হোক, মোদ্দা কথা হচ্ছে, ল্যাস্কারদের দলে খুবই বুদ্ধিমান একজন লোক আছে। উনিশজন মানুষকে পরিচালনা করা চাটুখানি কথা নয়, কিন্তু প্রায় শতভাগ সফল হয়েছে ওদের পরিকল্পনা।’

‘কাজটা করল কীভাবে?’ রিডলের জিজ্ঞাসা।

‘সঠিক বলা মুশকিল, তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে,’ খোলসা করল জন। ‘প্রথমে বস্তায় ঘোড়ার খুর মুড়ে নিয়েছিল, সামান্য ও ক্ষণস্থায়ী ছাপ পড়ে এতে। তারপর একে একে সরে পড়েছে

ট্রেইল থেকে। ভিন্ন ভিন্ন পথে গেছে ওরা। পর্যায়ক্রমে সরে পড়েছে বলে ট্রেইলে পড়া ছাপের পার্থক্য সহজে চোখে পড়েনি। সামনে কোথাও আবার মিলিত হবে সবাই।’

‘অ্যাপাচিদের কায়দা এটা,’ জানাল জেফ।

‘সেক্ষেত্রে সেই জায়গাটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, যেখানে মিলিত হবে ওরা,’ দৃঢ় স্বরে বলল হাফ-বক্স-এইচ মালিক।

‘আরেক কাজ করা যায়,’ বাতলাল ডেভ রিডল। ‘ওদের পিছু নেওয়া বা খোঁজাখুঁজি করতে যাওয়া মানেই মূল্যবান সময় নষ্ট। বরং গরুর পাল যেখানে নিয়ে যাবে বা লুকিয়ে রেখেছে সরাসরি সেখানে চলে গেলেই হয়।’

‘সেটাই ভাল,’ কথাটা মনে ধরেছে জনের।

‘কিন্তু ওরা যদি পাহাড়ে বা প্রেয়ারিতে কোথাও লুকিয়ে থাকে? অথবা দূরে যাওয়ার দরকার কী ওদের?’

‘আমার মনে হয় কলোরাডোর দিকে যাচ্ছে ওরা,’ বলল জন। ‘জেনিফারের বাবার খোঁজে।’

চট করে জনের দিকে ফিরে তাকাল সবাই, ভুরু কুঁচকে গেছে র‍্যাঞ্চারের। কেউ কেউ হয়তো ভাবছে জেনিফার ম্যাকক্লেরির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে জন, সেজন্যই ধারণাটা জন্মেছে ওর মাথায়। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। ব্ল্যাক ল্যান্সারের যা চরিত্র— জনের সন্দেহ—সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করেছে সে। জেনিফারকে বিয়ের মাধ্যমে শুধু ওর ঘোড়ার মালিকই নয়, বরং কলোরাডোয় ম্যাকক্লেরি-র‍্যাঞ্চের দিকে নজর পড়েছে তার।

বাস্তবে তেমন হলে এতটুকু অবাক হবে না জন।

‘কারণ,’ ব্যাখ্যা করল ও। ‘বেশ কয়েক বছর ধরে ওখানে আছে ম্যাকক্লেরি। গরু ব্যবসার পাশাপাশি একটা র‍্যাঞ্চও দাঁড় করিয়েছে সে, সম্ভবত সেজন্যই জেনিফারকে সঙ্গে রাখতে চায়। ল্যান্সার যাবে ওখানে। জেনিফারের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলে ওর নিশানা

জন্য ম্যাকক্লেরির র‍্যাঞ্জে ঢুকে পড়া কোন সমস্যাই নয়। রাজ্য ও রাজকন্যা দুটোই ওর হাতের মুঠোয় এসে যাবে। পুরো র‍্যাঞ্জ দখল করে নিলেও অবাক হব না।’

‘ম্যাকক্লেরি বা ওর ত্রুরা কি সেটা চেয়ে চেয়ে দেখবে?’

‘সাধারণ র‍্যাঞ্জ, খুব বড়সড় নয়। ক’জন লোকই বা থাকবে ম্যাকক্লেরির? বড়জোর চার-পাঁচজন। ওদের পক্ষে ব্ল্যাক ল্যান্সারের বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব হবে।’

জনের ধারণাটা নিজেদের মনে উল্টেপাল্টে দেখছে অন্যরা। নেহাত খারাপ কিছু বলেনি ও। যৌক্তিকই মনে হচ্ছে। অবশ্য জেনিফারের বাবার কাছে নাও যেতে পারে ল্যান্সার। তবে তার চরিত্র তা বলে না। হাড় বজ্জাত লোক। কোন কিছুর পরোয়া করে না। ন্যায়, রীতি-নীতি বা আইনের প্রতি সামান্য সমীহও নেই। নিজের স্বার্থটাই ব্ল্যাকের কাছে বড় ব্যাপার। ম্যাকক্লেরি র‍্যাঞ্জে গেলে লাভ ছাড়া লোকসান নেই ওর। একে চোরাই করু লুকিয়ে রাখবার জায়গা পেয়ে যাবে। উপরন্তু, ম্যাকক্লেরির আউটফিটে বেয়াড়া ত্রু না-থাকলে অনায়াসে পুরো র‍্যাঞ্জের দখলই নিয়ে নিতে পারবে।

কিংবা হ্যানলনের ধারণাও সত্যি হতে পারে। হয়তো পানির উৎস আছে এমন কোন জুতসই জায়গায় লুকিয়ে থাকবে ওরা, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলে পরে সময়মত করু পাল অন্য কোথাও সরিয়ে নেবে। কয়েকশো করু লুকিয়ে রাখবার মতো স্থান বিস্তীর্ণ এই প্রেয়ারিতে আছে বটে।

ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত ভাবতে গিয়ে দৃষ্টিভ্রান্ত পড়ে গেল জন। সাধারণত কোন সমস্যা নিয়ে বেশি ভাবে না, তাই চিন্তিতও হতে হয় না; বরং চট করে আশু সমাধান করে ফেলতে পারে। কিন্তু এখন ধন্দে পড়ে গেছে, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। সবচেয়ে বড় সমস্যা জেনিফার নিজে। বোকার মতো ব্ল্যাকের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে মেয়েটা। নেহাত বাচ্চামেয়ে হলেও জনের ধারণা

মেয়েটা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী; দেরিতে হলেও ঠিকই নিজের ভুল বুঝতে পারবে, ব্ল্যাকদের সঙ্গে ক’দিন থাকলে হাড়ে হাড়ে চিনে ফেলবে ওদের। বিশেষ করে ম্যাকক্লেরি র‍্যাঞ্চের যাওয়ার পর যদি র‍্যাঞ্চ দখলে উৎসাহী হয়ে পড়ে ব্ল্যাক।

সঙ্গে সঙ্গে নতুন চিন্তা ঢুকল জনের মাথায়। আচ্ছা, ভুল ভেঙে যাওয়ার পর জেনিফার যদি ব্ল্যাককে বিয়ে করতে না চায়? তখন চরম বিপদে পড়বে না মেয়েটা?

যদি চালাক-চতুর হয়, যদি মুখ বুজে থাকতে পারে, তা হলে হয়তো পালাবার সুযোগ পাবে। তবে কাঁচা বয়স বলে অতটা সেয়ানা হয়ে ওঠেনি জেনিফার। যখন মেজাজ-মর্জি সামলে রেখে সুযোগের অপেক্ষায় থাকবার কথা, তখন হয়তো বেফাঁস গোমর ফাঁক করে দেবে, বিশেষ করে ব্ল্যাকের স্বরূপ জেনে যাওয়ার পর। তখনই সত্যিকার বিপদে পড়ে যাবে জেনিফার। ব্ল্যাক তখন জোর খাটাবে, এমনকী শারীরিকভাবে হেনস্তা করতেও পিছ-পা হবে না। কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা যে-কোন মূল্যে পেতে অভ্যস্ত সে, সেজন্য যে-কোন কৌশল বা উপায় অবলম্বন করবে। সেটা ন্যায্য কি অন্যায়, তার পরোয়া করবে না।

‘লুকিয়ে থাকতে চাইছে ওরা,’ হ্যানলনকে বলল জন। ‘ঠিক এজন্যই এত সাবধানতা। আগুনের ছাই মাটি-চাপা দিয়েছে। দু’জনের ট্রেইল খুঁজে পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু হারিয়ে ফেলেছি।’

‘কী করা যায় এখন?’

‘জেফ, রিডল আর অন্য একজনকে দাও আমার সঙ্গে। পালে গরু সামলানোর জন্য যথেষ্ট লোক থাকবে তোমার সঙ্গে। আলাদা আলাদা ট্রেইল ধরে খোঁজ চালাব আমরা, কপাল ভাল হলে হয়তো কিছু পেয়েও যেতে পারি।’

‘তারমানে যেখান থেকে ওদের ট্রেইল আবার মিলতে শুরু করবে, সেই জায়গাটা খুঁজে পেতে চাইছ?’

‘আগে-পরে যখনই হোক, একসময় তো মিলিত হবেই ওরা।’

মিনিট কয়েক পর ট্রেইলের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল ওরা। জনের সঙ্গে জেফ, রিডল, ল্যাডার হোল্ডার ছাড়াও টম বেলিংস নামের অভিজ্ঞ এক মোষশিকারী যোগ দিয়েছে।

প্রথমেই চারপাশে তালাশ করল, তবে ট্রাক খুঁজে পেতে বেশ বেগ পেতে হলো। নিশ্চিত হতে পারছে না আদৌ ওগুলো ল্যাস্কার বাহিনীর কি-না, কারণ ট্রেইলে বেশ পুরানো ছাপও রয়েছে। বহু মানুষই যাতায়াত করে। অগত্যা একটু পিছন থেকে শুরু করল। পাঁচজন ওরা, ল্যাস্কারদের পাঁচটা ঘোড়ার ছাপ অনুসরণ করে এগিয়ে গেল ভিন্ন ভিন্ন পথে।

কিন্তু এতেও খুব একটা লাভ হলো না। দু'দিন গাধার খাটুনি গেল শুধু। হোল্ডারের ট্রেইল দক্ষিণে কয়েক মাইল যাওয়ার পর এক বালির পাহাড়ে এসে মিলিয়ে গেছে। নদীর তীরে গিয়ে শেষ হয়েছে জেফেরটা। রিডল প্রেয়ারি ধরে এগিয়ে গেছে বহুদূর, কিন্তু একসময় আবিষ্কার করেছে আর কোন চিহ্ন নেই; স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন, প্রেয়ারির ঘাসে কারও চলাচলের চিহ্ন নেই।

শুধু বেলিংস ও জনের ভাগ্যই সুপ্রসন্ন হলো। তাও সামান্য। কিছুদূর এগোনোর পর দু'জনেই ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছে এবং পরে আবারও খুঁজে পেয়েছে।

পালের কাছে এসে অন্যদের সঙ্গে মিলিত হলো ওরা। উদ্বিগ্ন মনে অপেক্ষা করছিল পিটার হ্যানলন, আশা-নিরাশার দোলচালে উসখুস করছে। স্মিত হেসে তাকে আশ্বস্ত করবার প্রয়াস পেল জন, একটা কাঠি তুলে নিয়ে বালির উপর আঁকিঝুঁকি শুরু করল।

‘এই যে, এখান থেকে ওদের ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছিলাম আমরা,’ ব্যাখ্যা করল জন। ‘তারপর বিভিন্ন দিকে এগিয়ে গেছি। আমার ক্ষেত্রে যা হয়েছে, একবার ট্রেইল হারিয়ে ফেলবার পরও কিছু দূরে আধ-খাওয়া ঘাস দেখেছি। বৃত্তাকারে ঘাস খেয়েছে কোন ঘোড়া। খুঁটি গেড়ে বাঁধা হয়েছিল ঘোড়াটাকে। মাঝ বরাবর খোঁজাখুঁজি করতে ছোট গর্তটা পেয়ে গেলাম। খুঁটি তুলে নেওয়ার

পর এক গুচ্ছ ঘাস অন্য জায়গা থেকে তুলে এনে গর্তটা ঢেকে দিয়েছে লোকটা।’

বিস্ময় নিয়ে জনের দিকে তাকিয়ে আছে হ্যানলন, ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

‘আশপাশে খোঁজ চালাতে এমন আরও কয়েকটা জায়গা পেলাম যেখানে ঘোড়া বাঁধা হয়েছিল এবং ঘোড়া ঘাস খেয়েছে। মোট তিনটা।’

‘ওদের ক্যাম্প খুঁজে পেয়েছ?’ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে র‍্যাথগর।

‘ঠিক তা বলা যাবে না। অন্য জায়গা থেকে তুলে আনা মাটির উপর আগুন জ্বালিয়েছিল, তাই মাটিতে গর্ত করা লাগেনি। কফি তৈরি করেছিল। স্বীকার করতেই হবে যে ওরা খুবই চালাক ও অভিজ্ঞ, প্রেয়ারিতে কীভাবে চিহ্ন লুকিয়ে রাখতে হয় তার সবই জানে। সামান্য ঝলসে যাওয়া ও চটকানো ঘাস দেখে ব্যাপারটা অনুমান করেছি। খুঁটিয়ে না-দেখলে বোঝা যায় না। ক্যাম্প ত্যাগ করবার আগে তাজা ঘাস এনে জায়গাটা ঢেকে দেওয়ার চেষ্টাও করেছে ওরা।’

ঝুঁকে জনের আঁকা ম্যাপ দেখছিল হ্যানলন, পিছিয়ে কফিপট তুলে নিল সে, মগে কফি ঢেলে চুমুক দিল। মুখে দুশ্চিন্তার রেখা, বোঝা যাচ্ছে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করছে।

‘তোমার কী ধারণা, টম?’ অভিজ্ঞ মোষশিকারীকে জিজ্ঞেস করল সে। ‘তুমি তো এ তল্লাট চষে বেড়িয়েছ। কোথায় যেতে পারে ওরা?’

‘স্যাণ্ড ক্রীকে যেতে পারে,’ সামান্য ভেবে বলল বেলিংস। ‘বা টু বাটসে।’

‘কিংবা সিমারনের পাহাড়ি এলাকায়ও চলে যেতে পারে,’ বাতলে দিল ডেভ রিডল।

ঝট করে তার দিকে ফিরল বেলিংস, ভুরু কৌচকাল প্রথমে।

নিশানা

তারপর উজ্জ্বল হলো তার মুখ। ‘হ্যাঁ, হতে পারে। আসলে সম্ভাব্য কয়েকটা জায়গাই আছে এবং এর যে-কোন জায়গায় যেতে পারে ওরা। কিন্তু স্পষ্ট ট্র্যাক বা প্রমাণ না-দেখে অনুমান করা মুশকিল।’

পরদিন ভোরে আবার পশ্চিমে যাত্রা করল ওরা। গরুর পাল সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে; তবে গরুর সংখ্যা কম বলে তেমন ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে না, বরং বেশ দ্রুতই এগোতে পারছে।

জেনিফার ম্যাকক্লেরি সামনে কোথাও আছে—চিন্তাটা উৎসাহ জোগাচ্ছে জনকে। আজকের আগে জানত না মেয়েটাকে নিয়ে ঠিক কোন্ দিকে গেছে প্রতিপক্ষ, কিন্তু এখন জানে—জন একরকম নিশ্চিত—ওর বন্ধমূল ধারণা সন্ধ্যার আগেই ল্যান্সারদের দেখা পেয়ে যাবে; নিদেনপক্ষে ওদের উপস্থিতির নিশ্চিত প্রমাণ ট্রেইলে দেখতে পাবে।

ল্যান্সাররা বেশি দূরে নেই, বড়জোর কয়েক মাইলের মধ্যে রয়েছে।

সে-রাতে সিমারনের উত্তর অংশে ক্যাম্প করল ওরা। কফির পাত্র চড়ানো হয়েছে, পানি ফুটতে শুরু করেছে এসময় ক্যাম্পের দিকে আসতে দেখা গেল এক অশ্বারোহীকে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রেয়ারি থেকে উন্মুক্ত ক্যাম্পে ঢুকতে হলে আগে নিজের উপস্থিতি জানান দিতে হয়, নইলে ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া, এটা পশ্চিমের নিছক ভদ্রতা বা রীতি হিসাবেও স্বীকৃত। বুড়ো বয়সে নাতি-নাতনির মুখ দেখতে চাইলে রাতে কোন ক্যাম্পে ছুট করে ঢুকে পড়ে না কেউ।

অপরিচিত মানুষ। তবে তাতে কিছু যায়-আসে না। পশ্চিমে বাড়ি বা ক্যাম্প থেকে বিমুখ হয় না কেউ, চরম শত্রুকেও খাওয়ার টেবিলে ডাকা হয়।

সাধারণ ও প্রাসঙ্গিক আলাপ চলতে থাকল। পশ্চিমে ঘাস কেমন গজিয়েছে, গরুর দাম কত উঠেছে, কোন্ ব্যবসায়ী এবার

আসেনি, কারা সবচেয়ে বেশি গরু নিয়ে পৌছেছে...ইত্যাদি নানা আলাপ চলতে থাকল।

তারপর, একসময় সরাসরি জনের দিকে তাকাল আগন্তুক।
'তুমি জন ক্যালকিন?'

'হ্যাঁ।'

'ব্যাট মাসটার্সনের দেওয়া খবর আছে তোমার জন্য।'

ভাঁজ করা একটা খাম জনকে দিল সে। ভিতরে দুটো ছোট ছোট চিরকুট। প্রথমটায় মার্শালের লেখা এক লাইনের নোট:

ভাগ্য খারাপ, খবরটা যদি আগে পেতাম!

দ্বিতীয়টা টেবুয়েল্‌সে ওদের পাঠানো টেলিগ্রামের জবাব:

**লেগ ম্যাকক্লেরি খুন হয়েছে। জে.বি ল্যাক্সার, স্মোক ট্যাবেট,
ডার্সি ল্যাক্সার এবং ফিল সিডগদের তিন ভাই সম্ভাব্য আসামী।
দেখামাত্র গ্রেফতার করা হবে ওদের।**

'শেষটায় বুড়োকে খুন করল ওরা!' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেফ। 'অবশ্য মনে সন্দেহ ছিল যে এমন হতে পারে।'

'যেভাবে হোক মেয়েটাকে ফিরিয়ে আনতে হবে,' গম্ভীর স্বরে বলল জন। 'দাদার খুনির সঙ্গে নিশ্চয়ই একটা মেয়ের বিয়ে হওয়া উচিত নয়?'

'সত্যি কথা,' বলল হাফ-বক্স-এইচ মালিক। 'তবে ওদের খুঁজে বের করা হয়তো কঠিন হবে না। কারণ চোরাই করার এত বড় পাল লুকিয়ে রাখা চাট্টিখানি কাজ নয়। ইচ্ছে করলে যে-কোন জায়গায় হাজির হতে পারবে না, কিংবা কোথাও র‍্যাক্স গড়ে নিতে থেমে গেলেও লোকে সন্দেহ করবে। কারণ আমার ব্র্যাণ্ড বেশ পরিচিত, বহু মানুষ জানে। নিজেদের বলে চালানোর আগে সব নিশানা

গরুর মার্কী পাল্টাতে হবে আগে ।

‘আমার ধারণা ওরা ম্যাকক্লেরির র‍্যাঞ্জেও যেতে পারে, জন যেমন সন্দেহ করেছে, কারণ ওখানে গেলে গরু লুকিয়ে রাখতে পারবে । ম্যাকক্লেরি হয়তো রাজি হবে না, কিন্তু তাকে বাধ্য করবার জন্য মেয়েটাকে ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে পারে ব্ল্যাক ল্যান্সার । বুড়ো দাদাকে যেহেতু খুন করতে পেরেছে, তাই ওর পক্ষে সবই সম্ভব ।’

‘প্রায় দু’শো গরু আছে ওদের কাছে,’ জানাল হোল্ডার । ‘মার্কী পাল্টানোর সময় পায়নি ওরা । আছে তো দৌড়ের মধ্যে, গরু ধরে মার্কী বদলানোর সময় কোথায়!’

‘গুরুগম্ভীর আলোচনা করে আসলে অযথা সময় নষ্ট করছি আমরা,’ খানিকটা অসহিষ্ণু সুরে বলল ডিক লোয়ে । ‘গরুর পাল’ তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করে ওদের কাছ থেকে কেড়ে নিলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়!’

‘উঁহু, অত সহজ হবে না,’ আপত্তি জানাল ফিন হ্যাটেন । ‘উনিশজন মার্কীমারা লোকের কাছ থেকে অত বড় গরুর পাল ছিনিয়ে নিতে ওদের চেয়েও বেশি ধুরন্ধর হতে হবে আমাদের । মোক্ষম একটা চাল যদি দেওয়া যায়...’

‘ডিকের কথাই ঠিক,’ মন্তব্য করল হ্যানলন । ‘গরু ছিনিয়ে নিতে পারি বা না-পারি, সেটা পরের কথা, কিন্তু আগে গরুর পাল খুঁজে বের করতে হবে আমাদের ।’

পশ্চিমের বিস্তীর্ণ রক্ষণ এই অঞ্চলে আইন-কানূনের বালাই নেই বললে চলে । ল-ম্যানরা নিজস্ব এলাকা সামাল দিতে হিমশিম খায়, চৌহদ্দি বা এজিয়ারের বাইরে নাক গলাতে চায় না । ফলে ব্যক্তিগত সামর্থ্য আর দক্ষতাই এখানে নিরাপত্তার রক্ষাকবচ । সভ্য জগতের বাইরে কেউ চাইলে চরম আত্মসী হতে পারে, এবং তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে শুধুই বিবেক । আর আক্রান্ত বা বঞ্চিত মানুষের ব্যক্তিগত ও দলগত শক্তিমত্তা হতে পারে তার

ন্যায্য দাবি আদায় বা ন্যায় প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার।

ল্যাস্কারদের কোন নীতি নেই। যা খুশি তাই করেছে টেষওয়েলে। গায়ের জোরে সব পেয়েছে। অতিষ্ঠ মানুষ রুখে দাঁড়াবে, এমন অবস্থায় সরে এসেছে। কিছুদিন হয়তো সরে থাকবে এদিক-ওদিক, তারপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলে ফিরে যাবে নিজস্ব এলাকায়। পুরোদস্তুর আউটল বলা যাবে না ওদের, কিন্তু তারচেয়ে কমও নয়।

লেস ম্যাকক্লেরিকে খুন করবার পর টেষওয়েলের চৌহদ্দিতে থাকা ঠিক হবে না মনে করে সরে এসেছে ওরা। আসবার পথে মওকা পেয়ে পিটার হ্যানলনের পাল থেকে গরু চুরি করেছে। খুন এখানেও করেছে। পাইকারি হারে। আইনের ভয় নেই ওদের, ধরে নিয়েছে শেষপর্যন্ত ঠিকই পার পেয়ে যাবে, যেহেতু ওদেরকে ধরবে এমন কোন ল-ম্যান নেই ধারে-কাছে, কিংবা যথেষ্ট প্রমাণও পাওয়া যাবে না।

তবে পরিকল্পনা মাফিক সবকিছু ঘটেনি। বরং ডজ সিটি পর্যন্ত খবর পৌঁছে গেছে—লেস ম্যাকক্লেরিকে খুনের দায়ে খোঁজা হচ্ছে ল্যাস্কারদের। পিটার হ্যানলনের ছেলে বা ত্রুদের খুনের ঘটনাও চাউর হয়ে যাবে একসময়, প্রমাণও মিলবে; এবং সত্যিকার অর্থে তখন আউটল হিসাবে কুখ্যাতি পেয়ে যাবে ল্যাস্কাররা।

ফেরারী হিসাবে জীবন শুরু হলো ওদের। এখন চলবার মধ্যে থাকবে এবং সুযোগ পেলেই নানা অপরাধ ঘটাবে। যে-ই ওদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তাকে সরিয়ে দেবে যে-কোন মূল্যে। শুধু ফাঁসির দড়ি বা কোন ল-ম্যানের নির্দয় বুলেটেই হতে পারে ওদের শেষ পরিণতি। ততদিন পর্যন্ত কেবল ছোট্টাছুটির মধ্যে কাটবে...

হাফ-বক্স-এইচ ক্যাম্পে হানা দিয়ে কয়েকজন মানুষ খুন ও বিস্তর গরু চুরি করবার পরও হয়তো পার পেয়ে যেত ল্যাস্কাররা, সেই ব্যবস্থাই করেছিল—কোন ট্রেইল রাখেনি কোথাও। কিন্তু মন্দ

ভাগ্যই বলতে হবে ওদের। ক্যালকিনরা পিছু নিয়ে চলে এসেছে ঘটনাস্থলে, প্রায় “গায়েব হয়ে যাওয়া” ট্রেইলের হৃদিশ ঠিকই বের করে ফেলেছে। ডেভ রিডল বা টম বেলিংস থাকবার পরও, জনরা না-থাকলে হয়তো এই কঠিন কাজ করতে পারত না হ্যানলন-বাহিনী।

আরও পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত জনমানবহীন বিরান প্রান্তর। সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে, কখনও কখনও শত মাইল গেলেও কারও দেখা পাওয়া যায় না। এমনও জায়গা আছে যেখানে কোন সাদা মানুষের পা পড়েনি। পশ্চিম বলতে কয়েক বছর আগেও এমন ধারণা পোষণ করত সবাই। কিন্তু সময় বদলেছে। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে হাজির হয়েছে নানা জাত, বর্ণ, পেশা ও শ্রেণীর মানুষ; কেউ ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া, কেউ ফেরারী, কেউ অসুস্থ, কেউ বা স্বেচ্ছা রোমাঞ্চ ও অভিযানের নেশায় এসেছে এবং সচেতনভাবে না-হলেও সবাই মিলে ধীরে ধীরে নতুন এক সভ্যতা তৈরি করেছে।

শুরুর দিকে বলে এখনও আইন প্রতিষ্ঠিত হয়নি এখানে, চোর-বাটপার-বদমাশের আখড়া হিসাবে কুখ্যাত; কিন্তু এও ঠিক মানুষ ধীরে ধীরে সচেতন হচ্ছে। ল্যান্সারকে নির্ঘাত কিছুটা হতাশ হতে হবে। এই পশ্চিম আর সেই পশ্চিম নেই। অনেক পরিবর্তন এসেছে। চোখে না-দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

যেমন ডেনভারের কথাই ধরা যাক। ডেভ কুক নামে এক লোক দারুণ কাজ দেখিয়েছে ওখানে। চৌহদ্দিতে বেশ কয়েকজন ল-ম্যানকে নিয়োগ দিয়েছে সে, একটা দল হিসাবে গড়ে তুলেছে তাদের, একসঙ্গে কাজ করছে সবাই। তাই কোন শহরে গিয়ে অপরাধ ঘটিয়ে পার পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে আউটলদের জন্য। সবচেয়ে বড় কথা, দায়িত্বপ্রাপ্ত এসব ল-ম্যানদের কেউই সহজে ভড়কে যাওয়ার বান্দা নয়, বরং সাহসী ও একরোখা লোক হিসাবে সুনাম আছে ওদের।

জনের ধারণা ল্যাস্কারদের কপালে বিস্তর ভোগান্তি আছে। কলোরাডো বা ওয়াইওমিংয়ের লোকজন এমনিতে শান্তিপ্ৰিয়, কিন্তু উটকো ঝামেলা পছন্দ করে না। অসম্ভব সচেতন ও স্বাধীনচেতা এরা, বাইরের কেউ এসে মাতব্বরি করবে মোটেও তা সহ্য করবে না। ল্যাস্কাররা এক কুড়ি কেন, একশোজন হলেও বরদাস্ত করবে না কেউ। অবস্থা বেগতিক দেখলে এরা লোক ভাড়া করবে, কিংবা কাছাকাছি শহরে থাকা ল-ম্যানদের সেখানে জড়ো করবে, তবুও ল্যাস্কার বাহিনী বা ওরকম কাউকে উড়ে এসে জুড়ে বসতে দেবে না। একটা চড় খেলে পাঁচটা চড় মারবে।

পশ্চিম সবে গড়ে উঠছে। এক্ষেত্রে যা হয়, মানুষ সরল পথে চিন্তা করে, সহজ জীবন যাপন করে। প্যাঁচ নেই কারও মধ্যে। নিজস্ব সীমিত গণ্ডির বাইরে চিন্তা-ভাবনা করে কম। তবে দেশটা বিশাল হলেও এখানে পালিয়ে থাকা বা কোন কিছু গোপন করা সত্যি কঠিন। মানুষ কম বলে সবাই সবাইকে চেনে, জেনে ফেলে অন্যের সম্পর্কে। কোন কিছুই গোপন থাকে না। পালানো যাদের দরকার, তারা বড় বড় শহরের দিকে ছোট্টে; মানুষের ভিড়ে দ্রুত হারিয়ে যেতে পারে।

ভয়ঙ্কর স্বভাবের বিপজ্জনক কেউ এলে আগে-পরে যখনই হোক তার সম্পর্কে জেনে যায় সবাই, চিনে-রাখে। আর সে যদি মিথ্যুক বা কাপুরুষ হয়, সেটাও চাউর হয়ে যায় জলদি। পশ্চিমের এই সমাজে তার তখন টিকে থাকা সত্যি কঠিন হয়ে পড়ে। কেউ যদি সৎ ও দৃঢ়চেতা হয়, বন্ধু জোটাতে তার সময় লাগে না, ন্যায্য আচরণের জন্য সবাই সমীহ ও শ্রদ্ধা করে তাকে। শুধু খ্যাতিকে পুঁজি করে বিরাট অঙ্কের ব্যবসাও করতে পারবে সে, নগদ টাকা লাগবে না। সৎ মানুষের ব্যবসা বা লেনদেন করতে কাণ্ডজে চুক্তি করা লাগে না এখানে, শুধু মুখের কথাই সার। গরু বেচতে গিয়ে বিক্রেতা যদি বলে পাঁচশো গরু, ক্রেতা সেটাই মেনে নেয়; গুনতে যায় না। কিন্তু পরে যদি এর অন্যথা হয়, বিক্রেতাকে স্রেফ অসৎ নিশানা

বলে গণ্য করে সবাই এবং আক্ষরিক অর্থে আর কেউই তার সঙ্গে লেনদেন করে না।

পশ্চিমে জাত-বর্ণ-শ্রেণী বা বংশমর্যাদার গুরুত্ব খুব কম, এখানে লোকের মুখের কথার দাম দেওয়া হয়। বিবেচনা করা হয় সে প্রতিশ্রুতি রাখে কি-না, ন্যায্য লেনদেন করে কি-না কিংবা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত বা বিপদের সময় প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা দেখাতে পারল কি-না। সে অতীতে কী ছিল তাতে কিছু যায়-আসে না, এখানে কতটা কী করতে পারল সেটাই মুখ্য। এক কথায় মানুষের ওজন তার কাজে।

নিজস্ব নিরাপত্তার খাতিরে মানুষ অস্ত্র ব্যবহার করে। ল-ম্যান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শহুরে নিরাপত্তার বাইরে গেলে নিজের অস্ত্র তখন তার একমাত্র সহায়। ইণ্ডিয়ানরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, কেউ কেউ মুখিয়ে থাকে স্ক্যাল্প শিকারের জন্য; আবার কেউ শ্রেফ গোত্রের মধ্যে নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবার জন্যও সাদা মানুষকে হত্যা করে। বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে বলে খ্যাতি পাওয়া রেডস্কিনও একা কাউকে পেলে লুট বা হত্যা করবার লোভ সামলাতে পারেনি এমন ঘটনাও বহু ঘটেছে।

কঠিন ও অনিশ্চয়তাপূর্ণ জীবনে অভ্যস্ত পশ্চিমের মানুষ তাই পুরোপুরি শান্তিকামী, যদিও তারা শান্তি পায় না সবসময়, কিন্তু কখনও এর অন্যথা হলে নিজ দায়িত্বে সেটার প্রতিকার করতেনও পিছ-পা হয় না। মোদ্দা কথা হচ্ছে, এখানে সাধারণ মানুষ একই সঙ্গে তার ভাগ্যনিয়ন্তা, বিচারক ও পথ প্রদর্শক।

পশ্চিমের মানুষ সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে রাসলারদের। কাউকে হাতে-নাতে ধরল, ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে লটকে দেবে গাছে। আসামী নিয়ে একশো মাইল দূরের আদালতে যাবে কে? কারও অত সময় নেই। বিচারকার্যে উপস্থিত থাকবার ঝামেলাও কারও সইবে না। অলিখিত আইন এটা। সময়, দুর্ভোগ ও উটকো ঝামেলা এড়াতে বহু ল-ম্যানও এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

বাবার বন্ধুর দেনা শোধ করতে পশ্চিমে এসে খেটে, প্রয়োজনীয় টাকা জোগাড় করেছে জনরা দুই ভাই, তারপর টেবুয়েলে গিয়ে দেনা শোধ করেছে। এখন আবার পশ্চিমে ফিরে এল। নিজেদের পথে যেতে পারত, কিন্তু টেনেসি থেকে আসা টেলিগ্রামটা ওদের সমস্ত পরিকল্পনা বা ইচ্ছে ভঙুল করে দিল।

জেনিফার স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে বিয়ে করতে চেয়েছে ব্ল্যাককে। এতে আদর্শে জনদের আপত্তি থাকবার কথা নয়। আর কয়েকদিন পর আঠারোয় পড়বে মেয়েটা, কিংবা ইতোমধ্যে হয়তো হয়েও গেছে; তাই যাকে খুশি বিয়ে করবার মৌলোআনা অধিকার আছে ওর। আবার এটাও ঠিক আঠারোর অনেক আগেই এখানে বিয়ে হচ্ছে মেয়েদের। কে দেখতে আসছে?

কিন্তু পরিস্থিতি এখন ভিন্ন। জেনিফারের দাদাকে খুন করেছে ল্যান্সাররা। যতই অনুরক্ত হোক, খবরটা জানবার পর নিশ্চয়ই ব্ল্যাককে বিয়ে করতে চাইবে না জেনিফার? সেটাই স্বাভাবিক।

অন্তত স্বেচ্ছায় আর করবে না।

সেক্ষেত্রে, জেনিফারের উপর জোর বা কৌশল খাটাবে ব্ল্যাক। এটাই হচ্ছে জনদের দুশ্চিন্তার কারণ। জেনে-শুনে সরল একটা মেয়েকে ঠকতে বা বঞ্চিত হতে দিতে নারাজ দুই ভাই। সারা পশ্চিমে জেনিফারের মতো কত মেয়েই বঞ্চিত, শোষণ ও অন্যায়ের অসহায় শিকার হচ্ছে, কিন্তু তাদের দুর্দশা তো চোখের সামনে ঘটতে দেখছে না। এটাই হচ্ছে মূল ব্যাপার। শত জেনিফারের ভাগ্যে যাই ঘটুক, এই জেনিফারকে চোখের সামনে ভুগতে দিতে ওদের আপত্তি। তা ছাড়া, লেঙ্গ ম্যাকক্লেরি, তরুণ হ্যানলন বা নিরীহ হাফ-বক্স-এইচ ক্রুদের মৃত্যুর প্রশ্নও এখানে জড়িত। এত চরম অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করা যায় না। সচেতন মানুষ মাত্র এর প্রতিবাদ ও প্রতিকার করবে। এমন পরিস্থিতিতে রুখে দাঁড়ানোর ঐতিহ্য রয়েছে ক্যালকিনদের।

‘যেভাবে হোক মেয়েটাকে ব্ল্যাকের খপ্পর থেকে উদ্ধার করতে হবে, জন,’ জরুরি কণ্ঠে বলল জেফ। ‘হাতে সময় নেই!’

এদিকে পরিস্থিতি বেশ ঘোলাটে হয়ে উঠছে। নিজেদের মধ্যে সন্দেহ আর অবিশ্বাস ক্রমে দানা বাঁধছে। অদ্ভুত কোন কারণে জনদের দুই ভাইকে সহ্য করতে পারছে না ডিক লোয়ে, ঝামেলা পাকানোর ফিকির করছে। ক্যালকিনদের খ্যাতি সম্পর্কে যথেষ্ট শুনেছে সে, এবং এমন ভাব করছে যেন শুনতে শুনতে কান পচে গেছে। পিস্তলে ক্যালকিনদের চেয়ে নিজেকে ঢের চালু মনে করে সে এবং সেটা প্রমাণ করবার জন্য মুখিয়ে থাকছে সর্বক্ষণ। মওকা খুঁজছে। লোকটাকে উটকো ঝামেলা বলে মনে করছে জনরা, তায় নিজেদের মধ্যে সংঘাতে দলে বিরূপ প্রভাব পড়বে বলে এড়িয়ে চলছে লোয়েকে, নইলে হয়তো অনেক আগেই শোডাউন হয়ে যেত।

অন্তত আট-দশবার জনদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছে লোয়ে, কয়েকবার শুনিয়ে শুনিয়ে, কিন্তু গ্রাহ্য করেনি জনরা; স্রেফ বেয়াড়া এক ভ্রুর অশুভ পায়তারা বলে বাতিল করে দিয়েছে। জেফ জনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত মেজাজী, দু’বার সামান্য বিরক্তও হয়েছিল, কিন্তু পরমুহূর্তে পরিস্থিতি বিবেচনা করে ধৈর্য ধরবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিকে জন একেবারে মুখ বুজে চলছে, মোটেই পাত্তা দিচ্ছে না লোয়েকে, প্রচ্ছন্ন উন্মাদ প্রকাশ করছে। লোকটার মুরোদ জানা আছে ওর, তাই জানে তাকে নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই।

পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়ে গেল। জনের তাচ্ছিল্য ঠিকই ধরে ফেলতে সক্ষম হয়েছে লোয়ে, এবং ভিতরে ভিতরে রেগে কাঁই হয়ে গেছে। নিজেকে সবার চোখে বিপজ্জনক এবং ওজনদার মানুষ হিসাবে প্রমাণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু আবিষ্কার করেছে আদৌ সেটা ঘটেনি; শুধু জনরা নয়, আদপে কেউই পাত্তা দিচ্ছে না। সেই থেকে উসখুস করছে সে ভিতরে ভিতরে। মরণ ডেকে

আনছে নিজের অজান্তে। কার হাতে মারা পড়ে সেটাই দেখবার বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

ডেভ রিডলের সঙ্গী হিসাবে কাজে যোগ দিয়েছিল সে। রিডল এখানে না-থাকলে হয়তো লোয়েকে বিদায়ই করে দিত পিটার হ্যানলন, তাকে তল্লিতল্লা গোটানোর নির্দেশ না-দেওয়ার আরও একটা কারণ হচ্ছে নিকট ভবিষ্যতে ল্যান্সারদের বড়সড় দলের মোকাবিলা করতে হতে পারে ওদের, তখন বাড়তি একজন লোক কাজে দেবে, বিশেষ করে লোয়ে যেহেতু অস্ত্রে নিজের কারিশমা দেখাতে মুখিয়ে আছে।

সবুরে মেওয়া ফলে—কথাটা দুনিয়ার বহু ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে, জনদের ক্ষেত্রেও আবার প্রমাণিত হলো। ল্যান্সারদের ট্র্যাক খুঁজে পাওয়ার আশা বাদ দেয়নি ওরা, বরং জেফ আর টম বেলিংস সহ তিনজন দিনের বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে এ কাজে। ক্ষীণ একটা ট্রেইল অনুসরণ করেছে ওরা, ল্যান্সারদের আগের দিনের ক্যাম্প থেকে চিহ্ন ধরে চলে এসেছে। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে ওরা যদিকে যাচ্ছে, ঠিকই একই পথ ধরে গেছে অস্পষ্ট ট্র্যাক। আজ সকাল থেকে হঠাৎ সরে গেছে এক পাশে, ঘুরে পিছন দিকে চলে গেছে এবং শেষে আবার ফেলে আসা পথে উঠে এসেছে। এঁকেবেঁকে, পিছু হটে...দফায় দফায় ডানে-বামে সরে গিয়ে...যতভাবে সম্ভব ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রতিবারই মূল ট্রেইলে ফিরে এসেছে আবার। জেফ আর জন ধৈর্য সহকারে লেগে থাকল, মনে মনে জেদ অনুভব করছে: ট্রেইলের এই রহস্যের জট খুলবেই, গোলকধাঁধা থেকে আসল ট্রেইল খুঁজে বের করবেই!

হঠাৎ বেলিংসকে দেখতে পেল জন। বেশ কিছু দূরে রয়েছে সে, অস্পষ্ট কাঠামো। চেহারা দেখতে না-পেলেও লালচে রঙা পনিতে রাইড করছে বলে অনায়াসে তাকে চিনতে সক্ষম হলো। পাশ ফিরে তাকাতে কিছুটা দূরে জেফকেও দেখতে পেল। যার নিশানা

যার ট্রেইল অনুসরণ করল ওরা, যদিও পরস্পরের উপর চোখও রেখেছে।

উত্তেজনা বোধ করছে জন। ফলাফল অনুমান করতে পারছে: উদ্দিষ্ট জায়গা, অর্থাৎ ল্যান্সারদের গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা। এখন প্রতিপক্ষের হৃদিশ খুঁজে পাওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। অন্তত পরিস্থিতি তাই নির্দেশ করছে। আলাদা আলাদাভাবে তিন অশ্বারোহীর ট্র্যাক অনুসরণ করছিল ওরা, একে অন্যের কাছ থেকে অন্তত কয়েক মাইল দূরে সরে গিয়েছিল। বহু পথ ঘুরে এসে যেহেতু পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছে এবং ক্রমে আরও কাছে চলে আসছে, ল্যান্সার বাহিনীর তিন সদস্য সামনে কোথাও মিলিত হয়েছে নির্ঘাত! সেখানেই হয়তো সবার ট্রেইল দেখা যাবে আবার।

সত্যি সত্যি একটু পর তিনজন একত্রিত হলো ওরা। অনুসরণ করা ট্রেইলই ওদের এখানে নিয়ে এসেছে।

‘মনে হয় ওদের পেয়ে গেছি!’ উল্লাস টম বেলিংসের কণ্ঠে। ‘যদূর মনে পড়ছে সামনে একটা নদী আছে, যেটার এক জায়গার পানি শুষ্ক মরশুমেও শুকায় না। যথেষ্ট পানি থাকে। তা ছাড়া, গত কয়েকদিনে বৃষ্টিও কম হয়নি। গরুর পাল লুকিয়ে রাখতে এর চেয়ে জুতসই জায়গা আর ওরা পাবে না।’

ট্রেইল ছেড়ে নিচু জমি ধরে এগোল ওরা, সতর্কতার সঙ্গে পথ চলছে। স্ক্যাবার্ডে রাইফেল তৈরি, চাইলেই তুলে নিতে পারবে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এগোলেও পরস্পরের দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকছে, যাতে কেউ বিপদে পড়লে অন্যরা সাহায্য করতে পারে।

খোলা আকাশের বিপরীতে যাতে ওদের কাঠামো ফুটে না-ওঠে সেজন্য পুরোমাত্রায় সচেতন। প্রতিটি ইন্দ্রিয় সজাগ। ল্যান্সার বাহিনীর ফেলে যাওয়া অস্পষ্ট ট্রেইলের সমান্তরালে চলছে ওরা, একটু পর পর একজন মূল ট্রেইলে উঠে গিয়ে পরখ করছে ঠিক পথে এগোচ্ছে কি-না।

হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠল বেলিংসের ঘোড়া। ‘পানির গন্ধ পেয়েছে ওটা,’ বলল সে। ‘সাবধানে যাওয়াই ভাল।’

একটু পর নদীর কাছে পৌঁছল ওরা। তীরে আধ-খাওয়া ঘাস চোখে পড়ল। নদীর তলায় পানির কাছাকাছি অসংখ্য গরুর খুরের ছাপ রয়েছে, বড়সড় একটা গরুর পাল চলে গেছে দক্ষিণে। পাল পরিচালনা করবার সময় রাইডাররা সতর্ক ছিল যাতে গরুগুলো নদীর তলা ধরে এগোয়, তা হলে প্রেয়ারি বা ট্রেইল থেকে চোখে পড়বে না। এতে বরং গরুগুলোকে সামলাতে বেগ পেয়েছে ব্ল্যাক ল্যান্সার বাহিনী, কারণ ঘাস বা নদীর পাড়ের ঝোপঝাড় ছেড়ে এগোতে চায়নি গরুগুলো। সত্যিকার কোন র‍্যাঞ্চার বা কাউবয় এ ঝামেলায় যাবে না।

উদ্দেশ্য একটাই ছিল তাদের: চুরি করা গরু সবার অজান্তে নদীর তলা ধরে সরিয়ে নেওয়া।

নদীর এক জায়গায় সামান্য ঘোলা পানি আর থকথকে কাদা চোখে পড়ল। অসংখ্য খুরের ছাপ পড়ে আছে, পানি নিঃশেষ করে গেছে গরুর পাল। তবে নীচ থেকে পানি ক্রমে উঠে আসছে এখন।

থেমে ঘোড়াগুলোকে পানি পান করবার সুযোগ দিল ওরা।

‘কী মনে হয়, কতদূরে আছে ওরা?’ জানতে চাইল জেফ।

মিনিট কয়েক ভাবল বেলিংস। ‘খুব বেশি দূরে নয়...তিন বা চার মাইল হবে হয়তো।’

‘একজন গিয়ে হ্যানলনদের খবর দেব নাকি?’

পশ্চিমে হেলে পড়েছে সূর্য। কিছুক্ষণের মধ্যে আঁধার নামবে। হ্যানলনরা প্রায় দশ মাইল পিছনে রয়ে গেছে। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে ওরা, আড়াল আছে এমন জায়গায় দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে সারাক্ষণ। বিস্তীর্ণ প্রেয়ারির বুকে ঐক্যেবঁকে চলে যাওয়া নদী আর তীরে অসংখ্য ঝোপঝাড় ছাড়া আর কিছু নেই। ঝাপসা হয়ে আসা দিগন্তে বিলীন হয়ে গেছে শুকনো নদী, বাঁকের কারণে কয়েকশো নিশানা

গজ ছাড়া বাকিটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। দূরে পাহাড়ের অস্পষ্ট কাঠামো, কাছাকাছি মনে হলেও আসলে অন্তত বিশ-ত্রিশ মাইল দূরে হবে।

ঘোড়াগুলো নিশ্চিত্তে পানি পান করছে।

‘ভাবছি চুপিসারে ওদের ক্যাম্পে টুঁ মেরে আসব,’ বলল জন। ‘দেখে আসি জেনিফারের কী দশা। যদি দেখি বিপদে আছে, ওকে উদ্ধার করে আনবার চেষ্টা চালাব।’

‘মন্দ বলোনি,’ উজ্জ্বল হয়ে গেল বেলিংসের চোখ। ‘আরেক কাজ করা যায়। ওদেরকে খানিকটা নাড়া দিলে কেমন হয়? আচমকা হামলা করলে হয়তো কয়েকটা গরু সরিয়ে আনা যাবে।’

স্যাডল ছেড়ে স্যাডল-ব্রিডল খসিয়ে ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিল ওরা। মহানন্দে ঘাস খেতে শুরু করল অবলা প্রাণীগুলো। বিশ্রাম পেয়ে যাবে এ-সুযোগে। এদিকে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে গেল তিনজন। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করল পরিস্থিতি, যা করতে যাচ্ছে তার সম্ভাব্যতা বা ফলাফল যাচাই করছে। ঢিল ছুঁড়ে দেওয়ার আগেই এর সম্ভাব্য পরিণতি ও ঝুঁকি বিবেচনা করা উচিত। পরে যাতে আফসোস করতে না-হয়।

চলনসই একটা পরিকল্পনা দাঁড় করাল ওরা। প্রথমে চুপিসারে ল্যান্সারদের ক্যাম্পের কাছে চলে যাবে, পরিস্থিতি দেখে পরবর্তী করণীয় স্থির করবে। সবকিছু যদি ঠিকঠাক থাকে, সুযোগ পেলে জেনিফারকে বের করে আনবে; নইলে ছত্রভঙ্গ করে দেবে গরুর পাল। গরুগুলোকে এমনভাবে ছোটাবে যাতে হ্যানলনদের দিকে ছুটে যায়।

তবে কোনভাবেই ল্যান্সারদের হালকাভাবে দেখছে না। এক মুহূর্তের জন্যও নয়। জানে এরা কতটা ধুরন্ধর, বেপরোয়া ও ভয়ঙ্কর হতে পারে। হয়তো ওঁৎ পেতে থাকবে ওদের জন্য, সেটা একেবারে অসম্ভবও নয়। এবং ক্যাম্পের চারধারে কড়া পাহারা থাকতে পারে, কারণ বাড়তি লোকবল রয়েছে বলে পালাক্রমে

পাহারা দিতে পারবে ল্যাস্কার বাহিনী এবং একইসঙ্গে যথেষ্ট সময় বিশ্রামও নিতে পারবে।

নদীর তীরে বেডরোল বিছিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিল ওরা। আদপে কিছুক্ষণ গিয়ে ঠেকল দুই ঘণ্টায়। ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত দেহে উঠতে ইচ্ছে করছিল না এবং ঘুমালও প্রায় মড়ার মতো।

সবার আগে জনই জাগল। আগুন জ্বালানোর চিন্তা হাস্যকর, কারণ ধারে-কাছে রয়েছে ল্যাস্কারদের ক্যাম্প এবং নিশ্চয়ই কড়া পাহারা বসিয়েছে ওরা। রাতের বেলায় ছোট্ট আগুনও অনেক দূর থেকে চোখে পড়ে। নদীর তলায় জ্বাললে হয়তো চোখে পড়বে না, কিন্তু কোন ঝুঁকি নিতে নারাজ জন। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ল্যাস্কারদের টিকিটির দেখা পেয়েছে, সামান্য অসাবধানতায় ওদের সতর্ক করে দিয়ে পণ্ড্রম করতে চায় না। এক বেলা কফি না-খেলে এমন কী যাবে-আসবে?

নিজের ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপিয়ে অন্যদের ঘুম ভাঙাল ও। বুড়ো টম বেলিংস ডাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে তাকাল, যেন ঘাঘু ইণ্ডিয়ান যোদ্ধা, চোখের চাহনি পূর্ণ সচেতন। মুখ দেখে মনে হলো আদৌ ঘুমায়নি। কান খাড়া করে আশপাশে শব্দ শুনবার প্রয়াস পেল সে।

আকাশে অনুজ্জ্বল তারার মেলা বসেছে। আবছাভাবে চোখে পড়ছে দূরের সব কাঠামো। ভালই হয়েছে। জ্যোৎস্না থাকলে দূর থেকে ল্যাস্কারদের চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকত। ধীর গতিতে যাত্রা করল ওরা।

তিনজনেই জানে এটাই হতে পারে ওদের জীবনের শেষ রাইড। নিচু স্বরে, সহজ কণ্ঠে পরিকল্পনাটা শেষ মুহূর্তে ঝালাই করে নিলেও, অন্তর থেকে ওরা জানে কত বড় ঝুঁকি নিচ্ছে, কী বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে নিজেদের। কিন্তু কেউ সেটা প্রকাশ করল না। কে বলতে পারে, ফাঁদে পা দেবে না কিংবা এক ডজন রাইফেলের মুখে পড়ে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে না শরীর?

তারার অস্পষ্ট আলোয় এগিয়ে চলল তিনজন দুঃসাহসী মানুষ।

প্রায় মাঝরাত নাগাদ দূর থেকে ক্যাম্পের ধোঁয়ার গন্ধ পেল ওরা। কয়েক মিনিট পর জ্বলন্ত আগুনের উজ্জ্বল, কোমল আভা চোখে পড়ল। কাছাকাছি বসে আছে এক লোক। পাহারাদার। লোকটার হাতের রাইফেলের নলের লম্বা ছায়া পড়েছে মাটিতে।

সাত

বাতাসের উল্টোদিক থেকে এগোল ওরা, যাতে ওদের গায়ের গন্ধ টের না-পায় ঘোড়াগুলো। তীর থেকে সামান্য উঁচুতে গরুগুলোকে রেখেছে ল্যান্সাররা। বেশিরভাগ গরু এখন ঝিমাচ্ছে, কোন কোনটা অবশ্য অস্থিরভাবে নড়াচড়া করছে, চরে বেড়াচ্ছে ঘাসের গালিচায়।

মাত্র একজন পাহারাদার? ব্যাপারটা ঠিক মানাচ্ছে না! কিছুতে বিশ্বাস করতে পারছে না জন। উঁহুঁ, অন্তত আরও দু'একজন থাকা উচিত। আছে নিশ্চয়ই ধারে-কাছে, ওরা দেখতে পাচ্ছে না, এই যা। স্যাডলে অনড় বসে থেকে পরিস্থিতি নিরীখ করছে ওরা, টু শব্দ করা দূরে থাক, বড় করে নিঃশ্বাসও ফেলছে না। রাতের বেলায় সামান্য শব্দও অনেক দূর থেকে শোনা যায়। তা ছাড়া, ক্যাম্পে নিযুক্ত গার্ডরা সচেতন থাকবে এমন অস্বাভাবিক শব্দের প্রত্যাশায়। এত কাছে এসে ধরা পড়বার বা পরিকল্পনায় ভজকট করে দেওয়ার ইচ্ছে নেই ওদের।

সমস্ত পশু-পাখি অভ্যাসের দাস, ন্যূনতম কিছু নিয়ম মেনে চলে। গরুর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় না। সন্ধ্যার পর একটানা কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নেয় এরা, তারপর গা ঝাড়া দিয়ে ঘাস-পানি খায়, শেষে আবার শুয়ে পড়ে ব'িঝমুতে থাকে। এক রাউণ্ড ঘুম শেষ হয়ে গেছে প্রায়, কিছুক্ষণের মধ্যে বেশিরভাগ গরু জেগে উঠবে; ঘাস-পানি খেয়ে হাঁটাচলা করবে, এরপর আবার ঝিমুতে শুরু করবে। ট্রেইলে ওদেরকে যাত্রা করিয়ে দেওয়ার যথার্থ সময় হবে ওটাই।

জন ঠিক করল গরুগুলোকে উত্তর দিকে ধাওয়া দিতে হবে। মাইল কয়েক গেলে হয়তো হ্যানলনদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারলে গরুগুলোকে ধরা কঠিন হবে না, যেহেতু ততক্ষণে স্ট্যাম্পিডের উত্তেজনা কমে যাবে ওদের। তবে হাফ বক্স-এইচ ক্যাম্প পেরিয়ে গেলেও অসুবিধা নেই। মোটকথা, ল্যান্সারদের হাত থেকে খসিয়ে নিতে পারলেই হলো। উচিত কাজ বা বিচার হবে ব্যাপারটা—কিংবা চোরের উপর বাটপারি—মালিক পক্ষের বাটপারি হবে।

তবে স্ট্যাম্পিড ঘটানোর আগে আরও একটা কাজ সারতে হবে। জেনিফারকে ল্যান্সারদের ক্যাম্প থেকে সরিয়ে নিতে হবে। কারণ গরুর পালের ঠিক উত্তরে রয়েছে ক্যাম্প, ট্রেইলও ওদিকে। সম্ভ্রান্ত ও বিভ্রান্ত গরুর পাল নিমেষে ক্যাম্প মাড়িয়ে চলে যাবে। ল্যান্সার বাহিনীর কী হবে, তাতে কিছু যাবে-আসবে না জনদের, কিন্তু জেনিফারের ক্ষতি হোক চায় না। সেক্ষেত্রে, আগে-ভাগে যেভাবে হোক মেয়েটাকে সরিয়ে আনতে হবে।

অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে একপাশে সরে গেল জন, ঘুরপথে ক্যাম্পের দিকে এগোল। সম্ভ্রপণে এগোচ্ছে। চায় না মুহূর্তের অসাবধানতার খেসারত হিসাবে ওর উপস্থিতি প্রকাশ পেয়ে যাক, তা হলে কেঁচে যাবে পরিকল্পনাটা। উপরন্তু হতাহত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে।

আগুন জ্বলছে না এখন, বরং জ্বলন্ত কয়েকটা কয়লা নিঃপ্রভ আভা বিতরণ করছে। ক্যাম্প থেকে চল্লিশ গজ দূরে থাকতে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল জন, ঝোপে ঘেরা নিচু এক জায়গায় ঘোড়া রেখে সন্তর্পণে পা বাড়াল। ঘোড়াকে নিয়ে চিন্তা নেই, জানে ওটা নড়বে না ওখান থেকে। নিচু জায়গা বলে অন্য কারও চোখেও পড়বে না, এখন যেহেতু রাত। অন্যদিকে, যদি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়ে যায়, ছুটে এসে ঘোড়ায় চড়তে পারবে। ওটার অবস্থান মনের মধ্যে গেঁথে নিয়েছে।

রাইফেল স্ক্যাবার্ডে রেখে এসেছে জন। পিস্তল হাতে এগোল। এক হোলস্টারে দ্বিতীয় পিস্তল ছাড়াও কোমরের বেস্টের সঙ্গে বাড়তি একটা কোল্ট গুঁজে রেখেছে। রাইফেল যেহেতু সঙ্গে নেই, বাড়তি পিস্তলটা হয়তো কাজে দেবে। এ ছাড়া বাউই ছুরি রয়েছে।

বিশেষ পরিস্থিতির জন্য এক জোড়া মোকাসিন স্যাডল ব্যাগে সবসময় রাখে জন, হাঁটতে শুরু করবার আগে বুট খুলে পরেছে ওগুলো। গাছপালা ও ঝোপঝাড়ের ফাঁকফোকর দিয়ে নিঃশব্দে এগোনোর চেষ্টা করল।

তর্বে কাজটা কঠিন। রীতিমত অসম্ভব। পড়ে থাকা শুকনো ডালপালা বা পাতায় পা পড়বেই; বিশেষ করে মানুষ, গরু বা ঘোড়ার পক্ষে ওসব এড়ানো সম্ভব হয় না। শুধু বুনো প্রাণীরাই নিঃশব্দে চলাচল করতে পারে, ওরা জানে কোথায় পা ফেলতে হবে। বুটের চাপে শুকনো ডালের মট্ বা পাতার মচমচে শব্দ শোনা মাত্র ক্যাম্পের প্রতিটি লোক জেনে যাবে জনের আগমন। অন্তত সন্দেহ করবে বা কৌতূহলী হয়ে উঠবে।

আরও একটা সমস্যা রয়েছে। ঝোপঝাড় পেরোনোর সময় কাপড়ের সঙ্গে ডাল বা পাতা ছুঁয়ে যেতে পারে, সামান্য খসখসে শব্দ হলেও রাত বলে সেটা জোরাল শোনাবে। আর ড্রাণের ব্যাপারটাও একেবারে অগ্রাহ্য করবার মতো নয়। বুনো ও রক্ষ পরবেশে থাকে বলে বেশিরভাগ মানুষের ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ ও অতি

সংবেদনশীল হয়, প্রায় বুনো প্রাণীর কাছাকাছি। অবশ্য খুব কাছে না-গেলে গায়ের গন্ধ কেউ পাবে না।

স্বাভাবিক বাতাস চলাচলেও সামান্য শব্দ হয়, তবে এর নিজস্ব ধরন আছে বলে অস্বাভাবিক শব্দ থেকে পার্থক্য করা সম্ভব। সন্তর্পণে এগোচ্ছে জন, সতর্ক যাতে তীক্ষ্ণ ও পরিষ্কার কোন শব্দ না-হয়।

গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে পাহারাদারকে চোখে পড়ছে। শেষ ষাট ফুট পেরোতে ঝাড়া ত্রিশ মিনিট লেগে গেল।

আগুন থেকে কয়েক ফুট দূরে বসে কর্নকব পাইপ টানছে গার্ড, পাইপের আগুন বারবার নিভে যাচ্ছে, ওটাকে চালু রাখতে কসরত করতে হচ্ছে তার। একাধিকবার আগুনের কাছে গিয়ে জ্বলন্ত ডাল বা কয়লা তুলে নিয়ে আগুন ধরাল পাইপে, অনুজ্জ্বল আলোয় তার মুখটা দেখা গেল। এতে বিশেষ একটা সুবিধা পেয়ে গেল জন। আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকছে বলে তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে গার্ডের চোখ, অন্ধকারে জনের দিকে তাকালে সঙ্গে সঙ্গে ওকে দেখতে পাবে না। অন্তত কয়েক সেকেণ্ড অন্ধকারের সঙ্গে চোখকে অভ্যস্ত করিয়ে নিতে হবে আগে।

বিশেষত্বহীন বিশৃঙ্খল ক্যাম্প। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শুয়ে আছে লোকজন। একটু দূরে ব্ল্যাক ও ডাস্টি ল্যান্সারের মাঝে বিছানা পেতেছে জেনিফার ম্যাকক্লেরি। মেয়েটির শিয়রের কাছে প্রকাণ্ড এক কটনউড। বামদিকে দশ ফুট দূরে ব্ল্যাকের বিছানা, আর ডানে প্রায় একই দূরত্বে রয়েছে ডাস্টি। ঘুমাচ্ছে সবাই। আগুনের দিকে পা দিয়ে শুয়েছে জেনিফার। গার্ডের কাছ থেকে আনুমানিক বিশ ফুট দূরে।

ক্যাম্পের লোকজনের অজান্তে জেনিফারের কাছে পৌছানো সম্ভব হবে না। যেভাবে শুয়ে আছে এরা, যাওয়ার সময় অন্তত কয়েকজনের খুব কাছ দিয়ে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে বুটের শব্দে, সেটা যতই ক্ষীণ হোক, জেগে যেতে পারে এরা। উঁহ্, বড্ড ঝুঁকি নিশানা

হয়ে যায়। অর্ধবৃত্তাকারে, ঘুরে কটনউড অর্থাৎ মেয়েটার কাছেও যাওয়া যাবে না। বিস্তর পথ পাড়ি দিতে হবে।

উপায় একটাই। যদি গরুর পালে স্ট্যাম্পিড ঘটানো যায়...

তা হলে হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে পুরো ক্যাম্পে, বিছানা ছেড়ে ছোট্টাছুটি করবে লোকজন, চাই কি সরেও যেতে পারে এদিক-ওদিক। জেনিফারের কথা ভুলে গিয়ে গরু সামাল দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে সবাই। সেই সুযোগে যদি মেয়েটির কাছে যাওয়া যায়...

এতেও বিরাট ঝুঁকি রয়েছে। ভাগ্যের সহায়তা লাগবে। তবে সাফল্যের বেশ সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ এমন পরিস্থিতিতে—যদি স্ট্যাম্পিড ঘটানো যায়—ব্যতিব্যস্ত লোকজন প্রথমে নিজের ঘোড়ার জন্য ছুটবে, কারণ উদ্ভান্ত ঘোড়া স্ট্যাম্পিডে গরুর সঙ্গে शामिल হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় ঘোড়া সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়াই খুব স্বাভাবিক সবার জন্য। তারপর, সুযোগ হলে জেনিফারের কথা ভাববে।

অন্তত মিনিট কয়েক সময় পাবে, আশা করা যায় ততক্ষণে কটনউড গুঁড়ির আড়ালে চলে যেতে পারবে...

ঠিক এ পরিকল্পনা করেনি জনরা, কারণ ক্যাম্পের পরিস্থিতি আগাম অনুমান করা সম্ভব ছিল না। তবে জেফ আর বেলিংসের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর যথেষ্ট সময় পেরিয়ে গেছে, জন আন্দাজ করল, ইতোমধ্যে হয়তো জেফরা ভেবেছে জেনিফার ম্যাকক্লেরিকে সরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে ও। সেক্ষেত্রে, যেকোন মুহূর্তে স্ট্যাম্পিড শুরু করে দেবে ওরা।

এ অবস্থায় জনের যা করা উচিত, যতটা সম্ভব কটনউড অর্থাৎ জেনিফারের দিকে এগিয়ে যাওয়া। স্ট্যাম্পিড শুরু হলে চট করে তা হলে চলে যেতে পারবে। তাই ঝোপঝাড়ের ফাঁকে পিছিয়ে এল ও, অন্ধকারে গা মিশিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে চলল কটনউডের দিকে।

তবে মনে স্বস্তি পাচ্ছে না জন। মন খুঁতখুঁত করছে। কেবলই

মনে হচ্ছে কেউ নজর রাখছে ওর উপর, কিংবা ওঁত পেতে আছে। বিশ্রী অনুভূতি! এমন নয় যে সন্দেহজনক কিছু দেখেছে বা শুনতে পেয়েছে; কিন্তু তবুও মন থেকে আশঙ্কা দূর করতে পারছে না।

ল্যাস্কারদেরও খাটো করে দেখছে না জন, বরং ওদের সামর্থ্য বা বেপরোয়া স্বভাব সম্পর্কে জানা আছে বলেই একটু বেশি সতর্ক ও। জানে এরা লড়াকু মানুষ, কাউকে ছাড় দেওয়া দূরে থাক, আদপে সুযোগ পাওয়া মাত্র চড়াও হতে দ্বিধা করে না।

অর্ধেক দূরত্ব পেরোনোর পর থামল জন। লম্বা নিঃশ্বাস নিল। কান পেতে শব্দ শুনল। নাহ, কোথাও অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে ভয় পাচ্ছে যে-কোন সময়ে হয়তো স্ট্যাম্পিড শুরু করবে জেফরা, অথচ মাত্র অর্ধেক পথ পেরিয়েছে ও! চক্কর কেটে যাচ্ছে বলে অনেকটা দূরত্ব যেতে হবে।

সহসা কিছু একটা শুনতে পেল। ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে, কান পাতল। এইমাত্র ক্যাম্প এসেছে কেউ! ততক্ষণে অবশ্য প্রকাণ্ড কটনউডের সোজাসুজি পৌছে গেছে জন, ক্যাম্প থেকে ওকে আড়াল দিচ্ছে গাছটা। চট করে শুয়ে পড়ল ও, মাথা উঁচু করে একবার পিছন দিক দেখে নিয়ে ঝোপঝাড়ের নীচ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল।

আগন্তকের আগমনে ঘুম থেকে জেগে গেছে ব্ল্যাক, ওর সঙ্গে ডাস্টিও আছে। দু'জনকে আগুনের কাছে দেখতে পাচ্ছে জন। তিন-চারজন ক্রুও জড়ো হয়েছে। নিচু, উত্তেজিত স্বরে কথা বলছে ওরা।

কিছু একটা ঘটেছে...

হয়তো জেফদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে, কিংবা পিছনের ট্রেইলে রেকি করতে গিয়ে হ্যালনলদের দেখে ফেলেছে কেউ।

জেনিফারের দিকে তাকাতে জায়গায় জমে গেল জন। এখনও শুয়ে আছে বটে, কিন্তু জেগে গেছে মেয়েটা, সামান্য কাত হয়ে

সজাগ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে ওরই দিকে!

‘জন ক্যালকিন!’ অস্ফুট স্বরে ফিসফিস করল জেনিফার।
‘ভাল চাইলে পালাও এখান থেকে! দেখামাত্র তোমাকে খুন করে
ফেলবে ওরা!’

‘আমি তোমাকে নিতে এসেছি।’

‘পাগল! জেমসকে বিয়ে করছি আমি।’

‘আমি সেটা হতে দেব না।’

‘কিন্তু এখানে থাকলে তো স্রেফ মারা পড়বে। আর পরে ঠিক
সেটাই ঘটবে।’

জেনিফারের কণ্ঠে আগের সেই দৃঢ়তা নেই, অন্তত তাই মনে
হলো জনের। ব্ল্যাককে বিয়ে করবার ব্যাপারে আগ্রহ কমে গেছে?
হতে পারে। আবার ওর বুঝবার ভুলও হতে পারে।

দ্রুত চিন্তা করছে জন। হাতে সময় নেই। ধরা পড়ে যেতে
পারে ও, কিংবা জেনিফারকেও বিশ্বাস নেই—কখন চেষ্টায়ে
উঠবে! কেউ এদিকে খেয়াল করলেও বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।
এখনও স্ট্যাম্পিড শুরু হয়নি, অথচ আরও আগেই শুরু হওয়ার
কথা। কোন ঝামেলা হয়েছে? জেফরা ব্যর্থ হয়েছে?

তবে আগের কাজ আগে। জনের মনে হচ্ছে জেনিফারকে এই
ক্যাম্প থেকে সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ আর পাবে না। আবার চেষ্টা
চালানোর সিদ্ধান্ত নিল ও। ‘জেনিফার, চট করে চলে এসো তো
এখানে।’

‘মাথা খারাপ!’

‘বোকামি কোরো না,’ অস্থির মন কেবলই মনে করিয়ে দিচ্ছে
সময় চলে যাচ্ছে—মহামূল্যবান সময়। আর হয়তো কয়েক
সেকেণ্ড পাবে! ‘আচ্ছা বলো তো, পুরো ল্যান্সার আউটফিট কেন
পশ্চিমে এসেছে?’

‘আমার জন্য!’ জেনিফারের কণ্ঠে অহঙ্কার।

‘হয়তো...তবে অন্য কারণও আছে। খুনের দায়ে আইন

খুঁজছে ওদের।’

ওদিকে এখনও আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে ল্যাস্কাররা। আরও একজন কন্সলের উষ্ণতা ছেড়ে আলোচনায় যোগ দিল। বাধা হয়ে দাঁড়ানো দু’জন লোক সরে যেতে মাঝরাতেই নিশ্চুপ ক্যাম্প হঠাৎ আলোড়িত হওয়ার কারণটা দেখতে পেল জন।

সবার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। চেনা চেনা ঠেকছে তাকে! আবছা অন্ধকারের কারণে ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না, তবে জন নিশ্চিত ল্যাস্কার-বাহিনীর কেউ নয় লোকটা। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল আগন্তুক। মুখ দেখতে পায়নি জন, কিন্তু হাঁটবার ধরনটা ওর চেনা।

ডিক লোয়ে!

‘বিশ্বাস করি না তোমার কথা!’ চাপা স্বরে বলল জেনিফার।

এদিকে রাজ্যের দুশ্চিন্তা আর শঙ্কা বোধ করছে জন। লোয়ে যেভাবে কথা বলছিল ওদের সঙ্গে কিংবা যে উষ্ণ অভ্যর্থনা এখানে পেয়েছে, বোঝাই যায় ল্যাস্কারদের কাছে মোটেই আগন্তুক নয় সে, বরং ওদেরই একজন। তারমানে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নিশ্চয়ই ল্যাস্কারদের বলে দিয়েছে কাছে-পিঠে আছে হাফ বক্স-এইচ আউটফিট; এবং রাতের অভিযানে বেরিয়েছে জনরা।

‘হাতে সময় নেই আমার!’ জেনিফারের উদ্দেশ্যে চাপা স্বরে বলল জন। ‘ল্যাস্কাররা খুন করেছে তোমার দাদাকে। প্রমাণ হিসাবে টেষওয়েল থেকে আসা টেলিগ্রাম দেখাতে পারব।’

মুখ হাঁ হয়ে গেল মেয়েটার, অস্ফুট স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল। কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করে নিয়েছে। শেষে, চট করে উঠে পড়ল জেনিফার, পায়ের কাছে থাকা বুট জোড়া তুলে নিয়ে নিঃশব্দ পায়ে ঝোপের আড়ালে চলে এল।

মেয়েটাকে বাহু দিতেই হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যেতে দ্রুত সক্রিয় হয়েছে; পায়ে বুট গলাতে গিয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করেনি, বরং আগে অন্যদের চোখের আড়ালে চলে যাওয়া জরুরি নিশানা

মনে করেছে। কোন শব্দও করেনি। একটা পাখি চলাচল করলে যতটা শব্দ হয়, তাই করেছে জেনিফার এবং ভুতুড়ে ছায়ার মতো চট করে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ফেলেছে নিজেকে।

আর অপেক্ষা কীসের? দু'জনে মিলে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল। জনের গলা পর্যন্ত উৎকণ্ঠা—যে-কোন মুহূর্তে হয়তো ওদের উপস্থিতি ধরা পড়ে যাবে, ঝোপঝাড় লক্ষ্য করে বুলেট-বৃষ্টি শুরু হবে।

‘জেনি!’ পিছনের ক্যাম্পে ব্ল্যাক ল্যান্সারের তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেল। ‘গেল কোথায় বোকা মেয়েটা?’

মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই জনদের পিছু ধাওয়া করল বেশ কয়েকজন, বুটের ভারী শব্দ হচ্ছে। ঠিক কী ঘটেছে, আঁচ করতে না-পারলেও সন্দেহ করেছে; ধরে নিয়েছে জেনিফার হয়তো সবার অলক্ষ্যে সটকে পড়েছে। তবে দুয়ে দুয়ে চার মেলানো কঠিন হবে না ওদের জন্য, কারণ ইতোমধ্যে ডিক লোয়ের কাছ থেকে জন ও অন্যদের আসবার খবর পেয়ে গেছে ল্যান্সাররা।

লুকোচুরি করে লাভ হবে না বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়াল জন, জেনিফারকে দাঁড় করিয়ে ছুটতে শুরু করল। ঠিক তখনই সবকিছু ছাপিয়ে শোনা গেল ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চৈচিয়ে উঠল কেউ। ফাঁকা গুলির শব্দ হলো। তারপর মুহূর্মুহঃ গর্জে উঠল একাধিক বন্দুক, রাতের নৈঃশব্দ্যকে খানখান করে দিচ্ছে।

খুরের দাপানি শোনা গেল। স্ট্যাম্পিড শুরু হয়ে গেছে, ছুটতে শুরু করেছে গরুগুলো।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল জন, খোলা জায়গা আর ক্যাম্প চোখে পড়ছে। ভয়ে জমে গেছে যেন ল্যান্সাররা, আতঙ্ক ও শঙ্কা ভর করেছে সবাইকে। বেশিরভাগ লোক জড়ো হয়েছে, উত্তেজিত স্বরে চৈচাচ্ছে। কেউ কেউ ঘোড়ার উদ্দেশে ছুট দিয়েছে। তখনই আসল বিপদ উপস্থিত হলো।

মরু ঝাড়ের মতো প্রচণ্ড গতিতে ঝোপ-ঝাড়ের উপর আঘাত

করল গরুর পাল। আতঙ্কে উন্মত্ত হয়ে পড়েছে ওরা, পথে কোন বাধা মানবে না; শুধু এগিয়ে যাবে। মুহূর্তে ক্যাম্প পেরিয়ে গেল। ধুলোর ঝড় উঠেছে, তবে অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে চোখে পড়ছে না, কিন্তু উৎকট ও বাঁঝাল অনুভূতি ঠিকই হচ্ছে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে নাকে ঢুকে যাচ্ছে। খুরের দাপটে মাটি কাঁপছে, শব্দটা এত প্রচণ্ড যে মনে হলো যেন ভূমিকম্প হচ্ছে।

উন্মত্ত ও আতঙ্কিত গরুর পালের আঘাতে মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ঝোপঝাড়, ক্যাম্পের কোন চিহ্ন থাকল না। শেষ মুহূর্তে বিপদ টের পেয়ে পড়িমরি করে ছুট দিয়েছে লোকজন, ঘোড়ার জন্য যাওয়ার সুযোগ মাত্র কয়েকজনের হলো, অন্যরা স্রেফ আপন প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত হয়েছে। কেই বা খুরের নীচে পিষ্ট হতে চায়!

জন খেয়াল করল স্ট্যাম্পিডের লাইনে নেই ওর ঘোড়া, নিরাপদ জায়গায় আছে ওটা; কিন্তু ওরা নিজেরা বিপদে পড়ে গেছে। যে-কোন মুহূর্তে ওদের উপর চড়াও হবে গরুর পাল।

ছুটে লাভ হবে না, গতিতে কুলাতে পারবে না গরুর সঙ্গে; তা ছাড়া, জেনিফার আছে সঙ্গে। এদিকে একেবারে কাছে চলে এসেছে গরুগুলো, আর মাত্র দশ ফুট দূরত্ব! মুহূর্তের ব্যবধানে ওদের চিড়েচ্যাপ্টা করে ফেলবে।

কী করা যায়? শেষপর্যন্ত খুরের চাপেই পিষ্ট হবে?

ছুটে স্ট্যাম্পিডের লাইন থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার বুদ্ধি এল জনের মাথায়। কিন্তু তাতেও লাভ হবে না, শক্তিত দৃষ্টিতে দেখল অন্তত ত্রিশটা গরু পাশাপাশি ছুটে আসছে, এক-দেড় হাত ব্যবধান ওদের মধ্যে।

বুটিদার একটা তাগড়া বলদ গায়ের উপর এসে পড়ল বলে!

লাফ দিয়ে কটনউডের নিচু শাখা ধরে ফেলল জন। অন্য হাতে খামচে ধরল জেনিফারের হাত। অস্ফুট স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল মেয়েটা, আতঙ্কে রীতিমত জমে গেছে। চট করে মেয়েটার কোমর জাপ্টে ধরল জন। দু'জনের মিলিত ওজনের কারণে নিচু নিশানা

হয়ে গেল কটনউডের শাখা, তারপর স্প্রিংয়ের মতো শূন্যে তুলে ফেলল ওদের। আর তাতেই বেঁচে গেল। নীচ দিয়ে পেরিয়ে গেল কয়েকটা বলদ; একটার শিং জনের গোড়ালি ছুঁয়ে গেল, প্রকাণ্ড এক লংহর্ন অগ্নির জন্য গুঁতো দিতে পারল না জেনিফারকে, শেষ মুহূর্তে পা দুটো উঠে গেছে শূন্যে।

খুর দাপিয়ে চলে গেল একের পর এক লংহর্ন, যেন স্রোতের মতো আসছে। সমানে চেষ্টাচ্ছে গরুগুলো, ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে, এত জোরে যে নিঃশ্বাসের বাতাস স্পষ্ট টের পাচ্ছে জন ও জেনিফার। ইতোমধ্যে দুই হাতের কসরতের মাধ্যমে ডালের আরও উঁচুতে উঠে গেছে জন, নইলে হয়তো ডালটা নুয়ে পড়ত এবং ছুটন্ত গরুর শিং বা শরীরের সঙ্গে সংঘর্ষে খেঁতলে যেতে হতো।

মিনিট খানেক পর, সমস্ত গরু ওদের পেরিয়ে যেতে দ্রুত নীচে নেমে এল জন, জেনিফারকে নামতে সাহায্য করল। উদ্বেগ ও উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে মেয়েটা। কিন্তু নষ্ট করবার মতো সময় নেই; তখনই ছুটতে শুরু করল জন, জেনিফারের কজি চেপে ধরেছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে ঘোড়ার কাছে পৌঁছল ওরা। ওদেরকে দেখে যেন খুশিই হলো ঘোড়াটা! লাফিয়ে স্যাডলে চড়ে বসল জন, চট করে জেনিফারকে তুলে নিল। বলতে হলো না, নিজ থেকে জনকে আঁকড়ে ধরল মেয়েটা, পিছন থেকে কোমর পেঁচিয়ে ধরল। এদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে জন, তুমুল বেগে ছুটে চলল উদ্দিষ্ট জায়গার দিকে, যেখানে অন্যদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা।

এত উত্তেজনার মধ্যেও ডিক লোয়ের কথা ভুলতে পারছে না জন। লোকটা ওদের বেচে দিয়েছে! জঘন্য বিশ্বাসঘাতক!

পুবাকাশ ফর্সা হয়ে উঠছে, এসময় দেখা হয়ে গেল বেলিংস আর জেফের সঙ্গে। ম্যাকক্লেরি ব্র্যাণ্ডের একটা মেয়ার এবং পিণ্টো পনি লীড করে নিয়ে আসছে ওরা।

মেয়ারে চড়ল জেনিফার, এবং পরপরই কোনরকম আলাপ ছাড়া উত্তরে হ্যানলনদের ক্যাম্পের উদ্দেশে যাত্রা করল সবাই। স্ট্যাম্পিডে সরে আসা যে-কয়টা গরু পেল, তাড়া দিয়ে এগোল। সকালের আলো ফুটে ওঠায় সুবিধা হয়েছে, পথে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দলছুট গরু নিজ থেকে এসে পালের সঙ্গে জুটে যাচ্ছে। বেশ কয়েকটাকে অবশ্য তাড়া দিতে হলো। ক্যাম্পে যখন পৌঁছল, ততক্ষণে ওদের সঙ্গে পাঁচশো গরুর পাল রয়েছে। চারজনে মিলে, ছড়িয়ে পড়ে গরু সামাল দিচ্ছে; কোনটাকে দলছুট হতে দিচ্ছে না।

ক্যাম্পে সবার আগে ডেভ রিডলের সঙ্গে দেখা হলো, ঠিক পিছনে রয়েছে ল্যাডার হোল্ডার।

তীক্ষ্ণ চাহনিতে রিডলকে দেখছে জন, ভাবছে বন্ধুর মতো সেও ওদেরকে বেচে দিয়েছে কি-না। আসলে নিজেকে বেচে দিয়েছে, সংশোধন করল কথাটা, ল্যান্সারদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। সত্য জানা খুব জরুরি বোধ করছে জন, কারণ সঙ্গে বেঈমান নিয়ে পথ চলতে চায় না; বিপদ তাতে কেবলই বাড়বে। এখন যেহেতু জানে বা আঁচ করতে পেরেছে...এসপার-ওসপার হয়ে যাওয়াই ভাল। ঘরের শত্রু সবসময়ই বিভীষণ।

জনের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি আরও চরম ও কঠোর—বেঈমানদের গরু বা ঘোড়াচোরদের চেয়েও বেশি ঘৃণা করে।

রিডল হয়তো নির্দোষ, কিন্তু লোয়ের বন্ধু বটে। এটাও চিন্তার কথা। কিছু মানুষ আছে যারা বন্ধুত্বকে যে-কোন কিছুর উর্ধ্বে রাখে, রিডলও তেমন। ডিক লোয়ের বেঈমানির খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরও সে বন্ধুর সমর্থন করবে কি-না বা পাশে গিয়ে দাঁড়ায় কি-না, এটাই বিবেচনার বিষয়।

ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছল জনরা। ততক্ষণে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে অন্যরা, এমনকী হ্যানলনও বসে নেই। ঠিকমত কাপড়ও পাল্টায়নি সে, কোনরকমে অন্তর্বাসের উপর প্যান্ট-শার্ট নিশানা

পরেছে; ঘোড়ার পিঠে স্যাডলও পরায়নি। মানুষটার চোখে চাপা আনন্দ দেখে তার উচ্ছ্বাস বুঝবার উপায় নেই, কিন্তু মনে মনে সে জনদের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা বোধ করছে।

প্রসন্ন দৃষ্টিতে পুরো গরুর পালের উপর দৃষ্টি চালান সে, নীরবে জেনিফারকে দেখল কয়েক মুহূর্ত, শেষে জনের উদ্দেশে জানতে চাইল: ‘সবাই ঠিক আছ তো?’

‘হ্যাঁ,’ জবাবে বলল জন। ‘তবে ল্যান্সারদের কথা জানি না। ওদের ক্যাম্প তছনছ করে দিয়ে এসেছে সব গরু। কেউ হতাহত না-হলেই বরং সেটা অস্বাভাবিক ব্যাপার হবে।’

‘উচিত শিক্ষা হয়ে গেল ব্যাটারদের!’ উৎফুল্ল স্বরে মন্তব্য করল হোল্ডার।

ইতোমধ্যে মূল পালের সঙ্গে ভিড়ে গেছে জনদের তাড়িয়ে আনা সব গরু। সন্তুষ্ট মনে এবার স্যাডল ছেড়ে আগুনের কাছে চলে গেল ওরা। তবে জন একটু পিছিয়ে থাকল যাতে সবার উপর নজর রাখতে পারে।

‘পালের দায়িত্বে আছে কে?’ জানতে চাইল ও।

‘লোয়ে, হবস আর হেমলার। হ্যাটেনও ছিল ওদের সঙ্গে, কিন্তু কফি তৈরি করতে এই মাত্র এসেছে।’

‘ঠিক জানো তো?’

সবাই ফিরে তাকাল জনের দিকে, অবাক চোখে দেখছে। অবশ্য কাকে দোষ দেবে, ডিক লোয়ের বেঈমানির খবর ওদের কারও জানা নেই।

‘কেউ দেখেছ ওদের?’ ফের জানতে চাইল জন, নিচু ও অনুগোজিত কণ্ঠ।

উনুনের কাছ থেকে সাড়া দিল হ্যাটেন। ‘সবাই ঠিক আছে কি-না জানতে চাইছ তো? নিশ্চিন্ত থাকো।’

‘ওদের কারও সঙ্গে কথা হয়েছে তোমার, ফিন?’

এবার বিভ্রান্ত দেখাল কুককে। ‘বুঝতে পারছি না কী বলতে

চাও! পাল সামলাতে গিয়ে বেশ কয়েকবারই দেখা হয়েছে ডাস্টি হবসের সঙ্গে। মামুলি বিষয় নিয়ে কথাও বলেছি।’

ক্যাম্পের বাইরে পুরুষ কণ্ঠের গান শোনা গেল, ক্রমে এগিয়ে আসছে। একটু পর দেখা গেল ডিক লোয়েকে। ‘কফি হবে নাকি?’ গান থামিয়ে জানতে চাইল সে। ‘ইশ্শ’, রাতে গরুর পাল পাহারা দেওয়া যে কী ঝক্কির কাজ!’

দুই কদম এগিয়ে গেল জন। ডিক লোয়ের কপট ভালমানুষি দেখে গা জ্বলে যাচ্ছে। মুখোশটা খুলে দেওয়া কর্তব্য মনে করছে ও। জানে তাতে শোডাউনের ঝুঁকি নিচ্ছে, কিন্তু গ্রাহ্য করল না। বেঙ্গিমানকে সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করবার চেয়ে বরং তাকে বিস্তীর্ণ এই প্রেয়ারির কোথাও চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়তে বাধ্য করাই শ্রেয়।

নিজের ভিতর বিদ্বেষ ও আক্রোশ বোধ করছে জন। বেশ কয়েকদিন ধরে ডিক লোয়ে ওদের উত্ত্যক্ত করেছে, উস্কানি দিয়ে গেছে; কিন্তু গা করেনি। ব্যক্তিগত কারণে কারও উপর চড়াও হতে ওর আপত্তি আছে, তবে এখনকার ব্যাপারটায় আউটফিটের প্রতিটি লোকের স্বার্থ জড়িত। পিটার হ্যানলনের ভাগ্য বা সাফল্য, কিছু নিরীহ ত্রুর অকালমৃত্যু—যাদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন স্বজন রয়েছে—নির্বিচার ও পাশবিক খুনের শিকার হয়েছে; এমনকী এ মুহূর্তে যারা বেঁচে আছে, প্রত্যেকের প্রাণ নিয়ে আবারও জঘন্য খেলা খেলতে পারে ডিক লোয়ে। সেটা কোনক্রমেই হতে দিতে নারাজ জন। নিজ চোখে লোয়ের শয়তানি না-দেখলে হয়তো দ্বিধা বা অপেক্ষা করত, কিন্তু যেহেতু চাক্ষুষ দেখেছে—এখন আর কেউ ওর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। সেটা বরদাশতও করবে না। এমনকী পিটার হ্যানলন হলেও নয়।

‘এত ঠাণ্ডা লাগবার তো কথা নয় তোমার, লোয়ে,’ শান্ত ও নিষ্কম্প স্বরে বলল জন, সরাসরি লোকটার চোখে চোখ রেখেছে। ‘রাতে তো অনেক ছোট্টাছুটি করতে হয়েছে তোমার। না অনেক নিশানা

পথ পেরিয়ে এসেছ বলে তেষ্ঠা পেয়েছে?’

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল পরিবেশ, যেন কবরের নীরবতা নেমে এসেছে। নৈঃশব্দের মাঝে কারও বড় করে নিঃশ্বাস নেওয়ার শব্দও স্পষ্ট শোনা গেল। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সবাই—কী বলে লোয়ে। তার মুখের একটা কথাই এখানে ভয়ঙ্কর এক ডুয়েল বা শোডাউনের জন্ম দিতে পারে।

স্থির দাঁড়িয়ে আছে ডিক লোয়ে, মুখ থমথমে। আগুনের ওপাশে দাঁড়ানো জনের উপর দৃষ্টি স্থির। পরিস্থিতি বুঝবার চেষ্টা করছে সে, বুঝতে চাইছে ক্যালকিন কতটা সিরিয়াস বা কতদূর যেতে পারে। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার—হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছে সে। আজ, এই মুহূর্তের পর থেকে এখানে আর জায়গা হবে না তার।

কেউ কিছু বলছে না, বরং নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। শেষে মৃদু স্বরে নীরবতা ভাঙল ডেভ রিডল।

‘ডিক আমার বন্ধু,’ শুধু এই বলল সে।

এমন কিছু হবে আগেই অনুমান করেছিল জন। তবে ডেভ রিডলের সম্ভাব্য ভূমিকা সম্পর্কে সন্দিহান এখনও। নিরেট প্রমাণ উপস্থাপন করবার পরও বন্ধুর পক্ষ নেবে সে, সত্যকে অগ্রাহ্য করবে, না দোষ স্বীকার করে নিয়ে ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাবে?

বলা মুশকিল। বন্ধুত্ব কখনও কখনও দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ডেভ রিডলের মতো বহু মানুষ দেখেছে জন, জানে এমনকী ভুল হলেও এরা নিজস্ব বিশ্বাসে অটল থাকে।

‘আগে ওকে জিজ্ঞেস করো আজ রাতে কোথায় ছিল,’ মৃদু স্বরে বলল জন। ‘তারপর না-হয় সিদ্ধান্ত নিয়ো এখনও সে তোমার বন্ধু আছে কি-না।’

‘বাহু, দারুণ গল্প ফেঁদেছ দেখছি!’ এবার মুখ খুলল লোয়ে, নিজেকে সামলে নিয়েছে, তাক্ষিল্যের হাসি ঝুলছে ঠোঁটের কোণে। ‘কিন্তু ফাঁকা বুলিতে কাজ হবে না, কথার ওজন লাগবে।’

‘বেশ, আমার কথার ওজন না-হয় পরে দেব, তার আগে ‘আরও জরুরি কাজ আছে,’ বলে গেল জন। ‘প্রত্যেকে যার যার অস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকো, যে-কোন মুহূর্তে এখানে হামলা করবে ল্যান্সাররা। কেউ যদি ভেবে থাকে ওরা আমাদের সঠিক অবস্থান জানে না, তা হলে ধারণাটা এখনি ঝেড়ে ফেলো। ওরা জানে আমরা ঠিক কোথায় আছি। শুধু তাই নয়, যে-কোন মুহূর্তে এখানে চলে আসতে পারে।’

ঝট করে উঠে দাঁড়াল ফিন হ্যাটেন। ‘সবাইকে খবরটা দিয়ে আসছি আমি!’ বলে আর থাকল না সে, প্রায় ছুট লাগাল।

নিম্পলক জনকে দেখছিল ডেভ রিডল, নির্বিকার মুখ; এবার বন্ধুর দিকে ফিরল। ‘জন কী বলতে চাইছে, ডিক?’ নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল সে। ‘আমার মনে হয় একটা ব্যাখ্যা পাওনা হয়েছি আমরা।’

‘ব্যাটা খই ফোটাচ্ছে!’ বিকৃত শোনাৎ লোয়ের কণ্ঠ। ‘ওকে শেষ করতে দাও।’

‘বলে দাও, জন,’ দৃঢ় স্বরে বলল রিডল। ‘পুরোটা শুনতে চাই আমি।’

‘রাতে গরুর পালের উপর নজর রাখবার দায়িত্ব ছিল ডিক লোয়ের, কিন্তু কাজে ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে ল্যান্সারদের ক্যাম্পে চলে গিয়েছিল সে। আমাদের সব খোঁজখবর, এমনকী গরুর পাল পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনাও জানিয়ে দিয়েছিল ল্যান্সারদের। সিডন্স, জেফ আর আমার কথা বলে দিয়েছিল। ভাগিস, পরিকল্পনা মতো যখন শুরু করবার কথা তার আগেই জেফরা স্ট্যাম্পিড শুরু করেছিল বলে রক্ষা, নইলে ঠিকই ফাঁদে পড়ে যেতাম! এবং এখন আর ওর মুখোশ খুলে দিতে পারতাম না। এদিকে আমাদেরকে শেষ করে দেওয়ার পর বোধহয় এখানে এসে হামলা চালাত ব্ল্যাক ল্যান্সার বাহিনী।’

ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ডিক লোয়ে, মুখ আর চাহনি নিম্পৃহ। ডান নিশানা

হাত চলে গেছে পিস্তলের কাছাকাছি। প্রস্তুত সে। বুঝে গেছে মিথ্যে বলে আর লাভ হবে না, কিংবা এড়িয়ে যাওয়ারও উপায় নেই; বরং এই ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে যেতে হলে অন্তত একটা লাশ পিছনে ফেলে যেতে হবে। এবং তারও আগে, ক্যালকিনের মোকাবিলা করতে হবে।

আড়চোখে একবার জেফকে দেখে নিল সে। নিশুপ, নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে জেফ ক্যালকিন। গোবেচারা ভঙ্গি, কিন্তু ডিক ঠিকই বুঝতে পারল জনকে যদি ফেলেও দিতে পারে, তারপর এর মুখোমুখি হতে হবে। ব্যাপারটা দিবালোকের মতো পরিষ্কার—একটা নয়, দুটো লাশ ফেলতে হবে। তবে আশার কথা, মনে মনে ভাবল সে, দু'জনকে একসঙ্গে সামলাতে হবে না। জেফ আপাতত স্রেফ দর্শক, কিন্তু জন যদি ব্যর্থ হয়, তা হলে নিশ্চয়ই সক্রিয় হবে।

মন্দের ভাল বলা চলে। সত্যি যদি দু'জনকে নিকেশ করতে পারে...এক রাতের মধ্যে চৌহদ্দি ছাড়িয়ে, চাই কি পুরো পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়বে ওর নাম...একই সঙ্গে দুর্ধর্ষ দুই ক্যালকিন ভাইকে খুন করেছে ডিক লোয়ে—পশ্চিমের ইতিহাসে মারকুটে বন্দুকবাজ হিসাবে নাম লিখিয়ে ফেলবে, জীবন্ত কিংবদন্তীতে পরিণত হয়ে যাবে নির্ঘাত!

আগ্রহ নিয়ে ডিক লোয়েকে দেখল জন। লোকটার টানটান দাঁড়ানোর ভঙ্গি আর পিস্তল ছুঁইছুঁই হাত বলে দিচ্ছে স্রেফ মোক্ষম সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে, যে-কোন মুহূর্তে হোলস্টারে ছোবল মারবে।

‘কেউ বিশ্বাস করবে না তোমার কথা,’ উদ্ধত স্বরে বলল ডিক লোয়ে।

এক হিসাবে মিথ্যুক বলছে সে জনকে।

‘কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করবে!’ জন বা অন্য কেউ কিছু বলবার আগেই হঠাৎ মুখ খুলল জেনিফার। ক্যাম্পে আসবার পর

এই প্রথম কথা বলল। ‘আমিও দেখেছি তোমাকে। শুধু আজই নয়, এর আগেও কয়েকবার ওদের ক্যাম্পে গেছ তুমি, র‍্যাকের সঙ্গে দেখা করেছ।’

আচমকা একেবারে চুপসে গেল ডিক লোয়ে। সমস্ত ঔদ্ধত্য ও আত্মবিশ্বাস উধাও হয়ে গেছে। ফাঁদে পড়ে গেছে যেন, বেকুব বনে গেছে। মুখে রা নেই। ল্যাস্কারদের ক্যাম্প ঢুকে জেনিফার ম্যাকক্লেরিকে দেখতে পায়নি সে, জানতও না ধারে-কাছে ছিল মেয়েটা।

‘এর কী জবাব দেবে, লোয়ে?’ ঠাণ্ডা স্বরে জানতে চাইল পিট হ্যানলন।

‘মি. হ্যানলন,’ বলে উঠল ডেভ রিডল। ‘একসঙ্গে এসেছিলাম আমরা, তোমার কাজে যোগ দিয়েছি। তারও আগে থেকে আমার বন্ধু ছিল সে। তাই বোঝাপড়াটা আমাকে করতে দাও।’

এবার বন্ধুর দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে। ‘ডিক, যার নুন খাই তার সঙ্গে বেঈমানি করি না আমি। যখন যার হয়ে কাজ করি, যে-কোন মূল্যে তার পক্ষে থাকি। পেটের দায়ে যদি পিস্তলও বেচে দিই, কিন্তু ব্র্যাণ্ডের প্রতি আনুগত্য ঠিকই থাকবে।’

ক্যাম্পের কিনারে ছুটে এল ফিন হ্যাটেন। হাঁপাচ্ছে সে। ‘মি. হ্যানলন! ওরা এসে গেছে! আমাদেরকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে!’

‘হেরে গেছ তোমরা!’ কুৎসিত আক্রোশ আর ঘৃণা উগরে দিল ডিক লোয়ে, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বেঁকে গেছে ঠোঁটের কোণ। ‘উঁহু, সামান্য আশাও নেই তোমাদের! ল্যাস্কারদের হাতে মরবে সবাই!’

‘তোমারও আশা নেই, ডিক,’ শীতল নির্লিপ্ততার সঙ্গে ঘোষণা করল রিডল। ‘হয়তো মারা পড়ব আমরা, কিন্তু তুমিও সহজে পার পাবে না। এখান থেকে এক পা বাড়ানোর আগে আমাকে পেরিয়ে যেতে হবে। উচিত নয়, তবুও তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি।’

আগুনের দু’পাশ থেকে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল দুই নিশানা

বন্ধু। সাবেক বন্ধু বলা চলে।

‘দু’মুখো সাপের সঙ্গে চলাফেরা করি না আমি, ডিক,’ আবার বলল ডেভ রিডল। ‘চলবও না কখনও। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আসা আমারই ভুল হয়েছে, তাই ভুলটা শোধরানোর দায়িত্বও আমার।’

খরখরে স্বরে হেসে উঠল ডিক লোয়ে, তবে হাসিটা বিষাক্ত শোনাল। ‘তুমি আমাকে আটকাবে? দূর, কবে যে তোমার আক্কেল হবে! কেন, ওই যে সেবার, আমি না-থাকলে কি দিনের আলো এখন দেখতে...’

কথা শেষ করল না সে, তার আগেই ড্র করল। বিদ্যুৎ বেগে উঠে এসেছে পিস্তলটা। চোখ ধাঁধানো স্কিপ্রতায়। পিস্তলের নল হোলস্টার থেকে বের করেই ট্রিগার টানল সে। কিন্তু তাড়াহুড়ো করেছে বলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। প্রথম গুলি রিডলের পায়ের কাছে ধুলো চটকাল। দ্বিতীয়টা বন্ধুর হ্যাটের ব্রিমে আঁচড় দিয়ে চলে গেল।

রিডলও প্রায় একইসঙ্গে ড্র করেছে। কিন্তু অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে নিশানা করল সে, তাড়াহুড়ো করেনি; নিশ্চিত হওয়ার জন্য যতটা সময় দরকার, ঠিক ততটাই দেরি করল।

এবং গুলিও করল একটাই।

টলমল পায়ে এক পা আগে বাড়ল ডিক লোয়ে, কপালে নতুন চোখ গজিয়ে গেছে। দড়াম করে মুখ খুবড়ে পড়ল সে, দেহ মাটিতে পড়বার আগেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

‘আহাম্মক!’ বিড়বিড় করে গাল বকল রিডল। ‘কতবার ওকে তাড়াহুড়ো করতে মানা করেছি! সময় নিয়ে গুলি করতে বলেছি। তবু শুনল না। দ্রুত ড্র করা ছাড়া আর কোন চিন্তা ছিল না ওর মাথায়।’

খোলা প্রেয়ারিতে গর্জে উঠল একটা বন্দুক, পরমুহূর্তে আরও একটা। যার যার ঘোড়ার উদ্দেশে ছুটল ওরা, সবগুলোকে গাছের

নীচে একত্র করল। এক গাছের গুঁড়ির আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল জেফ, চকিতে রাইফেল তুলে ছুটন্ত এক ঘোড়সওয়ারকে গুলি করল। পরপরই আরেকবার ট্রিগার টিপল ও।

এদিকে জেনিফারের কজি চেপে ধরে ছুটল জন। পড়ে থাকা প্রকাণ্ড এক গাছের আড়ালে পৌঁছতে স্বস্তি বোধ করল। মুহূর্মুহঃ গুলি হচ্ছে। মেয়েটাকে মাথা নিচু করে রাখবার নির্দেশ দিয়ে দ্রুত রাইফেল তুলল জন, টার্গেট খুঁজছে।

পরপর কয়েকটা গুলি হলো, তারপর বহু ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠল। ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। ভেগে গেছে ল্যান্সাররা!

ঘটনা পরিষ্কার। ল্যান্সার ভেবেছিল অতর্কিতে হামলা করে সর্বনাশ করবে ওদের। কিন্তু ফল হয়েছে ঠিক উল্টো। নিজেই বেকুব বনে গেছে। মোটামুটি তৈরি ছিল জনরা, এবং দ্রুত আড়াল নিতে পেরেছে। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত খোলা প্রেয়ারিতে ছিল প্রতিপক্ষ, লড়াইয়ের প্রথম মিনিটে বুঝে গেছে সুবিধা করতে পারবে না। রণেভঙ্গ দিয়ে তাই কেটে পড়েছে।

আপাতত।

জন অবশ্য জানে সুযোগের আশায় থাকবে ল্যান্সাররা, যার যা স্বভাব।

একটু পর ভোর হলো। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে প্রেয়ারিতে, শরীরে কামড় বসাচ্ছে। কেউ কেউ আগুনের উষ্ণতা আর কফির লোভ সামলে উঠতে পারেনি এখনও। জ্বলন্ত আগুনের যতটা কাছে সম্ভব এগিয়ে বসেছে ওরা, উষ্ণতা ভাগাভাগি করে নিচ্ছে।

দু'একজন গাছের গুঁড়ির সঙ্গে হেলান দিয়ে ঢুলছে। কেউ আবার কম্বলের নীচে ঢুকে পড়েছে, রাতটা নিঃশব্দ কেটেছে বলে একটু ঘুমিয়ে পুষিয়ে নিচ্ছে।

ক্লান্তি লাগলেও শোয়নি জন, বরং আশপাশে ঘোরাঘুরি করে আগুন জ্বালবার মতো খড়ি জোগাড় করছে। এ-ফুরসতে পরিস্থিতি নিশানা

বিশ্লেষণ করছে নিবিষ্ট মনে। পরবর্তী করণীয় স্থির করবার চেষ্টায় রত। কী করবে এখন? পিটার হ্যানলন নিশ্চয়ই বাকি গরুগুলো উদ্ধার করতে ইচ্ছুক। এদিকে জেনিফারকে পেয়ে গেছে জনরা, মেয়েটাকে কলোরাডোয় পৌঁছে দেওয়া ওদের দায়িত্ব।

বিস্তার কাজ জমে গেছে। স্ট্যাম্পিডের পর পাখরদের কাজ বেড়ে যায়, কারণ ছুটন্ত অবস্থায় পরস্পরের শিংয়ের খোঁচা খায় গরুগুলো, কাঁটা বা ঝোপজাতীয় গাছের সঙ্গে সংঘর্ষে মামুলি জখম হয়, কখনও কখনও কাটাছেঁড়াও দেখা দেয়। এসব জখমে মাছি বসে, সংক্রমণ হয়। যত্ন না-নিলে পরে সেটা মারাত্মক রূপ নিতে পারে।

বাস্তবে, কাউহ্যাণ্ডদের কাজের অন্ত নেই। এমনকী এই ট্রেইল ড্রাইভেও। সূর্য ওঠবার আগে দড়ি হাতে শুরু হয়, এমনকী সন্ধ্যার পরও শেষ হয় না। কোন না কোন কাজ ঠিকই জুটে যায়।

জেনিফার ঘুমিয়ে পড়েছে। গত কয়েক ঘণ্টায় মেয়েটাকে ভিন্ন মনে হয়েছে জনের, একেবারে যেন বদলে গেছে। ছেলেমানুষি চলে গেছে, পরিপক্ব একটা ভাব চলে এসেছে আচরণ ও চিন্তায়।

এমন আমূল পরিবর্তন কী করে হলো? ব্যাপারটা স্বস্তিকর হলেও জন ঠিক নিশ্চিত হতে পারছে না। এটা হয়তো সাময়িক, আবার কখন পাগলামি শুরু করে কে জানে!

আনমনে ক্ষৌরিহীন মুখে হাত বুলাল জন। বেশ কয়েকদিন হলো সুযোগ হয়নি। আবার কবে হয় কে জানে, তার আগেই মুখ থেকে জঙ্গলগুলো খসিয়ে ফেলতে হবে।

আগুনের কাছে বসে আছে ডেভ রিডল। বন্ধুকে খুন করবার পর একটা কথাও বলেনি, নিষ্পলক তাকিয়ে আছে মাটির দিকে। বন্ধুকে কবর দেওয়া হয়ে গেছে, সেদিকে পিঠ দিয়ে বসেছে সে।

মানুষটাকে মনে মনে সমীহ করেছে জন। সাচ্চা মানুষ রিডল। ধীর-স্থির কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে জানে; ব্যক্তিত্ববান। লড়াই। পিস্তলে নিজের দক্ষতা জাহির করে না। অথচ বহু লোক,

যারা নিজেদেরকে দক্ষ পিস্তুলেরো মনে করে বা ভান করে, এরা গণ্ডায় গণ্ডায় খুন হয়ে যাবে রিডলের হাতে। ক্ষিপ্ত বলা যাবে না তাকে, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথার নিখুঁত লক্ষ্যভেদী।

আগুনের কাছে চলে এল জন। ফিন হ্যাটেন এক কাপ কফি বাড়িয়ে দিল ওর দিকে। কুচকুচে কালো। উনুনের মতো গরম। এত কড়া যে একটা ঘোড়ার নালও এতে ভাসতে থাকবে।

এটা হচ্ছে কাউবয়দের কফি।

৫

আট

সকাল, বিকাল, এমনকী রাতেও টানা কাজ করে যাচ্ছে ওরা। ছড়িয়ে পড়া গরু রাউণ্ড-আপ করছে, জখমের যত্ন নিচ্ছে। পালের গরুর দেখ-ভাল করবার কাজটাই বেশি কষ্টকর। হুট করে দল থেকে সরে যাচ্ছে কোনটা, কোনটা ঘাস পেয়ে নড়তে চায় না, কোনটা মাতব্বরির করে ট্রেইল ছেড়ে অন্য দিকে যাত্রা করেছে; এমন নানাবিধ সমস্যার সামাল দিতে হচ্ছে।

প্রাণপণ খেটেও অর্ধেকের বেশি গরু জোগাড় করা যায়নি এখনও। চেষ্টা করে যাচ্ছে ওরা প্রতিদিন। অর্ধেক গরু এখনও ল্যান্সারদের দখলে রয়েছে।

সাতদিন একই জায়গায় থেকে রাউণ্ড-আপ শেষ করে আবার পশ্চিমে যাত্রা করল ওরা।

যতটা সম্ভব জেনিফারকে এড়িয়ে চলছে জন। অন্য সবার আগে ভোরে ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে যায় ও, খাওয়ার সময় সযত্নে

জেনিফারের কাছ থেকে দূরে বসে। গরু দাবড়ানোর সময় কখনও কখনও দেখা হয়ে যায়, প্রয়োজনে কথাও বলে—এটা-ওটা নির্দেশ বা পরামর্শ দেয়; কিন্তু সচেতন যাতে ব্যক্তিগত কোন সম্পর্ক তৈরি না-হয়।

কী একটা দেয়াল খাড়া হয়ে গেছে দু'জনের মধ্যে, অনুভব করে জন। সেটা কীভাবে দূর করবে বা ভেঙে দেবে, জানা নেই ওর। ভাঙবার ইচ্ছেও নেই। মেয়েটাকে ভালয় ভালয় ওর বাবার র্যাঞ্জে পৌঁছে দিতে পারলেই দায়িত্ব শেষ। তারপর যাকে খুশি বিয়ে করুক জেনিফার, কিংবা যা ইচ্ছে করুক, তাতে ওদের কিছু যায়-আসে না।

জেনিফারের আচরণে ব্যাপক পরিবর্তন অন্যরাও লক্ষ করেছে এবং সেটাকে স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছে। এ ক'দিনে বরং সবার সঙ্গে সহজ হয়ে গেছে মেয়েটার সম্পর্ক। এখন ওকে দলের একজন মনে করছে জুরা।

বিস্তীর্ণ জমি পেরোচ্ছে ওরা। মাইলকে মাইল জুড়ে বিস্তৃত ঘেসো উপত্যকা। হাঁটু সমান ঘাস দামাল বাতাসে যখন দুলতে থাকে, মনে হয় যেন সবুজ বহতা সাগর। এমন চোখ জুড়ানো দৃশ্য কমই দেখা যায়। পিছনে, দিগন্তের সঙ্গে বিলীন হয়ে গেছে সুনীল আকাশ। দূরে পাহাড়ের ঝাপসা কাঠামো যেন পটে আঁকা নিপুণ ছবি।

ঠাণ্ডা, নির্মল বাতাস এখানে। এত ঠাণ্ডা যে প্রতিবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলে মনে হয় যেন ঠাণ্ডা পানি পান করল! প্রাণ জুড়িয়ে যায়। দূরে টাম্বলউইড চোখে পড়ল, বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গড়িয়ে চলেছে শত শত, ওদের আগে আগে দক্ষিণে ধেয়ে চলেছে, যেন স্কাউট করছে!

প্রথমদিকে গরুগুলোর জন্য অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল টাম্বলউইড, কিন্তু পরে রাইডারদের মতোই এতে অভ্যস্ত হয়ে যায় ওরা। কোথায় যে ওগুলোর জন্ম, ভেবে পায় না জন, কারণ টানা

তিনদিন ধরে শুধু বয়ে চলেছে, দিন নেই রাত নেই—শত শত, হাজার হাজার, একের পর এক গড়িয়ে চলেছে!

স্বচক্ষে না-দেখলে ব্যাপারটা কল্পনা করা কঠিন।

ঘাসের অভাব নেই, বরং সর্বত্র সতেজ ও-পুষ্ট ঘাস। ঝর্না বা পানির উৎসের কাছাকাছি প্রায়ই ছোটখাট বনানি দেখতে পাচ্ছে ওরা। কখনও কখনও তিন-চারটা মোষের দল চোখে পড়ছে। একবার নিচু পাহাড়ের চূড়ায় একটা প্রকাণ্ড বলদ দেখতে পেল, ওদেরকে পেরিয়ে যেতে দেখল ওটা। শেষে, নিরাপদ দূরত্বে থেকে দু'দিন ধরে গরুর পালকে অনুসরণ করল। সম্ভবত কিছুক্ষণের জন্য নিঃসঙ্গতা দূর করতে চেয়েছিল বলদটা।

দুই জায়গায় ভাঙাচোরা ওয়্যাগন দেখেছে, যাত্রাপথে আক্রান্ত হয়েছিল ইণ্ডিয়ানদের দ্বারা। একটা ওয়্যাগন পোড়ানো হয়েছিল, অবশেষ দেখে বোঝা গেল। দুর্ভাগ্য মানুষগুলোর পরিচয় জানবার উপায় নেই। কে যে স্বামী, বাবা বা ভাই হারাল! বাড়িতে ওদের জন্য কিছুদিন উদ্বিগ্ন থাকবে স্বজনরা, তারপর একসময় ভুলে যাবে। এদের স্মৃতি এমনকী স্বজনদের বুকেও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসবে।

পশ্চিমে বোধহয় নিঃসঙ্গ মানুষের আবাসই বেশি। এই ড্রাইভে যেমন, বেশিরভাগ ক্রুর কোন স্বজন নেই। মারা গেলে দুঃখ করবে না কেউ, দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না, কেউ খোঁজও নেবে না কীভাবে, কখন বা কোথায় মারা পড়ল। প্রতিটি মানুষ আসলে দারুণ নিঃসঙ্গ। আক্ষরিক অর্থেই একা।

মূল দলের চেয়ে একটু এগিয়ে আছে জন, সাধারণত রেকি বা স্কাউটিংয়ের দায়িত্ব ও-ই পালন করে। হঠাৎ পিছনে খুরের জোরাল শব্দ শুনতে পেয়ে ফিরে তাকাল। দূর থেকে দেখল জেনিফার আসছে। সাইড-স্যাডলে চড়ে ও। ক্রুরা কেউ তা করে না।

মেয়েটার সৌন্দর্য বিপদের কারণ হতে পারে, বিশেষ করে নিশানা

ইণ্ডিয়ানরা যদি হামলা করে। ‘অন্যদের থেকে তোমাকে চট করে আলাদা করা যায়,’ মৃদু স্বরে বলল জন। ‘হয়তো মেয়ে বলেই। তবে রেডস্কিনরা হামলা করলে নির্ঘাত তোমার দিকে নজর দেবে সবার আগে।’

‘তুমি থাকতে ভয় কীসের?’ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল জেনিফার, হাসছে। ‘জানি তুমিই রক্ষা করবে আমাকে।’

জন রক্ষা করবে? ব্যাপারটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। ওর উপর ভরসা করে আছে জেনিফার! একটু বেশি হয়ে গেল না?

‘হ্যাঁ, সাধ্যমত তোমাকে সহায়তা করব আমি,’ শেষে বলল জন, জেনিফারের মন্তব্য ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রাহ্য করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ‘তবে গোলমালে জড়িয়ে পড়লে তখন অন্যদের কথা আর মনে থাকে না। অন্য কেউ নির্ভর করছে বা তাকে রক্ষা করতে হবে, এ-ব্যাপারটা কখনও কখনও বাড়তি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে আমরা যে পরিস্থিতিতে আছি। যাই হোক, ল্যান্সাররা বা অন্য কেউ এলে চট করে সরে পড়বে, ওদের সামনে যেয়ো না।’

‘মোটাই না!’

নীরব হয়ে গেল ওরা। পাশাপাশি এগোচ্ছে।

‘দেশটা খুব সুন্দর, তাই না?’ অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল জন।

‘ওহ্, পশ্চিমে এসে সবচেয়ে ভাল লাগছে এটাই!’ উচ্ছল শোনালা মেয়েটির কণ্ঠ। ‘যত এগোচ্ছি ততই ভাল লাগছে। এখন মনে হচ্ছে আরও আগে এলাম না কেন? ভাবছি বাবার র‍্যাঞ্চটা দেখতে কেমন হবে, দেখবার জন্য অধীর হয়ে পড়েছি! একইসঙ্গে চিন্তাও হচ্ছে, বাবা না-জানি কেমন আছেন!’

‘খুব বেশি দূরে নয়, অনেকটা পথ চলে এসেছি আমরা। আর কয়েক দিন, তারপরই পৌঁছে যাবে। ল্যান্সারদের ব্যাপারে মনে হয় দুশ্চিন্তা করছ?’

‘না-করে উপায় আছে? ওদের সম্পর্কে তো সবকিছু জানো না তুমি, আসল রূপও দেখতে পাওনি। ওহু, মি. ক্যালকিন! মানুষ যে এত খারাপ হতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবিনি, বিশেষ করে ওদের কথা না-বললেই নয়!’ চকিতে মুখ তুলে জনকে দেখল জেনিফার, ভয় পেয়েছে জন হয়তো বিরূপ কোন মন্তব্য করে বসবে, বিশেষ করে ব্ল্যাকের সঙ্গে ওর অন্তরঙ্গতার ব্যাপারে। কিন্তু জনের নিস্পৃহ মুখ আর নিরাসক্ত ভঙ্গি দেখে খুশি হলো ও। ব্ল্যাকের সঙ্গে ওর সম্পর্কটাকে স্রেফ অতীত বলে মেনে নিয়েছে ক্যালকিন, বাড়তি কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না।

‘আমার সঙ্গে অবশ্য কখনও খারাপ ব্যবহার করেনি, বুঝতেও দেয়নি ওদের আসল চেহারা। কিন্তু ঘুমিয়ে আছি বা শুনতে পাচ্ছি না মনে করে কখনও কখনও বেশ জোরেশোরে আলাপ করত ওরা। মনে-প্রাণে নোংরা ওরা। কুটিল, অসৎ আর বুনো স্বভাবের।’ আবার পাশ ফিরে জনের দিকে তাকাল জেনিফার। ‘সেদিন রাতে গাছের গুঁড়ির পিছনে তোমাকে দেখে কী যে ভাল লেগেছিল! ওটা আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় মুহূর্ত! আমি তখন অস্থির হয়ে পড়েছিলাম কীভাবে ওদের হাত থেকে মুক্তি পাব, কীভাবে পালিয়ে বাঁচব। ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিয়েছিলে তুমি, বেঘোরে মারাও পড়তে পারতে।’

‘এমন ঝুঁকি নিয়েই এখানে চলতে হয়, ম্যা’ম। যেখানকার যা নিয়ম। অনেক হয়তো, কিন্তু বা যদিওর সঙ্গে আমাদের বাস। মারা পড়বার সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কখনও কখনও এগিয়ে যেতে হয়। তবে অন্ধের মতো কখনোই পা বাড়াই না আমরা, সম্ভাবনা বিচার করি, সতর্ক থাকি। যাক্গে, তুমিও সতর্ক থেকো, ম্যা’ম।’

অপূর্ব সুন্দর একটা ঝর্না চোখে পড়ল। পাহাড়ের কোলে আট-দশ ইঞ্চি চওড়া পানির স্রোত নেমে এসেছে, কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে। আশপাশে সবুজের সমারোহ, মাঝারি আকৃতির কিছু নিশানা

উইলো বা কটনউড ছাড়াও বিস্তর গুল্ম এবং লতা জাতীয় গাছ রয়েছে। ঠাণ্ডা ও স্বস্তিকর বাতাস বয়ে যাচ্ছে সারাক্ষণ। সামনে বিস্তীর্ণ ডেউ খেলানো তৃণভূমি। পিছনের পাহাড় নিরাপত্তার দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর অন্য তিনদিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম, কারণ কেউ এলে অনেক দূরে থাকতে ওদের চোখে পড়বে।

এমন একটা জায়গাই দরকার ছিল ওদের। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য এরচেয়ে আদর্শ জায়গা আর হয় না।

‘এখানেই ক্যাম্প করব আমরা,’ জানাল জন। ‘খাওয়া-দাওয়া সেরে হয়তো বাড়তি কিছু সময়ও কাটাৰ। তুমি পালের কাছে চলে যাও, আমি অন্যরা আসবার আগেই আগুন জ্বালিয়ে ফেলি।’

‘জন!’ আতঙ্কিত স্বরে চৈঁচিয়ে উঠল জেনিফার।

ঝটিতি ঝর্নার দিকে দৃষ্টি চালাল জন, ঘাসের বুকে আচমকা তিনজনকে উদয় হতে দেখতে পেল। ওঁৎ পেতে ছিল এতক্ষণ, মোক্ষম সময় এসে যেতে এবার চেহারা দেখিয়েছে।

তিনজনের হাতে উদ্যত রাইফেল। যেন আগে থেকে বহুবার অনুশীলন করেছে, একইসঙ্গে খাড়া হয়েছে ওরা। ড্রিলে দক্ষ সৈন্য মনে হলো। তবে দৃশ্যটা যতটা আনন্দদায়ক বা দৃষ্টিনন্দন, এর তাৎপর্য ঠিক ততটাই বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর মনে হলো জনের কাছে। যে-কোন মুহূর্তে গুলি করবে ওরা!

চমক সামলে সক্রিয় হতে দেরি করল না জন। এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। খুব যে বিস্মিত বা হকচকিয়ে গেছে, তা নয়, বরং এ ধরনের অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত বা পরিস্থিতির জন্য মনে মনে তৈরি থাকে ওরা ট্রেইলে চলবার সময়। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আর অবচেতন মনের উপর ভরসা রাখে, যদিও এক্ষেত্রে আগাম বিপদের আভাস পায়নি।

তবে জেনিফারের চিৎকার যথেষ্ট ছিল।

ঝটিতি ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল জন। ঘোড়াটা এ ধরনের পরিস্থিতি

সম্পর্কে অভ্যস্ত বলে সুবিধা হলো, অন্য কোন ঘোড়া হলে হয়তো তাল সামলাতে না-পেরে হুড়মুড় করে ভূপতিত হতো।

নাক বরাবর শত্রুদের দেখতে পেয়েই তুমুল গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল জন, উল্কাবেগে ছুটল। একটা সিক্সশ্যুটার কখন হাতে উঠে এসেছে নিজেও জানে না। সবচেয়ে কাছের লোকটার মাথার উদ্দেশ্যে যখন একটা বুলেট পাঠিয়ে দিল, তখন প্রতিপক্ষের কাছ থেকে মাত্র দশ গজ দূরে ও। সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে বাকি দূরত্বটুকু পেরিয়ে গেল, বুলেটের ফলাফল দেখবার ঝামেলায় গেল না; বরং লোকটাকে নিজের আর অন্যদের মাঝখানে ফেলে দিল।

পাশ কাটিয়ে তাদের পেরিয়ে গেল ও। তারপর আচমকা ফের ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে এল। চড়াও হলো অন্যদের উপর। খুব কাছে গর্জে উঠল দুটো রাইফেল। কোমরের ডান পাশে হ্যাঁচকা টান অনুভব করল জন, কিন্তু গ্রাহ্য করল না। হয়তো ট্রাউজার ফুটো করে চলে গেছে বুলেট, ব্যথা যখন অনুভূত হচ্ছে না তো এ নিয়ে অত চিন্তা কীসের?

পরপর দু'বার কোল্টের ট্রিগার টানল জন। দেখল পড়ে গেছে দ্বিতীয় লোকটা, আর তৃতীয়জন অবস্থা বেগতিক দেখে কটনউড সারির দিকে ছুট দিয়েছে। চারপাশে একবার চকিত দৃষ্টি চালিয়ে নিল জন, অন্যরা আপাতত বাগড়া দিতে পারবে না নিশ্চিত হয়ে ঘোড়া ছোটাল তৃতীয়জনের পিছনে।

সেকেন্ড খানেকের মধ্যে তার পাশে পৌঁছে গেল। প্রাণপণে ছুটছে লোকটা। মাথার হ্যাট উধাও হয়ে গেছে। টের পেয়ে গেছে কুলিয়ে উঠতে পারবে না, কিন্তু তবুও শেষ চেষ্টা করল। রাইফেল আগেই হাত থেকে ফেলে দিয়েছে, হোলস্টারে পিস্তল আছে একটা, দৌড়ের মধ্যে ওটা তুলে নিতে হাত বাড়াল সে।

সুযোগ দেওয়া ঠিক হবে না, ভাবল জন। নির্দয়ভাবে ঘোড়াটা লোকটার উপর চালিয়ে দিল। হুড়মুড় করে ঝোপের উপর আছড়ে পড়ল সে, চোঁচিয়ে উঠেছে যন্ত্রণায়। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের নিশানা

করে ফেলেছিল, ঘোড়ার সঙ্গে সংঘর্ষে ওটা হাত থেকে ছুটে গেল, ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকাল।

দুই গড়ান খেয়ে সিঁধে হলো লোকটা, হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে বসল। ঠিক সামনে দেখতে পেল জনকে। জনের প্ররোচনায় ফের তাকে আঘাত করল ঘোড়া। সেইসঙ্গে জনও একটা স্টিরাপ তুলে গোড়ালি দিয়ে আঘাত হেনেছে তার পেটে। চিৎপটান হয়ে গেল লোকটা।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল জন। সময়মত তাকিয়েছে! আহত একজন উঠে দাঁড়িয়েছে, সন্তর্পণে চলে যাচ্ছে লুকিয়ে রাখা ঘোড়ার কাছে। মাঝপথে চলে গেছে সে ইতোমধ্যে। আর কয়েক গজ যেতে পারলে আড়াল পাবে, ঘোড়ায়ও চড়তে পারবে।

কিন্তু বাধ সাধল জন।

ওকে ঘোড়া ছোট্টাতে দেখে এবার হাঁটা বাদ দিয়ে উদ্ভাত্তের মতো ছুট লাগাল সে। পড়িমরি করে ছুটছে। ঝোপঝাড় আর পড়ে থাকা ডালপালার বাধা এড়িয়ে যাচ্ছে কিংবা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। বেচারার সব চেষ্টা পণ্ড্রম হলো! মুহূর্তে ঘোড়া ছুটিয়ে তার পাশে চলে এল জন। সঙ্গীর পরিণতি দেখেছে সে, স্টিরাপের ঘা খেতে চায় না বলে নিজেই লাফ দিল। পড়বি তো পড় একেবারে শুকনো ডালপালার মাঝখানে! অস্ফুট স্বরে চৈঁচিয়ে উঠল লোকটা।

‘তোমার কিছু হয়নি তো?’ জেনিফারের কণ্ঠ শুনতে পেল জন, পাশে চলে এসেছে।

‘আমার কিছু হয়নি, তবে ওরা বোধহয় খুব নাখোশ হয়েছে,’ হালকা চালে বলল জন। ‘একে আসল কাজে ব্যর্থ, তায় পাল্টা মার খেয়েছে। যাক্গে, ধন্যবাদ তোমাকে, ম্যা’ম। তুমি সময়মত সতর্ক না-করলে কপালে খারাবি ছিল আজ।’

ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল জন। অনুমান করল ওদের কেউ হবে, গোলাগুলির শব্দ শুনে নাগাড়ে ছুটে এসেছে।

তিন রাইডারকে একটু পর নিচু টিলার চূড়ায় দেখতে পেল

ওরা। জেফ, ডেভ রিডল আর বেলিংস। প্রায় প্রত্যেকের হাতে রাইফেল তৈরি। যদি দরকার লাগে!

প্রথম লোকটা যেখানে পড়ে গিয়েছিল, সেখানে ঘাসের বুকে রক্ত দেখতে পেল জন। লোকটা উধাও হয়ে গেছে কোন এক ফাঁকে। লম্বা লম্বা ঘাস ও ঝোপঝাড়ের আড়াল নিয়ে সরে গেছে। সম্ভবত ঘোড়াও পেয়ে গেছে এতক্ষণে। দ্বিতীয়জনও কেটে পড়বে, তবে আহত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তৃতীয় লোকটা, যাকে স্টিরাপ দিয়ে মেরেছে জন, তার অবস্থা বেশি খারাপ। দেখে মনে হচ্ছে যেন এক হালি বুনো শূয়োরের সঙ্গে কুস্তি লড়েছে। যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ, ককাচ্ছে সারাক্ষণ। মুখমণ্ডল আর হাতে অসংখ্য কাটাকুটির দাগ, ছড়ে গেছে বা কেটে গেছে ঝোপঝাড়ের কারণে। কয়েক জায়গায় রক্তও ঝরছে।

‘আরেকটু হলে আমার শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছিলে!’ যন্ত্রণা মেশানো কণ্ঠে অভিযোগ করল সে। ‘এ কেমন আচরণ? মানুষ এত নির্মম হয়ে কী করে?’

‘গুলি খেয়ে মরলে বা আহত হলে খুশি হতে?’

স্থিরদৃষ্টিতে জনের দিকে তাকাল সে, মুখ ব্যাদান হয়ে গেছে। ‘না, তা হতাম না। তবে সমান-সমান সুযোগ পেলে...’

‘সমান সুযোগ? হাহ্, রাইফেল হাতে আমাকে টার্গেট করবার সময় মনে ছিল না? অদ্ভুত মানুষ তুমি! চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তুমি রিগেলদের কেউ। ঠিক ধরেছি?’

‘আমি সল রিগেল। ল্যান্সারদের মামাতো ভাই।’

‘অসৎ সঙ্গে সর্বনাশের চূড়ান্ত দেখাচ্ছ? অথচ, মি. রিগেল, তোমরা বহু পুরানো ও বনেদী পরিবার। পাহাড়ে যে-কয়টা ভাল পরিবার আছে, সবার আগে তোমাদের নাম করা হয়। কী জানো, ফিল রিগেল, চোদ্দগোষ্ঠির মুখে চুলকালি মাখাচ্ছ তুমি!’

‘হ্যাঁ, অন্তত একশো বছর ধরে পাহাড়ে আছি আমরা,’ গর্বের নিশানা

সুরে বলল সে, যন্ত্রণা বিস্মৃত হয়েছে। ‘আমার মতো যারা তরুণ বা যুবক, জীবনে পয়সা দিয়ে হুইস্কি খাইনি।’

বিতৃষ্ণার সঙ্গে তাকে দেখল জন। ‘তাতে মহান কোন কাজ করছ না তোমরা! যাক্গে, কীভাবে হুইস্কি বা খানা খাবে সেটা তোমাদের ব্যাপার। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে পাহাড়ে থেকে গেলেই ভাল করতে, এখানে তোমাদের জারিজুরি চলবে না। শখের মাস্তানি করতে গিয়ে এখন গরুচোরে পরিণত হয়েছে।’

‘গরুচুরি’ করেছি! ধেওেরি, বললেই হলো?’ একগুঁয়ে স্বরে বলল রিগেল। ‘প্রমাণ করা লাগবে না?’

কঠিন চাহনিতে তাকে বিদ্ধ করল ডেভ রিডল, ততক্ষণে নেমে এসেছে পাহাড় থেকে। ‘দোস্ত, সময় থাকতে এখানকার রীতিনীতি শিখে নাও, নইলে বেঘোরে মারা পড়বে। এখানে কোর্ট-ফোর্টের বালাই নেই। বিচার বা বিচারকের ধারও কেউ ধারে না। বিচারের মাঝে অনেক ফাঁকফোকর থেকে যায় বলে গরু বা ঘোড়াচোর ধরা মাত্র গাছে লটকে দেওয়া হয়।’

‘মওকামত পেয়েছ বলে এখন আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে?’ সামান্য ভড়কে গেছে সে, চুপসে গেছে মুখ, একটু আগের উদ্ধত বা একগুঁয়ে ভাব নেই।

‘জানি না,’ নির্বিকার মুখে বলল রিডল। ‘সেটা ঠিক করবে মি. হ্যানলন। ওর কাছে যদি মনে হয় তুমি দোষী, তা হলে ঝুলিয়ে দেব।’

হতচকিত দেখাল সল রিগেলকে, চারপাশে একবার অসহায় দৃষ্টি চালাল, দেখল প্রত্যেকটা মুখ। ‘দেখো, ঘুণাঙ্করেও ভাবিনি এখানে এমন কিছু হতে পারে। উন্মুক্ত জায়গা দেখে মনে হলো যে যেখানে খুশি থাকতে পারে, যা ইচ্ছে করতে পারে।’

‘হ্যাঁ, তা পারে, যতক্ষণ না সেটা অন্যের জন্য ক্ষতিকর হয়,’ বলল রিডল। ‘পশ্চিমের মানুষ এটাই বিবেচনা করে প্রথম। জঘন্য কোন গরুচোরকে শত মাইল দূরে কোর্টে হাজির করবার সময় বা

ফুরসত কোথায়? কোটে যা হবে, অর্থাৎ ফাঁসি, সেটা তো একটা কটনউডে ঝুলিয়ে দিলে দিব্যি সেরে ফেলা যায়।’

এবার চিন্তিত দেখাল রিগেলকে। ‘ইয়ে...একটা রফা করতে পারি আমরা, তাই না? দেখো, এখানকার অনেক কিছু জানতাম না। ব্ল্যাক আমার ভাই। অনুরোধ করল, ফেলতে পারলাম না।’

‘ব্ল্যাক কোন্ দিকে যাচ্ছে, জানো ওর পরিকল্পনা সম্পর্কে?’ জানতে চাইল জন।

জনের দিকে ফিরল সে। ‘তুমি টেনেসির ক্যালকিন? অনেক শুনেছি তোমার কথা। ...পশ্চিমে গ্রীনহর্ন নামে কোন্ পাহাড়শ্রেণী আছে নাকি? ওদিকেই যাচ্ছে ব্ল্যাক। বিশেষ পরিকল্পনা আছে ওর। তোমার উপর মহা খেপে আছে সে, টেনেসিতে বোধহয় ওর সঙ্গে লেগে গিয়েছিল তোমাদের? তোমার জায়গায় আমি হলে কিন্তু পশ্চিমে নয়, পূবে ঘোড়া ছোটাতাম।’

গ্রীনহর্ন কলোরাডোর একটা পাহাড়ি অঞ্চল। ম্যাকক্লেরিদের র‍্যাক্স ওখানেই।

আউটফিটের বাকিরা ততক্ষণে গরুর পাল নিয়ে পৌঁছে গেছে। অদূরে ছায়াঘেরা জায়গা চোখে পড়েছে জনের, গরুর পাল ওদিকে নিয়ে যাওয়ার ইশারা করল।

দশ হাত দূরে শক্তপোক্ত একটা কটনউড পছন্দ করল জন। মজবুত ডাল আছে ওটায়। ‘ওই ডালে নিশ্চয়ই কাজ চলে যাবে?’ আঙুল তুলে দেখাল ও। ‘হাত-পা বেঁধে আর গলায় ফাঁস পরিয়ে ওকে বোধহয় স্যাডলে তুলে দেওয়াই উচিত। ঘোড়াটারও একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে, কতক্ষণ নড়াচড়া করা ছাড়া থাকতে পারে।’

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে মাথার উপর কটনউডের ডালটা দেখল সল রিগেল। ‘একটা সুযোগ কি আমাকে দেওয়া যায় না? টেনেসি চলে যাব। এখানে এক মুহূর্তও নয়! হায় রে, এখন মনে হচ্ছে, টেনেসির চেয়ে দুনিয়ায় সুন্দর জায়গা আর নেই!’

চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকে দেখল জন, আসলে ভান করছে। ঠিক নিশানা

করেছে লোকটার পেটের কথা বের করবে।

‘গরুচুরির মজা এত জলদি ফুরিয়ে গেল?’ ভর্ৎসনার সুরে বলল টম বেলিংস। ‘থেকে যাও ল্যাস্কারদের সঙ্গে, তখন টের পাবে আসল মজা!’

‘মুখে দাগঅলা এক নতুন লোক দেখেছি তোমাদের ক্যাম্পে,’ জানতে চাইল জন। ‘কে লোকটা?’

শ্রাগ করল রিগেল। ‘ওর নাম ট্রেন্ট স্পিভি। যা খুশি করো ওকে নিয়ে। কী জানো, দড়িতে ঝুলাবার জন্য বরং সেই বেশি উপযুক্ত। মহা হারামী! সহ্য হয় না শয়তানটাকে! এত নীচ ও বদ লোক দেখিনি কখনও। কোথেকে যে ওকে জোগাড় করেছে ব্র্যাক, খোদা মালুম!’

জনের দিকে ফিরল রিডল। ‘জন, মুশকিলে পড়ে যাবে। ট্রেন্ট স্পিভিকে চিনি। আস্ত শয়তান! কিন্তু সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে পিস্তলে ওর দক্ষতা। এ সময়ের সবচেয়ে সেরা ও মারকুটে বন্দুকবাজ মনে করা হয় ওকে। ফাস্ট ড্র। খুবই বিপজ্জনক।’

মুচকি হাসল জন। ‘এমন অনেক বন্দুকবাজকে চিনতাম যারা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, বিপজ্জনক, সেরা ও খুনে হিসাবে বিখ্যাত ছিল।’

‘ওরা এখন কোথায়?’

‘কোথায় আর থাকবে! সাপুড়ে মরে সাপের কামড়ে। সব দক্ষ পিস্তলবাজের প্রায় একই পরিণতি। বোধহয় এই পৃথিবীর নিয়ম। যাকে সেরা বলা হতো প্রতিপক্ষের তুলনায় দেখা গেল সে অনেক শ্লথ, শরীরে তিনটা বুলেট ঢুকবার পরও কি আর অত বিপজ্জনক থাকে কেউ?’

‘আউটলদের আখড়া, নেশসে উত্থান স্পিভির। ওখান থেকে বেরিয়ে এসে জজ পার্কারের এক ডেপুটিকে খুন করে সে, তারপর আরও পশ্চিমে চলে আসে। বুঝে গিয়েছিল অন্য ডেপুটিদের ফাঁকি দিয়ে টিকে থাকতে পারবে না। টাসকোসার আশপাশে বেশ কয়েকটা খুন করেছে সে, সুযোগ পেলেই লুটপাট চালিয়েছে।

কেউ কেউ বলে সংঘবদ্ধ একটা লুটেরা দলেও ছিল সে, ব্যাংক বা ট্রেন ডাকাতি করত। নিউ মেক্সিকোর লিংকন সিটির ফিউডেও জড়িত ছিল স্পিভি।’

চাক ওয়্যাগনের কাছে গিয়েছিল পিটার হ্যানলন। ক্যাম্পিঙের নির্দেশনা দিয়ে চলে এসেছে ঘটনাস্থলে, সঙ্গে রয়েছে জেনিফার। ফিন হ্যাটেন আর ল্যাডার হোল্ডারও পৌঁছে গেছে। ওদের সঙ্গে একটা ঘোড়া, লাগাম ধরে নিয়ে আসছে।

‘এই ব্যাটার ঘোড়াটা খুঁজে পেয়েছি,’ জানাল বাথান মালিক।

‘উল্টো করে বাঁধি ওকে?’ অনুমতি চাইল হোল্ডার। ‘ওর মতো বেজন্মা গরুচোরের আমাদের দিকে তাকিয়ে ফাঁসিতে মরবার অধিকার নেই।’

‘দেখো, ভাই! আমার কথা শোনো!’ আতঙ্ক রিগেলের কণ্ঠে। ‘এভাবে আমাকে ফাঁসি দিয়ো না! খোদার কসম, একটা সুযোগ দিলে এখান থেকে চলে যাব। সারা জীবনেও আর এ-মুখো হবো না! দেখো, আমি অত খারাপ নই। ওদের মতো হাভাতের ঘরেও জন্মাইনি। ব্ল্যাকদের সঙ্গে থেকে ছোটখাট ভুল না-হয় করেছিই, কিন্তু সেজন্য ফাঁসিতে লটকে দেবে আমাকে?’

‘এক কাজ করা যাক,’ প্রস্তাব দিল হাফ-বক্স-এইচ মালিক। ‘ওর বুট খুলে ছেড়ে দাও। দেখা যাক পায়ে হেঁটে টেনেসিতে ফিরতে পারে কি-না। এক লোকের গল্প শুনেছিলাম, খালি পায়ে নাকি সে একশো মাইল চলে গিয়েছিল।’

‘ব্ল্যাক আমাকে বলেছিল বিস্তর খাস জমি, গরু আর ঘোড়া পড়ে আছে এখানে,’ মরিয়া হয়ে উঠেছে রিগেল, কণ্ঠে রীতিমত মিনতি বারে পড়ছে। ‘যে কেউ নাকি এর মালিক হতে পারে, শুধু দখল করলেই হলো! এখানে নতুন এসেছি, তাই নিয়ম-কানুন জানি না। একটা সুযোগ কি আমাকে দেওয়া যায় না? দয়া করো! প্লিজ!’

‘আধা সত্যি বলেছে ব্ল্যাক,’ জানাল পিটার হ্যানলন। ‘খাস নিশানা

যে-কোন জমি তুমি দখল করতে পারবে, তোমার হয়ে যাবে। কিন্তু গরুর ব্যাপারে তা বলা যাবে না। মালিকানাহীন কোন গরু তুমি খুঁজে পাবে না। গরুচুরিতে সহায়তা করেছে তুমি, আমার ত্রুদের খুনের পিছনেও তোমার হাত থাকতে পারে এবং একটু আগে আরেকটু হলে আমার লোককে ড্রাই-গাল্শ করেছিলে। এ ব্যাপারে কী বলবার আছে তোমার?’

রিগেল ব্যস্ত হয়ে পড়েছে জান বাঁচানো নিয়ে। ‘ভাল হুইস্কি তৈরি করতে পারি আমি। বিশ্বাস করো! মারা গেলে আত্মীয়স্বজন খুব দুঃখ পাবে। অন্তত ওদের কথা ভেবে আমাকে ছেড়ে দাও!’

‘তোমার আত্মীয়-স্বজনের কথা ভাবতে কীসের দায় পড়েছে আমাদের?’ রুক্ষ শোনালা পিট হ্যানলনের কণ্ঠ। ‘অপকর্ম করবার আগে তুমিই বা তাদের কথা ভাবোনি কেন?’

এই প্রশ্নের কোন জবাব নেই। চুপ করে থাকল রিগেল।

অন্য কেউ আগ বাড়িয়ে কিছু বলছে না। আউটফিট যেহেতু পিটার হ্যানলনের, সে-ই সিদ্ধান্ত নেবে। তবে এ ক’দিনে তাকে যতটুকু চিনেছে জন, ওর মনে হচ্ছে রিগেল হয়তো একটা সুযোগ পাবে। হ্যানলন মানুষ হিসাবে কঠিন হলেও সুবিবেচক, জানে ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে আসলে খুব সূক্ষ্ম ব্যবধান, বিশেষ করে এই পশ্চিমে। আত্মরক্ষা বা প্রয়োজনের খাতিরে নিষ্ঠুরভাবে খুন করতে অভ্যস্ত ওরা, কিন্তু আদর্শে এখানকার কেউই ঠাণ্ডা মাথার খুনি নয়; তাই সবকিছু জেনে-শুনে রিগেলকে ফাঁসিতে চড়াতে পারবে বলে মনে হয় না। সবচেয়ে মন্দ মানুষেরও স্বজন থাকে, তার অভাব তাদের বুকে বাজে।

হয়তো অপাত্রে দয়া দেখানো হবে, তবুও একটা সুযোগ দেওয়া যেতে পারে রিগেলকে, অন্তত তাই মনে করে জন।

‘স্রেফ মানবিক কারণে তোমাকে ঘোড়াটা দেব ভাবছি,’ শেষে মুখ খুলল হাফ-বক্স-এইচ মালিক। ‘কিন্তু একটা কথা, এখান থেকে পশ্চিমে যদি কোথাও দেখি তোমাকে, ঈশ্বরের দিব্যি,

তোমার ফাঁসি কেউ ঠেকাতে পারবে না!’

‘কেবল ছেড়ে দিয়ে দেখো,’ আশ্বস্ত করল সল রিগেল। ‘এত দ্রুত ঘোড়া ছোটাব যে কেউ আমাকে ধরতেও পারবে না। যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে, এই মুল্লুকে আর নয়!’

‘বেশ, ওকে ছেড়ে দাও,’ ত্রুদের নির্দেশ দিল বাথান মালিক।

স্যাডলে উঠতে দেরি শুধু, তারপর উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছোটাল সল রিগেল। যেন লেজে আগুন লেগেছে, তুফান বেগে ছুটছে তার ঘোড়া।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জন। ঝামেলা থেকে বাঁচা গেছে।

সন্ধ্যার পর, সাপার সেরে পিট হ্যানলনের সঙ্গে দেখা করতে এল জনরা। পুরো ক্যাম্পে কফির সুঘ্রাণ।

পাহাড় থেকে ধেয়ে আসছে হিমেল বাতাস। বেশিরভাগ গরু চরে বেড়াচ্ছে, কোন কোনটা ঝিমাচ্ছে। পালাক্রমে পাহারা দিচ্ছে ওরা। কেউ কেউ খাওয়া সেরে নিয়ে বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে, সময় নষ্ট করতে অনিচ্ছুক। পরে কোন এক শিফটে রাত জেগে পাহারা দিতে হবে।

‘মি. হ্যানলন,’ বাথান মালিককে বলল জন। ‘ল্যান্সারদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছি। ওরা জেনিফারের বাবার র‍্যাঞ্চে আগে পৌঁছে গেলে বিপদ। ল্যান্সারদের সম্পর্কে মি. ম্যাকক্লেরির ধারণা না-থাকায় প্রস্তুতি থাকবে না তার, তাই সহজে বিপদে পড়ে যেতে পারে। এদিকে পালের সঙ্গে গেলে কলোরাডো পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে আমাদের, তাই ভাবছি মিস্ ম্যাকক্লেরিকে নিয়ে আমি আর জেফ আগেভাগে গ্রীনহর্নে চলে যাব। তোমরা পরে এসো।’

‘ঠিকই বলেছ, সময়মত মি. ম্যাকক্লেরির র‍্যাঞ্চে পৌঁছানো জরুরি তোমাদের, তাকে ল্যান্সারদের সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে পারলে অনেক ঝামেলা বা দুর্ভোগ বেঁচে যাবে। ঠিক আছে, কাল সকালে রওনা দিযো।’ ক্ষণিকের জন্য থামল বাথান মালিক। ‘তোমাদের মতো চালু লোক না-থাকায় বেশ অসুবিধা হবে, কিন্তু নিশানা

কী আর করা! যাক্গে, আমরা পিছন পিছন আসছি।

‘আরেকটা কথা, আমি কিন্তু সব গরুই উদ্ধার করব, একটাও ছাড় দিতে রাজি নই! তোমাদের দায়িত্ব এখনও শেষ হয়নি। পে রোলে আছ এখনও। মিস্ ম্যাকক্লেরিকে ওর বাবার কাছে পৌছে দিয়ে যত শিগ্গির সম্ভব আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। সম্ভব হলে এই ফাঁকে ল্যান্সারদের সঙ্গে থাকা বাকি গরুর খোঁজ নিয়ো। উদ্ধার করতে হলে সবার আগে ওগুলোর অবস্থান জানতে হবে।’

পরদিন বেশ ভোরে রওনা দিল ওরা। বাপের চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছে জেনিফার, তাই রাতে পরিকল্পনাটা ব্যাখ্যা করবার পর একবাক্যে রাজি হয়ে গেছে। অনেকদিন পর বাবাকে দেখতে পাবে, এটাও ওর অধীর হয়ে পড়বার আরেক কারণ।

নাগাড়ে ঘোড়া ছোট্টাচ্ছে ওরা। দুপুর নাগাদ গরুর পালকে অনেক পিছনে ফেলে দিল। সেরা জাতের ঘোড়া রয়েছে বলে মনে মনে সন্তুষ্ট জন, নইলে টানা ছুটে পারত না। দুপুরের দিকে কিছু সময়ের জন্য এক জায়গায় থেমে ঘোড়া তিনটাকে দম ফেলবার সুযোগ দিয়েছে, নিজেরা খাবার খেয়ে নিয়েছে; তারপর যথারীতি আবার ঘোড়া ছুটিয়েছে। অক্লান্তভাবে ছুটে চলেছে তিনটা অবলা প্রাণী। অফুরন্ত দম যেন ওদের, তেমনি গতিও রয়েছে।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল হলো। একসময় প্রেয়ারিতে আঁধার নামতে শুরু করল। দূরে দিগন্ত ঝাপসা হয়ে আসছে, পাহাড়ের অবয়ব অস্পষ্ট দেখাচ্ছে এখন। আকাশে কয়েকটা তারা উঁকি দিয়েছে।

দুই ভাইয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানে ছুটেছে জেনিফার। একবারও থামতে বলেনি, বা অভিযোগ করেনি। বুঝিয়ে দিয়েছে ঘোড়ার পিঠে সত্যি দক্ষ ও।

কটনউডের ছায়ায় নিচু এক জায়গায় ক্যাম্প করল ওরা। পাশে ঝর্না আর তৃণভূমি রয়েছে, ঘোড়ার যত্ন-আত্তির শেষে ছেড়ে দিয়েছে ঘাসে। নিশ্চিন্ত মনে চরতে থাকল ওরা। ছোট করে আগুন

জ্বালিয়ে কফি তৈরি করেছে জন। খাওয়া শেষে ক্লান্ত দেহে শুয়ে পড়ল এবং ঘুমিয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

বরাবরের মতো সবার আগে জাগল ও। বেশ ঠাণ্ডা পড়ছে। উঠে প্রায় নিভন্ত আঙুনে শুকনো ঘাস, গাছের বাকল আর ডাল যোগ করে চাঙা করল, কাজে ব্যস্ত থাকলেও প্রথমে চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়েছে, কান খাড়া রেখেছে সারাক্ষণ—যদি কারও উপস্থিতির আলামত টের পায়। আঙুনের শিখা ঠিকমত জ্বলে উঠতে কফির পানি চড়িয়ে দিল।

তাকিয়ে দেখল কমল মুড়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে জেফ। বরাবরই একটু আয়েশী সে, আর জন সঙ্গে রয়েছে বলে ঘুম থেকে ওঠবার গরজ অনুভব করেনি, যদিও একা হলে ঠিকই উঠে পড়ত। কিন্তু প্রয়োজনের সময় খুবই সিরিয়াস, সামান্য গাফিলতি নেই, সেটা লড়াই, কাজ বা গল্পের বেলায় হোক।

লড়াইয়ের মাঠে জেফের চেয়ে একগুঁয়ে ও বিপজ্জনক মানুষ আর দেখেনি জন। এমনিতে খুব শান্ত, নিরীহ; কিন্তু খেপে গেলে ভয়ঙ্কর হয়ে যায়। তখন একাই এক গণ্ডা লোককে সামাল দিতে সক্ষম। টেনেসিতে কেউ কেউ বলে জেফের সঙ্গে লাগতে যাওয়ার চেয়ে বরং গ্রিজলিকে সামাল দেওয়া টের সহজ। কথাটা হয়তো বাড়িয়ে বলা, কিন্তু একেবারে যে অমূলক তাও নয়। অ্যাকশনের সময় জেফ সত্যিকার অর্থে অপ্রতিরোধ্য ও অজেয় এক লড়াইকু মানুষে পরিণত হয়।

জেনিফারও ঘুমাচ্ছে।

নিকট ভবিষ্যতের চিন্তা ঢুকল জনের মাথায়। ওর মন বলছে গ্রীনহর্নে ম্যাকক্লেরি র‍্যাঞ্জেই হবে শেষ খেলা—ল্যাস্কারদের সঙ্গে ওদের মরণপণ লড়াই। টেনেসিতে জেনিফারের দাদাকে খুন করেছে ল্যাস্কাররা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে জেনিফার আর ওর ঘোড়ার দখল হারিয়ে খেপে গিয়েছিল র‍্যা্যক এবং তার পরিণতিতে বুড়ো ম্যাকক্লেরির মৃত্যু; কিন্তু জনের ধারণা এর গভীরেও কারণ

রয়েছে। নইলে কেন দলবল নিয়ে কলোরাডো যাবে ল্যান্সাররা? শুধু একটা মেয়ে বা ছয়টা ঘোড়ার জন্য এত ঝুঁকি নেবে না কেউ। বিশেষ করে ব্ল্যাকের মতো সেয়ানা লোক। এমনও হতে পারে, জন বা অন্য কেউ জানে না এমন কিছু জানে ল্যান্সাররা, আর তারই লোভে শত মাইল পাড়ি দিয়ে পশ্চিমে ছুটে চলেছে।

যাই হোক, সবার আগে নিরাপদে ম্যাকক্লেরি র‍্যাঞ্জে পৌঁছতে হবে ওদের। এবং ছুট করে ঢুকে পড়া ঠিক হবে না। আশপাশে টুঁ মেরে র‍্যাঞ্জের পরিস্থিতি বা আবহ সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে। কিছু না-বুঝে বা না-জেনে র‍্যাঞ্জে ঢুকে পড়লে অনাকাজিষ্ট বা বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে। ম্যাকক্লেরি কেমন মানুষ, র‍্যাঞ্জে ক'জন ক্রু বা তারা কী ধরনের লোক...এসব আগে থেকে জানা জরুরি মনে হচ্ছে জনের কাছে।

হাফ-বক্স-এইচের কাছ থেকে আনা খাবার দিয়ে নাস্তা সেরে নিল ওরা, তারপর আবার স্যাডলে চড়ে যাত্রা করল। সর্বক্ষণ নিচু জমি ধরে এগোচ্ছে, যতটা সম্ভব আড়াল-আবডাল ব্যবহার করছে যাতে অ্যান্ড্রুশের শিকার না-হয়।

গ্রীনহর্ন সম্পর্কে কমবেশি শুনেছে জন। বিস্তীর্ণ সাংগ্রে ডি ক্রিস্টো পর্বতশ্রেণীর কোলে মোটামুটি প্রমাণ সাইজের রেঞ্জ। উতে এলাকা ওটা। ইদানীং উতেরা শান্ত আছে বলে শুনলেও জন কোন ঝুঁকি নিতে নারাজ।

প্রথমে র‍্যাঞ্জটা খুঁজে বের করতে হবে। শুধু জানে যে ওটা গ্রীনহর্নে, কিন্তু সঠিক অবস্থান জানা নেই। কাছাকাছি একটা শহর আছে। ওয়ালসেনবার্গ। তবে শহর এড়িয়ে চলবার পক্ষপাতী জন, একে ঝামেলায় পড়তে পারে, তায়—সেটাই বড় কারণ—এলাকায় ওদের উপস্থিতি প্রকাশ পেয়ে যাবে। জন বিশ্বাস করে ধারে-কাছে নিজস্ব লোক রাখবে ল্যান্সাররা, জনদের দেখা মাত্র খবর পৌঁছে দেবে ব্ল্যাকের কাছে।

এর উত্তরে এবং এখান থেকে নাক বরাবর পশ্চিমে ছোট্ট এক

স্টেজ স্টেশন আছে। ওটারও নাম গ্রীনহর্ন। গ্রীনহর্ন ইন্ নামে একটা হোটেল রয়েছে ওখানে। এক কালে ওটা কুখ্যাত আউটল কিট কার্সনের আখড়া ছিল।

জন আশা করছে গ্রীনহর্ন স্টেশন বা চৌহদ্দিতে পৌছানোর আগেই এলাকা সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যাবে। পশ্চিমে ভৌগোলিক বিস্তৃতির সঙ্গে মানুষের সামাজিকতা বা পরিচিতির সম্পর্ক ঠিক উল্টো, বিশাল এলাকা হলেও লোকজন একে অন্যকে চিনে রাখে, জেনে ফেলে। হয়তো ঘনবসতি নয় বলে, কিংবা পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী রাখতে হয় বলেই।

দুপুরে গ্রীনহর্ন থেকে ঠিক পূবে, দশ মাইল দূরে হোয়েফ্যানো নদীর তীরে থামল ওরা। খাওয়ার পরও দেরি করল জন, সন্ধ্যার আগে গ্রীনহর্ন স্টেশনে ঢুকবার ইচ্ছে নেই। সময়টা বিশ্রামের জন্য বরাদ্দ করেছে। বাড়তি এক ঘণ্টা জিরিয়ে নিক ঘোড়াগুলো।

মুখে না-বললেও জেফ ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে পড়েছে। মায়ের পেটের ভাই বলে নয়, বরং বহু সময় একসঙ্গে কাটিয়েছে বলে জেফ সম্পর্কে জানে জন—একে অন্যের গভীর অনুভূতি টের পায় ওরা। অবচেতন মন থেকে বিপদের নৈকট্য অনুভব করতে পারছে জেফ, এবং এর মুখোমুখি হতে উদ্ধীবি হয়ে পড়েছে। মন থেকে টের পাচ্ছে ওরা, বুঝতে পারছে বিপদ বা ফাঁদ খুব বেশি দূরে নয়, একেবারে নাগালের মধ্যে...

ল্যান্সারদের যা স্বভাব, সহজে অপমান বা পরাজয় ভুলে যাবে না। বিশেষ করে ব্ল্যাক। নিজে শেষ হয়ে যাওয়ার আগে থামবে না সে। জাত গোক্ষুর। হয় জনদের শেষ করবে, নয়তো নিজেই শেষ হয়ে যাবে।

চূড়ান্ত মোকাবিলা অবশ্যম্ভাবী।

ঘণ্টাখানেক পর গ্রীনহর্নের উদ্দেশে যাত্রা করল ওরা। নামটা হয়েছে এক ইণ্ডিয়ান চীফের বদৌলতে।

প্রথম যখন শিং গজায় তখন খুব অহঙ্কারী হয়ে ওঠে যে-কোন নিশানা

হরিণের বাচ্চা। সামনে যা পায় তাই গুঁতোয়। নিজেকে সাহসী ও অদম্য, যে-কোন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবার হিম্মতধারী মনে করে; আদর্শে তার সামর্থ্য তখন নিতান্ত কম।

ইণ্ডিয়ান সেই চীফও একই চরিত্রের লোক ছিল। যার-তার সঙ্গে গোলমাল করত। সবাই তার নাম দিয়েছিল গ্রীনহর্ন। শেষে স্পেনিশদের হাতে তার দর্প চূর্ণ হয়। মুরোদহীন, হঠকারী অথচ আত্মসম্মত লোক বোঝাতে “গ্রীনহর্ন” বিশেষণটা পশ্চিমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এভাবেই।

সন্ধ্যার আগেই গ্রীনহর্নে পৌঁছে গেল ওরা। জায়গাটাকে শহর বলা যাবে না, আসলে মামুলি স্টেজ স্টপেজ। এ ধরনের স্থানে যা দেখা যায়—ছোট্ট স্টেশন অফিস, সেলুন, কামার ও নাপিতের দোকান, গ্রীনহর্ন ইন্ নামের হোটেলে গুটিকয়েক কামরা, যেখানে ডাইনিংরুমও রয়েছে।

স্টেশনে ঢুকবার আগে গাছের আড়াল থেকে জায়গাটা নিরীক্ষ করে নিল জন, তারপর নিশ্চিত মনে এগোল। বিপজ্জনক কিছু চোখে পড়েনি। কারও চোখে ধরা না-পড়েই স্টেবলে পৌঁছল ওরা, হসল্যারের কাছে ঘোড়া রেখে হোটেলে ঢুকল। স্টলে ব্ল্যাক ল্যান্সার বাহিনীর কোন ঘোড়া চোখে পড়েনি।

প্রায় শূন্য হোটেল। ডাইনিংরুমে মাত্র একজন খদ্দের। বয়স্ক, কর্কশ চেহারার এক লোক বসে আছে এক টেবিলে। মুখটা যেন পাথরে খোদাই করা। চাহনি একেবারে নিস্পৃহ। জনরা ভিতরে ঢুকবার পর লোকটা এমনভাবে ওদের দেখল যেন চেনে, কিন্তু তাকে কোথাও দেখেছে বলে মনে করতে পারল না জন।

খুঁটিয়ে তাকে দেখল ও। ছিপছিপে দেহ, মুখে কাটাকুটির দাগ ভরা। মোষ শিকারী বা পাহাড়ি লোক মনে হয় দেখে। বেপরোয়া মানুষ, সিদ্ধান্তে পৌঁছল, এসব লোককে না-ঘাঁটানোই মঙ্গল।

বারের পিছনে থাকা লোকটা প্রথমে জেনিফারকে দেখল, পরে ওদের দুই ভাইয়ের উপর স্থির হলো দৃষ্টি। কোণের দিকে একটা

টেবিল দখল করল ওরা, দেয়ালের আঙুঠায় হ্যাট ঝুলিয়ে বসল।

ওদের দিকে এগিয়ে এল বারকীপ।

‘কেমন আছ তোমরা?’ আন্তরিক সুরে জানতে চাইল লোকটা, মুখে স্মিত হাসি। ‘বীন, বেকন, ভালুক ও হরিণের মাংস আর ডিম আছে। একেবারে তাজা রুটি পাবে, আমি নিজেই রুটি তৈরি করি।’

ফরমাশ নিয়ে চলে যাওয়ার মিনিট খানেকের মধ্যে কফি নিয়ে এল সে। গাঢ় কালো, কড়া কফি। কফিতে চুমুক দেওয়ার সময় জেনিফারকে দেখল জন। বেশ স্বতঃস্ফূর্ত দেখাচ্ছে ওকে, দেখে মনে হয় না এত ঝামেলা যাচ্ছে ওর উপর দিয়ে। যাত্রার দুর্ভোগ বা ক্লান্তি ওকে স্পর্শ করেনি, এখনও সতেজ ও নিটোল একটা লিলির মতো দেখাচ্ছে।

‘এলাকাটা যতই সুন্দর হোক,’ মন্তব্য করল জন। ‘এখনও বিপজ্জনক রয়ে গেছে। উতে আর কোমাঞ্চি, দুই জাতের ইণ্ডিয়ান আছে। লোকজন যাই বলুক, ওদের মধ্যে কামড়াকামড়ি লেগেই আছে। আমার মনে হয় না সাদাদেরও তেমন পছন্দ করে ওরা। নিজেদের তো নয়ই।’

স্মিত হাসল জেনিফার। ‘যাই বলো, বাবার চিন্তা ছাড়া অন্য কিছু নেই এখন আমার মাথায়,’ বলল ও। ‘কতদিন পর! আর মাইল কয়েক গেলেই তো দেখা পাব। বিশ্বাস করো, আমার তর সইছে না, মনে হচ্ছে এখনই চলে যাই!’

‘উঁহু, অত তাড়াহুড়ো করা ঠিক হবে না,’ মৃদু স্বরে পরামর্শ দিল জেফ। ‘সময়মত র‍্যাঞ্চে তোমাকে পৌঁছে দেব আমরা।’

জেফের সঙ্গে চোখাচোখি হলো জনের। দু’জনেই বিপদের নৈকট্য টের পাচ্ছে, দৃষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমে সেই খবর আদান-প্রদান হয়ে গেল। একে অন্যের অনুভূতি উপলব্ধি করতে পারছে ওরা।

শেষপর্যন্ত কী ঘটবে? ওদের কপালে কী আছে?

‘খীনহর্নের ম্যাকক্লেরি বাথানে যাব আমরা,’ বারকীপ ওদের খাবার নিয়ে আসতে তাকে বলল জন। ‘কীভাবে ওখানে যেতে হবে?’

উত্তর দেওয়ার আগে খাবার-ভরা ট্রে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল সে, তারপর গম্ভীর মুখে বলল: ‘আমার মতামত যদি জানতে চাও, তা হলে বলব ওখানে না-যাওয়াই ভাল। শুধু শুধু ঝামেলায় পড়বে।’

ফ্যাকাসে হয়ে গেল জেনিফারের মুখ, শঙ্কা ফুটেছে চাহনিতে।

সামান্য বিরক্ত হলো জন, তাই না-চাইলেও কিছুটা রুক্ষ শোনাল কণ্ঠ। ‘মানে?’

এক পা পিছিয়ে গেল লোকটা, সামান্য অপ্রতিভ দেখাচ্ছে মুখ। ভিতরকার অস্বস্তি লুকানোর কোন চেষ্টা করল না সে। ‘ভাল লোকের কাছে গেলে তো ভাল আচরণ পাবে! ওই র‍্যাঞ্চে আছে সব পাজির পা-ঝাড়া! ঝামেলা পাকাতে গেলে দেখবে রাজ্যের যত ঝামেলা তোমার সামনে হাজির হয়ে গেছে।’

‘ঝামেলা পাকাতে যাচ্ছি না আমরা,’ অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে ব্যাখ্যা করল জন। ‘ও হচ্ছে মিস্ ম্যাকক্লেরি। নিরাপদে ওকে র‍্যাঞ্চে পৌঁছে দিতে এসেছি আমরা।’

‘দুঃখিত, ম্যা’ম, আমি জানতাম না। যাক্গে, যদি সেখানে যেতেই হয়, সাবধানে যেয়ো। ইদানীং পাহাড়ে বেশ ঝামেলা হচ্ছে।’

আর কিছু না-বলে চলে গেল লোকটা, জনরাও জানতে চাইল না। এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা পায়নি বটে, কিন্তু সতর্ক হওয়ার মতো খবর মিলে গেছে। জেনিফারের উপস্থিতিতে বিস্তারিত না-জানাই ভাল, মেয়েটা ভড়কে যেতে পারে।

‘পরে একসময় এসো,’ এঁটো বাসন-কোসন সরিয়ে নেওয়ার সময় জনদের উদ্দেশে বলল বারকীপ। ‘ড্রিঙ্ক খাওয়াব

তোমাদের।’

হোটেলের একটা কামরায় থাকবে জেনিফার। দরজায় বিদায় নেওয়ার সময় দ্বিধা করল মেয়েটা, অনুরোধ করে পড়ল ওর কণ্ঠ আর চাহনিতে। ‘লোকটা নিশ্চয়ই কোন খবর দেবে তোমাদের, তাই না? যেটা আমার সামনে বলতে চায়নি। এজন্যই তোমাদের ড্রিঙ্ক খাওয়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে সে, যাতে শুধু তোমরাই ওর কথা শুনতে পারো।’

‘দেখো, ম্যা’ম, তুমি যা ভাবছ...’ বলতে গেল জেফ।

কিন্তু হাত তুলে জেফকে থামিয়ে দিল জেনিফার, বুঝে গেছে জেফ মিথ্যে বলবে, বা এড়ানোর চেষ্টা করবে। জনের দিকে ফিরল ও। ‘জন, তুমি নিশ্চয়ই বলবে আমাকে? প্লিজ! এখানে বা র‍্যাঞ্জে যাই ঘটুক, যত খারাপই হোক, জানবার অধিকার আছে আমার। এবং আমি জানতে চাই! সবচেয়ে বড় কথা, বাবার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি কত বছর হয়ে গেল!’

‘বেশ, তাই হবে,’ মুখে বললেও জন জানে হয়তো আদপে তা ঘটবে না, কিন্তু এ ছাড়া আপাতত মেয়েটাকে আশ্বস্ত করবার উপায় দেখছে না। সবকিছু মেয়েদের না-জানাই ভাল। জেনিফার ঠিকই অনুমান করেছে, বারকীপ লোকটা বোধহয় জরুরি বা কোন গোপন খবর জানাবে ওদের এবং চায় না সেটা জেনিফার জানুক।

ঘুরে নিজের কামরায় ঢুকে পড়ল জেনিফার।

করিডরে মুহূর্ত কয়েক দাঁড়িয়ে থাকল দুই ভাই, ক্ষণিকের জন্য সংশয়ে পড়ে গেল। বুঝতে পারছে না এখনই ফিরে গিয়ে বারকীপের কথা শুনবে নাকি পরে সুযোগমত আসবে।

নয়

জেনিফারের কামরার সামনে বিমূঢ় দাঁড়িয়ে থাকল দুই ভাই। মনে দুশ্চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে জনের। যা আশঙ্কা করেছিল, বোধহয় তাই ঘটে গেছে। ল্যাস্কাররা আগেই পৌঁছে গেছে গ্রীনহর্নে। বুড়ো বারকীপের কথা সেটাই নির্দেশ করে, নইলে কেন ম্যাকক্লেরি র‍্যাঞ্জে বিপদ সম্পর্কে ওদের সতর্ক করবে সে?

পেটে শূন্য অনুভূতি হচ্ছে জনের। বুঝতে পারছে না কী করা উচিত। রাতে বিছানায় হয়তো আরাম করে ঘুমাবে ওরা, এদিকে ম্যাকক্লেরি র‍্যাঞ্জে চরম সর্বনাশ ঘটিয়ে বসবে ল্যাস্কাররা। এর পরিণতিতে ঝামেলা বা দুর্ভোগ ছাড়া অন্য কিছু আশা করা ঠিক হবে না।

‘শুয়ে পড়বার আগে বরং চারপাশে একবার চক্কর দিয়ে আসা যাক,’ প্রস্তাব করল জেফ। ‘কে জানে, কোন আলামত পেতেও পারি।’

ঠিকই বলেছে জেফ। কখন কী ঘটে যায় বলা মুশকিল। বাইরে রেকি করলে হয়তো আগাম আভাস পেতেও পারে।

‘তুমি বরং হোটেলে থাকো,’ বলল ও। ‘বন্ধ জায়গায় ঘুমাতে আমার সমস্যা হবে, আশপাশে কী ঘটছে শুনতে পাব না। বাইরে কোথাও একটা ব্যবস্থা করে নেব আমি।’

‘বহুদিন হলো বিছানায় ঘুমাই না,’ বলল জেফ। ‘কিন্তু এও ঠিক চার দেয়ালের মাঝে ঘুমানোতে ঝুঁকি বেশি। বিপদ এলে টের

পাওয়া যায় না। দু'জনেই বাইরে কাটাই, চলো।'

'উঁহঁ, তুমি হোটেলে থাকো,' নির্দেশের সুরে বলল জন, বড় ভাই সুলভ কর্তৃত্ব ওর কণ্ঠে। 'তা ছাড়া, জেনিফার আছে এখানে। ওর কোন সমস্যা হলে তুমি চট করে সাহায্য করতে পারবে।'

যুক্তির কাছে হার মানল সে।

'ঠিক আছে। চলো, আগে গিয়ে বারকীপের কথা শুনি। বুড়ো হয়তো অপেক্ষা করছে।'

ডাইনিংরুমে ঢুকে দেখল কর্কশ চেহারার বুড়ো আগের মতোই বসে আছে। সময় নিয়ে কফি গিলছে। নির্লিপ্ত চাহনিতে ওদের একবার দেখল সে, তারপর কফিতে মনোযোগ দিল। তাকে পাত্তা না-দিয়ে বারের কাছে চলে গেল দুই ভাই।

দুটো গ্লাসে হুইস্কি পরিবেশন করে একটা টেবিলের দিকে ইশারা করল বারকীপ। 'একসঙ্গে পান করা যাক,' নিজের জন্য আরেক গ্লাসে হুইস্কি ঢালবার সময় বলল সে। 'আজ রাতে আর কেউ আসবে না। চলো, বসি গিয়ে। বসবার জায়গা থাকতে অযথা দাঁড়িয়ে থাকব কেন?'

এক টেবিলে এসে বসল ওরা।

সরাসরি কাজের কথায় চলে গেল বারকীপ। 'খুব ভাল মেয়ে! বাপের মতোই নরম-সরম হয়েছে। ম্যাকক্লেরিকে চিনি বলেই আমি চাই না মেয়েটার কোন ক্ষতি হোক। পাহাড়ে ঝামেলা হচ্ছে, আর এর ঠিক মাঝখানে পড়ে গেছে ম্যাকক্লেরি।'

অপেক্ষায় থাকল জনরা। নীরব কামরায় কোন শব্দ নেই।

লণ্ঠনের আলোয় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে বারকীপের মুখ। 'পাহাড়ে একটা ঘাপলা লেগেছে, যদিও আমি ঠিক জানি না সেটা কী। বেশ কয়েক বছর ধরে এলাকায় আছে ম্যাকক্লেরি। সহজ-সরল মানুষ। কারও সাতে-পাঁচে নেই, নিজের মতো করে থাকে। মাঝে মধ্যে আসে এখানে। কিন্তু অনেকদিন আসে না...প্রায় এক বছর হবে। একটা ঘাপলা আছে শুধু এ কারণে বলছি না, আরও কারণ নিশানা

আছে। কয়েকদিন আগে ওদিকে গিয়েছিলাম, ওর র‍্যাঞ্চ গিয়ে দেখা করতে চাইলাম, কিন্তু দেখা করা দূরে থাক, আমাকে মানে মানে কেটে পড়বার নির্দেশ দিল সে।’

‘কেন?’

‘কারণটা জানি না। তবে ওটা যেহেতু ওর র‍্যাঞ্চ, যাকে খুশি ঢুকতে বা বেরোতে দেওয়ার ষোলোআনা অধিকার রয়েছে ওর।’ বোতল থেকে হুইস্কি ঢেলে তিনটা গ্লাসই ভরে দিল বারকীপ। ‘তবে ব্যাপারটা আমার কাছে বেখাপ্পা লেগেছে। কারণ ম্যাকক্লেরি সম্পর্কে জানি তো। একা থাকতে পছন্দ করে সে, কিন্তু জানোই তো পশ্চিমের মানুষ বাড়ির দরজা থেকে শত্রুকেও ফেরত দেয় না। তা ছাড়া, ম্যাকক্লেরি চুপচাপ স্বভাবের মানুষ হলেও আন্তরিক ও অতিথিপরায়ণ বলে সুনাম আছে ওর।’

ক্ষণিকের জন্য থামল সে, হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে আবার খেই ধরল: ‘রীজের লাগোয়া সমতল জমিতে র‍্যাঞ্চটা। আরও একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটেছে—সব ক্রুকে ক’দিন আগে বিদায় করে দিয়েছে ম্যাকক্লেরি।’

ভুরু কৌচকাল জেফ। ‘তারমানে র‍্যাঞ্চ এখন পুরো একা আছে সে?’

‘এখন বোধহয় একা নয়। কারণ দু’দিন আগে কয়েকজন লোক এসেছিল এখানে, জানতে চাইল কীভাবে ওর র‍্যাঞ্চ যেতে হবে।’

‘আমাদের মতোই খোঁজ করেছিল।’

‘চেহারা-সুরত দেখে ঠিক সুবিধার লোক মনে হয়নি বলে সামান্য দ্বিধা করেছিলাম। কিন্তু র‍্যাঞ্চের পথ বাতলে না-দেওয়ার মতো যৌক্তিক কারণ ছিল না। গোপন ব্যাপার তো নয়। তবে সাথে এও বললাম যে ম্যাকক্লেরি অনাহূত কাউকে পছন্দ করে না, হয়তো দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে। শুনে আমার মুখের উপর হেসেছে ব্যাটারী। একজন জানাল ওদের নাকি আসবার কথা,

ম্যাকক্লেরি আগে থেকে জানে। ভাবলাম, হতেও পারে।’

‘এবারও আমাদের হারিয়ে দিল ওরা, জন,’ হতাশ সুরে বলল জেফ। ‘দলবল নিয়ে আগেই পৌঁছে গেছে র‍্যালক।’

পালাক্রমে ওদের দেখল বারকীপ, ঠিক বুঝতে পারছে না। ‘ওদের চেনো নাকি?’ শেষে জানতে চাইল সে।

‘হ্যাঁ। ফের যদি ওদের কেউ আসে এখানে, সাবধানে থেকো। সামান্য কারণে, কিংবা আদৌ কোন কারণ ছাড়াই খুনোখুনি করে ওরা।’

‘কী করবে এখন তোমরা?’

‘কী আর করব, ম্যাকক্লেরি র‍্যাঞ্জে যাব! আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম নিরাপদে মেয়েটাকে ওর বাবার র‍্যাঞ্জে পৌঁছে দেব। যত ঝামেলাই হোক, সেটা রক্ষা করব।’

‘যা মনে হচ্ছে, ওখানে গেলে বিপদেই পড়বে। ম্যাকক্লেরির কথা না-হয় বাদই দিলাম, কিন্তু ওই লোকগুলো ঝামেলা করতে পারে।’

সবক’টা দাঁত বের করে হাসল জেফ। ‘ঝামেলা করবে কী, নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবে ওরা। সময় থাকতে টেক্সাসের দিকে ছুট দিলেই ভাল করবে, নইলে ওদের লেজে আগুন ধরিয়ে দেব।’

‘গরু নিয়ে এসেছিল ওরা?’ জানতে চাইল জন।

‘সঙ্গে ছিল না,’ জানাল বারকীপ। ‘তবে বলছিল পিছনে নাকি গরুর পাল নিয়ে আসছে অন্যরা। কয়েকদিন পর পৌঁছবে।’ কিছু সময়ের বিরতির পর সে বলল: ‘তোমরা চাইলে সাহায্য করতে পারি। এখানকার বেশিরভাগ লোক নিজের মতো করে থাকতে পছন্দ করলেও সাহসী ও আন্তরিক, একে অন্যের বিপদে মুখ বুজে থাকে না। প্রতিবেশী হিসাবে ম্যাকক্লেরিকে পছন্দও করে সবাই। ওর বিপদ শুনলে সাহায্য করতে চাইবে। প্রয়োজন হলে কয়েকজনের একটা দল দাঁড় করাতে পারব।’

‘এ ব্যাপারটা আমাদের উপর ছেড়ে দাও,’ বলল জেফ। ‘গুরু নিশানা

থেকে আছি যখন, আমরাই এর শেষ দেখে ছাড়ব। ক্যালকিনরা কী জিনিস, হাড়ে হাড়ে টের পাবে ওরা!’

এবার একটু দূরে বসে থাকা কর্কশ চেহারার বুড়ো যোগ দিল ওদের আলাপে। ‘ক্যালকিন, তাই না? ঠিকই ধরেছিলাম, দেখেই চিনেছি। আমি হলাম টেঙি স্পুনার। জ্যাক ক্যালকিন তোমাদের চাচা? ওর সঙ্গে মোগলনে ট্রেইল ড্রাইভে গিয়েছিলাম। খুব মজার মানুষ জ্যাক। সারাক্ষণ উল্টাপাল্টা কথা বলে, দেখে মনে হয় ভিত্তি আর অলস, কিন্তু বিপদের সময় সবার আগে ওর পিস্তল থেকে গুলি বেরোয়। ভয়-ডর তখন কোথায় যে চলে যায়!’

‘চাচার কাছে তোমার কথা শুনেছি,’ বলল জেফ। ‘এখানে এসে বসো না, মি. স্পুনার!’

জনও টেঙি স্পুনারের কথা শুনেছে। দুর্দান্ত সাহসী মানুষ। বয়স অনুমান করা মুশকিল, দেখে মনে হবে পঞ্চাশোর্ধ্ব, তবে আসলে তার বয়স সত্তরের কাছাকাছি। অথচ সবল শরীরে পুরুষ্ট পেশি কিলবিল করে, চোখের কোণের চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ ছাড়া জরার আর কোন চিহ্ন নেই। বয়সকে জয় করেছে মানুষটা।

শুধু জ্যাক ক্যালকিন নয়, বেশ কয়েকজন ক্যালকিনের সঙ্গে জানাশোনা রয়েছে টেঙি স্পুনারের। বহু ট্রেইল পাড়ি দিয়েছে, একসঙ্গে খেয়েছে, ঘুমিয়েছে, বিপদ উতরে গেছে। আত্মীয় না হলেও ক্যালকিনদের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে বুড়ো মানুষটার। খবর পাওয়া মাত্র ক্যালকিনদের বিপদে উপস্থিত হয়ে যায় সে।

‘তোমরা যেহেতু বিপদে পড়তে যাচ্ছ,’ সম্ভ্রষ্ট স্বরে বলল টেঙি স্পুনার, কফির মগ হাতে ওদের টেবিলে এসে বসেছে। চলাফেরা বা হাঁটবার মধ্যে সামান্য জড়তা বা আড়ষ্টতা নেই, প্রায় নিঃশব্দে ও আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে পা চালায়। ‘আমি তোমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি। ক্যালকিনদের সঙ্গে থাকা মানে উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ! ওসব পেয়ে পেয়ে গত কয়েক বছরে অভ্যাস এমন খারাপ হয়ে

গেছে যে স্বাভাবিক জীবন খুব পানসে মনে হয়!’

পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করল ওরা। সবই খুলে বলল জেফ, কিছু বাদ রাখল না।

আলাপ চালিয়ে গেলেও সতর্ক জন, মাঝে মধ্যে বাইরে চোখ রাখছে, কান দুটো সজাগ—অস্বাভাবিক শব্দ শুনতে উদ্ধবী।

ব্ল্যাক ল্যান্সার আগেই গ্রীনহর্নে লোক পাঠিয়ে দিয়েছে, নিজে হয়তো পালের সঙ্গে রয়েছে। কিংবা উল্টোটাও করে থাকতে পারে—নিজেই চলে এসেছে এখানে, আর অন্যদের উপর পালের দায়িত্ব দিয়ে এসেছে। স্বভাবে যত বদ বা বেপরোয়াই হোক না কেন, ব্ল্যাকের বুদ্ধির তারিফ করতেই হয়—দারুণ চাল দিয়েছে। এবং সেটা একেবারে মোক্ষম সময়ে। জনরা জেনিফারকে নিয়ে গ্রীনহর্নে পৌঁছানোর আগেই চলে এসেছে, পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ফেলেছে বলা চলে। কোন খবরাখবর না—জেনে ম্যাকক্লেরি র‍্যাঞ্জে গেলে জনরা বিপদেই পড়ত, ওদের অপেক্ষায় যে ব্ল্যাক ফাঁদ পেতে রাখেনি তা কে বলতে পারবে?

‘আশা করি মি. ম্যাকক্লেরির কোন বিপদ হয়নি,’ প্রত্যাশা করল জন। ‘খারাপ কিছু যদি ঘটেই থাকে, কয়েকদিনের ব্যবধানে বাপ ও দাদাকে হারিয়ে একেবারে মুষড়ে পড়বে মেয়েটা। উঠতি বয়সী কোন মেয়ের জন্য আঘাতটা সয়ে নেওয়া কঠিন।’

‘নাহ্, এবার ঘুমাই গে,’ উঠে দাঁড়ানোর সময় বলল টেণ্ডি স্পুনার। ‘আমাকে দরকার হলে স্টেবলে খোঁজ করো, বয়েজ। ওখানেই ঘুমাব। সকালে দেখা হবে।’

‘রাতে পাহারায় ধারে-কাছে থাকব আমি,’ জানাল জন। ‘অন্ধকারে বা পরিস্থিতির ফিকিরে পড়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যেতে পারে। নিশ্চিত না-হয়ে গুলি করে বোসো না আবার।’

পোর্চে বেরিয়ে গেল স্পুনার, মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থেকে বাইরের রাত্রি দেখল বোধহয়, তারপর অন্ধকারে মিশে গেল।

‘বুড়োকে আমার পছন্দ হয়েছে,’ জানাল জেফ। ‘জ্যাক চাচা

যে ওর প্রশংসা করেন, বোঝা যায় এমনিতে করেননি।’

‘জ্যাক চাচার বহু পুরানো বন্ধুদের একজন,’ জানাল জন। ‘পূর্ব ক্যান্সাস থেকে পশ্চিমে এসেছে মি. স্পুনার, এক ট্রেইল ড্রাইভে প্রথম পরিচয় হয় জ্যাক চাচার সঙ্গে।’

‘মনে হচ্ছে অল্পের উপর দিয়ে এবার পার পাওয়া যাবে না, জন,’ চিন্তিত স্বরে বলল জেফ। ‘বিস্তর ঝামেলা হতে পারে। আমার মনে হয় বুড়ো সঙ্গে থাকলে বেশ উপকারই হবে।’

‘যাও, ঘুমিয়ে পড়ো গে,’ বলল জন। ‘আমিও শুয়ে পড়ব। কম তো ধকল যায়নি।’

জেফকে রুমে পাঠিয়ে দিয়ে রাইফেল হাতে বেরিয়ে এল জন। দরজা-পথে আসা আলো পড়েছে হোটেলের পোর্চে, স্নান হলেও অন্ধকার বলে দূর থেকে ওকে স্পষ্ট চোখে পড়বে। অপেক্ষাকৃত অন্ধকার জায়গায় সরে এল জন; কান জোড়া সজাগ রেখে চারপাশে অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালাল। গুটিকয়েক কাঠামো ছাড়া আর কিছু নেই, ভুতুড়ে দেখাচ্ছে গ্রীনহর্ন স্টেজ স্টপেজ। দু’পাশে খোলা জায়গা ছাড়িয়ে গাছগাছালি আছে বেশ, তারও পিছনে নিচু পাহাড়সারি। তবে অন্ধকারে জমকাল দেখাচ্ছে পাহাড়ের অবয়ব।

আকাশে গুটিকয়েক তারা। চাঁদ নেই বলে প্রকৃতি ঢেকে আছে আবছা অন্ধকারে। দালানের কোণ, গাছের গুঁড়ি, ঝোপঝাড় বা গাঢ় যে-কোন কাঠামো হতে পারে কারও সতর্ক অবস্থান। তাই খুঁটিয়ে জরিপ করছে জন—ছায়ার ঘনত্ব, ঈষৎ ও ক্ষীণ নড়াচড়া বা সামান্য শব্দ থেকে অন্যের—বিশেষত শত্রুপক্ষ—উপস্থিতির প্রমাণ পেতে চাইছে। কেউ যদি ওর মতোই লুকিয়ে থেকে থাকে, সহজে নিজের উপস্থিতি প্রকাশ করবে না; এক্ষেত্রে যে আগে অন্যকে স্পট করতে পারবে, সংঘর্ষ হলে তারই জয়লাভ করবার সম্ভাবনা বেশি।

চারপাশ নীরব, স্থবির। দূরে, পশ্চিমে পাহাড়ের চূড়ায় তুষার বা বরফের স্নান ঝিলিক চোখে পড়েছে বলে মনে হলো। পাহাড়

থেকে ধৈয়ে আসা হিমেল বাতাসের সঙ্গে পাইনের সুবাস দোলা দিয়ে গেল ওর মনে। এ জিনিসটা বরাবরই উপভোগ করে জন।

রাস্তা ধরে ক্লান্ত পায়ে এগোল ও, হোটেলের পাশের গলিতে রেখে যাওয়া কম্বল আর বেডরোল নিয়ে সরে এল। খোলা জায়গা অর্থাৎ গাছের নীচে এসে বিছানা পাতল। এখান থেকে আশপাশের সব শব্দই শুনতে পাবে, কেউ এলে এমনকী ঘুমন্ত অবস্থায়ও টের পাবে। নিজের উপর আস্থা আছে ওর। বহু বছরের অভ্যাস এটা।

শুয়ে পড়ল ও এবং টের পেল প্রচণ্ড ক্লান্তি সত্ত্বেও ঘুম আসছে না। নানা চিন্তা জুড়ে বসেছে মনে। নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছে ওরা? যাচ্ছিল কোথায়, কিন্তু পরিস্থিতির ফিকিরে পড়ে শত মাইল দূরে চলে এল; পড়ে গেছে সমূহ বিপদের মুখে। ছন্নছাড়ার মতো ঘুড়ে বেড়াচ্ছে কয়েক মাস ধরে। এটা কোন জীবন হলো?

জন এমনিতে ভবঘুরে স্বভাবের, কিন্তু তারপরও নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে ওর। নিজেই ঠিক করে নেয়। এখানে তা ঘটেনি। বাবার বন্ধুর মৃত্যুর পর তার স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, চিন্তাও করেনি পরিবারটাকে সাহায্য করতে গিয়ে কয়েকশো ডলার কামাই করতে হবে ওদের এবং সেজন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হবে। দায়িত্ব শেষ হতে না-হতেই ল্যান্সারদের সঙ্গে বেধে গেল, এবং এরপর ম্যাকক্লেরিদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। একে একে ঘটে গেল অনেক ঘটনা—জেনিফারের বেয়াড়াপনা, হাফ-বক্স-এইচের ড্রাইভে যোগ দেওয়া...এর কোনটায় ওদের হাত ছিল না, নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্বও ছিল না। অথচ এমন হয় না কখনও। ন্যূনতম কিছু কর্তৃত্ব থাকে সবসময়। এখানে অনেক ঘটনা ঘটেছে এবং কখনও ছিল অসহায় সাক্ষী, কখনও ভুক্তভোগী। সবচেয়ে বড় কথা, প্রতিপক্ষ ওদের চেয়ে শক্তিশালী এবং ধুরন্ধর।

আরও একটা ব্যাপার হচ্ছে আসল পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত না-থাকা। জন জানে আগাম কিছু বুঝবার বা জানবার উপায় নেই নিশানা

ওদের, কিন্তু এ অনিশ্চয়তা শুধু উদ্বেগই তৈরি করে। কাজে আসে না।

ইদানীং হাঁপিয়ে উঠেছে জেফ। ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে বটে, কিন্তু তারমানে এই নয় জনের মতো ছন্নছাড়া হয়ে পড়বে। বরং স্থির হওয়ার সময় এসে গেছে। একটা কিছু করতে হবে। বাবা-মার সমৃদ্ধ র‍্যাঞ্চ আছে বটে, তবে নিজের জন্য, নিজে একটা কিছু তৈরি করতে চায় জেফ। সংসারী হবে এরপর। অনেক তো ঘুরে বেড়ানো হলো। এই অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকিপূর্ণ জীবনে হাঁপিয়ে উঠেছে। মারপিট বা পিস্তলবাজি আর কত!

কথায় আছে, সাপুড়ে মরে সাপের ছোবলে। কত নামকরা বন্দুকবাজই তো মারা গেল গুলি খেয়ে। সবার সেরা লোকদেরও একই অবস্থা। সবচেয়ে টাফ লোকটাও সাময়িক দুর্বলতার শিকার হতে পারে, এবং সেটাই হতে পারে তার জীবনের শেষ মুহূর্ত। একজন না একজন এমন কেউ থাকেই যার হাতে মরতে হয়, যে লোকটা আরও বেশি ফাস্ট; কিংবা হয়তো হোলস্টার থেকে অস্ত্র বের করতে দেরি হয়ে গেল, অথবা গুলিই ফুটল না। আবার স্রেফ অ্যামুশেও মরতে পারে। ইণ্ডিয়ানদের নির্দয় হামলার শিকার হতে পারে। হয়তো ট্রেইলের ধারে পড়ে থাকবে লাশ, শকুন আর কয়োটার খাবারে পরিণত হবে।

এই জীবন আসলে কেউই চায় না। অ্যাডভেঞ্চার বা রোমাঞ্চে মজা যেমন, তেমনি চরম সর্বনাশ হওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে; বিশেষ করে যদি বিপদের সঙ্গে সখ্যতা থাকে। কেউ কেউ আছে যেখানে যায় সেখানেই ঝামেলা আর বিপদ এসে উপস্থিত হয়। জনের ক্ষেত্রে কথাটা পুরোপুরি খাটে। তা ছাড়া, টেক্সাস রেঞ্জার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে ও, যেখানে অন্য যে-কোন ল-ম্যানের চেয়ে অনেক বেশি ঝুঁকি নিতে হয়, অনেক বেপরোয়া লোকদের সামাল দিতে হয়।

এ ব্যাপারে জনের অভিযোগ বা আফসোস নেই, বরং বেশ

উপভোগ করে ও। রোমাঞ্চের টানে পশ্চিমের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়, প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে মিশে যায়। টানা পথ চলবার ক্লান্তি বা ধকল, অনিশ্চয়তা, বিপদের সংস্পর্শ বা নিজে হতাহত হওয়ার আশঙ্কা...এসবে এখনও হাঁপিয়ে উঠেনি; বরং বিপদসঙ্কুল ও অচেনা জনপদে পদচারণা ওকে বুনো আনন্দ দেয়, উঁচু শৃঙ্গ থেকে নীচের মাইলকে মাইল বিস্তীর্ণ ঢেউ খেলানো জমি দেখে প্রেরণা বোধ করে, অচেনা-অজানা ঝর্নার সুপেয় পানি উদ্বেলিত করে ওকে, অনিশ্চয়তাময় লড়াইয়ের উত্তেজনা দেহে প্রাণচাঞ্চল্য তৈরি করে। বৈচিত্র্যময় এ জীবনে প্রাপ্তির পাল্লা এখনও অনেক ভারী। তাই আপাতত এতে ইস্তফা দিতে অনিচ্ছুক জন। কখনও যদি হাঁপিয়ে ওঠে, তখন ভেবে দেখবে কী করা যায়।

বর্তমানে ফিরে এল ওর চিন্তা। ল্যান্সাররা দলে ভারী, তায় পরিস্থিতি আপাতত ওদের অনুকূলে। বিরূপ পরিস্থিতিতে টিকে থাকবার ব্যাপারে ক্যালকিনদের অভিজ্ঞতা বা সাফল্য ঈর্ষণীয় হলেও আগাম নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। সবচেয়ে টাফ বা যোগ্য লোকেরও পতন হতে পারে, মামুলি কারও বদৌলতে বা খুব সহজভাবে; বিশেষ করে যদি লোকটা সতর্ক, বিচক্ষণ বা হিসাবী না-হয়। হঠকারী, খামখেয়ালি বা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হলে আসলে নিজের পায়ে কুড়াল মারা হয়। জন তাই মোটেও খাটো করে দেখছে না ব্ল্যাক ল্যান্সার বা তার বাহিনীকে।

লড়াকু মানুষ হিসাবে খ্যাতি আছে ব্ল্যাকের—মারপিট আর অস্ত্র দুটোতেই সমান চালু। বদমেজাজ, ঔদ্ধত্য এবং শত্রুর প্রতি বিষাক্ত ঘৃণা তাকে আরও বেপরোয়া ও বিপজ্জনক করে তুলেছে। জন নিশ্চিত যে এসবের মুখোমুখি হয়ে, ব্ল্যাকের সঙ্গে লেনদেন চুকিয়ে ফেলতে গেলে বিনিময়ে যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাতে হবে। কে বলতে পারে অতর্কিত হামলায় প্রাণ হারাতে না ওরা, কিংবা খোদ ব্ল্যাকের বিরুদ্ধে শোভাউনের সময় বিপর্যয় ঘটতে পারে; যেহেতু

চোখ ধাঁধানো ড্র আর নিখুঁত লক্ষ্যভেদী হিসাবে টেনেসি এবং এর চৌহদ্দিতে সুনাম অর্জন করেছে ব্ল্যাক।

শুধু ভাগ্যই জানে কার হাতে কখন বা কার মরণ লেখা!

তবে জন বা জেফ যে ভয় পাচ্ছে তা নয়। বরং ভয়ের সঙ্গে আদৌ পরিচয় নেই ওদের। সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জন ল্যাস্কারের চেয়েও ঢের বিপজ্জনক ও বেপরোয়া লোকের সামাল দিয়েছে এ জীবনে। জেফও কম যায় না। সাফল্য ও দক্ষতা মানুষকে গর্বিত করে; অহমিকা, অসতর্কতা এবং বেহিসেবী ঔদ্ধত্য শুধু পতনের পথ ত্বরান্বিত করে। পশ্চিমে একটা কথা প্রচলিত আছে: অসতর্ক ও খামখেয়ালি বন্দুকবাজের এক পা কবরে থাকে।

কথাটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে জন। শুধু ব্ল্যাক ল্যাস্কার কেন, দুনিয়ায় কাউকেই খাটো করে দেখে না, বিশেষ করে তার সামর্থ্য বা মুরোদ সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা না-পাওয়া পর্যন্ত।

কখন চোখ লেগে এসেছিল বলতে পারবে না ও, হঠাৎ পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠল। নিশ্চিত অস্বাভাবিক কোন কারণে ঘুম ভেঙে গেছে। কান খাড়া করতে একটু পর খুরের শব্দ শুনতে পেল।

দুটো ঘোড়া। এদিকে হেঁটে আসছে।

পিস্তলের বাঁটে চলে গেল জনের হাত।

গ্রীনহর্নের চার-পাঁচটা দালানের কোথাও আলো নেই, ঘুটঘুটে অন্ধকার চারপাশে। হোটেলের গাঢ় কাঠামো অস্পষ্ট আলোয় ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। কোথাও কোন সাড়া নেই।

দালানের আবছা পটভূমিতে ক্ষীণ নড়াচড়া চোখে পড়তে চোখে যাও বা ঘুমের লেশ ছিল, মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। টানটান হলো সমস্ত স্নায়ু। বহুদিনের অভ্যাস বলে ঘুম ভাঙলেও এক চুল নড়েনি জন, কেবল ডান হাত চলে গেছে শিয়রের পাশে রাখা পিস্তলের বাঁটে, তাও নিঃশব্দে। যেমন শুয়ে ছিল, তাই থাকল। মাথা সামান্য কাত করে হোটেলের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিল।

তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতে প্রথমে একটা ঘর্মাক্ত ঘোড়ার রেশমি

লোমে স্নান ঝিলিক চোখে পড়ল, এরপর রাইফেলের ব্যারেলে তারার আলো ঝিকিয়ে উঠল। সামান্য ব্যাপার, খুঁটিয়ে না-দেখলে বোঝা যেত না। হোটেলের সামনে থেমেছে দু'জন লোক। মৃদু খসখসে শব্দ শুনে জন অনুমান করল একজন স্যাডল ছাড়ছে।

জনদের ঘোড়া তিনটা স্টেবলের পিছনের এক চিলতে ঘেসো জমিতে চরছে। পুরো শহর বা স্টেবল তালাশ না-করলে রহস্যময় দুই রাইডার ঘোড়াগুলোকে খুঁজে পাবে না।

গায়ে এতক্ষণ কম্বল ছিল জনের। ওটা না-সরিয়ে, অর্থাৎ দুই কাঁধের উপর জড়িয়ে রেখেই নিঃশব্দে উঠে বসল। হিমেল বাতাস ধেয়ে আসছে পাহাড় থেকে। গভীর রাত বলে ঠাণ্ডা বেড়ে গেছে বেশ। ডান হাতে পিস্তল, ব্যারেলটা উরুর উপর রাখা। কম্বলের নীচ দিয়ে অনায়াসে গুলি পাঠিয়ে দিতে পারবে জন। যদি দরকার হয়।

নুড়িপাথরের উপর দিয়ে পা ফেলবার মচমচ শব্দ হলো, একটু পর ফিরে এল লোকটা। ততক্ষণে অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে জনের, লোকটার কাঠামো মোটামুটি ঠাহর করতে সক্ষম হয়েছে। বিশালদেহী মানুষ, হেলে-দুলে হাঁটে।

‘মনে হয় না এখানে আছে,’ নিচু স্বরে, প্রায় ফিসফিস করে সঙ্গীর উদ্দেশ্যে বলল লোকটা, নীরব রাত বলে পঞ্চাশ গজ দূরে হলেও শুনতে পেল জন। ‘স্টলে বা আস্তাবলে অন্তত ঘোড়া নেই ওদের, এটা নিশ্চিত।’

ফের স্যাডলে চাপল লোকটা। তারপর দু'জনে মিলে রাস্তা ধরে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে চলে গেল। গ্রীনহর্নের শেষ বাড়ি পেরিয়ে গতি বাড়িয়ে দিল, দুলকি চালে ছুটল ঘোড়া দুটো। ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে এল খুরের শব্দ।

এদিকে জন ভাবছে লোক দুটো কোথেকে এল কিংবা এখন কোথায় বাকি রাতটা কাটাবে। গ্রীনহর্ন হোটেল বা আস্তাবলে যখন থাকেনি, নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট চেনা-জানা কোথাও চলে গেছে। জনদের নিশানা

খোঁজ করছে যখন, শুধু এতে নিরস্ত হবে না, বরং সকালে আবার বেরোবে। ওদের ট্রাক খুঁজে না-পেলে হয়তো কিছু সময়ের জন্য ক্ষান্ত হবে।

তবে অপেক্ষায় থাকবে।

আপদ চলে গেছে যখন, এ-নিয়ে দুশ্চিন্তা করে বিশ্রামের সময় হারাম করতে রাজি নয় বলে চোখ বুজল জন, লোক দুটোর চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে দিল। একটু পরই ঘুমিয়ে পড়ল। ফের যখন চোখ মেলে তাকাল, তখন ভোরের আকাশ ধীরে ধীরে ফর্সা হতে শুরু করেছে। এখনও আবহা অন্ধকার চারপাশে, দালান বা গাছ-গাছালির অবয়ব অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।

বেডরোল গুটিয়ে উঠে পড়ল জন। প্রথমে স্টেবলের পিছনের করালে চলে এল। ঘোড়া দুটোকে স্টলে ঢুকিয়ে দানাপানি দিল। মৃদু স্বরে কথা বলল, আদর করল ওদের। ঘোড়ার যত্ন-আত্তির শেষ হয়েছে, এসময় স্টেবলে ঢুকল জেফ।

‘চলো খেয়ে নিই,’ বলল সে। ‘ডিম ভাজার গন্ধে ঘুম ভাঙল। বারকীপ ব্যাটা জানে কীভাবে খদ্দেরদের খিদে চাপিয়ে তুলতে হয়!’

হাড় জিরজিরে এক রোয়ানের লাগাম হাতে স্টেবল থেকে বেরিয়ে এল টেঙি স্পুন্যার। ঘোড়ার মতো স্যাডলের অবস্থাও তথৈবচ। জীর্ণ, ক্ষয়ে গেছে স্থানে স্থানে। তবে ওটার বিশেষ দিক হচ্ছে জোড়া স্ক্যাবার্ড; এবং দুটো রাইফেলই রয়েছে স্পুন্যারের সঙ্গে।

চোখাচোখি হতে চওড়া হাসল জন। ‘টেঙি, রাতের অতিথির বোধহয় তোমার সঙ্গে বাতচিং করবার মূড ছিল না?’

‘তাতে আখেরে ওরই লাভ হয়েছে,’ স্মিত হাসল স্পুন্যার। ‘ব্যাটা আমাকে দেখতে পায়নি! অবশ্য পেলেও সমস্যা ছিল না। হাতে বাউই ছুরি তৈরি ছিল। সামান্য বেতাল করলে গলা কেটে দিতাম। রাতের ঘুম হারাম করা চোর-বাটপারদের দেখতে পারি

না দু'চোখে!'

‘ব্ল্যাকের চেলা?’ জানতে চাইল জেফ।

‘এ-ছাড়া আর কে চোরের মতো মাঝ রাত্রে উঁকি মারতে আসবে? কাকে যেন খুঁজছিল। রাস্তা ধরে দক্ষিণে চলে গেছে।’

জনদের ঘোড়ার পাশে রোয়ানের লাগাম বাঁধল স্পুনার। ‘এ এলাকায় নতুন তোমরা, সবকিছু নিশ্চয়ই চেনা নেই? ১৮৩০-এর বসন্তে প্রথম এসেছিলাম এখানে, তারপর কয়েকবার এসেছি।’ মাথা ঘুরিয়ে পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করল সে। ‘প্রতিবার উতেদের কাঁচকলা দেখিয়ে দু’তিন ঘোড়ার পিঠ বোঝাই ফার সংগ্রহ করে বেরিয়ে এসেছি।

‘আউটল কার্ক ব্রিজারের নাম শুনেছ না? দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল ওর। লুকিয়ে থাকবার প্রয়োজন হলে দলবল নিয়ে এখানে চলে আসত ও, দিন কয়েক কাটিয়ে চলে যেত অন্য কোথাও। কাকপক্ষীও ওদের উপস্থিতি টের পেত না। এমনকী ইণ্ডিয়ানরাও নয়।

‘একবার হলো কী, উতেদের তাড়া খেয়ে ছুটছি। প্রাণপণ লড়ে ক’টাকে ফেলে দিয়েছি, কিন্তু সংখ্যায় ওরা এত বেশি যে কুলিয়ে উঠতে পারছিলাম না। প্রাণ বাঁচাতে ছুটলাম। নদীর ধারে ক্যাম্প করেছিল ব্রিজার, ছুটে ওর ক্যাম্প দুকে পড়লাম। আমাকে ধাওয়া করে আসা উতেরা ওদের খবর জানবে কী, আশপাশে আমি ছাড়া কোন সাদা মানুষ আছে এটাই জানত না। পড়বি তো পড় একেবারে ব্রিজারদের তোপের মুখে! ঝটপট কয়েকটা পনির পিঠ খালি হয়ে যেতে হুঁশ হলো উতেদের, প্রাণ নিয়ে পালাল বাকিরা। তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, উতেরা লড়িয়ে হিসাবে অসাধারণ।’

রাস্তা ধরে হোটেলের দিকে এগোল সে। ‘যাক্গে, এত কথা বলবার কারণ হচ্ছে, কোন ট্রেইল ছাড়াই তোমাদেরকে ম্যাকক্লেরি র‍্যাঞ্জে নিয়ে যেতে পারব আমি।’

নিশানা

চমকপ্রদ খবর সন্দেহ নেই, তবে এ-নিয়ে আলোচনা করবার বা বিস্তারিত জানবার সুযোগ হলো না। হোটেলে পৌঁছে গেছে ওরা। ডাইনিংরুমে ওদের জন্য অপেক্ষায় ছিল জেনিফার। সতেজ একটা গোলাপ মনে হলো ওকে। লম্বা ঘুম দেওয়ায় ক্লান্তি ঘুচে গিয়ে ঝরঝরে দেখাচ্ছে, চোখ-মুখ উজ্জ্বল।

সবাই মিলে নাস্তা করল ওরা। রুটি, ডিম, বেকন এবং সেক্স সীম। কড়া কফি তো আছেই। জন ও জেফ ছয়টা করে ডিম সাবাড় করেছে, পেট পুরে বেকন গিলেছে। জেনিফার আর টেণ্ডি স্পুনার অবশ্য তিনটায় সন্তুষ্ট থেকেছে।

ঘণ্টাখানেক পর যাত্রা করল ওরা। খোলা জায়গা পেরিয়ে পাইনসারির দিকে এগোচ্ছে। পথ দেখাচ্ছে টেণ্ডি স্পুনার।

পাইনের ফাঁকফোকর গলে এগোল ওরা। দমকা বাতাস বয়ে যাচ্ছে মাঝে মধ্যে। পাইনের শাখা দুলছে, আর এমন শব্দ হচ্ছে যেন সাগর সৈকতে আছে ওরা। নির্দিষ্ট কোন ট্রেইল নেই, অন্তত জনরা দেখতে পাচ্ছে না। কীভাবে যেন পথের হৃদিশ বের করে ফেলছে টেণ্ডি স্পুনার। আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে, ক্ষীণ সন্দেহ বা দ্বিধাও দেখা যাচ্ছে না তার মধ্যে।

স্যাডলে বসেই ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল বুড়ো স্পুনার। ‘ল্যাস্কারদের কথা বলেছ না? হ্যানলনের গরুর পাল চুরি করেছে ওরা। আচ্ছা, কখনও কি সোনার ব্যাপারে আলাপ করেছে ওরা?’

‘আলাপ করবে, তাও সোনা নিয়ে?’ স্মিত হাসল জেফ। ‘নাহ্, আসলে কোন ধরনের আলাপই হয়নি আমাদের। তবে শুনেছি এক ল্যাস্কার বহু আগে সোনার খোঁজে পাহাড়ে গিয়েছিল। গুজব আছে সে নাকি সোনা খুঁজেও পেয়েছে।’

‘ল্যাস্কার?’ চিন্তিত শোনাৎ স্পুনারের কণ্ঠ, নিজের মনে নাড়া-চাড়া করছে নামটা। ‘আমার সময়ের বেশিরভাগ খ্যাত-কুখ্যাত মানুষকে চিনি, অন্তত জানি তাদের সম্পর্কে। উঁহ্, কোন ল্যাস্কার বা অমন কারও কথা মনে পড়ছে না।

‘কী জানো, এই এলাকায় হারিয়ে যাওয়া বহু খনি রয়েছে। গুজব অনুযায়ী মাটির নীচে অন্তত একশো খনি বা লুকিয়ে রাখা গুপ্তধন রয়েছে। কে জানে, আদপে এর কতটা সত্যি! ল্যাস্কারদের কথা তুললাম এ জন্য যে হয়তো সোনা বা গুপ্তধনই ওদের আসল টার্গেট।’

আঙুল তুলে পশ্চিম আর দক্ষিণের বিস্তীর্ণ পাহাড়ি অঞ্চল দেখাল সে। ‘সামনে স্পেনিশ পীক। চূড়াগুলো দেখো! ওর সংখ্যা যেমন, তেমনি এ ব্যাপারে গুজব বা কিংবদন্তীও রয়েছে বিস্তর। সত্য-মিথ্যা জানা যায়নি। একসময় ইণ্ডিয়ানরা মনে করত ওখানে বৃষ্টি ও সূর্য দেবতা থাকেন। আর ছিল অফুরন্ত সোনা। কেউ অবশ্য কখনও খুঁজে পেয়েছে বলে শুনিনি। তবুও যা রটে তার কিছু না কিছু তো বটেই।

‘উত্তরে মার্বেল মাউন্টেন। ওটার আরেক নাম ক্যাভের্না ডেল অরো। ওখানে নাকি আরও বেশি সোনা আছে। পাহাড়ি গুহায় সোনা থাকবে কী করে? জীবনেও এমন কিছু শুনিনি। শুধু একটা উপায় আছে: কেউ যদি লুকিয়ে রেখে থাকে। একসময় স্পেনিশদের রাজত্ব ছিল এখানে, সর্বত্র আনাগোনা ছিল ওদের; হয়তো তখন কেউ সোনা বা রত্ন লুকিয়ে রেখেছিল।

‘সামনের উপত্যকায় রাউডি নামে এক লোক থাকে,’ আঙুল তুলে দেখাল সে। ‘ছোটখাট একটা র‍্যাঞ্চ আছে ওর। নাম বাজার্ড রুস্ট র‍্যাঞ্চ। অঞ্চলের সঙ্গে নাড়ির যোগাযোগ আছে ওর। উতে বা কোমাঞ্চিদের সঙ্গেও খাতির রয়েছে। কোথায় কী আছে, ওর চেয়ে ভাল কেউ জানে না। এখানে সোনাই যদি থেকে থাকে, টিম রাউডি এতদিন পরও কেন উদ্ধার করেনি? বরং যদূর জানি সোনা খুঁজতে গিয়ে অযথা মূল্যবান সময় নষ্ট করেনি সে।’

মাইল খানেক যাওয়ার পর ঘোড়াকে জিরিয়ে নিতে দিতে অল্প সময়ের জন্য থামল ওরা। এখন ঢালু জমি ধরে উঠছে, তাই আয়াস লাগছে ঘোড়াগুলোর।

‘আমার তো মনে হয় তোমরা জানো না এমন গুরুত্বপূর্ণ কোন খবর জানে ল্যাস্কাররা,’ জনের পাশে চলে এল স্পুনার। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জেনিফারকে দেখল। ‘ম্যা’ম, একটা প্রশ্ন করি? দাদার মুখে কখনও এদিকে সোনা বা গুপ্তধন আছে এমন কোন গল্প শুনেছ?’

উত্তরে জেনিফার মাথা নাড়তে দুই ভাইয়ের দিকে ফিরল ঝানু ফারশিকারী। ‘কী মনে হয়, শুধু জেনিফার বা ওর ঘোড়ার লোভে এত ঝামেলা বা দুর্ভোগ সয়ে কয়েকশো মাইল পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছে ল্যাস্কাররা? শুধু এ কারণে খুন করেছে ম্যাকক্লেরিকে, না আরও বড় কোন চাওয়া ছিল তাদের?’ চট করে মেয়েটির দিকে ফিরল সে। ‘কিছু মনে কোরো না, ম্যা’ম, তোমাকে খাটো করতে কথাটা বলিনি। বরং বয়স কম হলে তোমার মতো সুন্দরী কোন মেয়ের জন্য খুনও করে ফেলতাম দু’একটা।’

‘আমি কিছু মনে করিনি,’ স্মিত হেসে বলল জেনিফার। ‘কিন্তু দাদার মুখে সোনা বা গুপ্তধনের কথা কখনও শুনিনি, অন্তত মনে করতে পারছি না।’

‘প্রশ্নটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো না, বরং সময় নিয়ে ভাবো। সবাই ঘোড়া ব্যবসায়ী ওরা। ব্যবসার খাতিরে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। ওদের সম্পর্কে জানি আমি, কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয়ও আছে। সাধারণত পরিবারের মধ্যে একাটা থাকে ওরা, নিয়মিত যোগাযোগ বা যাতায়াত রাখে। ম্যাকক্লেরি কেন সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে এখানে থিতু হয়েছে? জন, ব্যাপারটাকে সাদা চোখে দেখো, কিন্তু তারপরও একটু কি অস্বাভাবিক লাগছে না? গোপন কোন ব্যাপার জানে না তো ম্যাকক্লেরি? এমনও হতে পারে ব্যবসা করতে গিয়ে, নানা জায়গায় ঘুরে-ফিরে এমন কিছু সে জেনেছে যা অন্যদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চায়।’

টেঙি স্পুনার যতই বলছে জনের কাছে ব্যাপারটা ততই বাস্তব বা বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে। একেবারে অসম্ভব নয়। যুক্তি আছে

বুড়োর কথায় ।

লেঙ্গ ম্যাকক্লেরিকে কেন খুন করল ব্ল্যাক? শুধুই জেনিফারকে চলে যেতে দিয়েছে বলে—এটা কোনভাবে মেনে নেওয়া যায় না । বুড়ো নিশ্চয়ই চড়াও হয়নি ল্যাস্কারদের উপর, দেড় ডজন লোকের সঙ্গে লাগতে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না । সেক্ষেত্রে কেন খুন হলো ম্যাকক্লেরি? তার কাছ থেকে কিছু জানতে চেয়েছিল ল্যাস্কাররা?

ব্ল্যাক কি সামান্য কারণে এত দুর্ভোগ সহিছে বা দলবল নিয়ে চলে এসেছে? ঝামেলাও পাকাচ্ছে সামনে, কিছুতেই যেন পরোয়া নেই—খুন, গরু চুরি, অন্যের র‍্যাঞ্জে অনুপ্রবেশ । সব নির্বিচারে করে যাচ্ছে । কেন? কীসের প্রত্যাশায়? শুধুই কি একটা মেয়ে বা চমৎকার কয়েকটা ঘোড়ার জন্য? উঁহু, ঠিক মিলছে না । ব্ল্যাক ল্যাস্কারের মতো ধুরন্ধর ও বেপরোয়া লোক কোন মেয়ের জন্য অস্থির হতে পারে, কিন্তু সেজন্য কয়েকশো মাইল পাড়ি দেবে না । বিশেষ করে দলবল নিয়ে । সঙ্গীদের সামনে কীসের মূলো ঝুলিয়ে রেখেছে সে?

এসবের পিছনে গূঢ় কোন কারণ বা গভীর উদ্দেশ্য থাকতে পারে । একটু আগেও ব্যাপারটা পাত্তা দিত না জন, কিন্তু টেঙি স্পুনারের কথা শুনবার পর এখন আর বাতিল করে দিতে নারাজ ।

সম্ভব । হয়তো ব্যবসার কাজে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর সময় জেনিফারের বাবা কোন মানচিত্র বা গুপ্তধনের হদিশ জেনে গেছে । এমন কারও কাছ থেকে যে নিজেই বোধহয় এসবের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না । হতে পারে ছেলের কাছ থেকে তার কিছুটা জেনেছে লেঙ্গ ম্যাকক্লেরি, আর তা জানতেই তাকে চেপে ধরেছিল ব্ল্যাকরা?

টেঙি স্পুনার বিস্তর চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে ওকে, উত্তেজিত মনে ভাবল জন । ভিন্ন চোখে এখন বিচার করতে হচ্ছে পরিস্থিতি আর পুরো ব্যাপারটা ।

নিশানা

‘ব্যাপারটা মাথায় রেখো,’ জেনিফারকে অনুরোধ করল বুড়ো।
‘কে জানে, সকাল হলে হয়তো কিছু একটা মনে পড়েও যেতে পারে।’

পশ্চিমে আসা বহু মানুষ পরে পুবে ফিরে গেছে। কেউ বিয়ে করতে, কেউ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ জীবন পছন্দ বলে, চায়নি দুর্ধর্ষ ইণ্ডিয়ানদের হাতে বেঘোরে মারা পড়ুক। এদের কেউ হয়তো সোনা বা গুপ্তধন সম্পর্কে জানত এবং দুর্বল কোন মুহূর্তে বলে ফেলেছে, কিংবা মৃত্যুর সময় অন্যদের জানিয়েছে বা পশ্চিমে থাকা স্বজনের কাছে ম্যাপ বা অমন কিছু পাঠিয়েছে।

‘অনেক ভাবে খবরটা ম্যাকক্লেরির কাছে আসতে পারে। সেটা যেভাবে হোক তা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং ম্যাকক্লেরি জানে কি-না বা কতটুকু জানে—সেটাই আসল ব্যাপার।’

প্রাচীন ইণ্ডিয়ান ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে ওরা, ক্রমে উঁচু জমিতে উঠে যাচ্ছে। আশপাশে বিভিন্ন উচ্চতার অগুনতি পাহাড়। কোনটা ন্যাড়া, কোনটার চূড়া সমতল মেসা তৈরি করেছে। পাহাড়ি ঢালে সবুজ বনানী। উইলো, স্প্রুস, অ্যাসপেন আর এল্ডারের ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে লতা ও গুল্ম জাতীয় গাছ বেড়ে উঠেছে। তলায় শুষ্ক লতা-পাতা ছাড়াও নুড়িপাথর পড়ে আছে। পথ চলতে গেলে শব্দ হয়, ব্যাপারটা সারাক্ষণ ওদের দৃষ্টিভ্রমের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনের আশঙ্কা ধারে-কাছে কেউ থাকলে নির্ঘাত ওদের উপস্থিতি প্রকাশ পেয়ে যাবে। তবে পুরোপুরি পাহাড়ি ও নির্জন এলাকা বলে রক্ষা। মানুষ দূরে থাক, মানুষের উপস্থিতির কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত চোখে পড়েনি।

সুনসান নীরবতা প্রকৃতিতে। স্যাডলের খসখস বা খুরের চাপা শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। প্রায়ই বুনো জন্তু বা পাখি চোখে পড়ছে। হটহাট করে ছুটে যাচ্ছে, কোন কোনটা দূর থেকে উৎসুক চাহনিতে দেখছে ওদের। বোঝা যায় এখানে লোকজন আসে না তেমন, তাই ওদের উপস্থিতি তেমন আমল দিচ্ছে না।

একটু পর সামনে কিছু দূরে বিস্তীর্ণ একটা উপত্যকা দেখতে পেল ওরা। মাঝখানে নিচু পাহাড়সারি। থেমে আঙুল তুলে দেখাল টেঙি স্পুনার।

‘উপত্যকার শুরুতে রাউডির ট্রেডিং পোস্ট,’ জানাল স্পুনার। ‘ওটার নাম বাজার্ড’স রুস্ট। আর এদিকে, পাহাড়ের আড়ালে, আমাদের কাছাকাছি বেডিটো নামে ছোট্ট একটা শহর আছে।’

চারপাশ খুঁটিয়ে দেখছে জন। এটাই ওর অভ্যাস। পুরো লে-আউটে চোখ বুলানোর আগে দেখে নেয় সম্ভাব্য বিপদ কোন্ স্থান থেকে আসতে পারে, কোন জায়গাটা অ্যাম্বুশের জন্য আদর্শ এবং এ-মুহূর্তে, আদৌ কেউ লুকিয়ে আছে কি-না। সবসময় যে সঠিক পূর্বানুমান করা সম্ভব হয় তা নয়, কিন্তু এটাই ওর নিজস্ব নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের চাবিকাঠি, সতর্কতার প্রথম ধাপ এবং বহুবার শ্রেফ এ কারণে সমূহ বিপদ উতরে যেতে সক্ষম হয়েছে।

এখনও প্রায় মাইল খানেক দূরে রয়েছে উপত্যকাটা। বিস্তীর্ণ জমিতে সবুজ ঘাস বাতাসে দুলছে, এতদূর থেকে ঘাসের দুলুনি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মাটির বুকে সবুজের কাঁপন বা ঢেউ দেখে অনুমান করা যাচ্ছে আসলে ব্যাপারটা কী। নিঃসন্দেহে খুব সুন্দর জায়গা। যে-ই ওখানকার মালিক, এমনকী যারা থাকে তারাও, দারুণ সৌভাগ্যবান মানুষ, ভাবল জন। ঘুম থেকে উঠে চোখ মেলে তাকালেই অপূর্ব সুন্দর প্রকৃতি চোখে পড়ে—নেহাত কাটখোটা মানুষ ছাড়া কারও পক্ষে এমন সৌন্দর্য অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।

‘উপত্যকায় গেলেই বুঝতে পারবে ঘোড়ার ব্যাপারেও বিপ্লব ঘটানো সম্ভব,’ যোগ করল সে। ‘অসাধারণ ও চৌকস সব ঘোড়া দেখতে পাবে। দলে দলে পুরো উপত্যকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।’

‘ম্যাকক্লেরির?’

‘ম্যাকক্লেরি আর রাউডির। একান্ন সালে মিসৌরি থেকে ত্রিশ-চল্লিশটা উন্নত জাতের গেল্ডিং এখানে নিয়ে এসেছিল ম্যাকক্লেরি, নিশানা

সঙ্গে একটা রেসারও ছিল। এদিকে উত্তরে আইডাহোর নের্থ পার্সে থেকে আনে প্রায় দু'শো অ্যাপালুসা। তিন জাতের ঘোড়ার মধ্যে সংকর ঘটিয়ে অনেক চৌকস ঘোড়ার জন্ম দিয়েছে ওরা।'

'হ্যাঁ, বাবা আর দাদা মিলে ঘোড়াগুলো আনিয়েছিল,' উৎফুল্ল স্বরে জানাল জেনিফার।

মেয়েটির দিকে ফিরল জন। 'একান্ন সালে তোমার বাবা তা হলে মিসৌরিতে ছিল? সম্ভবত তখনই টিম রাউডির সঙ্গে রফা বা চুক্তি হয় তোমার বাবা কিংবা কোন নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে। তারপর দু'জনেই এক্সানে এসে থিতু হয় ওরা।'

সন্দিগ্ধ দেখাল জেনিফারকে। 'ঠিক বলতে পারব না, আমি তখন খুব ছোট। এটুকু মনে আছে একান্ন সালে বা পরের বছরও মিসৌরি ছিলাম। জানোই তো, বেশিদিন এক জায়গায় ব্যবসা করে না আমাদের কেউ, সবসময় চলবার মধ্যে থাকে। পাঁচ-ছয় বছর বয়সী একটা মেয়ে বড়দের ব্যবসার কী আর বুঝবে! তেমন কিছু মনেও নেই।'

'ম্যাকক্লেরি আর রাউডির মধ্যে গোপন একটা ব্যাপার আছে অবশ্যই!' আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে ঘোষণা করল টেঙি স্পুনার, কিন্তু আর কোন ব্যাখ্যায় গেল না। 'অনেকদিন ধরে পাশাপাশি আছে ওরা। রাউডি শুধু ম্যাকক্লেরির পার্টনার নয়, অকৃত্রিম বন্ধুও।'

বন্ধু বা প্রতিবেশী বলেই রাউডি ও ম্যাকক্লেরির মধ্যে কোন গোপন ব্যাপার প্রমাণ হয় না। স্পুনার যেহেতু নিজ থেকে আর কিছু বলতে অনিচ্ছুক, জনও তাকে ঘাঁটাতে চায় না। সময় হলে নিজেই জানাবে।

তবে এটা ঠিক পরিস্থিতি এখন ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছে। টেযওয়েল থেকে জেনিফারকে নিয়ে যাত্রা করবার সময় জনদের দায়িত্ব ছিল ল্যান্সারদের এড়িয়ে বা বাধা পেরিয়ে মেয়েটাকে ওর বাবার কাছে পৌঁছে দেওয়া। পথে পিটার হ্যানলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল ওরা, চুরি করা গরু উদ্ধার করেছে, জেনিফারের

বোধোদয়েও সহায়তা করেছে। প্রারম্ভিক পরিস্থিতি অনুযায়ী এখন আর জনদের বাড়তি কোন ঝামেলায় পড়বার কথা নয়, অথচ তাই ঘটেছে। গন্ধ শুঁকে শুঁকে এখানে হাজির হয়ে গেছে ল্যাস্কাররা, এবং জনদের আগেই। সোনা খুঁজে পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর ওরা। বহু পথ পাড়ি দিয়ে এতদূর কিংবা বৈরী পশ্চিমে আসবার যৌক্তিক কারণ বটে!

টেনেসিতে যতই দাপট থাকুক, এখানে ল্যাস্কারদের পাত্তা দেবে না কেউ এবং সেটা চিন্তা করেই দলে ভারী হয়ে এসেছে ব্ল্যাক ল্যাস্কার, ভাই-বেরাদারদের নিয়ে এসেছে। তবে যেমন ধাত ওদের, নির্দিধায় এখানেও গায়ের জোর দেখাবে, যদিও শেষপর্যন্ত হয়তো তা মেনে নেবে না স্থানীয় লোকজন। একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত নীরব থাকবে বা সহ্য করবে, কিন্তু তারপর প্রতিরোধ করবে ল্যাস্কারদের।

ইতোমধ্যে ম্যাকক্লেরি র‍্যাঞ্জে গিয়ে উঠেছে ওরা। জেনিফারের বাবাকে হয়তো কজাও করে ফেলেছে। জনদের জমকাল অভ্যর্থনা দিতে অপেক্ষায় রয়েছে।

পরিস্থিতিতে সংঘর্ষ আর খুনোখুনির নিশ্চিত আভাস। পিস্তল ও বুদ্ধির জোরে ল্যাস্কারদের সরাতে হবে এখান থেকে, বুঝতে পারছে জন।

কিন্তু আদৌ কি সোনা বা গুপ্তধন রয়েছে এখানে? কেন খুন হলো লেস ম্যাকক্লেরি? মূল্যবান কোন তথ্য জানত? আসল খবর যার জানা, অর্থাৎ হ্যাল ম্যাকক্লেরির প্রতিই বা এত আগ্রহ কেন ল্যাস্কারদের? সুন্দরী একটা মেয়ে বা ছয়টা চমৎকার ঘোড়ার জন্য এত দুর্ভোগ সওয়ার যৌক্তিকতা আদপে নেই, এমনকী ল্যাস্কারদের মতো বেপরোয়া ও ধুরন্ধর পরিবারেও মানায় না। বরং জনের কাছে ব্যাপারটা সুপরিকল্পিত ও দুরভিসন্ধিমূলক ঠেকেছে এখন। জেনিফারই সারা দেশে একমাত্র সুন্দরী মেয়ে নয়, আরও বহু মেয়েরই এরচেয়ে বেশি সম্পত্তি আছে। তাদের প্রতি নিশানা

আগ্রহ বোধ করেন ল্যাস্কার, অন্তত এত নয় যে কয়েকশো মাইল পাড়ি দেবে দলবল নিয়ে, আসবার পথে নির্বিচারে খুন-জখম বা গরুচুরি চালিয়ে যাবে।

এমন হতে পারে না, চিন্তার পরিধিকে বিস্তৃত করল জন, হুট করে নয়, বরং পরিকল্পনামাফিক জেনিফারের সঙ্গে ল্যাস্কারের পরিচয় বা সখ্যতা ঘটেছে? হ্যাস ম্যাকক্লেরি গুপ্তধনের খবর জানে আর সেটা হাত করবার উদ্দেশে তার মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক করেছে ব্ল্যাক?—এভাবে ভাবলে অনেক কিছু খাপে-খাপে মিলে যায়, স্পষ্ট বোঝা যায় ব্ল্যাকদের ধাক্কা বা আসল উদ্দেশ্য।

ব্যাপারটা অসম্ভব নয় বলে মনে করে জন। স্পুনার বলেছে বহু আগে এক ল্যাস্কার এদিকে সোনার খোঁজে এসেছিল। স্পষ্টত সে ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু স্বজনদের কাছে ফিরে গিয়ে এটুকু বলতে পেরেছিল যে হ্যাস ম্যাকক্লেরি বা তার বাবা লেন্স ম্যাকক্লেরি সব সোনা কিংবা গুপ্তধনের হিঁদিশ জানে। সেটা কোনভাবে ব্ল্যাকের কানে আসে এবং টেবুয়েলে লেন্স ম্যাকক্লেরি ও জেনিফারকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে খাতির জমায় সে। পরিকল্পনা করে এখানে আসবার।

উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা বলে সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দিতে পারছে না জন। কেউ শুনলে হয়তো হাসবে, কিন্তু ওর ধারণা অন্তত সত্যের কাছাকাছি চলে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, শুধু এভাবেই ব্ল্যাকদের প্রতিটি পদক্ষেপ ও তৎপরতার যৌক্তিক বা বাস্তব ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। তা ছাড়া, আগে থেকে পরিকল্পনা না-করলে কেন ম্যাকক্লেরি র‍্যাঞ্জে লোক পাঠাবে ব্ল্যাক? গ্রীনহর্ন ইন্ হোটেলের বারকীপ জানিয়েছে বেশ কিছুদিন আগে থেকে শহরে তেমন আসা-যাওয়া করছে না হ্যাস ম্যাকক্লেরি, কাউকে র‍্যাঞ্জে ঢুকতে দেয় না এবং কয়েকদিন আগে সব ত্রুকে বিদায় করে দিয়েছে।

কোন কারণে সে বাধ্য হয়েছে নিজেকে গুটিয়ে নিতে। এর তাৎপর্য একটাই: ইদানীং নয়, বরং বহুদিন আগেই হ্যাস

ম্যাকক্লেরির উপর নজর পড়েছে ব্ল্যাকের এবং সে-অনুযায়ী আগেই এখানে নিজের লোক পাঠিয়ে দিয়েছে সে এবং এক অর্থে ম্যাকক্লেরির র‍্যাঞ্চ দখল করে ফেলেছে। সম্ভবত এখনও চাপের মুখে গুপ্তধনের কথা বলে দেয়নি জেনিফারের বাবা, আদৌ যদি কোন গুপ্তধনের কথা তার জানা থাকে।

ম্যাকক্লেরি র‍্যাঞ্চে এখনও যায়নি জন, কিন্তু ওখানে গেলে কী দেখতে পাবে মোটামুটি অনুমান করতে পারছে। ব্ল্যাকের দোস্ত বা অনুচররা বোধহয় নজরবন্দি করেছে জেনিফারের বাবাকে।

পরিস্থিতি ভয়াবহ! ম্যাকক্লেরি র‍্যাঞ্চে শুধু উপস্থিত হলে হবে না, বরং সেটা শত্রুমুক্ত করতে হবে ওদের, জেনিফারের বাবাকে উদ্ধার করতে হবে। কঠিন কাজ। বিশেষ করে শত্রুপক্ষ যেহেতু দলে ভারী, তৈরি আছে ওদের অপেক্ষায়, এবং র‍্যাঞ্চে ভিতরকার পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেই জনদের। কীসে গিয়ে পড়বে আগে জানা দরকার, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিকালে বনের কাছে ক্যাম্প করল ওরা। চাইলে উপত্যকায় চলে যেতে পারত, কিন্তু তাড়াহুড়োর পক্ষপাতী নয় জন। আগে পরিস্থিতি বুঝে নিক।

সময় আছে বলে শিকারে বেরোল স্পুনার। মাঝারি সাইজের একটা হরিণ নিয়ে ফিরে এল সে ঘণ্টাখানেক পর। হরিণের সুস্বাদু মাংসের কারণে ভূরিভোজ হলো বলা চলে। নির্জন অপূর্ব সুন্দর উপত্যকার শান্ত পরিবেশ, পাইনের সুস্রাণ আর ভরপেট খাওয়ার আলসেমি...সব মিলিয়ে আগুনের পাশে একটু বেশি সময় থাকল ওরা। ক্লান্তি থাকলেও শুয়ে পড়বার আগ্রহ দেখা গেল না কারও মধ্যে, বরং বেশ রাত পর্যন্ত গল্প করল এটা-সেটা নিয়ে।

গান-বাজনাও হলো। জেফের গলা বেশ। আর জেনিফার রীতিমত মুগ্ধ করল সবাইকে। পশ্চিমে জন্ম হলেও গানের প্রতি আইরিশদের ঐতিহ্য ও ভালবাসা ঠিকই বুকে লালন করছে মেয়েটা।

রাতটা বহুদিন মনে থাকবে জনের। অপূর্ব ভাললাগায় আচ্ছন্ন থাকল সারাক্ষণ। বিপদের নৈকট্য নেই, পুরোপুরি নির্ভার ও সম্ভ্রষ্ট মনে হচ্ছে নিজেকে। আকাশে হাজারো তারা যেন একটু বেশি ঔজ্জ্বল্য ছড়াচ্ছে আজ। এমন নয় যে আয়েশে গা-ছাড়া ভাব চলে এসেছে ওদের মধ্যে, বরং গান-বাজনা বা গল্প চলাকালীন কেউ না কেউ ঠিকই আগুনের কাছ থেকে সরে গিয়ে আশপাশে নজর চালিয়েছে, সতর্ক পাহারা দিয়েছে, অস্বাভাবিক শব্দ শুনবার আশায় থেকেছে।

ঠিক করেছে আগামীকাল উপত্যকায় যাবে। টিম রাউডির সঙ্গে কথা বলবে। রাউডির সঙ্গে খাতির আছে স্পুনারের, আশা করা যায় তার কাছ থেকে সহযোগিতা পাবে। ম্যাকক্লেরির প্রতিবেশী ও বন্ধু বলে জেনিফারের বাবা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য খবর বোধহয় একমাত্র তার কাছ থেকে পাওয়া যাবে। জানা যাবে ম্যাকক্লেরির রহস্যময় নিভৃতচারণের কারণ।

তবে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না জন। সবসময় বিকল্প মাথায় রাখে ও, কিন্তু এখানে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে। এলাকা সম্পর্কে যেহেতু ধারণা নেই, মানুষগুলোকেও চেনে না, তাই একরকম নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে। টেডি স্পুনারই আপাতত ওদের নেতা। অন্তত ম্যাকক্লেরি র্যাঞ্চে পা রাখা পর্যন্ত।

রাতটা যতই উপভোগ করুক, চাপা উদ্বেগ আর অস্বস্তি ঠিকই রয়ে গেছে জনের মধ্যে। এবার ল্যান্সারদের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে সেটা ভয়াবহ আকার নেবে, কারণ পরিকল্পনার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে ব্ল্যাক্‌ব্রা, এখন আর কোন কিছুর পরোয়া করবে না, কোন বাধাই মানবে না। নিষ্ঠুরের মতো সব উপড়ে ফেলবে। জনদের সঙ্গে যেহেতু পুরানো শত্রুতা, বিশেষ খাতির করবে ওদের। বার কয়েক মার খেয়েছে বা হার মানতে হয়েছে, এবার সুদাসলে সব পুষিয়ে নিতে চাইবে। সমস্যার কথা হচ্ছে জনরা সংখ্যায় নেহাত

কম, তায় কারও কাছ থেকে সাহায্য পাবে না।

পশ্চিমে আবছাভাবে চোখে পড়া পাহাড়সারি দেখাল টেণ্ডি স্পুনার, রাত জাগবার নেশায় পেয়েছে তাকে, অনর্গল পুরানো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করছে। 'জ্যাক আর আমি একবার ওদিকে ক্যাম্প করেছিলাম। উতেদের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল, কিন্তু ওদের ঘোল খাইয়ে ঠিকই সরে গেলাম নিরাপদ জায়গায়। রাইফেলে জ্যাকের কারিশমা যদি দেখতে! চারশো ফুট দূর থেকে নির্ভুল নিশানায় দুটো ইণ্ডিয়ানকে ফেলে দিয়েছিল, তাও ওরা পনির পিঠে ছুটে আসছিল। জীবনে কখনও ওকে গুলি অপচয় করতে দেখিনি! অথচ অস্ত্র ব্যবহার করত নিতান্ত অনীহার সঙ্গে, যেন হেলাফেলা করবার জিনিস। আসলে ওর স্বভাবই এমন, কোন কিছুতে গ্রাহ্য নেই। কিন্তু বিপদে বা প্রয়োজনের সময় ওর চেয়ে নির্ভরযোগ্য লোক তুমি আর পাবে না।

'ওসমানরা তোমাদের মামাতো ভাই? ওরিন আর টেলের যা খ্যাতি! তবে অ্যানজেলই বোধহয় ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। শত্রুর জন্য সামান্য দয়া-মায়াও থাকে না ওর মধ্যে। একেবারে নির্বংশ করে ছাড়ে। ওরিন বা অন্যরা প্রয়োজন ছাড়া গুলি করবে না। ধরো, ডুয়েলে একজনকে একেজো করে দিল। আর গুলি না-করলেও চলে, কিন্তু অ্যানজেল ওসবে আমল দেয় না। ওর কাছে মাঝামাঝি কোন পথ নেই। শত্রুর শেষ দেখে ছাড়ে। ন্যায়ের পক্ষে এত নির্ভর ল-ম্যান আজ পর্যন্ত আমি আর দেখিনি। নিখুঁত ওর কাজ—প্রতিটি পদক্ষেপ পূর্বপরিকল্পিত, আগে থেকে খুঁটিনাটি সবকিছু ভেবে নেয়, শত্রুকে নিয়ে রীতিমত গবেষণা করে। শেষে, নিজের কর্মপন্থা বা কর্তব্য স্থির করবার পর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

'তাবৎ বেয়াড়া ও দুর্ধর্ষ আউটল সমঝে চলে ওকে। লুকহিল শহরে মাত্র দুটো বছর ছিল অ্যানজেল। প্রথম দুই মাসে নামকরা সাতজন বন্দুকবাজ আর কুখ্যাত আট আউটল মারা পড়ে ওর হাতে। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আউটলরা তিনজন বাউন্টি হান্টার

পাঠিয়েছিল, কিন্তু কীভাবে যেন ওদের খবর ঠিকই পেয়ে গিয়েছিল অ্যানজেল। তিনজনই লুকহিলে গিয়ে বেঘোরে মারা পড়েছে। এরপর বলতে গেলে কেউ আর ওকে ঘাঁটানোর সাহসই পায়নি, রাজ্যের সব বেপরোয়া আউটলও লুকহিল থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকত। আর অ্যানজেলের নাম হয়ে যায় খুনে মার্শাল।’

আত্মীয়তার কারণে মোটামুটি সব ওসমানকে চেনে জন, বিশেষ করে মামাতো ভাইদের—ওরিন, অ্যানজেল, টিরেল, টেল, বব...। ন্যায়ের পক্ষে এদের দৃঢ় অবস্থান সারা পশ্চিমে বিখ্যাত হয়ে গেছে। এমনকী আউটল হিসাবে খ্যাত নোয়েল ওসমানও কিছু নীতি কঠোরভাবে পালন করে।

ওসমান মানেই দুর্ধর্ষ বন্দুকবাজ—কথাটা সর্বজনস্বীকৃত। সত্য, ন্যায় ও আইনের প্রতিষ্ঠায় পশ্চিমে আর কোন পরিবার বোধহয় এত সক্রিয় নয়। যেখানেই অন্যায় দেখে দাঁড়িয়ে যায় ওরা। কড়া জবাব দেয়। খ্যাতির জন্য মুখিয়ে থাকে না, অথচ খ্যাতি ঠিকই ওদের পিছু ধাওয়া করে। এমন নয় যে ওসমানরা কলহপ্রিয় বা ঝামেলাবাজ, বরং শান্তিপ্রিয় মানুষ হিসাবে সুনাম আছে ওদের; কিন্তু যখনই কোথাও অন্যায় বা ঝামেলা হয়েছে, যখন নিজেরা আক্রান্ত হয়, ঠিকই রুখে দাঁড়ায়। এমনকী একাধিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একাকী হলেও। এটাই ওসমানদের অসাধারণ বিশেষত্ব। দুনিয়ার বুকে কাউকে ভয় পায় না ওরা, কাউকে পরোয়া করে না।

ক্যালকিনরাও প্রায় একই ধাতে গড়া। সৎ, নির্ভীক, সহিষ্ণু ও আপসহীন অথচ নির্বিরোধী মানুষ হিসাবে সুনাম অর্জন করেছে। অসামান্য নেতৃত্বগুণ রয়েছে ওদের, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অবিচল থাকতে জানে, নির্ভরযোগ্য ও সুবিবেচক এবং সর্বোপরি, সবাই কম-বেশি অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ও জ্ঞানপিপাসু।

কিন্তু ওসমানদের মতো ওদেরও বন্দুকবাজ হিসাবে খ্যাতি হয়ে গেছে। চায় বা না-চায়, বৈরী পশ্চিমে টিকে থাকবার জন্য

যোগ্য মানুষের প্রাপ্তি বোধহয় এটাই। অথচ বেশিরভাগ সময় পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়ে বা আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধরতে হয় ওদের।

তবে সময়ের পরিবর্তনের ছোঁয়ায় ওদের মানসিকতাও বদলে যাচ্ছে। জেফ যেমন, পড়াশোনা করে ল-ইয়ার হতে চায়। হয়তো ইউরোপ যাবে সে। ছোট ভাই জো শুধু র‍্যাঞ্চিং-এ আগ্রহী। কিন্তু জন ব্যতিক্রম। ভবিষ্যৎ নিয়ে নির্দিষ্ট ভাবনা নেই ওর, পরিকল্পনা নেই। বরং প্রকৃতির টানে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে-ওখানে। অচেনা পাহাড়, বর্না, তৃণভূমি আর অব্যবহৃত ট্রেইল ওকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে। এরই মাঝে ইচ্ছে না-থাকলেও জড়িয়ে যায় সংঘাতে।

জন জানে এতে ঝুঁকি রয়েছে, কারণ সংঘাতময় জীবনের শেষ প্রান্তে দুটো জিনিস অপেক্ষা করে—ট্রেইলের ধারে লাশ হয়ে পড়ে থাকা কিংবা বুটহিলে চিরনিদ্রা।

দশ

টিম রাউডি মানুষটা পছন্দ হওয়ার মতো। নির্ভরযোগ্য, আস্থা রাখা যায় তার উপর। পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই বয়স। সুঠামদেহী। গৃহযুদ্ধে তো লড়েছেই, এ ছাড়াও তার জীবনের অসংখ্য লড়াইয়ের সাক্ষ্য দেয় মুখে গভীর কয়েকটা দাগ। মুখের আদল একটু কঠিন প্রকৃতির, রাশভারী বলে মনে হয়। অন্তর্ভেদী, তীক্ষ্ণ চাহনি চোখে। কিন্তু মানুষটার অন্তর খাঁটি সোনার তৈরি।

বেশিরভাগ ভাগ্যান্বেষী মানুষের মতো জীবনে নানা পেশায় ছিল টিম রাউডি। পাঞ্চগর থেকে শুরু করে এক শহরের খণ্ডকালীন ল-ম্যানও ছিল কিছুদিন; মোষ ও ফার শিকার করেছে, রেল শ্রমিক ও শটগান গার্ড হিসাবে কাজ করেছে। কোন কোন সময়ে ফেরিতে ত্রু হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছে।

ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেলওয়ে কোম্পানির প্রতিনিধি হিসাবে এ এলাকায় আগমন রাউডির। প্রাচীন উতে ট্রেইল ধরে সমীক্ষা চালায় সে—কাজটা একাই করেছে—সুপারিশ করেছে ঠিক কীভাবে তৈরি হবে রেল লাইন। সবশেষে নিজেই খুঁটি ও লাইন স্থাপনের কাজ তদারক করেছে। ইউনিয়ন প্যাসিফিকের সঙ্গে চুক্তি হওয়ার পরপরই এখানে, উপত্যকায় আস্তানা গাড়ে রাউডি। ট্রেডিং পোস্ট চালু করে।

সেই যে এসেছে তেরো বছর আগে, আর ফিরে যায়নি টিম রাউডি। ধনী হওয়ার জন্য পশ্চিমে আসে মানুষ, ভাগ্য গড়ে নিয়ে আবার চলেও যায়। কিন্তু রাউডি ওই দলে পড়ে না। কিছু নিতে নয়, বরং কিছু দিতেই পশ্চিমে এসেছে সে। রেললাইন তৈরিতে তার অভূতপূর্ব ভূমিকা শ্রদ্ধার চোখে দেখে মানুষ। সেটা যথার্থই। উন্নত জাতের গরু আর ঘোড়া এনে সঙ্করায়নের মাধ্যমে উৎকর্ষ সাধন করেছে সে, কয়েক কাউন্টিতেও রাউডির চেয়ে সেরা গরু বা ঘোড়া কোথাও দেখা যায় না। ট্রেডিং পোস্টকে ঘিরে শহর গড়ে উঠেছে। শহরের নাম ম্যালাকাইট।

ট্রেডিং পোস্টের সামনে যখন পৌঁছল জনরা, অভ্যর্থনা জানাতে ভিতর থেকে বেরিয়ে পোর্চে চলে এল টিম রাউডি, সতর্ক ও তীক্ষ্ণ চোখে একবার দেখে নিল সবাইকে। এক নজর দেখে তার সম্পর্কে ধারণা পেয়ে গেল জন। সাচ্চা মানুষ। ল্যান্সারদের তুলনায় ফেরেশতা। এই লোকের কথার ওজন আছে।

‘মি. রাউডি?’ সরাসরি তার চোখে চোখ রাখল জন। ‘আমার নাম জন ক্যালকিন। ও হচ্ছে আমার ভাই জেফ। বয়স্ক ভদ্রলোক

আমাদের বন্ধু টেণ্ডি স্পুনার, ওর সঙ্গে বোধহয় পরিচয় আছে তোমার। আর এই তরুণী হচ্ছে জেনিফার ম্যাকক্লেরি।’

কাউকে এভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সঠিক রীতি নয় এটা, কিন্তু জন ঝামেলায় যায়নি। ওর মনে হচ্ছে সবার আগে পরিচয় জানিয়ে দেওয়া উচিত, দেরি না-করাই ভাল। প্রচুর লোক আসে এখানে—ভাল-মন্দ দু’ধরনেরই—সেক্ষেত্রে টিম রাউডি যদি সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠে, মোটেও দোষ দেওয়া যাবে না তাকে। খুব একটা বন্ধুত্বপূর্ণ চাহনি বলা যাবে না রাউডির দৃষ্টিকে। এখানে এটাই স্বাভাবিক। বিচ্ছিন্ন জায়গায় ট্রেডিং পোস্ট চালায় সে, বহু আউটল ভিড় করে। প্রথম পরিচয়ে কাউকে বিশ্বাস করলে ঠকতে হয়।

জনকে পাত্তা দিল না সে, কথাটা যেন শুনতেই পায়নি, প্রথমে জেনিফারের দিকে তাকাল, নিস্পৃহ মুখেই জানতে চাইল: ‘কেমন আছ, জেনি? হ্যাসের মুখে তোমার আসবার কথা শুনেছি। অনেক গল্প করল।’

‘বাবা কেমন আছেন?’ উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল জেনিফার। ‘হয়েছে কী...অনেকদিন ধরে ওঁর কোন খবর পাইনি, আর ওই লোকগুলো...’

‘শেষ যখন দেখা হয়েছিল, ভালই ছিল সে। সেটা অবশ্য মাস খানেক আগের কথা,’ জেনিফারকে থামিয়ে দিয়ে বলল রাউডি। ‘আরে, নামছ না কেন? আমার বউ তো তোমার সঙ্গে কথা বলতে মুখিয়ে আছে! বুঝতেই পারছ, এখানে কেমন নিঃসঙ্গ লাগে ওর। কোন মেয়েকে দেখলে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো খুশি হয়। তোমরাও এসো, কফি খেতে খেতে গল্প করব।’

স্যাডল ছেড়ে ভিতরে চলে গেল অন্যরা, ঘোড়া নিয়ে জন আস্তাবলে গেল।

মিনিট দুয়েক পর ওখানে উপস্থিত হলো রাউডি। অভিজ্ঞ চোখে ঘোড়াগুলো দেখল সে। ‘দারুণ ঘোড়া,’ মন্তব্য করল স্টোর নিশানা

মালিক। ‘ম্যাকক্লেরিদের নাকি এগুলো?’

‘হ্যাঁ, শুধু টেণ্ডি স্পুনারের গেব্‌লিংটা ছাড়া। ছয়টা ঘোড়া আর মিস্ ম্যাকক্লেরিকে ওর বাবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে রওনা দিয়েছিলাম আমরা। অবশ্য পারিশ্রমিক হিসাবে দুটো ঘোড়া আমাদের দিয়েছে জেনিফারের দাদা। দারুণ ঘোড়া বলেই তো ওগুলো ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে ল্যান্সাররা। সারা পথ জ্বালিয়ে মেরেছে।’

‘জানি ওদের কথা,’ গম্ভীর স্বরে বলল রাউডি। ‘বজ্জাতের দল!’

বিস্মিত হলো জন, ফিরে তাকাল রাউডির দিকে। ‘ওদের সম্পর্কে কীভাবে জানলে, মি. রাউডি? টেনেসিতে দেখা হয়েছিল?’

‘আরে না, এখানে দেখা হয়েছিল এক ল্যান্সারের সঙ্গে। তবে ওদের সম্পর্কে আগেও শুনেছি, সেটা মোটেও ভাল কিছু নয়। বছর কয়েক আগে এখান থেকে উত্তর-পূবে ক্রফট গ্যাঙের সঙ্গে গোলমাল বেধেছিল আমাদের, এদের একজন ছিল টনি ল্যান্সার। ক্রফটদের সঙ্গে কীসের যেন আত্মীয়তা আছে ল্যান্সারদের, আমি ঠিক জানি না। তো, সেই গোলমালের সময় বলতে গেলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল ক্রফট গ্যাঙ, প্রায় সবাই মারা পড়ে। তবে তাদের মধ্যে টনি ল্যান্সার ছিল না। কীভাবে যেন পার পেয়ে যায় সে।’

‘লোকটা সম্পর্কে আর কিছু জানো?’

‘আমার বয়সী। বদখত চেহারার মানুষ, তবে স্বভাব এরচেয়ে কয়েকগুণ খারাপ। ক্রফটদের চেয়েও এক কাঠি বাড়ি ছিল। ওদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আগে থেকেই ছলিয়া ছিল ওর নামে। ওয়াইওমিং-এ ডেপুটি শেরিফ ছিলাম যখন, তখনই ওর নামে পোস্টার দেখেছি। ধরো, সেটা আজ থেকে দেড় যুগ আগের কথা। গৃহযুদ্ধের সময় পাইকারি হারে ক্রফটদের সঙ্গে খুন-জখম আর লুটপাট চালিয়েছে টনি ল্যান্সার।’

ঘোড়ার যত্ন-আত্তিরের ব্যবস্থা সেরে টিম রাউডির কোয়ার্টারে

ঢুকল জন। ট্রেডিং পোস্টের পিছন দিকে চারটা কামরা নিজস্ব কোয়ার্টার হিসাবে ব্যবহার করে সে। সামনে দুই কামরা জুড়ে মূল ব্যবসার কাজ চালায়, পাশে স্টোর ও গোডাউন। পরিচ্ছন্ন ও গোছানো সব। নিয়মিত সাফসুতরো করা হয়।

ডাইনিং টেবিলে সবাইকে পেল জন। ঘরে ঢুকতেই খাবারের সুস্বাদু নাকে দোলা দিল। পোর্চে রাখা ওশশ স্ট্যাণ্ডে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসে টেবিলে বসল।

‘উপত্যকায় ঢুকবার সময় ল্যান্ডস্কারদের দেখেছি,’ কফি পান করবার সময় জানাল টিম রাউডি। ‘আমার স্টোরের সামনে দিয়ে গেল। দেখেই বুঝেছি থাকতে আসেনি ওরা। উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেলে চলে যাবে। দেখলাম পাহাড়ের দিকে চলে গেল।’ এবার জনের দিকে তাকাল সে। ‘সত্যি যদি ম্যাকক্লেরির র‍্যাঞ্জে গিয়ে থাকে, তা হলে হয়তো বিপদে আছে হ্যান্স।’

‘মি. রাউডি, তোমার এখানে কোনভাবে কি জেনিফারকে রাখা সম্ভব হবে?’ অনুরোধের সুরে জানতে চাইল জন। ‘এখনই ওকে সঙ্গে নিতে চাই না আমরা। র‍্যাঞ্জে গিয়ে আগে পরিস্থিতি বুঝি, ফিরে এসে না-হয় পরে নিয়ে যাব ওকে।’

‘অসম্ভব!’ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল জেনিফার।

‘দেখো, মেয়ে,’ স্মিত হেসে বলল রাউডি। ‘ও কিন্তু ঠিকই বলেছে। ল্যান্ডস্কাররা হয়তো সত্যি তোমাদের র‍্যাঞ্জে গিয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে, পরিস্থিতি না-বুঝে তোমাকে নিয়ে ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না।’

‘অত কথা বুঝি না! বাবার সঙ্গে দেখা করতে অধীর হয়ে পড়েছি আমি। এত কাছে এসেও কি-না এখন বসে থাকব? উঁহু, এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে রাজি নই!’ তারপর চোখ তুলে জনের দিকে তাকাল মেয়েটা, চাহনিতে চ্যালেঞ্জ ফুটে উঠেছে। ‘জন, তুমি যদি আমাকে সঙ্গে না নাও, আমি নিজেই চলে যাব!’

পরামর্শ বা সাহায্যের জন্য জেফের দিকে তাকাল জন, কিন্তু নিশানা

শ্রেষ্ট শ্রাগ করল সে। ব্যস, এখানেই শেষ হয়ে গেল ব্যাপারটা। জন তর্কে যেতে নারাজ। জেনিফারকে বোঝানো যে সম্ভব হবে না তা এ ক’দিনে জেনে গেছে। যা বলছে তাই করবে জেদী মেয়েটা, কোনভাবে ওকে আটকানো যাবে না।

মিসেস রাউডির সঙ্গে রান্নাঘরে চলে গেল জেনিফার, তবে টেবিল ছাড়বার আগে জনের উদ্দেশে জ্রুটি হানল একবার। পরোক্ষভাবে সতর্ক করে দিয়েছে: *ঝামেলা কোরো না, পস্তাবে তা হলে!*

‘র্যাঞ্জে যাবে তো?’ পরামর্শ দিল রাউডি। ‘হয়তো দরকার নেই, তবুও বলছি। সাবধানে থেকো। মহা হারামী লোক ওরা। যদূর শুনেছি এখানে আসবার পথে ওদের সঙ্গে কয়েকজন দাগী আউটল যোগ দিয়েছে। দু’একজন ক্রফটও থাকতে পারে।’

এখানে আসবার পথে ল্যান্সারদের সঙ্গে সংঘর্ষ, গরুচুরি আর স্ট্যাম্পিডের ঘটনা খুলে বলল ওরা।

চিন্তিত দেখাল রাউডিকে। ‘হ্যানলন তা হলে গরুর পাল নিয়ে আসছে এদিকে? যত আগে সম্ভব ওকে সতর্ক করে দিয়ো। নিজ নামে এখানে একটা ব্র্যাণ্ড রেজিস্ট্রার করিয়েছে ব্র্যাক ল্যান্সার। জেবিএল-কানেট্টেড।’

মুচকি হাসল স্পুনার। ‘ব্যাটা তো মহা ধড়িবাজ! আসবার সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে পড়েছে। হাফ-বক্স-এইচকে জেবিএল-কানেট্টেডে রূপান্তর করা পানির মতো সহজ, হাতে যেমন দস্তানা লেগে যায় ঠিক তেমনি বসে যাবে! হ্যানলন যদি সাবধান না-হয় দেখা যাবে ওর সব গরু কয়েকদিনের মধ্যে জেবিএল মার্কী হয়ে গেছে।’

‘এখানকার লোকজন কেমন?’ রাউডির উদ্দেশে জানতে চাইল জন। ‘র্যাঞ্চারদের কোন সংগঠন আছে?’

‘সংগঠন নেই। কেউ কাউকে সাহায্য করে কি-না, এটাই জানতে চাইছ তো? করে। তবে সেটা অনেক কিছুর উপর নির্ভর

করে। হ্যানলন যেহেতু স্থানীয় নয়, মনে হয় না কেউ সাহায্য করবে ওকে। অন্যের ঝামেলায় সেধে নাক গলাবে কেন ওরা?’

‘সেক্ষেত্রে, মনে হচ্ছে গরু উদ্ধারের একটাই উপায়,’ বলল জফ। ‘চোরের উপর বাটপারি করতে হবে। ওদের বসানো যার্কার উপর হ্যানলনের হাফ-বক্স-এইচ বসিয়ে দেব, খাপে খাপে মিলে যাবে।’

‘তাতে পার পেয়ে যাবে?’ স্পুনারের জিজ্ঞাসা।

‘সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া, ল্যাস্কাররা পাল্টা কারসাজির অভিযোগ নিয়ে এলে তো ওদের অপকর্ম প্রকাশ পেয়ে যায়। হাফ-বক্স-এইচের উপর জেবিএল-কানেস্টেড বসাবে ওরা। আর আমরা জেবিএলের উপর আবার হাফ-বক্স-এইচ বসাব।’

‘যাই হোক, সতর্ক থেকো তোমরা। একটা ব্যাপার আগেই জানিয়ে দিচ্ছি, হ্যানলন এখানে আসবার পরপরই কিন্তু কাগজপত্র দেখাতে হবে। গরুগুলো যে ওর সেটা নিশ্চিত হতে হবে।’

‘নিশ্চয়ই! দেখেই বুঝবে কাগজপত্রে ঘাপলা নেই।’ সামান্য ভাবল জন, শেষে বলল: ‘আমার মনে হয় পিটার হ্যানলনের গরু বা ব্র্যাণ্ডের ব্যাপারটা আগেই লোকজনকে জানিয়ে দিলে উপকার হবে। খবরটা চাউর হয়ে গেলে হাফ-বক্স-এইচ সম্পর্কে জানবে সবাই, ভুল বোঝাবুঝি হবে না। তা ছাড়া, হ্যানলন বা আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও জেনে যাবে। তখন বরং জেবিএল-কানেস্টেডের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাবে লোকজন।’

হেসে উঠল রাউডি, সমীহের চোখে দেখল জনকে। ‘দারুণ বুদ্ধি! তবে যাই করো, খুব দ্রুত সারতে হবে। রাউণ্ড-আপ শুরু হতে বেশি দেরি নেই।’

‘তা হলে তো আরও ভাল। চারদিক সরগরম থাকলে এসব কাজে সুবিধাই হয়। রাউণ্ড-আপের সময়টাই এজন্য আদর্শ। তবে একটা বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে, সবাই যেন জানতে পারে এটা শুধুই আমাদের সঙ্গে ল্যাস্কারদের ব্যাপার। অন্য কারও ক্ষতি হবে নিশানা

না, এবং স্রেফ চোরের উপর বাটপারি করব আমরা ।’

‘উচিত কাজ হবে,’ মন্তব্য করল রাউডি । ‘তবে কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে । আগে খবরটা ছড়িয়ে দিই সব জায়গায় । দেখবে সবাই নীরবে সমর্থন করছে তোমাদের ।’

কিন্তু তারপরও নিশ্চিত হতে পারছে না জন । সমস্যা তো একটা নয়, বেশ কয়েকটা । সবার আগে চুপিসারে পাহাড় পেরিয়ে ম্যাকক্লেরি র‍্যাঞ্জে যেতে হবে, জেনিফারের বাবার সঙ্গে দেখা করতে হবে । প্রতি পদক্ষেপে বিপদের আরও কাছে এগিয়ে যাবে । ল্যাস্কারদের মূল উদ্দেশ্য যাই থাকুক, জনরা জানে, ওদের জন্য ফাঁদ পেতে অপেক্ষায় থাকবে । ম্যাকক্লেরি র‍্যাঞ্জে যাওয়ার আর সেধে ফাঁদে পা দেওয়ার মধ্যে হয়তো কোন পার্থক্য নেই ।

কিন্তু নাচার ওরা । যেতেই হবে ।

পরিস্থিতি সম্পর্কে যতটা জানতে পারছে, উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা তত বেড়ে যাচ্ছে । গরুর পাল নিয়ে পিটার হ্যানলন অনেকটা দূরে রয়ে গেছে এখনও, এদিকে ল্যাস্কাররা এখানে জাঁকিয়ে বসেছে । চুরি করা গরু সাবাড় করে ফেলবার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছে প্রায় । গ্রীনহর্নে আসবার পথে দলে ভারী হয়েছে আরও, ক্রফট পরিবারের কয়েকজন ছাড়াও দাগী কিছু আউটল যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে ।

র‍্যাক ল্যাস্কারের আসল উদ্দেশ্য কী? কীসের আশায় এত দূর ছুটে এসেছে? দলবল নিয়ে পশ্চিমে আসবার নিশ্চয়ই সুনির্দিষ্ট কারণ আছে । লেস ম্যাকক্লেরিকে খুন করবার পর আইনকে ফাঁকি দিতে এসেছে, নাকি জনদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে? পিটার হ্যানলনের সব গরু চুরি করবার জন্য এত কষ্ট পোহাচ্ছে? নাকি ভিন্ন ও গভীর কোন কারণ আছে, যেটা এমনকী ল্যাস্কারদের সঙ্গে জন বা জেফের মোলাকাত হওয়ার আগেই নির্ধারিত ছিল? জেনিফার, ওর ঘোড়া বা ম্যাকক্লেরি র‍্যাঞ্জে ল্যাস্কারদের চাওয়া হতে পারে, কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু নয় তো?

বহু আগেই গুপ্তধন বা সোনার ব্যাপারে হৃদিশ চালিয়েছে টনি ল্যাস্কার, এমনকী জনরা পশ্চিমে আসবারও আগে—ব্যাপারটা মাথা থেকে সরাতে পারছে না জন। ক্রফট গ্যাঙের সঙ্গে এদিকে তালাশ চালিয়েছে সে। সফল হয়েছিল কি-না বলা মুশকিল, তবে ক্রফটদের ব্যাপারে কী যেন মনে করতে পারছে না জন, কেবলই মনে হচ্ছে বহু আগে একটা কিছু গুনেছিল...

গৃহযুদ্ধের আগে এবং যুদ্ধের সময় ক্রফট গ্যাঙ প্রচার করত কনফেডারেসির জন্য টাকা সংগ্রহ করছে। আসলে ওটা স্রেফ কথার কথা ছিল। ফাণ্ড সংগ্রহের নামে জোরজবরদস্তি ও লুটপাট চালাত। নিশ্চিত বলতে পারবে না জন, কিন্তু এমনই গুনেছে। তবে বেশিদিন অপকর্ম চালাতে পারেনি, ধরা পড়ে যায় ওরা এবং পরিণতিতে কারও ফাঁসি হয়, কেউ-বা গুলি খেয়ে মারা পড়ে। গল্প করলেও এ-বিষয়ে এখানে বা কাউকে কিছু বলেনি জন, একে ও নিশ্চিত নয়; তা ছাড়া, ওর অবচেতন মনে কেবলই মনে হচ্ছে ক্রফটদের সম্পর্কে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার বেমানুম ভুলে বসে আছে।

প্রাচীন উতে ট্রেইল ধরে এগোল ওরা। পাহাড়ের ঢালু কিনারা বেয়ে ক্রমে উঠে যাচ্ছে। ঝোপঝাড়ে আপন মনে কিচিরমিচির করছে অচেনা পাখি; এ ছাড়া চারপাশ নীরব, সুনসান। কয়েকটা বুনো প্রাণী ছাড়া আর কাউকে চোখে পড়েনি। হালকা ঝিরঝিরে বাতাসে নড়ছে গাছের পাতা। পাইনের সুবাস নাকের দোলা দিচ্ছে। গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে সূর্যের আলো নেমে এসেছে মাটিতে, পাতা নড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঠিকরে আসা আলোও নাচানাচি করছে। অদ্ভুত হলেও দৃশ্যটা সুন্দর।

স্যাডলের খসখস বা ঘোড়ার লম্বা নিঃশ্বাসের শব্দ কিছুক্ষণের মধ্যে একঘেয়ে লাগতে শুরু করল। সতর্ক জন, চোখ-কান সজাগ রেখেছে সারাক্ষণ। মাঝে মধ্যে থেমে অস্বাভাবিক বা দূরাগত শব্দ শুনতে কান পাতছে।

কথা প্রায় বলছে না কেউ, নীরবে পথ চলছে।

সবার সামনে চলেছে টেঙি স্পুনার, বেশ এগিয়ে রয়েছে অন্যদের চেয়ে। এদিকের পথ-ঘাট একমাত্র তারই চেনা। অন্যরা কেউ কখনও আসেনি, তাই চিনবার প্রশ্নও আসে না।

হঠাৎ রাশ টেনে ঘোড়া থামাল বুড়ো। দেখাদেখি অন্যরাও থামল। স্পুনারের ঘোড়ার সঙ্গে প্রায় গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে জনের ঘোড়া। গাছপালা কমে এসেছে এখানে, সামনে কিছু দূরে এক চিলতে খোলা জায়গা চোখে পড়ছে। আরও সামনে, কয়েক মাইল দূরে এবং আনুমানিক পাঁচশো ফুট নীচে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি দেখতে পেল ওরা। এক পাশে, দৃষ্টিসীমার মধ্যে বাড়ি দেখা গেল একটা এবং বাড়ির জানালায় সূর্যের আলোর প্রতিফলন চোখে পড়ল।

‘চলে এসেছি,’ মৃদু স্বরে বলল স্পুনার। ‘ওটাই ম্যাকক্লেরির র‍্যাক্স। যে-কোন মুহূর্তে ওর সীমানায় পা রাখব।’

এগিয়ে চলল ওরা। রৈখিক দূরত্ব মাত্র কয়েক মাইল হলেও বন্ধুর পথ ধরে এগোতে হচ্ছে—কখনও অনুচ্চ পাহাড় পাড়ি দিল, কখনও সঙ্কীর্ণ উপত্যকা ধরে এগোল, গাছগাছালি তো আছেই; তাই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে। আয়াসও লাগছে। আঁকাবাঁকা রাস্তা। ট্রেইলের বালাই নেই। চারপাশে এক ও হরিণের ছাপের সঙ্গে কখনও কখনও গরুর খুরের চিহ্নও চোখে পড়ছে।

পাহাড়ের কিনারায় পৌঁছল ওরা। এবার সরাসরি দেখা যাচ্ছে র‍্যাক্সটা। কয়েকশো ফুট নীচে ছোট কিন্তু চমৎকার বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে সবুজ উপত্যকার এক কোণে, পাহাড়ি ঢালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে; কটনউডের ঝাড় বাড়ির পিছনের পটভূমি তৈরি করেছে। সরু একটা বার্না পাহাড় থেকে নেমে গেছে, ঐকেবঁকে উপত্যকার বুক চিরে চলে গেছে আরও নীচে কোথাও।

বাড়ির কাছাকাছি বার্ন, ছোট বান্ধহাউস, স্টেবল ও করাল। দূরের উপত্যকায় গরু চরছে, এত উঁচু থেকে গুটিকায় দেখাচ্ছে।

সবুজ উপত্যকায় কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না, কোন নড়াচড়া নেই। করালে ঘোড়া রয়েছে কয়েকটা, সূর্যের আলোয় ঝিলিক মারছে ওদের রেশমি পশম।

বাড়ির চিমনি দিয়ে ধীরগতিতে পাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে ধোঁয়া, সেটাও একটু পর আকাশের বিশালত্বে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির সামনের টুলে বসে আছে এক লোক, দুই হাঁটুর উপর আড়াআড়ি ফেলে রেখেছে একটা রাইফেল। আর কাউকে চোখে পড়ল না।

সারি সারি পাহাড়ের মাঝে ছবির মতো সুন্দর এক উপত্যকা, পাহাড়ি রুক্ষতার সঙ্গে সবুজের কোমল রূপ মিলে যতই অপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি করুক না, কিংবা আপাতদৃষ্টিতে যতই শান্ত, নীরব ও নিরাপদ মনে হোক র্যাক্‌সটা, ভরসা পাচ্ছে না জন। পোর্চের কাছে রাইফেলধারীকে পাহারাদার বলে মনে হচ্ছে। শুধু তার উপস্থিতিই সন্দিহান হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

স্যাডলে বসে চঞ্চল দৃষ্টিতে পুরো উপত্যকা আর র্যাক্‌স চোখ বুলাল জেফ, শেষে মাথা নাড়ল। ‘সবকিছু খুব স্বাভাবিক ও শান্ত মনে হচ্ছে,’ মৃদু স্বরে মন্তব্য করল সে। ‘পছন্দ হচ্ছে না আমার! একটা ঘাপলা আছে কোথাও।’

‘সকাল বেলা তো,’ বলল স্পুনার। ‘ব্যাটারা হয়তো এখনও বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছে।’

‘কিংবা আমাদের জন্য ওঁৎ পেতে আছে,’ সন্দিহান সুরে বলল জন। কেউ কেউ সন্দেহবাতিক বলবে ওকে, সবকিছু ভিন্ন চোখে দেখে এবং সবার আগে বিপদের সম্ভাবনা চিন্তা করে। কিন্তু এটাও সত্যি যে ব্যাপারটা স্বাস্থ্যকর। সতর্ক মানুষের পা পিছলে যাওয়ার ভয় নেই।

অপেক্ষায় রয়েছে ওরা, কেউ আগে বাড়ছে না। কিন্তু অধৈর্য হয়ে উঠেছে জেনিফার, বাপের সঙ্গে দেখা করতে তর সইছে না। ‘জন, দেরি কীসের? চলো, ঢাল ধরে নেমে যাই!’

‘অধীর হয়ো না,’ মৃদু স্বরে মেয়েটিকে নিরস্ত করল জন।

‘নিশ্চয়ই যাবে, কিন্তু আগে নিশ্চিত হয়ে নিই যে বিপদের সম্ভাবনা নেই।’

‘বাবার যদি কোন বিপদ হয়ে থাকে?’ প্রতিবাদ করল জেনিফার, আশঙ্কায় মুখ শুকিয়ে গেছে। ‘তুমিই বলেছ দাদাকে খুন করেছে ওরা, এখানেও যে...’

‘ঠিক, কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে যদি ওদের হাতে গিয়ে পড়ো, সেটা তোমার বাবাকে কোনভাবে সাহায্য করা হবে না। তারচেয়ে সবুর করো, আগে পরিস্থিতি বুঝে নিই। র‍্যাঞ্জে ঢুকব বলেই তো এসেছি।’

ধীর গতিতে এগোল ওরা। চোখ-কান খোলা, অতিমাত্রায় সতর্ক সবাই। চঞ্চল দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে আশপাশে, ট্রেইলের ধারে আড়াল নেওয়া যায় এমন সম্ভাব্য প্রতিটি জায়গা খুঁটিয়ে দেখছে। নিজেরাও যতটা সম্ভব আড়াল ব্যবহার করছে। স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিয়েছে হাতে, তৈরি যে-কোন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য।

র‍্যাঞ্জে ছাড়িয়ে চলে গেল দৃষ্টি, সামনে আরও বড়সড় একটা উপত্যকা। তৃণভূমিতে গরু চরে বেড়াচ্ছে, প্রথমটার চেয়ে এটায় গরুর সংখ্যা বেশি। হাঁটু সমান লম্বা ঘাস বাতাসে দুলছে। ডেউ খেলানো তৃণভূমির বুক চিরে চলে গেছে সরু নদী, পাহাড় থেকে নিরন্তর বইছে পানির প্রবাহ; সমৃদ্ধ ঘাস দেখে বোঝা যাচ্ছে শুষ্ক মরসুমেও পানি থাকে এখানে। নিঃসন্দেহে বলা যায়: স্বপ্নের মতো জায়গায় বাথান তৈরি করেছে হ্যান্স ম্যাকক্লেরি। এরচেয়ে জুতসই জায়গা আর হতে পারে না।

‘নির্ঘাত লুকিয়ে আছে ব্যাটারী,’ ঘোষণা করল জেফ। ‘ঘাপটি মেরে আমাদের অপেক্ষায় আছে। ল্যান্সাররা এসে থাকলে অন্তত আধ-ডজন লোক থাকবার কথা এখন, অথচ দেখে মনে হচ্ছে ওই রাইফেলঅলা ছাড়া কেউ নেই। উঁহু, আমি অন্তত বিশ্বাস করি না সাতসকালে সব র‍্যাঞ্জেই কাজের ব্যস্ততা বা তোড়জোড় থাকে

অথচ এখানে যেন কেউ নেই!’

গাছপালার ফাঁকে নিচু এক জায়গায় পৌছে থামল ওরা। আড়াল থেকে র‍্যাঞ্চ হাউসের উপর নজর রাখছে। চল্লিশ গজ দূরে পাহাড়ি ঢাল শেষে উপত্যকার শুরু হয়েছে। পাঁজরের হাড়ের মতো ঢেউ খেলানো জমি চলে গেছে র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছে।

সহসা এক লোক বেরিয়ে এল র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে, পোর্চে পা রাখল। পিছনে স্কিন-ডোর বন্ধ হওয়ার শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পেল জনরা।

রাইফেলঅলার সঙ্গে কী নিয়ে যেন আলাপ করল সে, তারপর সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ল। প্রথমজন উঠে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। সম্ভবত ডিউটি শেষ হয়ে গেছে তার। দ্বিতীয়জন পাহারার দায়িত্ব পালন করবে।

‘তোমার বাবা নিশ্চয়ই বাড়ির ভিতরে আছে, মিস্ ম্যাকক্লেরি,’ অনুমান করল টেণ্ডি স্পুনার। ‘কাউকে বা একটা কিছু পাহারা দিচ্ছে ওরা।’

কেউ কিছু বলল না। আসলে জেনিফার ছাড়া সবাই বুঝতে পারছে হ্যাল ম্যাকক্লেরির বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা কম। দুটো কারণে ল্যান্স্কাররা তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। প্রথমত, প্রতিবেশী কেউ হয়তো ম্যাকক্লেরির সঙ্গে দেখা করতে পারে, দেখা করতে এমনকী জোরও করতে পারে। এতদিনে নিশ্চয়ই টিম রাউডি সম্পর্কে জেনে গেছে ল্যান্স্কাররা, ঠিকই বুঝবে অন্যদের এড়িয়ে যেতে পারলেও ম্যাকক্লেরির ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাউডিকে সহজে মানানো যাবে না।

আবার জেনিফারকে নিজেদের ইচ্ছেমত চলতে বাধ্য করতেও ম্যাকক্লেরিকে আটকে রাখতে পারে। বাপের স্বার্থে হয়তো ব্ল্যাক ল্যান্স্কারকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাবে জেনিফার। তখন...যদি সত্যি তাই হয়—একইসঙ্গে বাপ-মেয়েকে হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবে ল্যান্স্কাররা। সমৃদ্ধ র‍্যাঞ্চের মালিক বনে যাবে ব্ল্যাক। ঘোড়া, নিশানা

গরু...সবই ওর হাতের মুঠোয় চলে যাবে। ব্যাপারটা সুদূরপ্রসারী হলেও একেবারে অসম্ভব নয়, অন্তত জনের কাছে যৌক্তিক মনে হচ্ছে। তা ছাড়া, যে সোনার হরিণের খোঁজে ল্যাস্কাররা এসেছে এবং যার হৃদিশ সম্ভবত শুধু হ্যাস ম্যাকক্লেরিই জানে, সেটা না-জেনে নিশ্চয়ই তাকে খুন করবে না। ম্যাকক্লেরিও নির্ঘাত সহজে মুখ খুলবে না।

সেক্ষেত্রে, আশা করা যায় এখনও বেঁচে আছে ম্যাকক্লেরি। সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে সব জানিয়ে দিলে বা র‍্যাঞ্চের দখল ল্যাস্কাররা পেয়ে গেলে তাকে আর বাঁচিয়ে রাখা হবে না, প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে।

র‍্যাঞ্চ, ঘোড়া...নাকি আরও সম্পত্তি আছে ম্যাকক্লেরির, যেগুলো পেতে এমন মরিয়া হয়ে উঠেছে ল্যাস্কাররা? ঘুরে-ফিরে একই প্রশ্ন আসছে জনের মনে, কিন্তু ক্রফট গ্যাঙের সঙ্গে ল্যাস্কারদের এখানে আসবার সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, নড়াচড়া করছে না বললে চলে। মনে শঙ্কা হয়তো ধরা পড়ে যাবে। কে বলতে পারে পাহাড়ের উপর থেকে নজর রাখছে না কেউ? একটা ফিল্ড গ্লাস থাকলে অনায়াসে র‍্যাঞ্চ হাউসের পিছনের যে-কোন পাহাড় থেকে দেখা যাবে ওদের।

আড়চোখে জন দেখল ছটফট করছে জেনিফার। মেয়েটির জন্য সহানুভূতি বোধ করল। পরিস্থিতি ঘোলাটে ও নাজুক হয়ে গেছে। জেনিফার জানে দু'শো গজ গেলে বাবার দেখা পাবে এবং সে হয়তো চরম বিপদে আছে। অধীর হওয়ারই কথা মেয়েটার।

কিন্তু পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার আগে কয়েকটা ব্যাপার জানা দরকার বলে মনে করছে জন। আগে জানতে হবে ম্যাকক্লেরি বেঁচে আছে কি-না। থাকলে কেমন আছে সে, শুধু নজরবন্দি করা হয়েছে তাকে, নাকি সত্যিকার অর্থে হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে, জানা জরুরি। আরও একটা ব্যাপার—ল্যাস্কারদের আসল লক্ষ্য

সম্পর্কে জানতে হবে। কীসের পিছনে ছুটছে ওরা?

একসময় মনে হয়েছিল হাফ-বক্স-এইচের গরু চুরি করাই ছিল ল্যাস্কারদের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে স্রেফ প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে ল্যাস্কাররা, গরুর পাল দেখে লোভ সামলাতে পারেনি। এখনও যা আছে ওদের দখলে, প্রাণপণ চেষ্টায় ধরে রাখতে চাইবে; কিন্তু মুফতে কয়েকশো গরুর মালিক হওয়ার জন্য এখানে আসেনি ওরা, কিংবা ম্যাকক্লেরি-র্যাঞ্চ দখল করতেও আসেনি। এরচেয়েও বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কোন উদ্দেশ্য আছে ওদের।

প্রতিপক্ষকে অর্ধৈর্য করে তুলতে হবে, বুঝতে পারছে জন। ল্যাস্কারদের যা স্বভাব, সময়ের সঙ্গে অধীর হয়ে পড়বে; বসে থেকে যখন দেখবে জনদের দেখা নেই বা কিছু ঘটছে না, তখন নিজেরাই বেরিয়ে আসবে, ওদের পিছনে লাগবে।

‘পুরো ব্যাপারটা খোলসা হওয়া দরকার,’ চিন্তিত মনে বলল ও। ‘বিশেষ করে ব্ল্যাকদের আসল ধাক্কা জানতে হবে। আচ্ছা, টেপ্তি, ক্রফট আউটফিট সম্পর্কে কতটা জানো তুমি?’

‘এদিকের লোকজন যতটা জানে, আমিও তাই। যুদ্ধের সময় সোনা ভরা ট্রেন লুট করত ওরা, বলত কনফেডারেসির জন্য ফাণ্ড সংগ্রহ করছে। শোনা যায় কয়েকটা ব্যাঙ্কও লুট করেছে। প্রথম দিকে দক্ষিণপন্থী লোকজন নীরব সমর্থনও জানিয়েছিল ওদের, কিন্তু লুটের মালামাল কনফেডারেটদের কাছে জমা না-হওয়ায় সন্দেহটা বেড়ে যায়। বেশিরভাগ মানুষ তখন আর ওদের কথা বিশ্বাস করেনি, বরং ধরেই নিয়েছে নিজেদের আখের গোছাতে লুটপাট চালাচ্ছে ক্রফট গ্যাং।’

‘লুট করা সোনার খোঁজ পাওয়া যায়নি?’ জানতে চাইল জন।

‘উহঁ, বহু গুজব থাকলেও বিশ্বাসযোগ্য বা নির্রেট কোন খবর জানি না। কে জানে, এখানকার লোকজন জানতে পারে। যুদ্ধের শেষদিকে ক্রফট আউটফিটের বেশিরভাগ লোকজন মারা

পড়েছে। যুক্তির খাতিরে বলা যায় জীবিতদের কেউ হয়তো সরিয়ে নিয়ে গেছে, কিন্তু ধারণাটা ধোপে টেকে না, কারণ অত সোনা খরচ করলে লোকজনের নজরে ঠিকই পড়ত।

‘রাউডি হয়তো জানতে পারে,’ বাতলে দিল জেফ।

কিছুটা বোধহয় পরিষ্কার হয়ে আসছে। বিস্তর সোনা লুট করে কোথাও লুকিয়ে রেখেছিল ক্রফট গ্যাং। গ্রীনহর্ন এলাকায় যেহেতু ওদের আস্তানা ছিল, সম্ভবত এদিকে কোথাও আছে সব সোনা। ক্রফটদের প্রায় পুরো দল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, জীবিত দু’একজন সোনার খোঁজ জানতে পারে।

বোধহয় ইচ্ছে থাকলেও লুকিয়ে রাখা সোনা উদ্ধার করবার চেষ্টা চালায়নি এরা। নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হতো তা হলে। গোপনে এসব কাজ সমাধা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার, কোন না কোনভাবে ঠিকই চাউর হয়ে যায় খবর। ধাক্কাবাজ লোকজন জুটে যেতে বেশি সময় লাগে না।

ল্যাস্কারদের একজন সেই চেষ্টা চালালেও সফল হয়নি। ঠিক কোথায় আছে লুকানো সোনা, বোধহয় সেটাই জানতে পারেনি।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমাকাশে। রোদের আঁচ কমে যাওয়ায় দুপুরের মতো গরম লাগছে না এখন। বিকালের আলোয় বিশাল উপত্যকায় দাঁড়ানো নিঃসঙ্গ র‍্যাঞ্চ হাউসকে শান্ত এক স্বর্গ মনে হচ্ছে। গাছপালার ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে, কিন্তু নীচে, উপত্যকায় ঝলমলে দেখাচ্ছে বাড়ির কাঠামো। প্রকৃতির অটেল সৌন্দর্যে স্নাত এ উপত্যকায় স্বপ্নের বাড়ি হতে পারে যে-কারও, এমনকী হ্যান্স ম্যাকক্লেরির মতো ভবঘুরে ব্যবসায়ীও যে থিতু হবে তাতে বোধহয় বিস্ময়ের কিছু নেই।

প্রায় ঘণ্টাখানেক হলো উপত্যকার কিনারে পৌঁছেছে ওরা, কিন্তু এখন পর্যন্ত ম্যাকক্লেরিকে দেখতে পায়নি। আদপে দুই গার্ড ছাড়া কাউকেই দেখেনি।

বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। আকাশে তারা ফুটল। বাতাস

ঠাণ্ডা হয়ে গেছে এখন। আবছা অন্ধকার নেমে আসছে চরাচরে। খানিকটা অস্থির বোধ করছে জন। ঝোপঝাড়ের আড়ালে আরও কয়েক গজ এগিয়ে গেল, যাতে র‍্যাঞ্চ হাউসের উপর নজর রাখতে পারে। আগের অবস্থান থেকে এখন আর ভাল দেখতে পাচ্ছে না।

র‍্যাঞ্চ হাউসে বাতি জ্বালা হয়েছে। জানালায় ছায়ার নড়াচড়া চোখে পড়ছে। সহসা দরজা খুলে গেল, ভিতরে ঢুকল কেউ। যতক্ষণ খোলা ছিল, সময় হিসাব করে জন অনুমান করল দুই বা তিনজন লোক ঢুকেছে।

ওর পাশে চলে এল জেনিফার। ‘জন, তোমার কী মনে হয়, বাবা আছেন র‍্যাঞ্চে?’

‘হ্যাঁ।’

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মেয়েটা। শেষে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ‘এত ঝামেলা কেন আসছে আমাদের উপর? কী অন্যায্য করেছি আমরা?’

‘মানুষ সবসময়ই ভাগ্যকে দুষতে চায়, কখনও স্রেফ দৈবাৎ বা কাকতালীয় বলে নিজেদের সান্ত্বনা দেই আমরা। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা তা ঘটেনি। তোমার বাবা বা দাদা এমন কিছু জানেন যা ওদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ, যে-কোন মূল্যে সেটা ওরা জেনে নেবে। কিংবা এমনও হতে পারে অন্য কোন কারণে র‍্যাঞ্চটা ওদের দরকার।’

‘একটা ব্যাপার, জন,’ হঠাৎ উত্তেজিত শোনাৎ জেনিফারের কণ্ঠ। ‘তুমি সেসময় জানতে চেয়েছিলে বাবা মিসৌরিতে ছিলেন কি-না। এখন আমি নিশ্চিত জানি ছিলেন, কারণ হঠাৎ একটা ঘটনা মনে পড়ে গেছে।’

‘কী?’

‘ওখানে আমাদের সঙ্গে এক চাচা থাকত। তেমন কাজ-কর্ম করত না। পারিবারিক কী এক ঝামেলায় হঠাৎ চলে যায় সে, শুনেছি পশ্চিমে এসেছিল। এরপর তাকে নিয়ে আমাদের মধ্যে নিশানা

কোন আলাপ হতো না, কেউ তার প্রসঙ্গই তুলত না। কিন্তু পরে একদিন হঠাৎ শুনতে পাই পশ্চিমে এসেও রাহু থেকে মুক্তি পায়নি বাবার সেই চাচা, ডেনভারে এসে মহা ঝামেলায় পড়ে যায়।’

আগ্রহ নিয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে জন, মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছে। ‘তারপর কী হলো?’

‘এক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমার। চাপা কথাবার্তার শব্দ শুনলাম। ঘুমের ঘোরে থাকলেও কণ্ঠ শুনে ঠিকই বুঝেছি সেই চাচা এসে হাজির হয়েছে। বাবা আলাদা তাঁবুতে ঘুমাতে। টের পেলাম ওঁর সঙ্গে কথা বলছে সেই লোকটা। তার কণ্ঠ শুনে মনে হয়েছিল খুবই অসুস্থ বা অমন কিছু। কষ্ট করে কথা বলছিল।’

ঝড়ের বেগে ভাবনা চলছে জনের মাথায়। জেনিফার খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলেনি, তবে এতেও ভাবনা-চিন্তার যথেষ্ট খোরাক আছে। চট করে কয়েকটা হিসাব-নিকাশ করল ও মনে মনে।

ডেনভার?

জেনিফারের চাচা লোকটার সঙ্গে টনি ল্যান্সকারের সম্পর্ক নেই তো? আদর্শে দু’জন যদি একই লোক হয়? তা হলে খাপে খাপে মিলে যায় ব্যাপারটা। ব্যবসার বদৌলতে পশ্চিমের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে ম্যাকক্লেরিরা, জন অনুমান করেছিল সেই সুবাদে গুপ্ত সোনার খবর নেহাত কাকতালীয়ভাবে পেয়ে গিয়েছিল তারা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেভাবে নয়, বরং টনি ল্যান্সকারের ক্লাছ থেকে মহামূল্যবান খবরটা পেয়েছে হ্যাল ম্যাকক্লেরি। যে-কোন কারণেই হোক, ম্যাকক্লেরির প্রতি দুর্বলতা অনুভব করেছিল টনি ল্যান্সকার এবং আহত ও মরণাপন্ন অবস্থায় মিসৌরি গিয়ে হাজির হয় সে, মৃত্যুর আগে ম্যাকক্লেরিকে জানিয়ে যায় সোনার হদিশ।

ক্রফট গ্যাং নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে টনি ল্যান্সকারের লাশ পাওয়া যায়নি, বরং শোনা যায় পালিয়ে গিয়েছিল সে। আহত অবস্থায় ডেনভারের টিনা এটা। ডেনভারেই চূড়ান্ত ভরাডুবি হয়েছিল ক্রফট আউটফিটার, যুদ্ধের

একেবারে শেষ দিকে ।

আহত একজন মানুষের জন্য ডেনভার থেকে মিসৌরি যাওয়া কঠিন হলেও মোটেও অসম্ভব নয়, বিশেষ করে সঙ্গে যদি তেজী ঘোড়া থাকে ।



এগারো

সন্ধ্যা নেমে এসেছে পুরো উপত্যকায়, র‍্যাঞ্চ হাউসের কাঠামো অস্পষ্ট হয়ে গেছে । রাত কাটানোর জন্য পাহাড়ি ঢালে অগভীর একটা খাদ বাছাই করেছে ওরা । জায়গাটা সহজে চোখে পড়ে না । সামনে ঝুলন্ত ক্রিফের দেয়াল তৃণভূমি থেকে আলাদা করেছে ওটাকে । দু'পাশে পাইনের ঝাড় প্রাকৃতিক দেয়াল তৈরি করেছে । আগুন জ্বালালেও সমস্যা নেই, দূর থেকে চোখে পড়বে না ।

‘এ মুহূর্তে র‍্যাঞ্চে ঢোকা মানে বাঘের খাঁচায় ঢোকা,’ স্যাডল ছেড়ে নামবার সময় বলল জেফ । ‘কিছু বুঝে উঠবার আগেই বুক ঝাঁঝরা হয়ে যাবে গুলিতে । আমরা উপস্থিত হতে পারি ভেবে ওঁৎ পেতে আছে ওরা । থাকুক না ব্যাটারা অপেক্ষায়, দেখা যাবে কত ধৈর্য ওদের ।’

‘এ ফুরসতে হ্যানলনের গরুর ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া যেতে পারে,’ প্রস্তাব করল টেণ্ডি স্পুনার ।

আইডিয়াটা মন্দ নয় । সময় কাটানোও হবে, একটা কাজও করা হবে । ‘দড়ি-দড়া নিয়ে চলো বেরিয়ে যাই,’ সায় জানাল জন । ‘সবার আগে মার্কীগুলো পরখ করা দরকার ।’

বেকন ও কফি পেটে চালান করবার সময় এ-নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করল ওরা। ল্যান্সারদের বেশিরভাগ লোক যদি জনদের অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে থাকে, সেক্ষেত্রে গরুর পালের উপর নজর রাখবার মতো লোক কম থাকাই স্বাভাবিক। হাতে গোনা কয়েকজন হবে বোধহয়। এমনকী নাও থাকতে পারে। পাহাড়ি উপত্যকায় পর্যাপ্ত পানি ও ঘাস থাকায় নজরদারি করবার জন্য কাউহ্যাণ্ড বা ত্রুর দরকার হয় না, কারণ কোন গরুই ঘাস-পানি ছেড়ে দূরে সরে যায় না।

পরদিন ভোরে নাস্তা সেরে বেরিয়ে পড়ল ওরা। তখনও সূর্য ওঠেনি, পূবাকাশে সবে আলো ফুটতে শুরু করেছে। ঠিক করেছে আপাতত টিম রাউডির ওখানে আস্তানা গাড়বে। পরিস্থিতি বুঝে পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করবে। জন, জেফ আর স্পুনার খুশি মনে চলছে। শুধু জেনিফারকেই অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছে।

‘এত কাছে এসেও বাবার সঙ্গে দেখা হলো না!’ দুঃখে বুজে আসছে মেয়েটির কণ্ঠ। ‘আমার বোধহয় একজন আইভানহো বা ব্ল্যাক নাইটকে দরকার, যে আমাকে র‍্যাঞ্জে নিয়ে যাবে এবং বাবাকে উদ্ধার করে আনবে!’

ধৈর্য হারাল না জন, মেয়েটির মনের অবস্থা বুঝতে পারছে। ‘আইভানহো আর ব্ল্যাক নাইটই হোক, এ মুহূর্তে কারও সাধ্য নেই র‍্যাঞ্জে ঢোকে। গল্পে কথায় কথায় রাজা-উজির মেরে ফেলা যায়, কিন্তু বাস্তব সম্পূর্ণ ভিন্ন। হঠকারিতা বা বোকামির জন্য এখানে চড়া মাসুল গুনতে হয়।

‘গিয়েই দেখো, তোমার চুলে নতুন সিঁথি তৈরি করবে ওদের প্রথম গুলি, আর পরের দুটো কানটাকে খাটো করে দিতে পারে। কিছু টের পাওয়ার আগেই অক্লান্তি পাবে তোমার আইভানহো বা ব্ল্যাক নাইট। ল্যান্সারদের সম্পর্কে তো জানো না, ওদের হাড়ে হাড়ে চিনি। কোনরকম মানবিক দুর্বলতা প্রকাশ করতে জানে না ওরা, যদি কখনও করেও, সেটা হবে পুরোপুরি লোক দেখানো।

‘সাহায্য করবার জন্য সাধারণ কোন মানুষ নয়, রবিনহুড বা রবরয়-এর মতো নায়ককে বেছে নেওয়া উচিত ছিল তোমার। যাক্গে, আসল কথা হচ্ছে জেনে-শুনে কখনও ফাঁদে পা দিতে নেই। আমার বাবা বলতেন: কেউ যদি তোমাকে ঘুসি মারবার জন্য অপেক্ষায় থাকে, সরাসরি তার সামনে যাবে না। বরং ঘুরে তার পিছনে চলে যাও এবং তাকে বেসামাল করো। কথাটা বোধহয় যে-কোন ধরনের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

‘ওরা যেহেতু আমাদের অপেক্ষায় আছে, আগ বাড়িয়ে ওদের সামনে যাচ্ছি না আমরা। লুকিয়ে থাকুক না-হয়! এই ফাঁকে গরু রাউণ্ড আপ করব আমরা, সম্ভব হলে বেশ কিছু গরু ওদের পাল থেকে খসিয়ে ফেলব। তারপর রাউন্ডির ট্রেডিং পোস্টের চারপাশে বাজার্ড রুস্টে কিছু স্কাউটিং করব। বাজি ধরে বলতে পারি, নির্ঘাত কাউকে ওখানে রেখেছে ব্ল্যাক, চট করে যাতে আমাদের খবর পেয়ে যেতে পারে।’

একেবারে চুপ হয়ে গেল জেনিফার। সারা পথে আর একটা কথাও বলল না। অপ্রিয় সত্য শুনতে কারই বা ভাল লাগে? জেনি ম্যাকক্লেরিও তার ব্যতিক্রম নয়।

তবে জনের উপর যে অসম্ভব হয়েছে তা নয়, বরং হতাশাও কাজ করছে ওর মধ্যে। শত মাইল দূর থেকে এসেছে বাবার সঙ্গে দেখা করতে, অথচ আধ-মাইলেরও কম দূরত্ব থেকে ফিরে এল! দুঃখটা সহজে ভুলবার নয়। তা ছাড়া, বাবার জন্য উদ্বেগও কাজ করছে জেনিফারের মনে। কেমন আছেন? আদৌ বেঁচে আছেন, না...? আর ভাবতে পারল না ও। কঠোর শাসন করল নিজেকে। অলক্ষুণে চিন্তা মনকে শুধু অশান্তই করে তুলবে।

সরে গিয়ে জেফের কাছে চলে গেল ও। পাশাপাশি কিছুক্ষণ ঘোড়া ছোটানোর পর প্রসঙ্গটা তুলল।

‘জেফ, তোমার কী মনে হয়, বাবা বেঁচে আছেন?’ মৃদু স্বরে জানতে চাইল ও।

ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল জেফ, তারপর কয়েক গজ সামনে চলতে থাকা জন আর টেণ্ডি স্পুনারের দিকে একবার দৃষ্টি চালাল। ‘জন বোধহয় তোমাকে আশ্বস্ত করতে পারেনি?’ মৃদু হেসে পাল্টা জানতে চাইল সে।

‘তা নয়...আসলে খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে তো!’

‘আমার মনে হয় বহাল তবিয়েতে আছে তোমার বাবা,’ খানিক চিন্তা করবার পর বলল জেফ। ‘নানা কারণে তাকে দরকার হবে ল্যাস্কারদের। হট করে একটা র‍্যাঞ্চ দখল করলেও আদপে ওটা হজম করতে পারা কঠিন বৈকি। প্রতিবেশীরা প্রশ্ন তুলবে, বিশেষ করে টিম রাউডির মতো লোক যদি থাকে। আমার মনে হয় এখন পর্যন্ত মি. ম্যাকক্লেরিকে আটকে রেখেছে ওরা, চাপ দিচ্ছে। ওর কাছ থেকে নানা তথ্য আদায় করবার চেষ্টা চালাবে। একইসঙ্গে তোমাকে মুঠোয় ভরতে চাইবে।’

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল জেনিফার। মনে মনে জেফের প্রতিটি কথা উল্টেপাল্টে দেখল। যুক্তি আছে। ওর বাবাকে খুন করে ফেললে সেটা হঠকারী হবে, কারণ এর পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ ব্ল্যাক ল্যাস্কারদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। তা নিশ্চয়ই করবে না ওরা। বরং, বাবাকে চাপের মধ্যে রেখে নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করিয়ে নেবে।

কাজটা সহজ হবে না। বাবাকে যতটা চেনে জেনিফার, নির্দিধায় বলতে পারে ভাঙবে তবুও মচকাবে না হ্যাস ম্যাকক্লেরি।

‘প্রতিটি মানুষেরই কিছু না কিছু দুর্বলতা থাকে,’ বিষয়টা নিয়ে জেফের সঙ্গে আলাপ করতে মন্তব্য করল সে। ‘মি. ম্যাকক্লেরির দুর্বলতা যেমন তুমি। তোমার ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা দেখতে পেলে হয়তো সর্বোচ্চ ছাড়ও দিয়ে ফেলবে সে। সব বাবাই মোটামুটি একই রকম। সন্তানের জন্য যে-কোন ক্ষতি মেনে নেয়। ঠিক এ কারণেই র‍্যাঞ্চে যাওয়া চলবে না তোমার, বিশেষ করে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও নিরাপদ না-হওয়া পর্যন্ত। এজন্যই তোমাকে

র্যাঞ্জে যেতে বাধা দিচ্ছি আমরা। আপাতত তুমিই আমাদের তুরূপের তাস। তোমাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলে মি. ম্যাকক্লেরিকে দিয়ে যা খুশি করাতে পারবে ওরা।’

ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো এতক্ষণে! আবেগ অন্ধ করে দিয়েছিল ওকে, অনুশোচনার সঙ্গে ভাবল জেনি। জনের কথাকে গুরুত্ব দেয়নি। এ মানুষগুলো যে ওর ভাল চায়, এটা তারা গত কয়েকদিনে বহুবার প্রমাণ করেছে। তাদের অবিশ্বাস করবার প্রশ্ন ওঠে না। বরং ভুল বুঝবার জন্য জনের কাছে দুঃখ প্রকাশ করা উচিত।

বাজার্ড রুস্টে যখন পৌঁছল ওরা, ততক্ষণে দুপুর হয়ে গেছে। স্টোভের পাশে খেতে বসল সবাই। ক্র্যাকার্স আর সার্ভিন খাচ্ছে। কথা বলতে বলতে ক্রফট গ্যাংয়ের প্রসঙ্গ তুলল জন, ভেবেছিল টিম রাউডি হয়তো মুখ খুলবে না। সরাসরি প্রশ্ন করা যেত, কিন্তু জন চায় না ওর চিন্তা-ভাবনার গতি কেউ জেনে ফেলুক।

রাউডির কাছ থেকে ক্রফটদের গল্প জানা হয়ে গেল।

গুজব আছে স্পেনিশ পীকের কাছাকাছি কোথাও লুটের মাল লুকিয়ে রেখেছে ক্রফট গ্যাং। জায়গাটা এখান থেকে নাক বরাবর দক্ষিণে, মাইল কয়েক দূরে।

খুবই ভয়ঙ্কর ও খুনে বাহিনী বলে বদনাম ছিল ক্রফটদের, কিন্তু আদপে তারা অত মারকুটে ছিল না। সত্যি কথা হচ্ছে, লুট করবার সময় নেহাত ঠেকায় না-পড়লে কখনও খুনখারাবি করত না। গৃহযুদ্ধের আগে আউটল হিসাবে কুখ্যাতি ছিল ক্রফট গ্যাংয়ের নেতা লেসলি ক্রফটের, কিন্তু যুদ্ধের সময় দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসে সে—তাদের হয়ে পর্যাণ্ড ফাও সংগ্রহ করবে। কলোরাডোর খনি থেকে উত্তোলিত সোনা-রূপার শিপমেন্ট হতো প্রায়ই, আর সেগুলোই ক্রফটদের মূল টার্গেট হয়ে গেল।

‘লোকে অনেক কথাই বলে, কিন্তু আসলে যে কান্টা সত্যি নিশানা

বলা মুশকিল,’ বলল টিম রাউডি, মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া, প্রসঙ্গটা আকর্ষণীয় তো বটেই। ‘বিশেষ করে ক্রফটের মোট লুটের পরিমাণ নিয়ে হাজারটা কথা শোনা যায়। কেউ বলে টনকে টন সোনা-রূপা লুট করেছে ওরা, এর ঠিক কতটা আইনের হাতে ধরা পড়বার আগে লুকিয়ে রেখেছিল আদপে বলা মুশকিল। তবে আসলে পরিমাণটা কমই। বড়জোর হয়তো সত্তর হাজার ডলারের সমপরিমাণ হবে।’

‘সত্তর হাজার কম কীসে?’ শুকনো স্বরে বলল জেফ। ‘অত টাকা আমার সারা জীবনেও দেখব কি-না সন্দেহ আছে!’

‘তোমার কী ধারণা, এখানেই আছে সব সোনা?’ জানতে চাইল টেডি স্পুনার।

শ্রাগ করল রাউডি, কিছুটা চিন্তিত দেখাল মুখ। ‘এ ব্যাপারে সঠিক বলা মুশকিল। বাস্তবতা হচ্ছে লুটের মাল লুকিয়ে রাখবার মতো যথেষ্ট সময় ছিল না, বিশেষ করে নিরাপদ কোন স্থানে; যদি না যেখান থেকে লুট করেছে তার ধারে-কাছে কোথাও লুকিয়ে থাকে। কারণ যুদ্ধের ঘনঘটায় সেই সুযোগ ওরা পেয়েছে বলে মনে হয় না। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে আইনের হাতে যখন ধরা পড়ে ওরা-যুদ্ধ শেষ হওয়ার ঠিক পরপরই-কারও কাছে এক রত্তি সোনা বা রূপাও পাওয়া যায়নি।

‘এটা একটা বিরাট ধাঁধা হয়ে আছে। মানুষ এখনও জল্পনা-কল্পনা করে। মনে করে স্পেনিশ পীকের কোথাও সব লুটের মাল লুকিয়ে রেখেছে ক্রফটরা। ব্যাপারটা অবশ্য একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। যুদ্ধের পরপরই গ্যাংয়ের বেশিরভাগ সদস্য হয় ধরা পড়ে, নয়তো খুন হয়ে যায় আইনের হাতে। জীবিত বা মৃত, কারও কাছে সোনা পাওয়া যায়নি। এত অল্প সময়ের মধ্যে কোথায় উধাও হলো সোনাগুলো? হাওয়ায় তো মিলিয়ে যেতে পারে না! ঠিক এ কারণেই মানুষ মনে করে ওদের আস্তানা, অর্থাৎ স্পেনিশ পীকের ধারে-কাছে কোথাও লুকানো আছে সব সোনা বা

রূপা। সম্পত্তি নিজেদের চোখের সামনে বা আগলে রাখবে, এটাই স্বাভাবিক। সে-হিসাবে বলা চলে গুজবটা একেবারে ভিত্তিহীন নয়।’

আড়চোখে জেনিফারের দিকে তাকাল জন। বিষণ্ণ ও শঙ্কিত হয়ে আছে মেয়েটা। দুশ্চিন্তা করছে সারাক্ষণ। ভয় পাচ্ছে। একদিনে মেয়েটাকে যতটা চিনেছে, তা থেকে দুশ্চিন্তার কারণ অনুমান করতে পারছে জন—নিজকে নিয়ে নয়, ম্যাকক্লেরির জন্য চিন্তিত জেনিফার। ভয় পাচ্ছে হয়তো খারাপ কিছু ঘটে যাবে তার।

আচ্ছা, ম্যাকক্লেরিকে র‍্যাপ্স থেকে বের করে আনা যায় না? চিন্তাটা উঁকি দিল জনের মাথায়। অন্তত চেষ্টা করা উচিত। মোক্ষম কোন উপায় বা বুদ্ধি যদি বাতলাতে পারে...

বলা যতটা সহজ বাস্তবে কাজটা করা ঠিক ততটাই কঠিন। বিশেষ করে র‍্যাপ্সের অবস্থানের কারণে। চারপাশে পাহাড় আর ক্রিফ মিলে আক্ষরিক অর্থে দুর্ভেদ্য এক দুর্গ হয়ে পড়েছে র‍্যাপ্সটা। পাহারা তো আছেই। যদি কোনভাবে ম্যাকক্লেরিকে বের করেও আনতে পারে, পালাতে পারবে না। তাকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গম ট্রেইল পাড়ি দেওয়া যাবে না।

কাজটা প্রায় অসম্ভব।

খাওয়া শেষে বেরিয়ে গেল স্পুনার। ধূমপান করবে বোধহয়। জেফও অনুসরণ করল তাকে। পোস্টের আশপাশে টুঁ মারবে হয়তো। অযথা বসে থেকে সময় নষ্ট করবার চেয়ে বরং খবর সংগ্রহ করা জরুরি মনে করেছে ওরা।

জেনিফারের পাশে চলে গেল জন। ‘দুশ্চিন্তা কোরো না। ঠিক একটা ব্যবস্থা করে ফেলব,’ মেয়েটিকে আশ্বস্ত করল জন, যদিও জানে না আদৌ ব্যাপারটা সম্ভব হবে কি-না। ‘তোমার বাবাকে বের করে আনব র‍্যাপ্স থেকে।’

‘ওহ্, জেমস যে এত খারাপ হতে পারে, কল্পনাও করিনি! কী নিশানা

বোকার মতো ওর মিষ্টি কথায় কান দিয়েছিলাম!’

জেমসটা আবার কে?

ভিড়মি খাওয়ার মতো অবস্থা হলো জনের। পরমুহূর্তে মনে পড়ে গেল। ব্ল্যাকের কথা বলছে। জেমস ব্ল্যাক ল্যাস্কার। আসলে তাকে ব্ল্যাক হিসাবেই জানে সবাই, বিশেষ করে টেনেসিতে; এমন একজনও নেই যে ওকে জেমস ল্যাস্কার হিসাবে চেনে বা জানে, বরং সবাই—এমনকী ওর বন্ধুবান্ধব বা পরিবারের লোকজনও ব্ল্যাক ল্যাস্কার হিসাবে চেনে।

জেনিফারের কথায় তাই প্রথমে ধন্দে পড়ে গিয়েছিল জন।

‘চিনতে পারোনি সেজন্য তোমাকে দোষ দেওয়া যায় না,’ শেষে বলল ও। ‘বাইরের রূপ দেখে কাকেই বা চেনা সম্ভব? রংটা কালো, কিন্তু এছাড়া রীতিমত সুদর্শন ও। দীর্ঘ, সুঠামদেহী। মেয়ে মাত্র আকৃষ্ট হবে। টেনেসির বেশিরভাগ লোক ওর আসল রূপ সম্পর্কে জানে। পুরো ল্যাস্কার পরিবার খুন-খারাবি, লুটপাট ও মাস্তানির জন্য কুখ্যাত; আর ব্ল্যাক সবার শিরোমণি, এই যা। কল্যাট যারা চেনে না, তারা কি প্রাণীটা দেখলে বা ডাক শুনলে বুঝতে পারে আদপে ওটা কত ভয়ঙ্কর? দেখতে কিন্তু নিরীহ মনে হয়।’

‘ধন্যবাদ, জন,’ আন্তরিক স্বরে বলল জেনিফার। ‘তুমি ছিলে বলে রক্ষা হয়েছে, নইলে কত বড় ভুল যে করে ফেলতাম! জীবনে আর সেই ভুল শুধরানোর উপায় থাকত না।’ এবার অপ্রতিভ হয়ে গেল ওর মুখ। ‘অবশ্য ভুল আমি একটার পর একটা করে যাচ্ছি। অযথা রাগ করেছি তোমার উপর, কিন্তু আমার বা বাবার মঙ্গল চিন্তা করেই তো র্যাক্স থেকে এখানে চলে এসেছ।’

‘আমার কাছে যেটা উচিত মনে হয়েছে তাই করেছি,’ হালকা চালে বলল জন। ‘তুমি টেনেসির মেয়ে হলে ঠিকই জানতে ব্ল্যাক কেমন চীজ। তা ছাড়া, বয়স একটা বড় ব্যাপার। অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা অনেক কিছু বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারি, যেটা কাঁচা বয়স

বলে তুমি পারো না। বুড়ি হও, তা হলে তুমিও চট করে কঠিন যে-কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।’

ভুরু কোঁচকাল জেনিফার। ‘এমন কী বয়স হয়েছে তোমার?’

‘তোমার প্রায় দ্বিগুণ। একত্রিশ।’

‘চৌত্রিশ বছর বয়সে বাবা সংসারী হয়েছিলেন।’

‘কথাটা ফিরিয়ে দিয়ে শান্তি লাগছে?’ হাসল জন, মনে পড়ে গেছে ওদের পরিচয়ের সময় জেনিফারের বয়স নিয়ে কঁটাক্ষ করেছিল।

‘পশ্চিমে মানুষের পরিপক্বতা খুব দ্রুত আসে, তাই না, জন?’ অন্যমনস্ক সুরে বলল জেনিফার। ‘এই যে আমাকে দেখো, এক মাস আগেও কেমন অস্থির ও খেয়ালী ছিলাম, অথচ তোমাদের সঙ্গে থেকে কয়েকদিনের মধ্যে পুরো বদলে গেছি।’

‘সবার ক্ষেত্রেই এমন হয়,’ সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করল জন।

মিসেস রাউডির সঙ্গে গল্প করতে জেনিফার ভিতরে চলে যেতে বেরিয়ে এল জন। পোর্চে এসে খিলানের সঙ্গে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াল। চারপাশে কোথাও দেখতে পেল না স্পুন্যার বা জেফকে। পকেট থেকে তামাক-কাগজ বের করে সময় নিয়ে সিগারেট রোল করল।

তারপর, কোন কারণ ছাড়াই—হতে পারে সহজাত প্রবৃত্তি ওকে প্ররোচিত করেছে—আলগোছে পিস্তলের ফিতা সরিয়ে দিল, যাতে চট করে মুহূর্তের ব্যবধানে ড্র করতে পারে।

ঘোড়া দাবড়ানো বা দৌড়-ঝাঁপের সময় হোলস্টার থেকে পিস্তল পড়ে যেতে পারে, যেহেতু সব হোলস্টারের উপরের দিকটা উন্মুক্ত থাকে। প্রচলিত রীতি হচ্ছে দড়ি বা র-হাইডের ফিতা দিয়ে পিস্তলের বাঁট বেঁধে রাখা, এক আঙুলের নড়াচড়ায় ওটা অনায়াসে সরিয়ে দেওয়া যায়। একসময় হোলস্টারের ঢাকনা ছিল, কিন্তু তা দ্রুত ড্রয়ের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াত, যেহেতু বোতাম আটকানো ঢাকনা আগে সরিয়ে তবে পিস্তল বের করতে হতো।

শোডাউনের সময় সেকেন্ডের ভগ্নাংশও মূল্যবান, কারণ তাতেই জয়-পরাজয় নির্ধারণ হয়, তাই খুঁটিনাটি এসব বিষয় পিস্তলবাজদের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইদানীং। যেমন: ক্রস-ড্র প্রায় মাকাতার আমলের হয়ে গেছে, এতে শ্লথ হয়ে যায় গতি; কোমরে পিস্তল না-ঝুলিয়ে বরং একটু নীচে বা উরুতে ঝোলানো হয়, কিছু বাড়তি সময় পাওয়া যায় তাতে। একসময় হোলস্টারের নীচের দিকে, পিস্তলের মাযল বরাবর ফুটো থাকত, ট্রিগারটাও থাকত উন্মুক্ত; চটকদার বহু বন্দুকবাজ এভাবে পিস্তল ব্যবহার করত। ডুয়েলের সময় স্রেফ খাবলা মারত তারা, ট্রিগারে আঙুল ঢুকিয়ে পুরো হোলস্টার সামান্য উঁচিয়ে ধরত-বিশেষ করে যেখানে মাযল রয়েছে। প্রতিপক্ষের বরাবরে এনে গুলি করে দিত। কিন্তু এতেও অমূল্য কিছু সময় নষ্ট হওয়া ছাড়াও নিশানা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যেত, কখনও কখনও ট্রিগার টানতেও সমস্যা হতো বলে প্রচলনটা উঠে যেতে মোটেই দেরি হয়নি। এ ব্যাপারটা এখন কেবল নাটক আর সিনেমায় সীমাবদ্ধ।

পশ্চিমে সেরা বন্দুকবাজদের মধ্যে বহুল প্রচলিত রীতি হলো, ডুয়েলের সময় পিস্তল বের করে কেউ নিশানা করে না, বরং স্রেফ আঙুল তাক করবার মতোই পিস্তল উঁচিয়ে ট্রিগার টেনে দেয়। কেউ কেউ পিস্তল খাপ-মুক্ত হওয়া মাত্র, অর্থাৎ কোমরের কাছ থেকে গুলি করে। শরীরের পাশে বা সামনে আনবার কোন চেষ্টাই করে না। এতে সফল হওয়ার জন্য বহুদিনের নিবিড় ও নিরলস চেষ্টা বা অনুশীলন লাগলেও ফলাফলটা খুবই কার্যকরী।

বৈরী পশ্চিমে টিকে থাকবার জন্য, বিশেষ করে বিপদ যাদের বহু পুরানো বন্ধু, শুধু কৌশল আর দক্ষতা অর্জন করলেই চলে না, বরং তাদের ইন্দ্রিয়গুলো একটু বেশি তীক্ষ্ণ হতে হয়। অবচেতন মনের তাগিদ কখনও কখনও তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করে। এর ব্যাখ্যা করা মুশকিল, কিন্তু জন নিজের ক্ষেত্রে বহুবার হাতে-নাতে প্রমাণ পেয়েছে।

এখন যদিও স্বাভাবিক সতর্কতাবোধ ওকে প্ররোচিত করেছে, পিস্তলের ফিতা সরিয়ে দিয়েছে কোন কারণ ছাড়াই; কিন্তু মনের গভীরে বিপদের আভাস পাচ্ছে। অনুভূতিটা অস্পষ্ট, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তবে জন ঠিকই টের পায়। তখন পিস্তল হয়ে পড়ে অকৃত্রিম বন্ধু ও নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। অনুভূতিটা এমন যেন কেউ ওর কবরের উপর হাঁটছে কিংবা ওর জন্য কবরই খুঁড়ছে!

এসবের মানে একটাই: বিপদের নৈকট্য!

চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল জন। নীরবে সিগারেট ফুঁকছে। ঝড়ের বেগে ভাবনা চলছে মাথায়। অস্বস্তি ওর সারা অস্তিত্ব জুড়ে, ইন্দ্রিয়গুলো টানটান হয়ে গেছে। কেউ নজর রাখছে ওর উপর? না রাইফেলের সাইটে এ মুহূর্তে ওর কপালে নিশানা করছে?

পাহাড়ের দিকে চলে গেল জনের দৃষ্টি। রুস্ট বলতে সাধারণ অর্থে আউটলদের আখড়া বোঝে পশ্চিমের মানুষ। অপূর্ব সুন্দর এ উপত্যকার নাম কেন শকুনের আখড়া হবে, ব্যাপারটা বোধগম্য হয়নি জনের। অবশ্য কখনও কখনও অর্থহীন নাম রাখে মানুষ।

সামনে বেশ কয়েকটা নিচু পাহাড়। আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকবার মতো জায়গার অভাব নেই। অসংখ্য ঝোপঝাড় আর গাছ রয়েছে উপত্যকা ও পাহাড়ি ঢালে। অনড় দাঁড়িয়ে থেকে, সতর্ক যে হয়ে উঠছে সেটা মোটেই প্রকাশ করল না জন, বরং আয়েশী ভাব দেখা গেল ওর ভঙ্গিতে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি সম্ভাব্য জায়গা নিরীখ করল। পাহাড়ের খাঁজ বা ভাঁজ, উপত্যকা, ঝোপের আড়াল কিংবা গাছের ছায়া...কিছুই বাদ দিল না।

দুপুরের তীব্র রোদে পুড়ছে প্রকৃতি।

রাস্তা ধরে অলস পায়ে চলে গেল একটা নেড়ি কুকুর, এক বাড়ির কোণে ঘুঁটে কুড়াচ্ছে দুটো মুরগি। কেউ পানির কল চাপল, জং ধরে যাওয়ায় ক্যাচক্যাচ শব্দে প্রতিবাদ জানাল কলের হাতল। দূরে লিটল শীপ মাউন্টেনের অনুচ্চ পাহাড়ের সারি, তারও আগে মালভূমির মতো উঁচু তৃণভূমিতে চরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা গরু।

নিশানা

সবই স্বাভাবিক। ক্ষীণ নড়াচড়া, ছায়ার ঘনত্বের পরিবর্তন বা ছোট ছোট প্রাণীর আচমকা সাড়া—যা থেকে কারও উপস্থিতি বোঝা যাবে...কিছু নেই।

নিজের মধ্যে আচমকা এই অতি সতর্কতাবোধের বাস্তব বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন কারণ চোখের সামনে দেখতে না-পেলেও ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করতে পারছে না জন। অতীতে হামেশা যদি এটা গুরুত্বহীন বা ভুয়া বলে প্রমাণিত হতো, তা হলে হয়তো সস্তা বিকার বলে ধরে নিত। কিন্তু মোটেই তা নয়, বরং বহুবার শ্রেফ অবচেতন মনের এ খেয়াল ওর প্রাণ রক্ষা করেছে।

মন খুঁতখুঁত করছে। তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো বিঁধছে যেন।

র‍্যাক লাক্সার বা ওর চেলা-চামুণ্ডারা জনের সর্বনাশ করতে পারলে খুশি হবে, কিন্তু এ মুহূর্তে তাদের খুব একটা আগ্রহী মনে হচ্ছে না। তাড়া নেই ওদের। বোধহয় জানে সময় আসবে, জন বা জেফকে ঠিকই হাতের মুঠোয় পাবে। এ ধরনের বহু পরিস্থিতি পেরিয়ে এসেছে ওরা এবং শেষপর্যন্ত ঠিকই সফল হয়েছে। ধরে নিয়েছে এবারও হবে। সাফল্য মানুষকে আত্মবিশ্বাসী এবং সতর্ক, দুটোই করে।

উল্টোটাও সত্যি। ব্যর্থতা মানুষকে শেখায়। সাবধানী করে।

জীবনে বহু বিপদের মোকাবিলা করেছে জন। বিপদ ওর জন্য নতুন কিছু নয়। পিস্তলে দক্ষতার পরীক্ষা দিতে হয়েছে বহুবার। সাফল্য ওকে আরও সতর্ক করে। জানে সামান্য হেরফের হয়ে গেলে চরম সর্বনাশ ঘটে যাবে। হয়তো নিশানা এক চুল নড়ে গেল এবং তাতে গুলিটা কয়েক ইঞ্চি দূর দিয়ে চলে যাবে, টার্গেটে বিঁধবে না; ড্র করতে গিয়ে সঠিক জায়গায় নাও পড়তে পারে হাত, কিংবা ধুলো এসে পড়ল চোখে...এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ফাস্টেস্ট বন্দুকবাজ বা নিখুঁত লক্ষ্যভেদীর ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। সঙ্গত কারণেই জন সতর্ক থাকে।

অস্ত্রও সমস্যা করতে পারে। বিচক্ষণ লোক কখনও পিস্তলকে

খেলনা-সামগ্রী মনে করে না। কেউ কেউ আঙুলে বাধিয়ে পিস্তল ঘোরায়, কিন্তু সত্যিকার কোন গানফাইটার এসব করে না, কারণ সে জানে ট্রিগারে অসাবধানতাবশত চাপ পড়ে গেলে একটা গুলি তার নিজের পেটে ঢুকে যেতে পারে। পিস্তলবাজ মাত্রই জানে অস্ত্র কত ভয়ঙ্কর জিনিস, তাই জিনিসটাকে সমীহ করে সে। পিস্তলের ব্যবহার শুধু খুন করবার জন্য, আর শুধু গুলি করবার জন্যই অস্ত্র বের করে গানফাইটাররা, গুলিও করে খুন করবার জন্য। অন্য কোন উদ্দেশ্য মনে থাকে না। সবার ক্ষেত্রেই তাই হওয়া উচিত। সত্যিকার পিস্তলবাজ কখনও পিস্তল উঁচিয়ে কাউকে ভয় দেখায় না, কিংবা বাঁটে আঁচড়ও কাটে না। দুটোই আসলে টিনহর্নদের সস্তা ভাঁওতাবাজি।

জনরা বাজার্ড'স রুস্ট বা টিম রাউডির ট্রেডিং পোস্টে আসবে—এটা বুঝতে ল্যান্সারদের গুনি হওয়ার দরকার পড়ে না। চোখ রাখবার জন্য নিশ্চয়ই কাউকে রেখেছে ধারে-কাছে। লোকটা নজর রাখবে কারা বাজার্ড'স রুস্টে আসা-যাওয়া করছে। দরকার মনে করলে খবর পাঠাবে। দলবল নিয়ে জনদের জন্য এখানে অপেক্ষায় থাকা অর্থহীন।

একটা লুক-আউট থাকা উচিত বলে মনে করছে জন, যেখান থেকে পুরো বাজার্ড'স রুস্টে নজর রাখা যাবে। সম্ভাব্য জায়গাটার সন্ধান চালাল, আঁতিপাতি করে প্রতিটি জায়গা দৃষ্টি দিয়ে তালাশ করল; কিন্তু চোখে পড়ল না।

শেষে ভিন্ন পথ ধরল। নিজেকে সেই লোকের জায়গায় কল্পনা করল। কোথায় অবস্থান নিত? পাহাড়ি ঢালে, কারণ পর্যাণ্ড আড়াল পেত, নড়াচড়াও কারও দৃষ্টিগোচর হতো না, এবং সবচেয়ে বড় কথা, অন্যদের অগোচরে পুরো এলাকায় নজর রাখা যাবে। দেখতে পাবে কে আসছে বা কে যাচ্ছে।

হঠাৎ শিরশিরে একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল জনের শিরদাঁড়া বরাবর। এ অনুভূতি ওর চেনা—কেউ নজর রাখছে! এ মুহূর্তে

সরাসরি ওকেই দেখছে! জনের মনে হলো ওর হাড়মজ্জা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে লোকটা।

বাড়ি থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল জেনিফার।

‘জন...?’ উত্তেজিত স্বরে ডাকল মেয়েটা, কিন্তু ওকে থামিয়ে দিল জন।

‘ভিতরে চলে যাও! যা খুশি করো, কিন্তু আমার কথা ছাড়া বেরিয়ে আসবে না।’

ফ্যাকাসে হয়ে গেল জেনিফারের মুখ। ‘কী হয়েছে?’

‘আহ! যা বলছি করো তো!’

মুহূর্তে রেগে গেল মেয়েটা, অপমানিত বোধ করেছে। ‘জন ক্যালকিন, তুমি এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারো না!’ তীব্র অসন্তোষ ঝরে পড়ল জেনিফারের কণ্ঠে, গলা চড়ে গেছে। ‘নিজেকে কী মনে করো? তুমি আমাকে তাড়িয়ে দেওয়ার কে? আমার যা খুশি করব!’

প্রায় দেড়শো গজ দূরের এক ঝোপে সামান্য নড়াচড়া চোখে পড়ল, সূর্যের তেরছা আলোয় ঝিকিয়ে উঠল রাইফেলের ব্যারেল। হোলস্টারে চলে গেছে জনের ডান হাত, শরীর টানটান, প্রস্তুত যে-কোন পরিস্থিতির জন্য। বাম হাতে ঠেলে জেনিফারকে দরজার দিকে পাঠিয়ে দিল।

শুধু সিঙ্কগান রয়েছে সঙ্গে, সামান্য অসহায়ত্বের সঙ্গে ভাবল জন। দেড়শো ফুট দূরত্ব কোন্টের জন্য একটু বেশি। রাইফেল হলে ভাল হতো। কিন্তু আপাতত পিস্তলে কাজ চালিয়ে নিতে হবে। এরচেয়ে বেশি দূরত্বেও পিস্তলে লক্ষ্যভেদ করবার অভিজ্ঞতা আছে ওর।

জেনিফারকে দরজার দিকে ঠেলে দিয়েছে, তখনই ঝোপের আড়াল থেকে গর্জে উঠল রাইফেলটা। শব্দের আগেই ওগরানো কমলা আগুন দেখতে পেল জন।

জেনিফারকে ঠেলা দিয়েছিল বলে বেঁচে গেল এই যাত্রায়।

নিজের অজান্তে সামান্য সরে গিয়েছিল জন, অস্ত্রের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো গুলি, ওর কান ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। বিচিত্র গা শিউরানো শব্দ হলো গুলিটা যাওয়ার সময়। ভোঁতা শব্দে দরজার ফ্রেমে বিঁধল ওটা।

ততক্ষণে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে জনের হাতে। নির্দিধায় গুলি করল ও। দূরত্বের কারণে একটু উপরে গুলি করেছে। পরপর তিনটা বুলেট পাঠিয়ে দিল, এত দ্রুত যে শব্দ শুনে মনে হলো মাত্র একটা গুলি করেছে। যান্ত্রিক দক্ষতায় ট্রিগার ও হামার টেনেছে।

তারপর চট করে তিনটা সিঁড়ি ভেঙে নীচে চলে এল ও, এক ছুটে চলে গেল কয়েক গজ। থেমে আবার গুলি চালাল। এবার আরও উপরে, কারণ লোকটা হয়তো ঢাল ধরে খিঁচে দৌড় দিয়েছে। জনের মূল টার্গেট যেখানে কমলা আগুন ওগরাতে দেখেছে, কিন্তু পিস্তলের নল চুল পরিমাণ এদিক-ওদিক সরিয়ে টার্গেটের আশপাশে গুলি করেছে, যেহেতু জানে লোকটা এক জায়গায় স্থির থাকবে না।

অস্ত্রের গর্জন মিইয়ে যেতে অখণ্ড নীরবতা নেমে এল। অস্বস্তিকর স্তব্ধতা। পিস্তল উঁচিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল জন, কান ঝাঁঝ করে। হাতের পিস্তলে একটাও বুলেট নেই, খরচ হয়ে গেছে, কিন্তু সেটা শত্রুকে জানান দিতে নারাজ। এত দ্রুত গুলি করেছে যে অতি ধুরন্ধর লোকও ব্যাপারটা ধরতে পারবে না, বিশেষ করে ঘটনার আকস্মিকতা ও উত্তেজনায় ঠাহর করা মুশকিল।

ধীর ভঙ্গিতে পিস্তলের মাযল নিচু করল ও, তারপর বাম হাতে অন্য পিস্তলটা তুলে নিল। হাত বদল করল পিস্তল দুটো। এবার বাম হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে চেম্বার খুলে ইজেক্টর সরিয়ে সিলিণ্ডার থেকে বুলেটের খোসা ছাড়িয়ে নিল। পাহাড়ি ঢালে দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে।

চোখ না-সরিয়েই কোমরের বেল্টের সঙ্গে পিস্তল গুঁজে রাখল নিশানা

জন, তারপর গানবেন্টের লূপ থেকে তাজা কার্তুজ বের করে আবার পিস্তল তুলে নিল হাতে। সিলিগুরে বুলেট ঢোকাল। একেকবারে একটা। মিনিট কয়েক পর পুরো লোডেড হয়ে গেল পিস্তলটা।

ঝোপে কোন সাড়া নেই লোকটার। না নড়াচড়া, না কোন শব্দ।

জেফ আর স্পুনার কোথায়? ভাবল জন। যেখানেই থাকুক, গুলির শব্দে এতক্ষণে চলে আসবার কথা।

উদ্ভিষ্ট ঝোপের দিকে পা বাড়াল ও। চোখ-কান সতর্ক।

জেনিফারের গায়ে গুলি লাগেনি তো? জন অবশ্য নিশ্চিত যে তেমন কিছু ঘটেনি, কিন্তু দুর্ঘটনার হাত-পা নেই, বিশেষ করে খুব কাছে যেহেতু ছিল মেয়েটা। এমনকী দরজার চৌকাঠে ঠোকর খেয়ে বুলেট এসে বিধতে পারে।

আবার পা বাড়াল জন। কিছুই ঘটল না।

হঠাৎ ডানদিকে জেফের কণ্ঠ শুনতে পেল। ‘লোকটা বোধহয় পটল তুলেছে, জন।’

ঝোপের দিকে এগোল জন। উঁচু-নিচু পথ ধরে এগিয়ে চলল। ঝোপঝাড়, নুড়িপাথর আর প্রমাণ সাইজের বোল্ডার পড়ে আছে আশপাশে। নিচু কয়েকটা গাছও আছে। এক জায়গায় প্রকাণ্ড এক পাথরের পৃষ্ঠে শ্যাওলা ও কাঁটা জাতীয় পরগাছা জন্মেছে। রাস্তা থেকে জায়গাটা প্রায় ত্রিশ গজ দূরে। যাওয়ার পথে নানা আড়াল বা প্রতিবন্ধকতা থাকলেও ঢালের কারণে ওখান থেকে অনায়াসে টিম রাউডির ট্রেডিং পোস্ট চোখে পড়ে।

প্রথমে মাটির উপর পড়ে থাকা একটা রাইফেল চোখে পড়ল। হেনরি পয়েন্ট ফোর-ফোর। রাইফেলের স্টকে বুলেটের তাজা আঁচড় দেখতে পেল জন। ঠিক পাশে ঝোপের পাতায় রক্ত লেগে আছে। এ ছাড়া আর কিছু নেই। লোকটা লাপাত্তা হয়ে গেছে।

উদ্যত পিস্তল হাতে সম্ভরণে এগোল জন, ঝোপের ভিতর

টুকে পড়ল। কান খাড়া করে শব্দ শুনল। চারপাশ এত নীরব ও নিঃস্পন্দ যে নিজের হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছে। দূরে কোথাও ডেকে উঠল একটা কাক। তারপর একেবারে নীরব হয়ে গেল।

পিছনে কোথাও সশব্দে দরজা খুলল কেউ, ট্রেনিং পোস্ট থেকে বেরিয়ে এল বোধহয়। পরপরই বোর্ডের উপর বুটের ভারী শব্দ শোনা গেল।

তীক্ষ্ণ চোখে ঝোপের আশপাশের মাটি নিরীখ করল জন। কিন্তু চিহ্ন চোখে পড়ল না, এখানে যে-কেউ অপেক্ষায় ছিল, তার কোন প্রমাণ নেই। হাত বাড়িয়ে, সতর্কতার সঙ্গে ঝোপের শাখা সরিয়ে দিল, তারপর কয়েক কদম আগে বাড়ল। পরের ঝোপের এক ডালে, দুটো পাতায় টকটকে লাল রক্ত লেগে আছে...তাজা রক্ত! চারগজ সামনে বুটের গোড়ালির ছাপ, অস্পষ্ট হলেও বোঝা যাচ্ছে।

বলা যায় না, হয়তো ওর জন্য ওঁৎ পেতে আছে লোকটা। যে-কোন মুহূর্তে ঘাতক বুলেট ছুটে আসতে পারে। বোঝাই যাচ্ছে মারা যায়নি অদৃশ্য খুনি, আহত হয়েছে। এখন বরং আরও বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে লোকটা, কারণ সে জানে জন তাকে শিকার করতে আসছে।

দুটো কাজ করতে পারে সে। হয় প্রাণ নিয়ে ছুটবে, নয়তো মরণ কামড় দেবে—জনকে খুন করবার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাবে।

এক গাছের গুঁড়িতে লেগে থাকা রক্তের ছোপ দেখতে পেল জন, বুঝল এখানে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য বসেছিল ঘাতক লোকটা। তারমানে গুরুতর আহত হয়েছে। তবে নিশ্চিত বলবার উপায় নেই, কারণ কখনও কখনও অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর ক্ষত থেকেও প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে পারে।

কয়েক কদম এগিয়ে যাওয়ার পর স্পষ্ট চিহ্ন চোখে পড়ল। এখান থেকে পড়িমরি করে ছুট দিয়েছে লোকটা, ঝোপঝাড় ঠেলে এগিয়েছে। কোন কিছুর পরোয়া করেনি। চাইলে জনের জন্য নিশানা

অপেক্ষায় থাকতে পারত, অন্তত একটা সুযোগ সে পেত, কারণ যেহেতু জানত জন আসবে এবং সম্ভবত আসতেও দেখেছে; কিন্তু ঝুঁকি নেয়নি সে, নিজের প্রাণ বাঁচানো কর্তব্য মনে করেছে। এটাই স্বাভাবিক, আনমনে ভাবল জন, আড়াল থেকে অ্যামুশ এক কথা আর সামনাসামনি বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো ভিন্ন কথা, যখন দু'পক্ষের সমান-সমান সুযোগ থাকে।

ঝোপঝাড় ঠেলে পঞ্চাশ গজের মতো এগিয়ে গেল জন। শেষে আবিষ্কার করল ঢালের ওপাশে এসে পৌঁছেছে।

সামনে এক চিলতে খোলা জায়গা। প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া। ওপাশেও ঝোপঝাড় ও খানাখন্দে ভরা নিচু পাহাড়ি ঢাল, অবিকল একই ছবি। চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল জন, কোথাও নড়াচড়া বা কোন অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ল না।

ঝোপের আড়ালে থেকে খুঁটিয়ে জমি নিরীখ করল জন, চিহ্ন বা ট্র্যাক যত অস্পষ্টই হোক, খুঁজে পেতে চায়। লোকটা যেহেতু আহত এবং জান-প্রাণ নিয়ে ছুটেছে, ট্র্যাক লুকাতে পারেনি। বন্ধুর ও শত্রু জমি তার পক্ষে কাজ করেছে বটে, কিন্তু অস্পষ্ট হলেও কিছু ছাপ পড়তে বাধ্য। অবশ্য শুধু ছাপই নয়, নুয়ে পড়া ঘাস, সরে যাওয়া ঝোপের ডাল, চটকানো ঘাস বা মাটি থেকে উঠে আসা নুড়িপাথর...সবই চলাচলের সাক্ষ্য দেয়। এর যে-কোনটাই পেতে পারে।

ঝোপঝাড়, বোন্ডার বা গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে লোকটা। প্রতিটি সম্ভাব্য জায়গা খুঁটিয়ে দেখছে জন।

পাহাড়ের এ-পাশে অগভীর গর্ত রয়েছে একটা, ট্রেডিং পোস্ট থেকে জায়গাটা চোখে পড়ে না। কয়েক ফুট দৈর্ঘ্যের বলে আড়াল হিসাবে আদর্শ, বিশেষ করে পলায়নপর কোন লোকের জন্য। শুধু তাই নয়, এখান থেকে ঢাল ধরে সরে যেতে পারে কেউ, কিংবা অন্য কোথাও ঘোড়া রেখে চুপিসারে চলে আসতে পারবে এখানে। রাস্তা বা ট্রেডিং পোস্ট থেকে কেউ দেখতে পাবে না তাকে।

পিস্তল হাতে ধীর পায়ে এগোল জন। সমস্ত মনোযোগ কাজে, এমনকী পিছনে জেফ আসছে কি-না তরু ঠিকমত খেয়াল করছে না। তীক্ষ্ণ চোখে পুরো এলাকা জরিপ করল ও, দুই জায়গায় রক্ত দেখতে পেয়েছে।

গাছপালা ছাড়িয়ে আবার এক চিলতে খোলা জায়গা চোখে পড়ল। সবুজ ঘাস জন্মেছে এখানে। চারপাশে ঝোপঝাড় আড়াল দিচ্ছে। চিহ্ন দেখে জন বুঝল এখানে ঘোড়াকে পিকেট করেছিল অদৃশ্য ঘাতক। খাটো দড়ি দিয়ে বেঁধেছিল বলে কয়েকবার খুঁটি তুলে আবার নতুন জায়গায় বসিয়েছে। খুঁটির গর্তের চারপাশের ঘাস চক্রাকারে খেয়েছে ঘোড়াটা। খাটো দড়ি রাখবার একটাই কারণ: প্রয়োজনে পালাতে হলে যাতে চট করে ঘোড়ায় চড়তে পারে। লম্বা দড়ি হলে ঘোড়াটা হয়তো ঝোপঝাড়ে ঢুকে পড়বে, কিংবা সরে যাবে কোথাও। তাড়া খেয়ে এসে যদি ঘোড়ায় চড়তে হয়, খুঁটি খুলে আগে দড়ি গোটাতে হবে, ঘোড়াটাকে টেনে নিয়ে আসতে হবে, তারপর স্যাডলে চড়বে। মূল্যবান কয়েকটা সেকেণ্ড এতে নষ্ট হয়ে যাবে। এতেই হয়তো সব হিসাব উল্ট-পাল্ট হয়ে যাবে।

ধুরন্ধর লোক। সাবধানীও বটে। তবে লোকটাকে সমীহ করা যাচ্ছে না, আনমনে ভাবল জন, আরেকটু হলে পৈত্রিক প্রাণটা গিয়েছিল! জেনিফারকে ঠেলা দিতে গিয়ে সামান্য সরে গিয়েছিল, আর তাতেই নড়ে গেছে লোকটার নিশানা।

আরও একটা ব্যাপার স্বীকার করতে হবে, লোকটার হাতের টিপ দারুণ। স্রেফ ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে জন, আচমকা নানড়লে ঠিক মগজে বিঁধত বুলেট। এখন হয়তো ট্রেডিং পোস্টের পোর্টে পড়ে থাকত ওর লাশ, কখনও ঘাতকের পরিচয় জানতেই পারত না।

সম্ভবত স্রেফ নজর রাখবার জন্য এসেছিল লোকটা, কিন্তু মওকা পেয়ে হঠাৎ গুলি করবার সিদ্ধান্ত নেয়। জেনিফারের সঙ্গে নিশানা

কথা বলছে জন, অন্য কোন দিকে মনোযোগী নয়—এ অবস্থায় জনকে সহজ শিকার মনে করেছিল।

জনের পিছনে এসে দাঁড়াল জেফ। ‘জন, রক্ত পড়ছে তোমার কান থেকে!’ বলল সে।

এতক্ষণ টের পায়নি। আলতো হাতে জায়গাটা ছুঁলো জন, হাত সরিয়ে এনে চোখের সামনে তুলে ধরল। আঙুলে সামান্য রক্ত লেগেছে। ক্ষরণ তেমন হয়নি। অনুমান করল কানের উপরিভাগে সামান্য আঁচড় কেটে চলে গেছে বুলেট।

অদৃশ্য খুনির ট্রাক অনুসরণ করে দুটো পাহাড় পেরিয়ে গেল ওরা, শেষে বালিময় এক উপত্যকায় পৌঁছে খেই হারিয়ে ফেলল। কোন চিহ্ন নেই আর। চেষ্টা করলে হয়তো বের করা যেত, কিন্তু আগ্রহ বোধ করল না জন। লোকটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বেশ দূরে চলে গেছে।

খুরের শব্দ এড়াতে প্রথমে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে এগিয়েছে সে, তারপর নিরাপদ দূরত্বে এসে তুফান বেগে ছুটেছে। সামনে বন্ধুর এলাকা, চাইলেও এখন আর তাকে ধরা যাবে না। চিহ্ন দেখে অনুসরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে।

শেষদিকে ট্রেইলে রক্ত চোখে পড়েনি, তা থেকে জন অনুমান করেছে লোকটার আঘাত তেমন গুরুতর নয়।

ট্রেডিং পোস্টে ফিরে এসে জন দেখল পিটার হ্যানলন এসে গেছে। পোর্চে দাঁড়িয়ে টিম রাউডির সঙ্গে রাউণ্ড-আপ নিয়ে আলাপ করছে।

গল্প করতে করতে জানা গেল একটু আগে পরিচয় হলেও আদপে পরস্পর সম্পর্কে জানে ওরা। কয়েকজন গরু ব্যবসায়ী দু’জনেরই বন্ধু। তাই অন্তরঙ্গতা হতে সময় লাগেনি।

চৌহদ্দির কয়েকজন র‍্যাঞ্চার ও গরু ব্যবসায়ীও চলে এসেছে এখানে। ল‍্যাস্কারদের উপস্থিতি বা কাজ-কারবার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন এরা। রাউডির সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছে।

‘একটা ব্যাপার আমি পরিষ্কার করে নিতে চাই,’ দৃঢ় স্বরে বলল পিটার হ্যানলন। ‘এ লড়াই শুরু থেকে আমার, অন্য কারও এতে না-জড়ানোই ভাল। ল্যান্সাররা আমার গুরু চুরি করেছে, গোলমালটা আমারই সঙ্গে। নিজ গরজে আমি ওদের উচিত শিক্ষা দেব। তোমরা এতে জড়িয়ে পড়ে অযথা ঝুঁকি নেবে কেন?’

টিম রাউডি কিছু বলবার আগেই মুখ খুলল স্ল্যাশ-বি র‍্যাঞ্চার ফোরম্যান টেরি ফ্রিয়ার। মুচকি হেসে সে বলল, ‘তোমার সাহসের তারিফ করছি, মি. হ্যানলন, কিন্তু লোকবলে কম হয়েও অসৎ এক দলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছ তোমরা, এটা দেখেও কী করে চুপ করে থাকি আমরা? তা ছাড়া, সরাসরি আমাদেরও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। জেবিএল মার্কটা শুধু তোমারই নয়, বরং এখানে বেশ কয়েকটা র‍্যাঞ্চারও মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ ওটা এখানকার বেশিরভাগ ব্র্যাণ্ডের উপর বসিয়ে দেওয়া যাবে। তারমানে অন্যের শত শত গুরু জেবিএল মার্কায় বদলে নিতে পারবে ল্যান্সাররা। সেক্ষেত্রে, সেধে আমরা এতে জড়ানো না, বরং জড়াতে বাধ্য হচ্ছি।’

‘হয়তো, কিন্তু এখনও ক্ষতিগ্রস্ত হওনি তোমরা,’ যুক্তি দেখাল জেফ। ‘ক্যান্সাসে হাফ-বক্স-এইচের পালে হামলা করেছিল ল্যান্সাররা, পাইকারি হারে খুন করেছে ত্রুদের। মি. হ্যানলনের ছেলেও মারা গেছে ওদের হাতে। তাই, ল্যান্সারদের সঙ্গে শোধ-বোধের প্রথম সুযোগ হ্যানলনেরই প্রাপ্য।’

ধীরে ধীরে, চওড়া হাসি হাসল ফ্রিয়ার। ‘ধরে নাও আমিও হাফ-বক্স-এইচের ত্রু, তা হলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। অত হিসাব করতে আসছে কে!’

বারো

বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে রাউণ্ড-আপ শুরু করে র‍্যাংগাররা। রেঞ্জের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা সব গরু জড়ো করে আগে, তারপর মালিকানা অনুযায়ী হিসাব রাখে। যার যার গরু পরে বুঝিয়ে দেয়। কোন কোন এলাকায় তাবৎ র‍্যাংগ মিলে একই সঙ্গে রাউণ্ড-আপ চালায়, কোথাও আবার আলাদা আলাদাভাবে। তবে যে-কোন এলাকায় রাউণ্ড-আপের সময়টা একই থাকে।

রাউণ্ড-আপ শেষে র‍্যাংগাররা বিক্রি করবার মতো গরু আলাদা করে ফেলে, কোথাও কিছুদিন গচ্ছিত রেখে পরে সময় ও সুযোগ মতো বাজারে নিয়ে যায়। ব্রিডিং করবার জন্য ভাল জাতের ষাড়ও বাছাই করা হয় এসময়।

পিটার হ্যানলন আসবার দিনই রাউণ্ড-আপ চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্থানীয় র‍্যাংগাররা। অন্য বছর আরও কয়েকদিন পর শুরু করে, কিন্তু ল্যান্সারদের উপস্থিতিতে এবার কাজটা এগিয়ে আনা হয়েছে। র‍্যাংগারদের আশঙ্কা তাদের বহু গরু জেবিএল মার্কায় পরিণত হয়ে যেতে পারে, তাই সেটা ঠেকানোর আগাম চেষ্টা হিসাবে রাউণ্ড-আপ করে নেওয়া মঙ্গল। বিশেষ করে মার্কাহীন গরু ল্যান্সারদের লক্ষ্য হতে পারে। যেহেতু মার্কাঅলা গরুর উপর নতুন বা অন্য মার্কা চাপানো খুবই বিপজ্জনক, আগের মার্কা পুরোপুরি ঢেকে ফেলা সম্ভব হয় না; কিন্তু উঠতি বয়সী বা বাছুরের ক্ষেত্রে তা স্রেফ ছাপ্পড় বসিয়ে নিজস্ব সম্পত্তি বানিয়ে ফেলবার

মতো সহজ ব্যাপার। জোচ্ছুরি করলেও সেটা প্রমাণ করবার উপায় থাকে না।

এলাকার তাবৎ র‍্যাঞ্চার প্রথমে একত্রিত হলো এক স্থানে। যার যার ত্রু নিয়ে এসেছে। তারপর বিভিন্ন দিকে বেরিয়ে পড়ল সবাই। অসংখ্য ক্যানিয়ন, উপত্যকা, বন-বাদাড় আর খানাখন্দের কারণে এখানে রাউণ্ড-আপ তুলনামূলক কঠিন। এমনও জায়গা আছে যেখানে ঘোড়ার পিঠে যাওয়া দুঃসাধ্য, কিন্তু বেয়াড়া বলদ বা গরু ঠিকই গিয়ে হাজির হয়েছে। ওদেরকে ধরে আনতে হচ্ছে প্রথমে, তারপর মার্কী বসানোর কাজ।

যে-কোন গরুই ধরে আনা হয়। অন্যের গরু হলে সেটা টালি বুকে তুলে রাখা হয়। রেঞ্জে মার্কীহীন গরু থাকলে সেটাকে তাদের নিজস্ব গরু বলে গণ্য করাই নিয়ম।

এসময় হাড়ভাঙা খাটুনি যায় ত্রুদের। দিন-রাত প্রায় সারাক্ষণ কাজ করে ওরা, স্যাডলে কেটে যায় সময়। নাওয়া-খাওয়াও ঠিক মতো হয় না কখনও কখনও। মূল ক্যাম্পে খাবার ভরা চাক-ওয়াগন থাকে, সেখানেই খাবার খায় পাঞ্চাররা, বিশ্রাম নেয়। ব্র্যাণ্ডিং আয়রন নিয়ে ভাগে ভাগে ছড়িয়ে পড়ে ত্রুরা, নিজস্ব সব গরুতে ব্র্যাণ্ড বসায়, এমনকী যেটায় আছে সেটাও বাকি রাখে না। এটাই নিয়ম।

সাধারণত রাতে মূল ক্যাম্পে ফিরে আসে ওরা। হিসাব কষে। কখনও কখনও পুরো এলাকা জুড়ে সম্মিলিত রাউণ্ড-আপ চলে, অর্থাৎ সব বাথানের লোক মিলে এলাকার একদিক থেকে শুরু করে এবং ফাঁকে ফাঁকে ব্র্যাণ্ডিংও চলে। যখন যার গরু পাওয়া যায়, সেটায় তার মার্কী বসানো হয়। মার্কীহীন গরু র‍্যাঞ্চার মোট গরুর সংখ্যার অনুপাতে বিভক্ত করা হয়।

আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই একে এক ধরনের উৎসব বলা চলে। এমনিতে কখনও এক র‍্যাঞ্চার ত্রু অন্য র‍্যাঞ্চে কাজ করে না, কিন্তু রাউণ্ড-আপে ঠিক তাই ঘটে। পরস্পরের সঙ্গে কাজ করে নিশানা

ওরা, যেন সবাই বিশাল কোন র‍্যাঙ্কের ত্রু। কাউবয় জীবনে এটা যেমন বৈচিত্র্যের সুযোগ তৈরি করে, তেমনি তাদের জন্য বাড়তি রোজগারের উপায়ও বটে, কারণ বেশিরভাগ এলাকায় রাউণ্ড-আপের হাড়ভাঙা খাটুনির জন্য বিশেষ বোনাস ঘোষণা করা হয়।

পরদিন ভোর থেকে কাজ শুরু হলো। মাঝ-সকাল নাগাদ পাহাড় বা উপত্যকা থেকে গরু আসতে থাকল। বিচ্ছিন্নভাবে বা দল বেঁধে আসছে ওরা। আসতে বাধ্য হচ্ছে। কাউবয়রা খেদিয়ে বের করে আনছে। আগে থেকে পছন্দ করা নিচু ও সুরক্ষিত কোন জায়গায় গরুগুলোকে পৌঁছে দিয়ে আবার ছুটে যায় ত্রুরা, আরও গরু বের করে আনবে।

প্রথম দিকে গুটিকয়েক রাইডারকে দেখা গেল, কিন্তু সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এদের সংখ্যা বাড়তে থাকল। এলাকার প্রায় মাঝামাঝি নিচু বিস্তীর্ণ উপত্যকা রয়েছে, সেখানে গরু নিয়ে আসছে সবাই।

প্রতিটি র‍্যাঙ্ক থেকে একটা করে চাক-ওয়্যাগন এসেছে। বিস্তর খাবার আনা হয়েছে। কুকরা শুধু রান্নাই করে না, কখনও গরু ধরতে বা ব্র্যাণ্ডিংয়ের সময় সাহায্যও করে।

ল্যান্সাররাও রাউণ্ড আপে যোগ দিয়েছে। র‍্যাঙ্ককে দেখা না-গেলেও ওর স্বজনদের কয়েকজনকে দেখা গেছে।

প্রথমদিনই একটা ঘটনা ঘটল। সন্দেহজনক একটা বাছুর ধরতে সক্ষম হলো পিটার হ্যানলন। টিম রাউডি আর অন্য দু'জন র‍্যাঙ্কারের উপস্থিতিতে গরুটাকে শুইয়ে মার্কা পরখ করল সে। হাফ-বক্স-এইচের উপর কারসাজি করে জেবিএল ব্র্যাণ্ড বসানো হয়েছে।

‘ওদের হাতের কাজের প্রশংসা করতেই হয়,’ মন্তব্য করল এক র‍্যাঙ্কার। ‘প্রায় নিখুঁত হয়েছে কাজটা। আমি তো শুনেছি টেক্সাসে নাকি এমন রাসলারও আছে যারা দিনের চেয়ে বরং রাতেই নিখুঁত ব্র্যাণ্ডিং করতে পারে।’

হ্যানলনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল মিণ্ডয়েল হোয়েটো নামের এক মেক্সিকান র‍্যাঞ্চার। ‘অভিযোগ করতে চাও, সেনর? তা হলে সাক্ষী হিসাবে আমাকে পাবে।’

‘বাদ দাও। চোরের উপরও বাটপার থাকে, তাই না? রাউণ্ড-আপ শেষ হওয়ার আগেই এটার গায়ে অন্য মার্কী বসে যাবে।’

‘তোমার যা ইচ্ছে।’

‘রাউণ্ড-আপ শেষ হলে আমার কোন গরু সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে সেটার চামড়া ছিলে নেব আমরা,’ ব্যাখ্যা করল হাফ-বক্স-এইচ মালিক। ‘চামড়ার ভিতরের দিক থেকে মার্কী পরখ করব। কিংবা গরুটাকে পানির মধ্যে ছেড়ে দিলে বোঝা যাবে কারসাজি করা হয়েছে কি-না। মোদ্দা কথা হচ্ছে, মুফতে অন্য কারও গরুর মালিক হওয়ার ইচ্ছে নেই আমার এবং ল্যান্সারদের ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে আমার বিরোধ নেই।’

‘বুঝলাম, এখনও আমাদের এসবের সঙ্গে জড়াতে দিতে চাও না তুমি। কিন্তু সত্যি যদি ঝামেলা শুরু হয়? আমার তো মনে হয় না ল্যান্সাররা ওদের কারসাজি ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরও চুপ করে থাকবে।’

‘আশা করছি রাউণ্ড-আপ শেষ হওয়া পর্যন্ত ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারব। দেখো, ল্যান্সাররা স্রেফ চোর। গরু সম্পর্কে খুব কম জানে ওরা, আর যেটা ওরা করে, সেই রাসলিংয়ের নাড়ি-নক্ষত্রও জানে না। মনে করে গায়ের জোরে পার পেয়ে যাবে। যদূর বুঝতে পারছি, আমার অনুমান যদি ঠিক হয়ে থাকে, কী থেকে যে কী হবে আর ওদের উপর কীভাবে আকাশ ভেঙে পড়বে কিছু টের পাবে না বাছাধনেরা!’ একে একে সবার দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার, আন্তরিক চাহনিত্তে দেখল তাদের। ‘সবাইকে ধন্যবাদ। বন্ধুরা, এটা আমার আর ক্যালকিনদের লড়াই। এতে তোমাদের না-জড়ানোই ভাল মনে করছি।’

‘পিট, ভুলে যাচ্ছ কেন এটা আমাদের এলাকা? কোথেকে নিশানা

উড়ে এসে এখানে জুড়ে বসবে বা পাইকারি হারে রাসলিং করবে, আর যাই হোক এটা আমরা মেনে নিতে পারি না। অপরাধের খুব বিষাক্ত প্রভাব আছে, ভালমানুষের চরিত্রও নষ্ট করে ফেলে। তা ছাড়া, এত বড় অন্যায় কে মেনে নেয়? আজ তোমার গরুতে হাত দিয়েছে ওরা, কাল আমারটায় দেবে না তার নিশ্চয়তা কী?

‘জ্ঞান দিচ্ছি না তোমাকে, কিন্তু আমার মনে হয় দুষ্ট লোকের দমন গুরুতেই হওয়া ভাল। বিশেষ করে ভবিষ্যৎ আর আমাদের স্বার্থে। কথায় বলে না: সময়ের এক ফোঁড়ু অসময়ের দশ ফোঁড়ু? যাই হোক, আপাতত তোমার ইচ্ছের প্রতি পূর্ণ সম্মান জানিয়ে অপেক্ষায় থাকব আমরা, দেখব পরিস্থিতি কোন্ দিকে গড়ায়। কিন্তু যদি মনে করি তোমরা বিপদে পড়ে গেছ বা কোণঠাসা হয়ে গেছ, তা হলে মনে হয় না কাউকে ঠেকাতে পারবে। যাই হোক, বন্ধু, সাহায্য লাগলে বলতে দ্বিধা কোরো না, বৃহত্তর স্বার্থে আমরা এখানে সবাই একাট্টা। ডাক দেওয়া মাত্র দেখবে সবাই হাজির হয়ে গেছে। আর যাই হোক, জঘন্য কোন গরুচোরকে এলাকায় থাকতে দেব না।’

‘ঠিকই বলেছ, টিম,’ সমর্থন করল হোয়েটো। ‘ল্যাস্কারদের লোক হিসাবে মোটেই সুবিধার মনে হয়নি আমার। এই সেদিন, গ্রীনহর্নে ড্রিঙ্ক করতে গিয়েছিল আমার এক ক্রু। ওর সঙ্গে যা-তা ব্যবহার করেছে ল্যাস্কাররা। ও একা ছিল, আর ল্যাস্কাররা ছিল সাতজন। মেজাজ সামলে রেখেছিল ও, একা বলে কিছু বলেনি। তবে রাউণ্ড-আপের সময় কিন্তু ও একা থাকবে না।’

‘ঘটনাটা আমিও শুনেছি,’ জানাল পিটার হ্যানলন। ‘যাক্গে, রাউণ্ড-আপের সময় গোলমাল না-হওয়াই ভাল, বিশেষ করে গোলমাল। ব্যাপারটা সংক্রমণের মতো ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং সেক্ষেত্রে বহু নিরীহ মানুষ মারা পড়বে। তারচেয়ে টালি তৈরি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক। কৌশলে কাজ হয়ে গেলে আর আগ বাঁড়িয়ে গোলমাল পাকাব কেন?’

চমৎকার পরিকল্পনা। কাজ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। তবে কিছুটা অনিশ্চয়তা থেকে যাচ্ছে, কারণ ল্যাস্কারদের সঙ্গে নতুন কয়েকজন রাইডারকে দেখেছে ওরা। এরা যে সর্বভূক ব্র্যাণ্ড সম্পর্কে জানে না তা কে বলবে? পাহাড়ি মানুষ বলে ল্যাস্কাররা এ কৌশল জানে না, গরু নিয়ে কখনও কাজ করলে তো! অন্যের গরু চুরি করেই সারা। কিন্তু ওদের সঙ্গে যোগ দেওয়া নতুন লোক বা ক্রফটরা নিশ্চয়ই অত বোকা নয়? একজনের কথা বিশেষভাবে স্মরণে এল জনের—সোনালিচুলো সেই লোকটা, মুখে গভীর ক্ষত। কী যেন নাম?

ট্রেণ্ট স্পিভি / বিড়বিড় করে নামটা উচ্চারণ করল জন।

‘ট্রেণ্ট স্পিভি?’ ঝট করে ওর দিকে ফিরল মিণ্ডয়েল হয়েটো, জনের স্বগতোক্তি জোরে হওয়ায় শুনে ফেলেছে। ‘ওকে চেনো নাকি?’

‘হ্যাঁ। ল্যাস্কারদের সঙ্গে ভিড়েছে লোকটা।’

শক্ত হয়ে গেল মেক্সিকানের চোয়াল, পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসল ঠোঁটজোড়া। শেষে, ধীরে ধীরে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল ঠোঁটে, যদিও হাসিতে আমোদ নেই। ‘অস্ত্রে ওর চেয়ে ক্ষিপ্ত গতির কেউ বেঁচে নেই। বাড়িয়ে বলছি না, সেনর, এটাই সত্যি। হাড় বজ্জাত লোক! ও যদি ল্যাস্কারদের সঙ্গে যোগ দিয়ে থাকে, ঝামেলা না-হয়ে যায় না!’

বহু বন্দুকবাজ সম্পর্কে এমন প্রশস্তি শুনেছে জন। গ্রাহ্য করে না ও। কে কত দক্ষ বা ক্ষিপ্ত, এসব আসলে আপেক্ষিক ব্যাপার। সবচেয়ে বড় কথা, দুনিয়ার বুকে কেউই অজেয় নয়। বন্দুকবাজ বন্দুকের গুলিতেই মরে, এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। শুধু ট্রেণ্ট স্পিভি নয়, বরং সবার ক্ষেত্রে, এমনকী ওর ক্ষেত্রেও তা হতে পারে।

সব মিলিয়ে বারোটা র‍্যাঞ্চ। অন্তত বিশ মাইল ব্যাসার্ধের বিস্তীর্ণ পাহাড়ি অঞ্চলে চিরুনি অভিযান চালাতে হবে। পাহাড়, ক্রিফ, ক্যানিয়ন আর উপত্যকার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে নিশানা

গরুর দল। ওদেরকে খুঁজে, খোলা জায়গায় বের করে আনবার কাজটা অন্য যে-কোন রেঞ্জের তুলনায় কঠিন ও সময়সাপেক্ষ বলে প্রমাণ হলো। রীতিমত চ্যালেঞ্জ অনুভব করছে তুরা।

ঝোপঝাড়, বন, বোল্ডার, পাহাড় বা উপত্যকা...সর্বত্র খোঁজ চালাতে হচ্ছে। এমনও পাহাড়ি ঢাল রয়েছে যেখানে মাইলের পর মাইল ঘন বন। ক্লিফের ধারে, বোল্ডারের ফাঁকে ফাঁকে, প্রায় দুর্গম জায়গায়ও সরে গেছে গরু। উপত্যকার পর উপত্যকা চষে ফেলছে রাইডাররা, চড়াই ধরে উঠে যাচ্ছে, পাহাড়ি গুহা বা খাঁজ থেকে গরু বের করে আনছে। যেখানে থাকবার কথা নয়, সেখানে গিয়েও গরু পেয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু গরু বহুদিন ধরে এসব জায়গায় থাকবার কারণে প্রায় বুনো হয়ে উঠেছে, গত কয়েক বছরের রাউণ্ড-আপের সময় ধরা পড়েনি এরা।

ঘাস-পানির অভাব নেই রেঞ্জের কোথাও, তাই বেশিরভাগ গরু হুটপুট হয়ে উঠেছে। পিটার হ্যানলনের চুরি যাওয়া গরু ছাড়াও প্রায় ডজনখানেক ব্যাণ্ডের গরু রয়েছে। টিম রাউডির বক্স-টির গরু কম হলেও সবগুলোই নজরকাড়া। কারণও রয়েছে: উন্নত জাতের ঘাড়ের মাধ্যমে ব্রিডিং করিয়েছে সে।

সন্ধ্যা নাগাদ উপত্যকায় প্রায় হাজারখানেক গরু জড়ো করতে সক্ষম হলো রাইডাররা।

বেশিরভাগ তুরা স্থানীয় র‍্যাঞ্চার কাউবয়। এলাকাটা জনদের চেয়ে তারা বেশি চেনে-জানে বলে সুবিধা পাচ্ছে। এরা প্রত্যেকে পরিশ্রমী; ঘোড়া, গরু বা ল্যাসো সামলানোয় দক্ষ। বেশিরভাগই মেক্সিকান, তবে কারও কারও দক্ষতা রীতিমত ঈর্ষণীয়। হাসিখুশি মানুষ, আনন্দপ্রিয়। সন্ধ্যায় ক্লাস্ত দেহে ক্যাম্পে খোশগল্পে মেতে উঠল প্রায় সবাই। সারাদিন কে কয়টা গরু ধরেছে বা কী কী বাধা কিংবা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে, সেই গল্প বেশিক্ষণ হলো না। অচিরে ল্যাস্কারদের প্রসঙ্গ উঠে এল।

সিংহভাগ গরু লংহর্ন জাতের। গুডনাইট ট্রেইল ধরে টেক্সাস

থেকে আনা। তবে নিউ মেক্সিকোর মিশ্র জাতের, মিসৌরি বা অন্য জায়গা থেকে আনা শর্টহর্ন বা সাদামুখো গরুও আছে। এমনকী মিসিসিপির ওপার থেকেও গরু আনা হয়েছে। টিম রাউডি আর হ্যান্স ম্যাকক্লেরির মার্কীঅলা বিরল কিন্তু উন্নত জাতের কয়েকটা গরু চোখে পড়েছে। অন্যান্য গরুর চেয়ে এগুলো তুলনামূলক হুঁষ্টপুষ্ট, প্রচুর মাংস আছে শরীরে।

পাহাড়ি রেঞ্জ লংহর্ন পালনই বেশি লাভজনক। মরু এলাকায় এক বা দু'দিন পর্যন্ত পানি ছাড়া থাকতে পারে এরা, টেক্সাসে যেমন দেখা যায়। খুবই কষ্টসহিষ্ণু। পানির জন্য শত মাইল পাড়ি দেওয়ার দৃষ্টান্তও আছে। আর ঘাস-পানি পর্যাপ্ত হলে তো কথাই নেই। তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে। মাংসও হয় প্রচুর। গাভীগুলো দুধ যা দেবে, তাতে পাঁচ-ছয়জনের একটা সংসারের চাহিদা দিব্যি মিটে যায়।

ঘাস-পানির অভাব নেই বলে এখানকার প্রায় সব গরুই বেড়ে উঠেছে বেশ। হাঁটু সমান লম্বা ঘাস পাহাড়ি ঢাল আর উপত্যকায়। এমন সমৃদ্ধ চারণভূমি কমই দেখা যায়।

রাউণ্ড-আপের ব্যস্ততায় সময় কীভাবে পেরিয়ে যাচ্ছে, টের পাচ্ছে না জনরা। তবে যত ব্যস্ততাই থাকুক, চোখ-কান খোলা রাখছে সবসময়, যেহেতু বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করতে হচ্ছে। পাহাড়ি এলাকা বলে আড়াল বেশি এখানে, চোরাগোষ্ঠা হামলায় পড়তে পারে। ল্যান্সারদের উপস্থিতি সতর্ক হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

ব্র্যাককে এখন পর্যন্ত দেখতে পায়নি জন। তবে কয়েকজন ল্যান্সারকে দেখেছে। দু'জনের নাম না-জানলেও ক্যাম্পফায়ারে গল্প শুনে নাম জেনে গেল। টেযওয়েলে দেখেছিল এদের।

ফ্রাঙ্ক ল্যান্সার একজন। পঁয়ত্রিশ হবে বয়স। রুক্ষ, কঠিন, লম্বাটে মুখ। চাহনি দেখলেই মনে হয় মানুষ নয়, হিংস্র পশু যেন। কঠোর পরিশ্রমী, কারণ উদয়াস্ত বেগার খাটছে, কিন্তু কোনভাবেই

বন্ধুত্বপূর্ণ বলা যাবে না।

স্বপ্নভাষী জাঙ্ক ল্যাস্কার সদ্য যুবা বলা চলে। সতেরো-আঠারো হবে বয়স। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল। সুদর্শন।

জন আর জেফকে সময়ে এড়িয়ে চলছে ওরা। হয়তো ব্ল্যাক ল্যাস্কারের নির্দেশ। তবে টেবুয়েলে দু'জনের কাউকে মুখচোরা মনে হয়নি, বরং ওদের উপর চড়াও হওয়ার জন্য যেন মুখিয়ে ছিল।

অন্যরাও কখনও কখনও ক্যাম্পে এসেছে, খুব বেশিক্ষণ থাকেনি। প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়া মাত্র নিজের কাজে চলে গেছে। কিন্তু জাঙ্ক আর ফ্রাঙ্ক যেন পণ করেছে ক্যালকিনদের দেখা দেবে না। শুধু দূর থেকে দেখেছে তাদের।

আরও একজন, নিজের ভুল শুধরে নিল জন, ট্রেন্ট স্পিভি এখন পর্যন্ত ক্যাম্পে আসেনি। অন্তত ওর চোখে পড়েনি। হয়তো ওর অনুপস্থিতির সময় এসেছিল, তবে তেমন হলে অন্যরা খবরটা দিত ওকে। গরজ নেই বলে নিজ থেকে কাউকে জিজ্ঞেস করেনি জন।

এদিকে নিজেদের কাজ পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছে জনরা। মূল ক্যাম্পে বসে ওদের তৎপরতা আঁচ করা সম্ভব নয়। পাহাড়ি ঢাল, উপত্যকা, বন-বাদাড় চষে হাফ-বক্স-এইচের গরু খেদিয়ে আনছে ক্যাম্পে। ইতোমধ্যে বেশিরভাগ গরুর মার্কী পাণ্টে ফেলা হয়েছে; কোন কোনটার ব্র্যাণ্ড এত তাজা যে চামড়াও ঠাণ্ডা হয়নি বলা চলে। যেখানেই পাচ্ছে অমন গরু, ঝটপট ধরে পিগ-পেন মার্কী বসিয়ে দিচ্ছে জনরা।

সর্বভুক মার্কী। গুয়োরের খোঁয়াড়। আসলে ওটা কয়েকটা আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি রেখার সমষ্টি। খুব কৌশল করে বানানো হয়েছে, যাতে যে-কোন ব্র্যাণ্ডের উপর বসানো যায়। দেখে মনে হবে পাশাপাশি কয়েকটা পেন বা খোঁয়াড়। তবে ওদের টার্গেট শুধু চুরি যাওয়া হ্যানলনের গরুগুলো। যখন যেখানে পাচ্ছে, হয়

ধরে নিয়ে আসছে ক্যাম্প, কিংবা মার্কা মেরে ছেড়ে দিচ্ছে। অন্য কারও গরুর প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে না সামান্যও।

হাফ-বক্স-এইচের চুরি করা গরুতে নিজেদের জেবিএল মার্কা বসিয়েছে ল্যাস্কাররা, কিন্তু ওদের অলক্ষ্যে সেসব গরুর গায়ে পিগ-পেন ব্র্যাণ্ড বসিয়ে দিচ্ছে জনরা।

চোরের উপর বাটপারি বলা যায় একে, তবে কেউই সেজন্য বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নয়; বরং কোন সংঘর্ষ বা গোলমাল ছাড়াই কৌশলে গরু পুনরুদ্ধার হয়ে যাচ্ছে বলে সন্তুষ্ট। এবং তৈরিও সবাই। কারণ জানে একসময়, আগে বা পরে যখনই হোক, সূক্ষ্ম কারসাজি টের পেয়ে যাবে ব্ল্যাক। চূড়ান্ত ফয়সালা যে তখন হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ব্যাপারটা কখন ঘটে, সেটাই দেখবার বিষয়। তবে জনরা আশা করছে রাউণ্ড-আপ শেষ হওয়ার আগে সেটা ঘটবে না।

কিন্তু কাজটা করতে হচ্ছে গোপনে। বিশেষ করে, রাতের বেলায় সুবিধা। বাড়তি সতর্কতা হিসাবে ঝোপঝাড়ের আড়াল নিচ্ছে, এবং একজন সবসময় চারপাশে খেয়াল রাখছে।

একইসঙ্গে পিগ-পেন মার্কা বেশিরভাগ গরু সম্বন্ধে গোপন এক উপত্যকায় সরিয়ে নিচ্ছে ওরা।

ট্রেন্ট স্পিভি গরু খেদানোর কাজ তেমন পছন্দ করে না-বলে তেমন আসে না। নিজেকে পুরোদস্তুর বন্দুকবাজ মনে করে সে, আর বন্দুকবাজরা সাধারণ কাউন্টাউন্ডের চেয়ে ঢের উচ্চাসনের মানুষ। অন্তত তাই ভাবে সে। জেবিএল আউটফিটের গরু সম্পর্কে সবচেয়ে বোধহয় সে-ই বেশি জানে, কিন্তু রাউণ্ড-আপে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না-করায় জনদের কারসাজি বা জেবিএল মার্কা থেকে সব গরু পিগ-পেনে রূপান্তর হওয়ার খবর সে জানতে পারল না।

জেবিএল ব্র্যাণ্ড বদলের কাজটা কখনও কখনও ল্যাস্কারদের ধারে-কাছেও হচ্ছে। দেখা যায় সারাদিন ধরে জেবিএল মার্কার নিশানা

গরু এক জায়গায় জড়ো করেছে ল্যাস্কাররা, রাতের বেলায় সিঁধ কাটা চোরের মতো ওদের ক্যাম্পে হানা দেয় হোল্ডার আর হ্যাটেন; কয়েকটা জেবিএল গরু সরিয়ে এনে ঝোপঝাড়ের আড়ালে পিগ-পেন মার্কী বসিয়ে আবার ছেড়ে দেয়। কাজের স্থান বাছাইয়ে বেশ সতর্কতার পরিচয় দেয় ওরা, এমন জায়গা বাছাই করে যেটা সচল বাতাসের দিকে থাকে। তাই গরুর হাঁক-ডাক বা চামড়া পুড়বার গন্ধ ল্যাস্কারদের ক্যাম্পে যায় না।

তিনদিনের মধ্যে প্রায় সব জেবিএল গরু পিগ-পেনে পরিণত হয়ে গেল, ত্রুদের অর্ধেক এখন এ-কাজে ব্যস্ত। পঞ্চম দিন সকালে দেখা গেল ব্ল্যাক ল্যাস্কারকে। ট্রেন্ট স্পিভি ছাড়াও ছয় রাইডার আছে তার সঙ্গে।

আগুনের পাশে ছিল পিটার হ্যানলন। নিচু স্বরে হোল্ডারকে সতর্ক করে দিল সে।

মুখ তুলে এগিয়ে আসা ব্ল্যাককে দেখল কুক, সিঙ্গগানের ফিতা আঁশে করে সরিয়ে দিল। পরমুহূর্তে বোধহয় মনে পড়ল শুধু শিশুর যথেষ্ট নয়, তাই দৌড়ে চলে গেল নিজের বেডরোলের কাছে, ভাঁজ করা কাঁথা-বালিশের ভিতর থেকে শটগান বের করে ফিরে এল আগের জায়গায়। আটা আর শুকনো আপেল রাখা ছিল দুটো পাত্রে, তার পাশে রেখে দিল প্রিয় শটগান। হাতের নাগালে। চাইলে যে-কোন মুহূর্তে তুলে নিতে পারবে।

টেণ্ডি স্পুনার আর টম বেলিংস রেঞ্জে আছে। তবে সৌভাগ্য যে, জন রয়েছে ক্যাম্পে, আগুনের পাশে বসে কফি গিলছে। দৃষ্টি তুলে একবার আটজনের দলটাকে দেখল, ব্ল্যাকের উদ্দেশ্যে আচর করার প্রয়াস পেল, শেষে বুঝতে না-পেরে ইস্তফা দিল।

আসুক। যা বলবার বলে চলে যাক। ঝামেলা পাকালে পারপাবে না।

আগুনের কাছে এসে স্যাডল ছাড়ল ব্ল্যাক ল্যাস্কার। স্পিভি আর স্মোক ট্যাবেটও নামল। কঠিন চাহনিতে জনকে মাপল

ব্ল্যাক, তারপর বিতৃষ্ণার সঙ্গে দেখল ল্যাডার হোল্ডারকে। আটা দলাইমলাই করতে ব্যস্ত কুক, রীতিমত অগ্রাহ্য করছে; কিন্তু হলফ করে বলতে পারবে জন, কোন কিছুই তার অগোচরে নেই, বরং তৈরি সে।

টিম রাউডি ও মিণ্ডয়েল হয়েটো ছাড়াও ওয়েব হপকিন্স নামের এক র‍্যাঙ্গার আছে ক্যাম্পে। উৎসুক দৃষ্টিতে ব্ল্যাককে দেখছে ওরা।

‘টালি বুকটা দেখতে চাই আমি,’ বয়ান করল ব্ল্যাক। শুভেচ্ছা বিনিময় বা সৌজন্যের ধারে-কাছেও গেল না।

কয়েক হাত দূরে বড়সড় পাথরের উপর মোটাসোটা বইটা রাখা, ছোট একটা পাথর চাপা দেওয়া যাতে বাতাসে পাতা উল্টে না যায়। ‘ওই তো, দেখে নাও,’ আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল পিটার হ্যানলন।

কিন্তু নড়ল না ব্ল্যাক, আগুনে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হাফ-বক্স-এইচ মালিকের দিকে।

আগুনের ওপাশ থেকে জনের দিকে উন্মার দৃষ্টি ছুঁড়ে দিল ট্রেন্ট স্পিভি। ‘তুমিই সেই বন্দুকবাজ জন ক্যালকিন?’

‘না, বন্দুকবাজ নই,’ কফিতে চুমুক দিল জন। ‘পেট চালাতে গেলে অত ফুরসত কোথায়! ওসব বন্দুকবাজি আসলে বাহাদুরি ফলানোর জন্য, যাদের আর কিছু করবার নেই তারাই করে কাজটা।’

শক্ত হয়ে গেল স্পিভির মুখ। ‘তার মানে?’

‘মানে তেমন কিছু না। নিজেকে বন্দুকবাজ মনে করি না তো, তাই বললাম কথাটা। ঠেকায় না-পড়লে লড়াই করি না আমরা।’

‘তোমরা...মানে ক্যালকিনরা?’

‘হ্যাঁ।’

মুচকি হাসল স্পিভি, তাক্সিল্যের ভঙ্গিতে বেঁকে গেল ঠোঁটের কোণ। ‘তা হলে ওই দুটো কোমরে ঝুলিয়ে রেখেছ কেন? প্রদর্শনী নিশানা

নয় নিশ্চয়ই?’

এবার হাসল জন, সবক’টা দাঁত বের করে। ‘হয়তো সময় শেষ হয়ে গেছে এমন কারও সঙ্গে দেখা হবে, তাই।’

ঝট করে জনের দিকে ফিরল ব্ল্যাক ল্যান্ডার, রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ। ‘অ্যা, পেয়েছ কী? জেবিএল-এর মাত্র চৌত্রিশটা গরু ধরেছ তোমরা? অসম্ভব!’

একেবারে নির্বিকার দেখাচ্ছে হাফ-বক্স-এইচ মালিককে। ‘যা পেয়েছি, তাই লিখেছি। এরমধ্যে অনেকগুলোর মার্কী আবার বেশ অস্পষ্ট ছিল।’

হ্যানলনের দিকে প্রায় তেড়ে গেল ব্ল্যাক, প্রচণ্ড রাগে কুৎসিত দেখাচ্ছে মুখ। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে বোধহয়। ‘আসলে করছ কী তোমরা? আমাকে ফতুর বানাতে চাও? এক হাজারেরও বেশি গরু নিয়ে উপত্যকায় এসেছি আমি। এক সপ্তাহও হয়নি, অথচ বেশিরভাগ গরু লাপান্তা হয়ে গেল!’

‘গরু যে কিনেছ তার রসিদ যদি থাকে তোমার কাছে,’ প্রস্তাব করল টিম রাউডি, একেবারে শান্ত ও নিরুত্তেজিত স্বর। ‘আমাদের সেটা দেখাও, প্রমাণ করো যে সত্যি অত গরু নিয়ে এসেছ। কেউ কি দেখেছে বা শুনেছে আসলে ক’টা গরু নিয়ে এসেছ তুমি, মি. ল্যান্ডার? কথা দিচ্ছি, রসিদ দেখালে আমরা সবার গরুর মার্কী পরীক্ষা করে দেখব কোন গোলমাল হয়েছে কি-না। যাদের গরু কিনেছ, রসিদে নিশ্চয়ই সেই ব্র্যাণ্ডের কথা লেখা থাকবে। চোরাই গরু হলে মার্কীর কারসাজি করা থাকবে।’

একেবারে জায়গায় জমে গেল ব্ল্যাক। হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। বুঝে গেছে এ পথে হবে না, বরং সত্যিকারের বিপদে পড়বে। রসিদ দেখাবে কোথেকে, থাকলে তো!

স্পিভির উপর চোখ রেখেছে জন। জানে ঝামেলা হলে সবার আগে এ লোকটাই করবে।

‘এভাবে পার পাবে না তুমি!’ বিস্ফোরিত হলো ব্ল্যাক, রাগে

গা কাঁপছে।

‘কোন গরুর ব্যাপারে যদি তোমার অভিযোগ বা সন্দেহ থাকে,’ বলল টিম রাউডি। ‘তা হলে ওটাকে মেরে চামড়া ছাড়িয়ে ভিতরটা দেখে নেব আমরা। তা হলেই তো প্রমাণ হয়ে যাবে কোন কারসাজি বা ব্র্যাণ্ড বদল করা হয়েছে কি-না।’

উভয় সঙ্কট! আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে জন, দেখা যাক এবার কী ভেল্কি দেখায় শয়তানটা।

গ্যাড়াকলে পড়ে গেছে ব্ল্যাক। হয় তাকে গরুর মায়া ছাড়তে হবে, নয়তো গরুচোর হিসাবে চিহ্নিত হতে হবে। তদন্ত হলে জেবিএলের প্রতিটি গরুর গায়ে আগের হাফ-বক্স-এইচ মার্কী পাওয়া যাবে। তাই ইচ্ছে থাকলেও অভিযোগ করতে পারবে না।

হতাশ দেখাল ব্ল্যাককে। বুঝতে পারছে না কী করবে। এখান থেকে খালি হাতে ফিরতেও পারছে না, আবার অভিযোগ করতে গেলে ঝোলায় বেড়াল বেরিয়ে পড়বে। বিষ খেয়ে বিষ হজম করবার অবস্থা।

তারপর মুহূর্তে চাহনি বদলে গেল তার। বেপরোয়া ঔদ্ধত্য নিয়ে দেখল হ্যানলনকে, বিতৃষ্ণার আগুন রাউডিকে পুড়িয়ে দিয়ে গেল। জন বুঝল এটাই সেই মুহূর্ত। সেকেন্ডের ব্যবধানে এখানে নরক নেমে আসতে পারে। আপসে সরে যাবে না সংঘর্ষ জড়াবে, এখনই সিদ্ধান্ত নেবে ব্ল্যাক ল্যান্সার। এবং, ব্যাপারটা, সম্পূর্ণ তার মর্জির উপর নির্ভর করছে। সম্ভবত নিজেও জানে না কী করবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে রাউডি, হ্যানলন আর হয়েটো। একটু দূরে, চাক ওয়্যাগনের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ওয়েব হপকিন্স। সবাই সশস্ত্র। একটা বাছুরের গায়ে মার্কী বসানো ছিল ল্যাডার হোল্ডার। বিস্ফোরনুখ পরিস্থিতি সেও আঁচ করে ফেলেছে, তাই বাছুরটাকে ছেড়ে দিয়ে ডান হাত মুক্ত রেখেছে, বাম হাতে আলতোভাবে ধরে রেখেছে ব্র্যাণ্ডিং আয়রনটা।

জন আগের মতোই নিশ্চল, অপেক্ষমাণ ।

পরিস্থিতি কোন্ দিকে গড়াবে বলা মুশকিল । লড়াই হলে তার ফলাফল কী হবে তাও বলা যাচ্ছে না । প্রতিপক্ষ সংখ্যায় আটজন, কিন্তু জনরাও কম নয় । অন্তত কয়েকজন যে মারা পড়বে, তাতে কোন সন্দেহ নেই । শেষপর্যন্ত কোন্ পক্ষ জিতবে সেটা শুধু খোদা জানেন ।

কী যেন বলতে যাচ্ছিল ব্ল্যাক ল্যান্সার, চোখের কোণ দিয়ে কূকের হাতের কাছে রাখা শটগানটা দেখে কথাটা গিলে ফেলল ।

‘ব্ল্যাক, তুমি বরং ম্যাকক্লেরিকে নিয়ে এসো,’ নীরবতা ভাঙল জন । ‘অন্য সব র‍্যাঙ্কারের মতো তারও এখানে থাকা উচিত ছিল । কথাটা বোলো ওকে । এ সমস্ত আলাপ ওর সামনে হওয়া দরকার, নইলে হয়তো পরে আপত্তি করতে পারে ।’

‘ও অসুস্থ,’ জানাল ব্ল্যাক, রাগ সামলে নিয়েছে । বোধহয় বুঝে গেছে প্রতিকূল পরিস্থিতি, সংঘর্ষ বাধলে নিজেদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি । ‘যা বলবার আমাকে বলো ।’

স্থিরদৃষ্টিতে ব্ল্যাককে বিদ্ধ করল টিম রাউডি । ‘তুমি হয়তো জানো না ম্যাকক্লেরি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু । এ তল্লাটে সবাই সম্মান করে ওকে । ওর শতভাগ সুস্থতা আশা করি আমরা । তাই, যদি সত্যি চিকিৎসার দরকার হয়, আমার ওখানে আসতে পারে সে, ডাক্তার দেখাব ওকে ।’

‘রাইড করবার মতো অবস্থা নেই ওর,’ দ্রুত বলল ব্ল্যাক । বুঝে গেছে আর থেকে লাভ নেই, বরং বিপদের সম্ভাবনা বাড়ছে শুধু । গরুর পাল তো গেছেই, এখন আরও ভরাডুবির আশঙ্কা রয়েছে । যার গরু চুরি করেছিল, সুকৌশলে সেই গরু আসল মালিকের হয়ে গেছে । বেশিরভাগ । বাকি যা রেঞ্জে আছে এখন, সেগুলোও হাতছাড়া হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা । যে পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিল, মাঠে মারা গেছে । ওলটপালট হয়ে গেছে সব হিসাব ।

‘তা হলে তো খারাপ কথা!’ হাল ছাড়ল না রাউডি । ‘এক

কাজ করা যাক। রাইড করতে পারবে না যখন, আমি একটা ওয়্যাগন পাঠিয়ে দেব ওর ব্যাঞ্চে। সঙ্গে তিন-চারজন যা লাগে, লোক দেব। ওরাই যত্ন করে ওয়্যাগনে নিয়ে আসবে হাস্যকে।’

‘লোক পাঠানোর দরকার নেই,’ শীতল নির্লিপ্ততায় বলল ব্ল্যাক। ‘ওর সঙ্গে কথা বলে দেখব।’

এ মুহূর্তে ব্ল্যাক ল্যান্সারকে খুবই ভয়ঙ্কর লাগছে জনের কাছে, সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর লোক। টেনেসিতে বদনাম আছে রাগলে মানুষ থাকে না ব্ল্যাক। পশু হয়ে যায়। হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সামনে যে বা যাই পড়ুক, দুমড়ে-মুচড়ে পেরিয়ে যায় সে। কিন্তু এখন বদমেজাজি ব্ল্যাক ল্যান্সার নয়, বরং ঠাণ্ডা মাথার ধুরন্ধর ও হিংস্র এক খুনিকে দেখতে পাচ্ছে জন। ক্রুদ্ধ চাহনি বলে দিচ্ছে হাত নিশাপিশ করছে ওর, হোলস্টারে ছোবল মারা থেকে নিজেকে বহু কষ্টে নিরস্ত করছে। সবকিছু নির্ভর করছে তার উপর। ব্ল্যাক পিস্তলে হাত দেওয়া মাত্র নরক গুলজার হয়ে যাবে ক্যাম্প। পরস্পরকে খুন করতে মরিয়া হয়ে উঠবে ডজনখানেক লোক।

এমন বেপরোয়া ও খুনে মানসিকতার মানুষ কমই দেখেছে জন। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে যাচ্ছে ব্ল্যাকের হাত, হোলস্টার ছুঁয়ে ফেলেছে...যে-কোন মুহূর্তে খাবলা বসাবে, বিদ্যুৎ গতিতে বের করে ফেলবে ভয়াল দর্শন কোল্ট। খুনের নেশা ফুটে উঠেছে তার চাহনিতে, গোলাগুলি শুরু হলে বহু লোক হতাহত হবে, কিন্তু তার পরোয়া নেই...

হঠাৎ, প্রায় শেষ মুহূর্তে নিজেকে গুটিয়ে নিল ব্ল্যাক ল্যান্সার। কারণটা বোঝা গেল একটু পর। জনদের ঠিক পিছনে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে জেফ, টম বেলিংস ও টেণ্ডি স্পুনার। আর বাম দিকে কিছুটা দূরে, ভুতুড়ে ছায়ার মতো একটা প্রকাণ্ড কটনউড গুঁড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ডেভ রিডল।

এবার বোঝা গেল কেন নিবৃত্ত হয়েছে শয়তানটা!

তবে এও ঠিক গোলাগুলি হলে জনদের কয়েকজন হয়তো খুন হয়ে যেত, কিন্তু ল্যান্সারদের একজনও অক্ষত থাকত না।

জনের দিকে ফিরল ট্রেন্ট স্পিভি, চোখে ফের উদ্ভার চাহনি ফুটল। ‘দেখা হবে কোন একদিন। তৈরি থেকো।’

‘এখনই হয়ে যাক না, ক্ষতি কী!’ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল জন, চাপা হাসছে। ‘শুধু তুমি আর আমি হলে বোধহয় জমবে দারুণ।’

‘অত তাড়া কীসের?’

জনকে ছাড়িয়ে গেল জেমস ব্ল্যাক ল্যান্সারের দৃষ্টি, চাক ওয়্যাগনের উপর স্থির হলো। পুরোপুরি চালিয়াত মনে হচ্ছে এখন তাকে। ‘জেনি, বাবার সঙ্গে দেখা করবে না? অসুস্থ অবস্থায় ওর পাশে থাকা উচিত তোমার।’

কিছু বলল না জেনিফার।

‘মি. ম্যাকক্লেরি তোমাকে নিয়ে যেতে বলল। যাবে?’

‘না।’

‘ব্যাপার কী? বাবাকে ভালবাসো না? এত কষ্ট করে এসেছ দেখা করতে, অথচ এখন যেতেই চাইছ না, এমনকী ওর অসুস্থতা শুনেও! ভারী আশ্চর্য! কোন সন্তানকে বাবার দিক থেকে এভাবে মুখ ফিরিয়ে নিতে আমি দেখিনি।’

‘কেন যাব না, সেটা তুমি ভাল করেই জানো!’ অধৈর্য শোনাৎ জেনিফারের কণ্ঠ, ব্ল্যাকের চালিয়াতি বুঝতে পেরে রেগে গেছে। ‘তোমার যদি এতই আন্তরিকতা থাকে, তা হলে বার্জার্ড’স রুস্টে, মি. রাউডির ওখানে পাঠিয়ে দিয়ো ওঁকে। আমি ওখানেই বাবার জন্য অপেক্ষায় থাকব।’

শ্রাগ করল ব্ল্যাক। ‘বলে দেখব। কী করবে সে, কে জানে!’

ধীর ভঙ্গিতে স্যাডলে চড়ল ল্যান্সাররা। ট্রেন্ট স্পিভি সবার চেয়ে বেশি সময় নিল। শেষে, স্যাডলে চড়ে আবার জনের দিকে ফিরল সে, অর্থপূর্ণ চাহনি চোখে। ‘সেই সময়ের আশায় রইলাম, ক্যালকিন,’ হাসতে হাসতে বলল সে। ‘ফাঁকি দিয়ে কোথাও চলে

যেয়ো না আবার!’

‘বললাম তো, আমাকে খুঁজতে হবে না,’ হেঁয়ালির সুরে বলল জন। ‘যখনি মর্জিতে লইবে তোমার, চাহিবা মাত্র পাইয়া যাইবে!’

চলে গেল ব্ল্যাকরা। নিচু স্বরে খিস্তি করল টিম রাউডি, শুনতে পেল না কেউ। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপাল থেকে ঘাম মুছল। ‘লাখ টাকার বিনিময়ে হলেও অমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে পড়তে চাই না আমি,’ কাঁপা স্বরে বলল সে। ‘যে-কোন মুহূর্তে নরক নেমে আসতে পারত!’

লড়াইয়ের ক্ষেত্রে এটাই মানুষকে কাবু করে ফেলে—স্নায়ুর চাপ। কেউ তা জয় করতে পারে, আবেগকে সংযত রাখে। কেউ পারে না।

‘মি. রাউডি, পোস্টে দরজা আটকে ঘুমিয়ে,’ পরামর্শ দিল জেফ। ‘রাতের বেলায় কারও ডাক্ষে সাড়া দিয়ো না। জাত খুনি ওরা। ওদের পক্ষে সবই সম্ভব।’

আর কোন ঝামেলা ছাড়াই তিনদিনের মধ্যে শেষ হয়ে গেল রাউণ্ড-আপ। পাহাড় থেকে তাড়িয়ে আনা সব গরু মার্কো মারা হয়েছে। সেদিনের পর আর রেঞ্জের ল্যান্সারদের দেখা পায়নি জনরা। হ্যান্স ম্যাকক্লেরিকেও দেখা যায়নি। নিজের র‍্যাঞ্চে রয়ে গেছে সে। স্পষ্টত, তাকে বাজার্ড’স রুস্ট বা অন্য কোথাও যেতে দিচ্ছে না ব্ল্যাক।

তবে স্পেনিশ পীকের দিকে ল্যান্সার বাহিনীর কয়েকজনকে দেখা গেছে। একবার তিনজনের একটা দল বেডিটো শহরে গেছে কোন অজ্ঞাত ধাক্কায়।

রাউণ্ড-আপ শেষ হওয়ার পরপরই ফ্যাণ্ডাঙ্গোর ঘোষণা দিল মিগুয়েল ছুয়েটো। ড্যান্স পার্টির মেক্সিকান সংস্করণ। এক জায়গায় সবাই সমবেত হবে, নাচ-গান আর খানা-পিনা হবে। বাচ্চা, মহিলা, পুরুষ সবাই থাকবে। পশ্চিমের কষ্টকর জীবনে বোধহয় এটাই সবচেয়ে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। বিনোদনও বটে।

নিশানা

বহু দূর থেকে লোকজন আসে এসব অনুষ্ঠানে।

হাফ-বক্স-এইচের উপর কারসাজি করা জেবিএল মার্কার কয়েকটা গরু যেহেতু ল্যাস্কারদের কেউ দাবি করতে আসেনি, তাই ঠিক করা হলো ফ্যাগাঙ্গোর দিন জবাই করা হবে ওগুলোকে। অন্তত তিনটাকে। বার্বিকিউ তৈরি করা হবে।

জন আর জেফকে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানাল হয়েটো। ‘খুব খুশি হব তোমরা এলে, সেনর। নিজেকে ধন্য মনে করব। পরিচয় হওয়ার আগে থেকে ক্যালকিনদের সম্পর্কে জানি। ওসমানরা তো তোমাদের আত্মীয়, তাই না? কী জানো, আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মেয়েকে বিয়ে করেছে টিরেল ওসমান। নিউ মেক্সিকোয় থাকে ওরা।’

‘নিশ্চয়ই আসব,’ সোৎসাহে বলল জেফ। এ ধরনের অনুষ্ঠান খুব উপভোগ করে সে। জমিয়েও রাখে। জন বরাবরই দেখেছে আসরের মধ্যমণি হয়ে যায় জেফ।

ফ্যাগাঙ্গো শেষে বাজার্ড’স রুস্টে ফিরে এসে প্রথমেই দেখা হলো টেণ্ডি স্পুনারের সঙ্গে।

‘একেবারে সময়মত এসেছ,’ উত্তেজিত স্বরে বলল সে, মুখ শুকনো দেখাচ্ছে। ‘ফিন হ্যাটেন মারা গেছে। ড্রাই গাল্শ করা হয়েছে ওকে।’

তেরো

নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে ফিন হ্যাটেনকে। অ্যান্ড্রুশ থেকে গুলি

করেই ক্ষান্ত হয়নি খুনিরা, বরং পাশবিক নিষ্ঠুরতায় হ্যাটেনের দেহের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়েছে কয়েকবার, কাছ থেকে একের পর এক গুলি করেছে। যেন টার্গেট প্র্যাকটিস করছিল।

খুনের কারণ সহজে অনুমেয়। কঠোর পরিশ্রমী হ্যাটেনের কোন শত্রু ছিল না। সঙ্গে টাকা-পয়সা থাকলে বলা যেত হয়তো ডাকাতি বা কেড়ে নেওয়ার সময় বাধা দিতে গিয়ে খুন হয়েছে সে। চাকুরি থেকে যা সঞ্চয় করত, সবই পেন্সিলভেনিয়ায় বোনের কাছে পাঠিয়ে দিত।

সবচেয়ে বড় কথা, নিষ্ঠুরভাবে বিকৃত করা হয়েছে তার দেহ। যেন মানুষটার প্রতি উন্মত্ত আক্রোশ ছিল খুনিদের। হ্যাটেনের দোষ হাফ-বক্স-এইচের পাঞ্চার ছিল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে একা পড়ে গিয়েছিল খুনিদের সামনে।

কার কাজ নিশ্চিত জানে জনরা, যদিও প্রমাণ করবার উপায় নেই। খুনে ল্যাস্কার বাহিনী ছাড়া আর কারও ফিন হ্যাটেনের প্রতি আক্রোশ থাকবার কথা নয়। লাশের আশপাশে বিভিন্ন চিহ্ন দেখে বোঝা গেছে খুনি একজন নয়, একাধিক লোক; এবং অন্তত দুটো অস্ত্র থেকে নির্বিচারে গুলি করা হয়েছে হ্যাটেনকে। বেশি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

‘হ্যাটেনের লাশ পাওয়ার পর আশপাশে তাল্লাশ করেছি,’ বিষণ্ণ মুখে জানাল টম বেলিংস। ‘দেখলাম স্পেনিশ পীক্সের ওদিকে ঘুরঘুর করেছে ল্যাস্কাররা। মি. রাউডি বলছিল ক্রফ্টদের গুপ্তধন খুঁজে পেতে হন্যে হয়ে উঠেছে ওরা।’

থমথমে দেখাচ্ছে ল্যাডার হোল্ডারের মুখ। অনেকদিন ধরে কাজ করেছে বেলিংস ও হ্যাটেনের সঙ্গে। তিনজনে হরিহর আত্মা ছিল। ‘খুব ভালমানুষ ছিল ফিন। কেউ বলতে পারবে না কখনও কারও ক্ষতি করেছে ও, অথচ হারামী ল্যাস্কাররা ওকে একা পেয়ে খুন করে ফেলল! ঠিক করেছি দু’একটা ল্যাস্কারকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেব! ওদের মতো পাপীর ভার সহিতে পারছে না মাটি।’

‘মাথা গরম কোরো না, দোস্ত,’ সতর্ক করল বেলিংস। ‘ওদের মতো নীচ আর কুটিল লোক দেখিনি। মারবে ভাল কথা, কিন্তু মনে হয় না ন্যায্য সুযোগ পাবে। ওরা তো কাউকে সেটা দেয় না! ঠাণ্ডা মাথায় এগোতে হবে আমাদের, মাথা গরম করলে ফিনের মতোই দশা হতে পারে।’

স্যাডল ছেঁড়ে রাউডির ট্রেন্ডিং পোস্টের পোর্চে পা রাখল জন। জেনিফার বেরিয়ে এল ভিতর থেকে। চিন্তিত, বিষণ্ণ দেখাচ্ছে ওকে। ‘জন, বাবার জন্য চিন্তা হচ্ছে। অস্থির লাগছে আমার! এত দিন হয়ে গেল, অথচ একটা খবরও পাইনি। কেউ দেখেনি ওঁকে, কেউ কিছু বলতেও পারে না। র‍্যাঞ্চার ধারে-কাছেও কাউকে ঘেঁষতে দেয় না ল্যান্সাররা।’

এ ক’দিনে অনেক ভেবেছে জন। জেফের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে একটা কিছু করতে হবে এবার। এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলছে না। ম্যাকক্লেরির বিপদের সম্ভাবনা শুধু বাড়ছে দিনকে দিন। সমস্যার কথা হচ্ছে: কী করা উচিত, বুঝতে পারছে না। ল্যান্সারদের বাধা পেরিয়ে র‍্যাঞ্চে কীভাবে ঢুকবে বা ম্যাকক্লেরিকে বের করে আনবে, অথচ নিজেরা অক্ষত ও নিরাপদ থাকবে, এমন কোন কার্যকর পরিকল্পনা দাঁড় করাতে পারেনি। জানে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু উপায় খুঁজে পাচ্ছে না।

নাজুক পরিস্থিতি।

হট করে র‍্যাঞ্চে ঢুকে পড়া আত্মাহুতির শামিল হবে, আদৌ যদি ঢুকতে পারে। ম্যাকক্লেরিকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেরা মরে গেলে কারও কোন উপকার হবে না। ল্যান্সাররা স্পেনিশ পীক্সে যতই টুঁ মারুক, নিশ্চয়ই জানে ম্যাকক্লেরিকে উদ্ধার করতে চাইবে জনরা, তাই প্রস্তুতি নিয়ে রাখবে। অন্তত কয়েকজনকে সবসময় র‍্যাঞ্চে রাখবে।

একটা বাড়িতে একজন মানুষকে আটকে রাখা মোটেই কঠিন নয়, হাত-পা বেঁধে কোন ঘরে আটকে রেখে বাইরে তালা দিয়ে

একজন পাহারায় থাকলেই হলো। বন্দি মানুষটার জন্য তার বাড়ি স্রেফ জেলখানা হয়ে যাবে। বাইরের কারও অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য অবশ্য একাধিক লোক লাগবে। ব্ল্যাক ল্যান্সারের মাথায় যত শয়তানি আছে, জনের ধারণা বাড়িতে চার-পাঁচজন ছাড়াও অন্তত কয়েকজনকে র‍্যাঞ্চে ঢুকবার মুখে বা ট্রেইলে রাখবে সে। লোকের অভাব নেই তার, অর্ধেক সাজপাঙ্গকে র‍্যাঞ্চে রেখে বাকিদের নিয়ে অনায়াসে স্পেনিশ পীক্সের জড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে পারবে।

বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে উপত্যকা পেরোনো। সামনের পথ ছাড়া র‍্যাঞ্চে যাওয়ার আর কোন রাস্তা জনদের জানা নেই। ঢুকবার পথটাও সঙ্কীর্ণ। উপত্যকায় পৌঁছতে পারলেও পড়বে পনেরো-বিশজন মারকুটে লোকের তোপের মুখে। জনদের মুণ্ডু শিকার করবার জন্য মুখিয়ে আছে ওরা। এমন পরিস্থিতিতে হাস্য ম্যাকক্লেরিকে উদ্ধার করতে র‍্যাঞ্চে ঢোকা চরম হঠকারী হবে। নেহাত বোকা ছাড়া কেউ এভাবে ঢুকবার কল্পনাও করবে না।

কিন্তু একটা উপায় বের করতে হবে। কোনভাবে যদি শত্রুর দৃষ্টি বা মনোযোগ অন্য দিকে সরিয়ে দেওয়া যায়...ল্যান্সারদের যদি র‍্যাঞ্চে থেকে বের করে আনা যায়...সেই সুযোগে চড়াও হতে পারবে ওরা...

বুদ্ধিটা মাথায় আসতে, প্রকাশ করবার আগে খুঁটিনাটি ভাবল জন, ঝুঁকি ও সম্ভাবনা বিচার করল। শেষে অনেক ভেবে “মূলো” কী হবে—সিদ্ধান্ত নিল। মূলো মানে যার লোভে র‍্যাঞ্চে থেকে বের হয়ে আসবে ল্যান্সাররা।

‘এক কাজ করলে কেমন হয়,’ সন্ধ্যায় খোশগল্প করবার সময় প্রস্তাব করল জন। ‘আমরা যদি গুজব ছড়িয়ে দিই যে ক্রফটদের গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছি? স্পেনিশ পীক্সের কাছে নির্জন কোন স্থানে যদি ক্যাম্প করি, ব্যাপারটা তা হলে বিশ্বাসযোগ্য হবে। কৌশলে খবরটা ল্যান্সারদের কানে তুলতে হবে।’

মুহূর্ত কয়েক ভাবল জেফ, তারপর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল নিশানা

ওর। ‘দারুণ বুদ্ধি বাতলেছ, জন! আশা করা যায় কাজ হবে। তবে এরচেয়ে ভাল কোন বুদ্ধিও মাথায় আসছে না। ঠিকমত যদি ওদের বিশ্বাস করানো যায়, তা হলে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব হবে। সেজন্য দলে ভারী হয়ে স্পেনিশ পীক্সের ওখানে যেতে হবে আমাদের, তা হলে ওরাও প্রায় সবাই চলে আসবে ঘটনাস্থলে। র‍্যাঞ্চ ফাঁকা হয়ে যাবে।’

‘উন্টোটাও হতে পারে,’ বেরসিকের মতো বলল বেলিংস। ‘কে জানে, ব্ল্যাক ল্যান্ডার আমাদের চেয়েও বেশি ধুরন্ধর কি-না! তবে, জনের বুদ্ধিটা ভাল। কাজ হবে মনে হয়। তা ছাড়া, বিকল্প কোন উপায়ও এখন পর্যন্ত বাতলাতে পারিনি আমরা।’

‘আমার তো মনে হয় এতে কাজ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি,’ মন্তব্য করল টিম রাউডি। ‘নির্ধাত র‍্যাঞ্চ ছেড়ে স্পেনিশ পীক্সের দিকে ছুটবে ওরা। এ সুযোগে হাঙ্গের খোঁজে টুঁ মারতে পারব আমরা।’

সকালে পরিকল্পনা মাফিক স্পেনিশ পীক্সের কাছাকাছি এক জায়গা পছন্দ করে ক্যাম্প করল ওরা। বেলিংস, জেফ, রিডল আর জন। বেশিরভাগ ত্রু নিয়ে দুপুরের মধ্যে চলে আসবে পিটার হ্যানলন। আশপাশে অযথাই ঘোরাঘুরি করে সময় কাটাল ওরা।

পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ে দুপুরে ল্যাডার হোন্ডার আর জেফকে নিয়ে বেডিটো শহরের উদ্দেশে যাত্রা করল জন। নিজেদের মধ্যে বিশদ আলোচনা করে ঠিক করে নিয়েছে কীভাবে কী করতে হবে। কোনরকম খুঁত রাখা চলবে না। অভিনয় নিখুঁত হতে হবে। কৌশলটা কাজে লাগবে কি-না, প্রায় পুরোটাই নির্ভর করবে ওদের তৎপরতা ও পরিস্থিতির উপর।

বেডিটো শহরটা মূলত গ্রীনহর্নের মতোই ছোট্ট বসতি। গুটি কয়েক শ্যাক, দালান আর ফলসফ্রণ্টের কাঠামোর সমাবেশ। পাহাড়ি এক উপত্যকায় বলে এখানে ইণ্ডিয়ানদের আসা-যাওয়াও রয়েছে।

এক সেলুনে ঢুকে হুইস্কির ফরমাশ দিল ওরা। কয়েক পেগ পেটে পড়বার পর যেন নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে, এমনভাবে পেটের খবর উগ্রে দিতে শুরু করল। প্রথমে অন্যদের সামলে রাখতে চাইল জন, কিন্তু কোনভাবে থামাতে পারছে না হোল্ডারকে। এমন সৌভাগ্যের খবর চেপে রাখে কী করে?

খবরটা ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব অবশ্য সকাল থেকে অন্যরাও করছে, বিশেষ করে হ্যানলনের ত্রুরা। তিনজনের একটা দল গেছে গ্রীনহর্নে, সময় ও সুযোগমত সকালেই ক্রফটদের গুপ্তধন খুঁজে পাওয়ার গুজব চাউর করে দেওয়ার কথা ছিল তাদের। এমনকী বাজার্ড'স রুস্টে স্বয়ং টিম রাউডিও সুকৌশলে খদ্দেরদের কারও কারও কাছে খবরটা চালান করে দিয়েছে।

জন আশা করছে ইতোমধ্যে কয়েক মাইলের মধ্যে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। স্বভাবত, এখন যার সামনে পড়বে, সে-ই যাচাই করতে চাইবে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

‘জন, আমরা তা হলে সোনা পেয়েই গেলাম?’ তৃপ্ত কণ্ঠে জানতে চাইল হোল্ডার, নেশায় বৃন্দ হয়ে গেছে। হো হো করে হাসতে শুরু করল সে, হাসির দমকে কাঁপছে দেহ।

সরু চোখে তাকে দেখল জন। হোল্ডারের চোখজোড়া লোভে চকচক করছে। নাহ্, অভিনয়টা ভালই করছে ব্যাটা!

‘হ্যাঁ, পেলামই তো!’ সামান্য জড়ানো স্বরে বলল জেফ। ‘দয়া করে এবার মুখটা বন্ধ রাখো। বাপ-মা তোমাকে শেখায়নি কখন মুখ বন্ধ রাখতে হয়, বাছা? কবে শিখবে আর?’

‘তোমরা যতই চেপে রাখতে চাও, পারবে বলে মনে হয় না,’ তর্ক জুড়ে দিল হোল্ডার। ‘এসব খবর ঠিকই ছড়িয়ে পড়ে। হ্যাঁ, বুঝলাম পুরো কৃতিত্ব তোমাদের, কিন্তু ভাগটা অন্যদের দিতে হবে নিশ্চয়ই?’

‘চোপরাও, ল্যাড!’ চাপা স্বরে ধমকে উঠল জন। ‘তুমি ভাল করে জানো স্রেফ সম্ভাব্য একটা জায়গা স্পট করেছি আমরা, এ

থেকে কেউ বলবে না যে সত্যি গুপ্তধন পাওয়া গেছে।’

‘যাই হোক, শুরু তো করেছি! আমার তো মনে হয়, তোমরা চেষ্টা করলে ঠিকই বের করতে পারবে।’

‘জায়গাটা কি স্পেনিশ পীক্সের কাছে?’ জানতে চাইল এক লোক, ওদের পাশের টেবিলে বসেছে।

‘এর কাছাকাছি বলতে পারো,’ প্রসন্ন স্বরে বলল জেফ। ‘সবাই মনে করে ক্রফট যেহেতু জোড়া শৃঙ্গের কথা বলেছে, সুতরাং স্পেনিশ পীক্সেই আছে সোনা। ভুল ধারণা। কিন্তু আসল জায়গা হচ্ছে সাংগ্রে ডি ক্রিস্টোর ঠিক চূড়ায়। একই রকম জোড়া শৃঙ্গ আছে ওটার। যেটাকে ব্ল্যাক্সো পীক বলা তোমরা।’

‘ওখানে তো তিনটা পর্বতশৃঙ্গ!’ মনে করিয়ে দিল একজন।

‘তিনটা না দুটো সেটা নির্ভর করে দেখবার উপর, মানে কোন্ জায়গা থেকে তুমি দেখবে,’ যুক্তি দেখাল জেফ। ‘লুটপাটের পর সোনা লুকিয়ে রাখবার জন্য তাগিদ ছিল ওদের, এবং সেগুলো গায়েব করে দিতেও দেরি করেনি ক্রফট। স্বভাবতই, জায়গাটা দ্রুত ত্যাগ করেছিল ওরা। ল্যাণ্ডমার্ক রাখবার জন্য পিছন ফিরে তাকিয়েছিল যখন, পাশাপাশি দুটো শৃঙ্গ চোখে পড়েছিল ওদের। তাড়াহুড়োর সময় অত কিছু কি খেয়াল করা যায়?’

‘আচ্ছা, এই ব্যাপার!’ তাচ্ছিল্যের সুরে বলল অন্য একজন। ‘এটুকু জেনেই ধরে নিচ্ছ সোনা পেয়ে গেছ তোমরা? হাহ্, এর আগে কতজন এমন পেল!’

‘কাছাকাছি গাছে বিদ্ধ ছুরি পেয়েছি, মার্কার হিসাবে রেখে দিয়েছিল ক্রফট। তা ছাড়া, বড় একটা পাথুরে স্ল্যাবের উপর লেখাজোখাও পেয়েছি।’

এবার আর অগ্রাহ্য করতে পারল না কেউ। বেশিরভাগই সন্দেহ করছিল, কিন্তু এখন নির্ধাত গিলবে গল্পটা। কারণ প্রায় সবাই সেই ছুরির গল্প জানে—লুকিয়ে রাখা সোনার স্থান পরে চিনে নেওয়ার জন্য মার্কার হিসাবে একটা ছুরি গাছে বিধে

রেখেছিল ক্রফট নিজের হাতে ।

পাথুরে স্ল্যাবের গল্পটা জনদের কল্পনাশক্তির ফসল । ওদের দাবি জোরাল করতে আমদানি করেছে । শ্রোতাদের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে । শিগ্গিরই ছড়িয়ে পড়বে পুরো এলাকায়—এবার ছুরি ও স্ল্যাবের বিবরণ সহ । নির্ঘাত ক্রুয়েকশো লোক হাজির হয়ে যাবে স্পেনিশ পীক্সের ধারে-কাছে, নিজেদের চেষ্টায় খুঁজতে শুরু করবে । সবচেয়ে বেশি ভিড় থাকবে জনদের ক্যাম্পে, তা অনায়াসে বলা যায় ।

এবং এদের কারও কাছ থেকে খবরটা নিশ্চয়ই ল্যান্সারদের কানেও যাবে । আশা করা যায় রাতের মধ্যে ।

‘সকালে রওনা দেব আমরা,’ পুরো মাতাল মনে হচ্ছে ল্যান্ডার হোল্ডারকে, কণ্ঠ জড়ানো । ‘ব্রঙ্কো ড্যান গাল্শে ক্যাম্প করব । আহ, সোনার একেবারে মাইল খানেকের মধ্যে থাকব! রাশি রাশি সোনা! কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো, দেখবে সোনায় ঠাসা ওয়্যাগন নিয়ে হাজির হয়ে গেছি ।’

বলতে বলতে অতি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে বোতল থেকে গলায় হুইস্কি ঢালতে শুরু করল হোল্ডার । ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হলো জনের, এভাবে খেতে থাকলে নির্ঘাত সত্যিকার মাতাল হয়ে যাবে হাফ-বক্স-এইচ কাউবয় । ইতোমধ্যে বোধহয় নেশা ধরেও গেছে তার । এ পর্যন্ত তো কম গেলেনি ।

হোল্ডারের উদ্দেশে জ্রুটি করল জন । ‘যে হারে খাচ্ছ, সকাল হলে উঠতে পারবে কি-না সন্দেহ!’ ভর্ৎসনার সুরে বলল ও । ‘দড়ি দিয়ে টেনে তোমাকে স্পেনিশ পীক্সে নিয়ে যেতে হবে!’

ব্রঙ্কো ড্যান হচ্ছে লোন রক হিলের পাদদেশে ছোট্ট একটা গাল্শ, রিমের চূড়া থেকে তিন-চার মাইল দূরে । দুর্গম জায়গা । পুরোপুরি বুনো এলাকা বলে সাধারণ মানুষ ওখানে যায় না, তবে আউটলদের জন্য কাক্ষিত জায়গা । হাইডআউট হিসাবে আদর্শ । তাই সবাই বিশ্বাস করবে যে ক্রফট গ্যাং ওখানে গুপ্তধন লুকিয়ে নিশানা

রাখতে পারে ।

লা ভেটা পাস থেকে জায়গাটা কাছেই । গুপ্তধন বা কোন কিছু লুকিয়ে রাখবার জন্য সেটা জায়গা । লা ভেটা পাস এমনিতে বেশ সুপরিচিত, যদিও সাধারণ মানুষ ভুলেও ওদিকে যায় না, আউটল আর বেআইনি লোকজনই চলাচল করে । পালানোর জন্য আদর্শ পথ । পাহাড় পেরিয়ে ওয়ালসেনবার্গ ও আলামোসার মধ্যে নির্বিঘ্নে আসা-যাওয়া করতে পারে আউটলরা ।

ছুরি ও ব্রঙ্কো ড্যান পাস—দুটোর সঙ্গেই ক্রফট গ্যাঙের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করে লোকজন, তাই নিজেদের গল্পটাকে নিশ্চিন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য করতে ও—দুটোর প্রসঙ্গ এনেছে ।

ছুরি সম্পর্কে সবাই জানে । সাধারণ্যে বিশ্বাস সোনা বা গুপ্তধন লুকিয়ে রাখবার পর জায়গাটা চিহ্নিত করতে এক গাছে ছুরি বিঁধে রেখেছিল রবার্ট ক্রফট । গুপ্তধন সম্পর্কে বিভিন্ন গল্প চালু থাকলেও প্রায় সবগুলোয় ছুরির ব্যাপারটা এসেছে । পাথুরে স্ল্যাবে মানচিত্র বা আঁকিবুকির আসলে কোন অস্তিত্ব নেই, জনরা ওদের ভুয়া আবিষ্কারকে আরও গ্রহণযোগ্য করতে এ—কথা বলেছে । লোকে বিশ্বাস করবে সত্যি হয়তো পাথরে মানচিত্র বা সূত্র রেখে গেছে ক্রফট ।

বিকালে বাজার্ড'স রুস্টে ফিরে এল ওরা । ম্যাকক্লেরি র‍্যাঙ্কের উপর নজর রাখবার জন্য আগেই বেরিয়ে গেছে টেডি স্পুনার । উদ্ভিষ্ট জায়গায় সন্ধ্যার আগে-ভাগে পৌঁছল জনরা । অনেক মানা করেও হোল্ডারকে খসাতে পারেনি, সম্ভবত হুইস্কির কারণে জেদ ধরেছে জনদের সঙ্গে অভিযানে থাকবেই ।

‘সন্ধ্যার একটু আগে দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেছে ব্ল্যাক,’ খুশি মনে জানাল স্পুনার । ‘মূলোর লোভটা কাজে লেগেছে, জন! যদূর বুঝতে পারছি র‍্যাঙ্কটা এখন একেবারে খালি হয়ে গেছে ।’

‘ক’জন আছে, বলতে পারবে?’ জানতে চাইল জেফ ।

‘ঠিক বলতে পারব না । তবে দু’তিনজনের বেশি হবে না ।’

খানিক ভাবল জন। ধোঁকা দিয়ে সত্যি কি র‍্যাঞ্চ থেকে বের করতে পেরেছে ব্ল্যাকদের, নাকি উল্টো ধোঁকা দিচ্ছে সে? হয়তো র‍্যাঞ্চ লুকিয়ে আছে বেশ কয়েকজন, ওঁৎ পেতে আছে জনদের অপেক্ষায়; ওরা ঢোকা মাত্র বেরিয়ে আসবে। ব্ল্যাক ভাল করেই জানে ম্যাকক্লেরিকে উদ্ধার করবার প্রাণান্ত চেষ্টা চালাবে জনরা।

কিংবা র‍্যাঞ্চ থেকে বেরোলেও ধারে-কাছে কোথাও ঘাপটি মেরে থাকতে পারে, র‍্যাঞ্চ থাকা অনুচররা সঙ্কেত দিলে দলবল নিয়ে ফিরে আসবে।

যুক্তির খাতিরে পাঁচটা ধোঁকা খাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও জন পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত হতে পারছে না। ক্রফট গ্যাঙের গুপ্তধনের প্রতি ল্যাস্কারদের আগ্রহ চিন্তা করলে বরং বলা যায় ওদের ধোঁকায় প্রলুব্ধ হয়েছে ব্ল্যাকরা। যে জন্য শত মাইল দূর থেকে আসা, সেটা অন্য কেউ পেয়ে গেছে জানবার পর বসে থাকবার মানুষ নয় ব্ল্যাক। সঙ্গে সঙ্গে ছুটবে।

বাস্তবেও বোধহয় তাই ঘটেছে।

তবে যতই ঝুঁকি থাকুক, র‍্যাঞ্চ যেতে হবে ওদের। স্পুনারের হিসাব অনুযায়ী অন্তত বিশজন র‍্যাঞ্চ ছেড়ে গেছে, এবং বড়জোর দু'তিনজন আছে এখানে। আদপে সংখ্যাটা অনুমান করা মুশকিল, কারণ এ মুহূর্তে ব্ল্যাকের দলে কতজন লোক আদৌ জানা নেই ওদের, বিশেষ করে ক্রফটদের কেউ কেউ এবং ব্ল্যাকের জ্ঞাতি ভাইরা যোগ দেওয়ার পর।

যতজনই থাকুক, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে জনের। র‍্যাঞ্চ ঢুকবে।

স্যাডলে চাপল জেফ, জনের মতো এত কিছু ভাববার বিলাসিতা ওর নেই; সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে যখন, নির্দিষ্টায় ঢুকে পড়বে। কোন বাধাই ওকে আটকাতে পারবে না।

স্পুনার ওদের অনুসরণ করতে যেতে হাত নেড়ে নিষেধ করল জন। 'চারজনেরই যাওয়ার কোন মানে নেই। কে জানে, হয়তো নিশানা

ফাঁদে গিয়ে পড়ব! তুমি বরং এখানেই থাকো। ব্ল্যাকদের কেউ যদি ফিরে আসে, সন্ধেত দিয়ে।’

হোল্ডারকে খসিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল জনের, কিন্তু আগেই জেফের পিছু নিয়েছে সে।

পাহাড়ি ঢাল ধরে নামতে শুরু করল ওরা। বুনো প্রাণী আর গরুর ব্যবহৃত ট্রেইল অনুসরণ করছে। ট্রেইলটা তৃণভূমির আড়াআড়ি র‍্যাক্স হাউসের লাগোয়া করালের পিছনে চলে গেছে।

নির্বিল্পে উপত্যকায় নেমে এল ওরা। র‍্যাক্স হাউস থেকে এখন দু’শো গজ দূরে আছে।

‘ঘোড়ার কাছে থাকো, ল্যাডার,’ হোল্ডারকে নির্দেশ দিল জন। ‘র‍্যাক্সে ঢুকবার মুখে একটা চোখ রেখো সবসময়। জায়গাটা একটুও পছন্দ হচ্ছে না আমার।’

‘ভাবছ ফাঁদে পা দিচ্ছি?’

‘অসম্ভব কী! ব্ল্যাক যা ধুরন্ধর। ওর জায়গায় আমি হলেও র‍্যাক্সে ছাড়বার আগে বিকল্প ব্যবস্থা করে যেতাম। তা ছাড়া, এখন পর্যন্ত ভাগ্য খুব ভাল যাচ্ছে আমাদের। এত ভালও ভাল নয়।’

কিছুটা ছড়িয়ে পড়ল দুই ভাই, সন্তর্পণে হেঁটে বাড়ির দিকে এগোল।

এবারও ভাগ্য ভাল গেল ওদের। পোর্চে নির্বিল্পে পা রাখল। কাউকে দেখতে পায়নি, কেউ চ্যালেঞ্জও করল না। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে পা বাড়াল ওরা। বারান্দা ধরে দু’জন দু’দিকে এগোবে যখন, তখনই ভিতরে এক লোকের চড়া গলা শুনতে পেল।

‘আজগুবি ভেবে লাভ নেই, বুড়ো। বেতাল কিছু করতে যেয়ো না, শেষে পস্তাবে কিন্তু। ছেলেরা ফিরে আসা পর্যন্ত ভালয় ভালয় কাঁটিয়ে দাও সময়টা। সোনা পেয়ে গেলে আর বজ্জাত ক্যালকিনদের যদি শায়েস্তা করতে পারে ব্ল্যাক, ফিরে এসে হয়তো তোমাকে ছেড়েও দিতে পারে। তোমাকে বা এই র‍্যাক্সের তখন আর দরকার হবে না আমাদের।’

সামনের কামরাই। জেফের দিকে ইশারা করতে চট করে দরজার পাশে চলে এল সে, পিস্তল বের করে জুত হয়ে দাঁড়াল, কাভার দেবে জনকে।

‘ক্যালকিনদের ধরতে পারলে বা খুঁজে পেলে তো শায়েস্তা করবে!’ বলেই গায়ের জোরে লাথি হাঁকাল জন। সপাটে সরে গেল ভিড়িয়ে রাখা দরজার পাল্লা, দু’পাশের দেয়ালের সঙ্গে কবাটের সংঘর্ষে তীক্ষ্ণ শব্দ হলো। ততক্ষণে ভিতরে ঢুকে পড়েছে জন, দরজা থেকে সরে গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। পলকের চাহনিতে দেখে নিল কামরার সবকিছু।

রান্নাঘর এটা। চুলোর কাছে পিছমোড়া করে বাঁধা লোকটার পরিচয় অনুমান করতে হলো না, এমনিতে বোঝা গেল। ব্ল্যাক ল্যাস্কারের দুই সঙ্গী রয়েছে পাহারায়। একজন টেবিলে বসে ছিল, অন্যজন সম্ভবত চুলোয় পানি চড়িয়েছে।

জনের আকস্মিক উপস্থিতিতে এমন চমকে গেছে যে টেবিলে বসে থাকা লোকটা ঘুরতে গিয়ে ঠোকর খেল টেবিলের কিনারার সঙ্গে, টেবিলটা উল্টে পড়বার দশা হলো।

উদ্যত পিস্তল নাচাল জন। ‘যে পরামর্শটা দিলে একটু আগে, ওটা এবার তোমরা পালন করো,’ কঠিন স্বরে বলল ও। ‘বেতাল কিছু করতে গেলে পস্তাবে। সামান্য দয়াও পাবে না। পরিষ্কার?’

ততক্ষণে বিস্ময় সামলে নিয়েছে দু’জন। এখন নির্জলা আতঙ্ক ভর করেছে ওদের চাহনিতে। সভয়ে উঠে দাঁড়াল দু’জনেই।

‘চুলোর কাছ থেকে সরে এসো,’ দূরের লোকটাকে নির্দেশ দিল জন। ‘আর হ্যাঁ, তুমি দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াও। এবার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে টেবিলের উপর রাখো। জানো নিশ্চয়ই কীভাবে বের করতে হবে? দুই আঙুলে বাঁট ধরে বের করবে। চালাকি করতে যেয়ো না।’

ল্যাস্কারদের কেউ নয়। হলেও জন তাদের চেনে না। সম্ভবত সাক্ষপাঙ্গদের কেউ। তবে তাতে কিছু যায়-আসেও না।

ভিতরে পা রাখল জেফ। ওকে দেখে একেবারে চুপসে গেল লোক দুটো। জন একা থাকলে, হয়তো কোন চাপ নিত, অন্তত ভেবে যে দেখত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু দুটো উদ্যত পিস্তলের মুখে দুঃসাহস দেখিয়ে অসময়ে মরবার খায়েশ নেই কারও।

বিনা বাক্য ব্যয়ে জনের নির্দেশ তামিল করল তারা। এগিয়ে গিয়ে পিস্তল দুটো নিয়ে নিল জেফ।

বারান্দায় একবার উঁকি দিল জন। ‘আর কেউ আছে?’ জানতে চাইল ও।

‘ন্-না!’ শুকনো গলায় বলল একজন।

‘বেশ। মিছে বলে থাকলে প্রাণ দিয়ে মাশুল দেবে।’ ব্ল্যাকের দুই স্যাঙাৎকে বাতিল করে দিয়ে হ্যান্স ম্যাকক্লেরির দিকে ফিরল জন। মানুষটা সুদর্শন সে, তবে এখন বেশ বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। বোঝা যায় এ ক’দিনের অবর্ণনীয় মানসিক চাপ ও দূর্শিত্তা সেজন্য দায়ী। চাহনির ঔজ্জ্বল্য প্রমাণ করে নিজের মুক্তি তাকে উদ্বেলিত করেছে।

‘জেফ, মি. ম্যাকক্লেরির বাঁধন খুলে দাও তো।’

‘তোমরা কারা? আমি তো বুঝতে পারছি না...’ ক্লিষ্ট মুখে বলল র‍্যাঞ্চার। ‘আচ্ছা, সেই ক্যালকিন নও তো? ব্ল্যাকের মুখে তোমাদের কথা শুনেছি। যা বলেছে তার সবই গালাগালে ভরা! ওর কথা শুনলে মনে হবে ক্যালকিনদের মতো খারাপ মানুষ দুনিয়ায় আর নেই।’ এবার হাসল হ্যান্স ম্যাকক্লেরি। ‘নিজে মন্দ হলে এই হয়, দুনিয়ার কাউকে ভাল চোখে দেখতে পারে না।’

‘হ্যাট নিয়ে নাও, মি. ম্যাকক্লেরি,’ জানাল জন। ‘জেনিফারের কাছে তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি আমরা।’

পিস্তল নাচিয়ে হুমকি দিলেও কাউকে গুলি করতে নারাজ জন। চুনোপুঁটি মেরে কী লাভ! তা ছাড়া, সামান্য কারণে খুন হবে সেটা। উল্টো, ল্যাস্কারদের কেউ কাছাকাছি থাকলে গুলির শব্দে

সন্দিহান হয়ে পড়তে পারে। শত্রুদের আকৃষ্ট করবার ইচ্ছে নেই ওর।

লোক দুটোও নিশ্চয়ই এ-ব্যাপারটা ভাববে। মওকা খুঁজবে, নিজেরা অক্ষত থেকে যদি বেচাল করা যায় ওদের, কিংবা অন্তত সঙ্গীদের সতর্ক করে দেওয়ার চেষ্টা চালাবে।

জেফ বাঁধন খুলে দিতে উঠে দাঁড়াল ম্যাকক্লেরি। দীর্ঘ সময় হাত বাঁধা থাকায় ব্যথা করছিল, কজি ডলে রক্ত চলাচল ত্বরান্বিত করল। তারপর হেঁটে দরজার পাশে দেয়ালের আঙুটায় ঝোলানো হ্যাট তুলে নিল।

‘ম্যাকক্লেরি, কোথাও যাবে না তুমি!’ সংবিৎ ফিরে পেয়েছে একজন, শক্ত হয়ে গেছে মুখ। ‘চুপচাপ টেবিলে এসে বসে পড়ো! যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে ব্ল্যাক। আর হ্যাঁ, ক্যালকিনরা, ভালই হয়েছে তোমরা এসে পড়ায়। কষ্ট করে খুঁজতে হবে না বলে ব্ল্যাক নিশ্চয়ই খুশি হবে। সেধে বাঘের খাঁচায় এসে ঢুকেছ যখন, যত্নটা পেতে হবে না?’

‘তুমি বোধহয় বুঝতে পারোনি,’ শীতল নির্লিপ্ততার সঙ্গে বলল জেফ। ‘পিস্তলহীন মানুষের কথার দাম নেই! চোপরাও এবার! আর একটা কথা বলেছ তো মুখের ভিতর পিস্তলের নল ঢুকিয়ে গুলি করব।’

জেফের চোখে কী দেখল কে জানে, একেবারে চুপসে গেল লোকটা। ‘দেখো, ব্ল্যাক এসে পড়বে যে-কোন মুহূর্তে! ফিরে এসে যদি দেখে ম্যাকক্লেরি নেই, আমাদের মুণ্ডপাত করবে!’

‘ফিরে এসে তোমাদের দেখবে না সে +’

‘মানে?’

‘যাও, এবার দেয়ালে দু’হাত ঠেকিয়ে আমাদের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ো পাশাপাশি। কথা অনেক হয়েছে, এবার কাজ দেখাও!’

‘নিকুচি করি তোমাদের!’ গাল বকল লোকটা।

‘ওর মুখটা বন্ধ করে দেব?’ ত্যক্ত স্বরে জনকে জিজ্ঞেস করল জেফ, এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। সভয়ে পিছিয়ে গেল সে, সঙ্গে সঙ্গে উল্টো ঘুরে দেয়ালে হাত ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মুখ টিপে হাসল জন। ‘মি. ম্যাকক্লেরির দড়ি দিয়ে দু’জনকে বেঁধে ফেলো।’

তাই করল জেফ। ‘একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে হবে,’ শেষে বলল সে, দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। পিছনে অনুসরণ করল হ্যাম ম্যাকক্লেরি।

‘তোমাদের খুন করবে ব্ল্যাক! খুন করবার পর চামড়া রোদে শুকাতে দেবে। গাছে লটকে দেবে লাশ।’

‘তাই?’ কয়েক পা এগিয়ে গেল জন। ‘কিন্তু সেটা দেখবার সৌভাগ্য যে তোমার হবে না! যে-হারে বকবক করছ, আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলছি। হয় তুমি আর একটা কথাও বলবে না, নয়তো দেখিয়ে দাও মগজে গুলি খেয়েও জবান চালানোর কেরামতি জানো।’

বার কয়েক মাথা নাড়ল লোকটা। অন্যজন একেবারে চুপসে গেছে, এখন পর্যন্ত টু শব্দও করেনি।

‘হয়েছে কী তোমার?’ এবার সঙ্গীর উদ্দেশে বিষোদগার করল সে। ‘মেয়েমানুষের মতো নেতিয়ে গেছ যে?’

‘সময়ের আগে মরবার ইচ্ছে নেই আমার, দোস্ত, এই হচ্ছে ব্যাপার। এখনও সবক’টা দাঁত আছে, চুলেও পাক ধরেনি। আগে তো বুড়ো হই, তারপর না-হয় মরণের চিন্তা করব।’

‘তোমাকে ঠিকই খুন করবে ব্ল্যাক। হাড়ে হাড়ে টের পাবে ওর সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মজা!’

‘আমাকে খুন করবে কী, বুক চিতিয়ে সামনে দাঁড়ানোর মুরোদই নেই ব্ল্যাকের। কথাটা বোলো ওকে।’ আরও দুই পা এগিয়ে গেল জন, দু’জনের পিছনে এসে দাঁড়াল। ‘শোনো, মিয়া, এখনও জ্ঞান হয়নি কখন মুখ বন্ধ রাখতে হয়। সাবধান হও,

নইলে ওই জ্ঞানটা দেরি করে হলেও অর্জন করবার সৌভাগ্য তোমার কখনও হবে না।’

শরীর শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। তাকে কোন সুযোগ দিল না জন, পিস্তলের বাঁট নামিয়ে আনল চাঁদিতে। ‘একটা আলু আর মাথা ব্যথা দিয়ে গেলাম,’ বলল ও। ‘কে জানে, হয়তো মগজে গুলিই ঢোকানো উচিত ছিল। কি, তুমি কিছু বলবে?’ অন্যজনকে জিজ্ঞেস করল জন।

‘ন্-না!’

‘বুদ্ধিমান লোক বেশিদিন বাঁচে।’ বলে এবার তার চাঁদিতেও একটা আলুর ব্যবস্থা করে ফেলল জন। সঙ্গীর মতো এও হুড়মুড় করে মেঝেয় ঢলে পড়ল।

বেরিয়ে আসবার আগে দরজার পাশে দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা রাইফেল দুটো তুলে নিল জন, বাইরে এসে দরজা আটকে দিল। ইতোমধ্যে স্যাডলে চেপেছে জেফ ও ম্যাকক্লেরি। জনের ঘোড়ার লাগাম হাতে অপেক্ষায় রয়েছে।

রাইফেল দুটো করালের দিকে ছুঁড়ে ফেলে ঘোড়ার পিঠে চড়ল জন।

করাল পেরিয়ে পাহাড়ের দিকে দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল ওরা। ঢাল ধরে উঠে যাচ্ছে এসময় পিছনে শব্দ শুনতে পেল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জন, দেখতে পেল দরজা ভেঙে পোর্চে বেরিয়ে এসেছে একজন। কোথেকে একটা রাইফেল জোগাড় করেছে কে জানে! রাইফেল তুলে গুলি করল লোকটা। অন্যজন দৌড়ে বার্নের দিকে চলে গেল।

খুব দ্রুত দু’বার ট্রিগার টানল লোকটা, সামান্য বিরতি দিয়ে আরও একবার। জনকে উদ্দেশ্য করে নয়, আকাশের দিকে গুলি করেছে।

‘সর্বনাশ!’ আঁতকে উঠল জন। ‘সঙ্কেত পাঠাচ্ছে ব্যাটা!’

ল্যাডার হোল্ডার পিছনে পড়ে গিয়েছিল, চেষ্টায় ছিল কাউকে নিশানা

রাইফেলের মুখে পাওয়া যায় কি-না। পরিস্থিতি বদলে গেছে বুঝতে পেরে এবার ঘোড়া ছুটিয়ে ধরে ফেলল জনদের।

বন্ধুর ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলল ওরা। বিস্তর খানাখন্দ, পাথর আর বোল্ডার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ঘোড়ার জন্য কঠিন, তবে আড়াল রয়েছে বলে স্বস্তি বোধ করছে জন। র‍্যাঞ্চার আঙিনা বা পোর্চ থেকে ওদের চোখে পড়বে না।

অবশ্য বেশ আগেই রাইফেলের রেঞ্জের বাইরে চলে এসেছে ওরা।

নীচে শোরগোল শুনতে পেয়ে তাকাল জন। ব্ল্যাক ল্যান্সারকে দেখতে পেল এবার। বেশ দূরে হলেও শুধু ঘোড়ার কারণে তাকে চিনতে পারল। করালের কাছে জমায়েত হয়েছে কয়েকজন মিলে। তুমুল গতিতে ঘোড়া ছুটিয়েছে জনদের পিছু পিছু।

র‍্যাঞ্চে ম্যাকক্লেরির দায়িত্বে থাকা একজন দৌড়ে গেল ব্ল্যাক ল্যান্সারের দিকে, আঙুল উঁচিয়ে দেখাল জনদের গমনপথ। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল তুলে গুলি করল ব্ল্যাকের দুই সঙ্গী। কিন্তু একে বেশ দূরত্ব, তায় ছুটন্ত টার্গেট এবং ভিন্ন উচ্চতায়...দক্ষ মার্কসম্যানের পক্ষেও নিশানায় বিদ্ধ করা কঠিন।

তবে এরপর আর কেউই গুলি করল না, বুঝে গেছে অযথা বুলেটের অপচয় করছে। বরং ঘোড়া ছুটিয়ে জনদের সঙ্গে দূরত্ব কমানোর চেষ্টা চালাল।

পাহাড়ি ঢালে বাঁক ঘুরবার আগে আবার পিছন ফিরে তাকাল জন, দেখতে পেল ধাওয়া করে আসা অশ্বারুঢ়দের। তুমুল গতিতে ছুটে আসছে, তবে বন্ধুর ট্রেইলের কারণে এখনও দূরত্ব কমাতে পারেনি। যেভাবে ছুটছে, দু'একটা ঘোড়া ভূপতিত হলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। নীচে, দুই বন্দি করালের দিকে ছুটছে, ঘোড়া ধরে বোধহয় সঙ্গীদের পিছু নেবে।

গতি কমাল জেফ। 'এমন খাড়া ঢাল ধরে ছুটতে থাকলে খুন হয়ে যাবে ঘোড়াগুলো,' বিষণ্ণ স্বরে বলল সে, পিছনে শত্রুরা ছুটে

আসছে দেখেও গতি ধরে রাখতে পারছে না। তবে জানে শত্রুপক্ষও গতি কমাতে বাধ্য হবে। ‘ওদের সেবা আমাদের আরও লাগবে। তাই আমার মনে হয় ওদের ইচ্ছেমত এগোতে দেওয়াই ভাল।’

যুক্তির কথা। না-মেনে উপায় নেই। পিছনে যতই হন্যে হয়ে ছুটে আসুক ব্ল্যাকরা, কিংবা পিঠে গুলি খাওয়ার যতই ভয় থাকুক। নিরেট বাস্তবতা একটু পর শত্রুপক্ষও উপলব্ধি করবে, বিশেষ করে ঘোড়াগুলো যখন হাঁপিয়ে উঠবে বা দু’একটা যদি পড়ে যায়।

হ্যাস ম্যাকক্লেরির হাতে দুটো পিস্তল ধরিয়ে দিল জেফ, ব্ল্যাক ল্যান্সারের দুই সঙ্গীর কাছ থেকে নেওয়া। দুটোই কোমরের বেলেটে গুঁজে রাখল সে।

সামনে, পাহাড়ি ঢালের উপর দিকে গর্জে উঠল ভারী একটা রাইফেল। বিকট শব্দ! নির্ঘাত টেণ্ডি স্পুনারের বাফেলো গান। পয়েন্ট ফাইভ-সিক্স স্পেসার ব্যবহার করে সে। মুহূর্ত কয়েক পর দ্বিতীয়বার গর্জে উঠল রাইফেলটা।

বিধ্বংসী অস্ত্র। যেমন বিকট শব্দ, তেমনি প্রভাব। গোলার মতো গিয়ে আঘাত করে লক্ষ্যবস্তুতে। শব্দটা কলজে কাঁপিয়ে দেয়, টার্গেটের জন্য রীতিমত মূর্ছা যাওয়ার মতো। শটগানের চেয়ে কোন অংশে কম বলা যাবে না। বিরাট গর্ত তৈরি করে দেহে, মৃত্যুর সনদ দেওয়া ছাড়া কিছুই করবার থাকে না কোন ডাক্তারের।

মোষ মারতে অমন ভারী ও শক্তিশালী অস্ত্র দরকার, মানুষের জন্য এরচেয়ে কম ক্যালিবারের অস্ত্রই যথেষ্ট। কিন্তু এখন বোধহয় ব্যাপারটা জনদের জন্য সহায়ক হবে, বিশেষ করে বিকট শব্দের কারণে। ব্ল্যাকদের কারও কারও ভয়ে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গেলে মোটেই দোষ দেওয়া যাবে না। আর কোনরকমে যদি দু’একজনকে ফেলে দিতে পারে স্পুনার...ব্ল্যাকের সঙ্গীর সংখ্যা না-কমুক, কিন্তু স্পেসারের রেঞ্জের মধ্যে ভুলেও আসবে না নিশানা

কেউ।

রিমের কিনারে অপেক্ষমাণ স্পুনাদের কাছে পৌঁছল জনরা।
দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল সে, হাতে ঘোড়ার লাগাম। ‘জন, ব্যাপার
সুবিধার ঠেকছে না,’ শঙ্কিত স্বরে বলল অভিজ্ঞ মোষ শিকারী।
‘দলে কম কেন হারামীগুলো? বড়জোর সাত-আটজন দেখলাম।
বাকিরা কোথায়?’

জনও ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিল। ব্ল্যাক সহ সাত বা আটজন
হবে। কে জানে, কোন্ নরকে রয়েছে অন্যরা। সন্দেহটা ক্রমে দৃঢ়
হচ্ছে, ব্ল্যাককে মূলোর লোভ দেখাতে গিয়ে নিজেরা ফাঁদে পড়েনি
তো?

‘ফাঁদে পড়েছি?’ জনের সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসা।

‘তা আর বলতে! ওরা নিশ্চয়ই জানত কীভাবে বা কোন্ পথে
র‍্যাক্‌সে গেছি আমরা। যা বুঝতে পারছি, এখন ফিরে যাওয়ার পথ
আগলে রাখতে পারে বজ্জাতগুলো। আমাদের আগে পৌঁছে যাবে
ব্যাটারা।’

ব্ল্যাক ল‍্যাক্সারকে কখনোই খাটো করে দেখেনি জন। তবে
র‍্যাক্‌সে বেয়াড়া লোকটার মুখে ব্ল্যাকের যে-কোন মুহূর্তে এসে
পড়বার কথা শুনে বিশ্বাস করেনি, ভেবেছে ভাঁওতা দিচ্ছে সে।
আর এখন দলের অর্ধেক লোক উদয় হয়েছে।

সামান্য উঁচু এক জায়গায় চলে গেল ল‍্যাডার হোল্ডার। গাছ ও
ঝোপের আড়াল আছে এমন জায়গা থেকে উঁকি দিল, ওখান
থেকে নীচের ট্রেইল চোখে পড়ে। এ-পথে উঠে এসেছে জনরা।

সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল হোল্ডার, মুখে দুশ্চিন্তা। ‘নীচে ধুলো
দেখলাম! ট্রেইল ধরে আসছে কেউ।’

এর তাৎপর্য পরিষ্কার। দু’দিক থেকে দুটো দল ধেয়ে আসছে,
আর পাহাড়ের উপর আটকা পড়ে গেছে ওরা। মুসিবত!

ঝড়ের বেগে ভাবনা চলছে জনের মাথায়। ‘দক্ষিণে, ব্রঙ্কো
ড্যানের দিকে যাওয়া যাবে এমন কোন ট্রেইল আছে?’ স্পুনারকে

জিঙেস করল।

সন্দিগ্ধ ও চিন্তিত দেখাল মোষ শিকারীকে। ‘প্লেসার ক্রীক হয়ে লা ভেটা পাসে যাওয়ার একটা পথ আছে বটে, ঠিক ট্রেইল বলা যাবে না, বরং ট্রেইলের ছায়া বলা উচিত। কিন্তু গুপ্তধনের লোভ দেখিয়ে ওদিকেই ব্ল্যাকদের নিয়ে গেছ তুমি। লা ভেটার দিকে গেলে নিশ্চয়ই ওদের সামনে পড়ে যাব। সেটা আত্মহত্যার শামিল হবে না?’

পশ্চিমে দৃষ্টিপথ জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা ক্লিফের সারির দিকে তাকাল জন। গা শিউরে ওঠা অনুভূতি হলো ওর। সুউচ্চ চূড়ার বুকে শুভ্র বরফ জন্মেছে, আকাশচুম্বী কাঠামো দেখলেই বুক কেঁপে ওঠে। রেঞ্জের যতই করিৎকর্মা হোক ওরা, পাহাড় বা শৃঙ্গ ডিঙানো ওদের জন্য অনেক কঠিন কাজ। তা ছাড়া, ব্যাপারটা বিপজ্জনক হবে, বিশেষ করে ঘোড়ার জন্য। এমনকী কোন ট্রেইল নাও থাকতে পারে। চোখা, ধারাল পাথরের পৃষ্ঠ ডিঙিয়ে কীভাবে উঠবে ওপরে?

রীজের সারির পূর্ব দিকটা পর্যবেক্ষণ করল এবার জন। ‘পশ্চিম দিকে কী আছে?’ জানতে চাইল ও।

‘ইয়ে,’ অনীহার সুরে জবাব দিল স্পুনার। ‘উত্তর-পশ্চিমে আছে মস্কা পাস। ঠিক ওপাশে মরুভূমির মতো জমি। কোনভাবে যদি পেরোতেও পারো, গিয়ে পড়বে আরেক মরণফাঁদে।’

‘আর কোন উপায় নেই?’ জানতে চাইল জেফ।

নীচের পাহাড়ি ঢাল ধরে ছুটে আসছে ব্ল্যাক। ঘোড়ার শব্দ এখন অনেক কাছে শোনা যাচ্ছে। তবে গতি কমাতে বাধ্য হয়েছে ওরা। খাড়া ঢাল ওদের গতি রুদ্ধ করেছে।

‘হয় সামনাসামনি লড়াই নয়তো লেজ তুলে পালানো,’ জবাব দিল হোল্ডার। ‘এবং যদি লড়াই করিও, মাথা পিছু তিন-চারজনের বিরুদ্ধে লড়তে হবে।’

‘বুক চিতিয়ে লড়াই করবার পক্ষে আমি,’ নিজের মতামত নিশানা

জানিয়ে দিল জেফ। ‘কিন্তু এটাও ঠিক, আমাদের মধ্যে খুন হয়ে যাবে কেউ।’

হ্যাস ম্যাকক্লেরির দিকে ফিরল জন। ‘পথটা চেনা আছে তোমার, মি. ম্যাকক্লেরি?’

‘হ্যাঁ। তবে ওটাকে ট্রেইল না-বলাই ভাল। ঘোড়া নয়, ভেড়া বা বুনো প্রাণীরা চলাচল করে ও-পথে।’

‘চলো তা হলে,’ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল জন।

নীচ থেকে খুরের শব্দ ভেসে আসছে। দু’দিকেই—পাহাড়ের দু’পাশ দিয়ে উঠে আসছে ল্যান্সাররা। খুব বেশি পিছিয়ে নেই।

ম্যাকক্লেরি এবার নেতৃত্ব দিচ্ছে, যেহেতু সে-ই পথটা চেনে ভাল করে। স্পুনার কখনও নিজে যায়নি এ ট্রেইলে, তবে লোকের মুখে শুনেছে। প্রাচীন এক ইণ্ডিয়ান ট্রেইল ধরে অ্যাসপেন ক্রীকের দিকে চলে গিয়েছিল ম্যাকক্লেরি, নিজেও তখন জানত না মস্কা পাসে পৌঁছে যাবে। মাত্র একবার গেলেও, সঠিক পথে সবাইকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ব্যাংগার।

খাড়া ঢাল ধরে এগোল ওরা। অগুনতি গাছ পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে। আলগা নুড়িপাথর, বোল্ডার, গ্র্যানাইটের চাঁই আর বিচ্ছিন্ন স্ল্যাব পড়ে আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। সারাক্ষণ সতর্ক নজর রাখতে হচ্ছে, কোথায় পা ফেলছে ঘোড়া, নইলে হয়তো পা হড়কে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে, নির্ঘাত ঘোড়া সমেত গড়িয়ে পড়বে একেবারে ঢালের নীচে।

আড়াল ব্যবহার করছে ওরা, তবে পথ বন্ধুর বলে পছন্দমত এগোতে পারছে না। বোল্ডার বা প্রকাণ্ড স্ল্যাব এড়িয়ে যেতে প্রায়ই দিক বদল করতে হচ্ছে। ট্রেইল না ছাই, আদপে হরিণ বা বুনো ভেড়ার চলাচলের পথ। এমনকী প্রাণীদের চলাচলের চিহ্নও নেই। একেবারে অস্পষ্ট।

মাথার উপর গাছের আচ্ছাদন থাকায় শেষ বিকালের আলো মাটি পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না। আবছা অন্ধকার চারপাশে। এর মাঝে

পথ খুঁজে নিচ্ছে হ্যান্স ম্যাকক্লেরি। সে না-থাকলে হয়তো অন্ধের মতো এগোতে হতো জনদের।

সরু, দুর্গম বলে ঘোড়া ছোটোতে পারছে না। আসলে প্রচণ্ড শ্লথ হয়ে গেছে গতি। দুর্ঘটনা এড়াতে সতর্ক সবাই। একে অন্যের কাছাকাছি থাকছে। অন্ধকার আরও জাঁকিয়ে বসেছে চরাচরে।

আনুমানিক ত্রিশ মিনিট পথ চলল ওরা। পিছনে শোরগোল কানে এসেছে, ব্ল্যাকদের। তবে কী নিয়ে সেটা বোঝা যায়নি। হয়তো পাহাড়ের দু'দিক থেকে প্রত্যাশা নিয়ে উঠে এসেছিল দুই দল, ভেবেছিল দফা রফা করে দেবে জনদের; কিন্তু চূড়ায় পৌঁছে আবিষ্কার করেছে শিকার সটকে পড়েছে। জনদের ট্রেন্ডেল খুঁজে পেতে বেশ কিছুক্ষণ লেগেছে ওদের, পরে পিছু নিয়েছে—শব্দ শুনে বুঝেছে জন। ধীরে হলেও ঠিকই পিছনে লেগে আছে ব্ল্যাকরা।

মস্কা পাস মূলত পাহাড়ি গোলকধাঁধায় বহু পুরানো ইণ্ডিয়ান রুট। পরে অবশ্য ফ্রেইটাররা ব্যবহার করেছে, কিন্তু এখন আর সাধারণ মানুষ এ-পথে যাতায়াত করে না। স্থানীয় কেউ কেউ, যদি নেহাত ঠেকায় পড়ে, শুধু তখনই মস্কা পাস ব্যবহার করে। ঘোড়ার জন্য শৃঙ্গ ডিঙানোর মতোই কঠিন ও আয়াসসাধ্য, তবে ভেড়ার জন্য আদর্শ। গ্রীষ্মের মরসুমে মস্কা পাস হয়ে ভেড়ার পাল ভূগভূমিতে নিয়ে যায় রাখালরা।

পাসের পশ্চিম পাশে আছে বালির সমুদ্র। আশি বর্গমাইলের বালিয়াড়ি ভরা দুষ্টুর বালুচর। মরুভূমির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। সারাক্ষণ বাতাসে উড়ে বেড়ায় তগু বালি, এখানে বালিয়াড়ি তৈরি করে তো ওখানে ভেঙে পড়ে। এত রহস্যময় ও কুখ্যাত জায়গা যে খোদ ইণ্ডিয়ানরাও এড়িয়ে চলে। কলোরাডোর মানুষ মাত্র এ জায়গার কথা জানে। বছর পাঁচেক আগে দশটা ফ্রেইট ওয়্যাকনের এক ট্রেন হারিয়ে গিয়েছিল, তারও আগে পাঁচশো ভেড়ার এক পাল স্রেফ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ভেড়া দূরে থাক, রাখালদেরও খবরও আর পাওয়া যায়নি।

নেহাত বাধ্য হয়ে এ-পথ বেছে নিয়েছে জন। ব্ল্যাক ল্যান্সার জবর চাল দিয়েছে। নিজেই ক্রফট গ্যাঙের লুকিয়ে রাখা সোনার কথা শুনে স্পেনিশ পীক্সের কাছে গিয়েছিল সে এবং মোক্ষম সময়ে ফিরেও এসেছে, কিংবা স্যাণ্ডাৎদের পাঠিয়ে দিয়েছিল, নিজে র‍্যাঞ্চার ধারে-কাছে ছিল। যাই হোক, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে সে, ঠিকই অনুমান করে নিয়েছে র‍্যাঞ্চার হানা দেবে জনরা। আপসে ম্যাকক্লেরি র‍্যাঞ্চার ঢুকতে দিয়েছে ওদের এবং ফাঁদে ফেলেছে।

খুবই বিচক্ষণ ও ধূর্ত মানুষ ব্ল্যাক। জনদের সম্ভাব্য তৎপরতা ঠিকই আগাম অনুমান করতে পেরেছিল। শুধু একটা ব্যাপার সে পুরোপুরি আঁচ করতে পারেনি—জনরা যে-পথে পাহাড় পেরিয়ে র‍্যাঞ্চার ঢুকেছে। সেটা যদি বুঝতে পারত, তা হলে এতক্ষণে কেউ বেঁচে থাকত না। সম্ভবত র‍্যাঞ্চার ঢুকবার আগেই ট্রেইলের ধারে ওঁৎ পেতে থাকা ব্ল্যাকের লোকজনের নির্বিচার গুলির শিকার হতো।

তবে পরিস্থিতি এখনও প্রতিকূল। ম্যাকক্লেরিকে উদ্ধার করতে পেরেছে বটে, কিন্তু বিপদ থেকে রক্ষা পায়নি। বরং ক্রমে ঘনিয়ে আসছে। আঠার মতো পিছনে লেগে আছে ল্যান্সাররা। পাহাড়ে কোণঠাসা করে ফেলেছে ওদের। আর কিছুক্ষণ পর হয়তো চড়াও হবে।

তবে প্রকৃতিও এখানে শত্রু। দুর্গম পথ পাড়ি দেওয়া যতটা কষ্টকর, তারচেয়েও বেশি আশঙ্কা দুর্ঘটনায় পড়ে যাওয়া। এমন সরু, বিপদসঙ্কুল পথে জীবনে কমই চলাচল করেছে জন। বাড়তি দুশ্চিন্তা হিসাবে পিছনে ল্যান্সারদের দলটা তো আছেই।

এখন আর অত তাড়াহুড়ো করছে না ব্ল্যাকরা। বুঝে গেছে কোথায় যাচ্ছে জনরা, এবং জানে ওদের ভাগ্যে কী ঘটতে পারে; তাই স্রেফ লেগে আছে পিছনে, জনদের পিছু ফিরবার পথটা বন্ধ করে দিয়ে নিশ্চিত থাকতে চায় শুধু। লা ভেটা পাসে ওদের লোক

তো আছেই, জনরা কাছাকাছি পৌঁছালে একটা সঙ্কেত পাঠিয়ে দিলেই হবে, দু'দিক থেকে চেপে ধরে গ্যাড়াকলে ফেলে দেবে।

সুউচ্চ রীজের কিনারা ধরে এখন এগোচ্ছে জনরা। বিক্ষিপ্ত পাথর, স্ল্যাব, চাঁই ও বোল্ডার পড়ে আছে পথে। আরও অন্ধকার নেমেছে বলে ট্রেইল দেখতে পাচ্ছে না বললে চলে। স্বল্প আলোয় কী করে পথ চিনছে ম্যাকক্লেরি, খোদা মালুম।

পথের দু'ধারে অস্পষ্ট ট্রেইল বা পথ দেখতে পাচ্ছে, তবে কোন্টা কোথায় গেছে জানা নেই। একটা পাস বেছে নিতে হবে ওদের, তা হলে ক্লিফের আড়ালে চলে যাবে। তারপর ভালয় ভালয় যদি পাহাড় পেরোতে পারে, বালির বিস্তীর্ণ বেসিনে প্রবেশ করবে।

ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছে জন। ব্ল্যাক ল্যান্সার জনদের শায়েস্তা করতে যদি অধীর হয়ে পড়ে, ব্রস্কো ড্যান গাল্শে পাঠানো ত্রুদের যদি লা ভেটা ধরে এগোনোর নির্দেশ দেয়? তা হলে দক্ষিণ দিক থেকে এদিকে আসবে তারা। আর জনরা সেদিকেই যাচ্ছে। এ মুহূর্তে বিপদ থেকে উতরানোর এটাই একমাত্র উপায়। সামনে-পিছনে দু'দিক থেকে এগিয়ে আসা শত্রুদের যদি এড়াতেও পারে, দুষ্টর মরুতে গিয়ে পড়বে। জ্বলন্ত উনুন থেকে ফুটন্ত কড়াইয়ে পড়বার দশা হবে তখন!

যত ঝুঁকি থাকুক, এটাই একমাত্র পথ।

পরিকল্পনাটা বুঝেই হয়ে গেছে বলে দুঃখ করছে না জন, বরং আশু সমাধান খুঁজে বের করবার ভাবনায় ব্যস্ত। ব্ল্যাকদের র‍্যাঙ্ক থেকে বের করতে চেয়েছিল, সফলও হয়েছিল; কিন্তু ধুরন্ধর ব্ল্যাককে পুরো ভাঁওতা দেওয়া যায়নি। জনদের পাতা ফাঁদে সে পা দিয়েছে ঠিক, তবে উল্টো নিজেও একটা ফাঁদ রেখে গিয়েছিল।

পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ম্যাকক্লেরিকে উদ্ধার করা গেছে বলে সন্তুষ্ট জন। আগে-পরে যখনই হোক, ল্যান্সারদের নিশানা

মুখোমুখি হতেই হতো। ব্যাপারটা এগিয়ে এসেছে, এবং কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ওরা, এই যা।

মাঝে মধ্যে ট্রেইল বদল করতে হচ্ছে। কখনও এগিয়ে গিয়ে দেখেছে শেষে খাড়া ঢাল, ঘোড়ার পক্ষে নেমে যাওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়; কখনও দেখেছে খাড়া দেয়ালের গায়ে শেষ হয়েছে, ফিরে এসে আবার পথ চলা। ঘোড়া ছোটানোর প্রশ্নই আসে না। স্রেফ হাঁটাচ্ছে। ঢাল এত খাড়া বা পিচ্ছিল যে, বেশ কয়েকবারই পিছলে গেছে ঘোড়ার পা, আরোহী সহ ছেঁচড়ে নেমে গেছে দশ-বারো ফুট। ভাগ্যিস, ঢালে পাথুরে চাণ্ডু বা ঠুলির মতো বের হওয়া স্ল্যাব বা গাছপালা ছিল বলে রক্ষা, ঠিকই আটকে গেছে। পাইনের ঝাড় ওদের যেমন আড়াল করছে, তেমনি পথ চলতেও সাহায্য করছে।

পাথুরে জমি বলে ধুলো উড়বার সম্ভাবনা নেই, মাটিতে ছাপও পড়ছে না। তাই সহজে ওদের অনুসরণ করা যাবে না ভেবে জন কিছুটা হলেও নিশ্চিত। পাহাড়ি গোলকধাঁধায় ধাওয়া করে আসা র‍্যাকের লোকজন পথ গুলিয়ে ফেলতে পারে, ভুল করে অন্য রুট বা ট্রেইলে চলে যেতে পারে, যদি না ওদের মধ্যে স্থানীয় কেউ থাকে, যে ট্রেইলটা ভাল চেনে।

তবে একটা ব্যাপারে সুবিধা পাচ্ছে ল‍্যাস্কাররা। পাহাড়ি মানুষ বলে এ ধরনের পরিস্থিতির সঙ্গে অভ্যস্ত ওরা। ঠিকই পথ খুঁজে নিতে পারবে।

ইতোমধ্যে পথ চলতে চলতে ত্যক্ত হয়ে পড়েছে হোল্ডার। ‘আচ্ছা, কোথাও থেমে রুখে দাঁড়াতে পারি না আমরা?’ প্রস্তাব করল সে। ‘এভাবে পথ চলতে ভয়ে কলজে কাঁপছে আমার! কখন যে ঢাল থেকে খসে পড়ি! তারচেয়ে কি পুরুষমানুষের মতো সামনাসামনি লড়া ভাল নয়? ব্যাটারদের বাপ-দাদার নাম ভুলিয়ে দিতে পারতাম।’

‘উঁহু, ঢালের উপর-নীচে দু’দিকেই থাকবে ওরা,’ জানাল

জেফ। ‘এ অবস্থায় স্রেফ কচুকাটা হয়ে যাব। সত্যি যদি রুখে দাঁড়াই, আগে এমন জায়গায় পৌঁছতে হবে যাতে অন্তত পিছন দিক নিয়ে চিন্তা করতে না-হয়। তা ছাড়া, আমাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি ওরা। লড়তে হলে অন্তত দু’একটা বাড়তি সুবিধা থাকতে হবে আমাদের।’

একবার, খোলা জায়গায় পৌঁছতে দূরে বাজার্ড’স রুস্টের কাঠামো দেখতে পেল ওরা। বাড়ির চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে আকাশে। মাইল কয়েক দূরে। দৃশ্যটা লোভনীয় ঠেকছে, বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে। এত কাছে, অথচ কত দূরে! চাইলেও যেতে পারছে না, বিপদসঙ্কুল পথ ধরেই চলতে হবে। বাজার্ড’স রুস্টের দিকে গেলে নির্ধাত ব্ল্যাকদের রাইফেলের মুখে পড়বে।

একটু খুঁটিয়ে দেখতে নীচের অনুচ্চ ঢালে বেশ কয়েকজন রাইডারকে দেখতে পেল জন। পাহাড় থেকে ওদের নেমে যাওয়া ঠেকাতে ছুটছে তারা পাসের দিকে।

আরও কিছুক্ষণ এগোনোর পর থামতে বাধ্য হলো। সামনে ছিল জেফ, ঘোড়ার রাশ টেনে জনের দিকে ফিরল সে। ‘অসম্ভব, জন! জমাট বাঁধা বরফ পড়ে আছে। উপর থেকে কীভাবে বুঝব ভিতরটা ফাঁপা নয়? পা ফেললেই দেবে যেতে পারে।’

‘এসব জায়গায় জমাট বাঁধা বরফ সাধারণত নিরেটই হয়,’ বলল টেণ্ডি স্পুনার। ‘কিন্তু ঝুরঝুরে বরফ থাকলে আমাদের বা ঘোড়ার ওজনের চাপে উপরের স্তর ভেঙে পড়বে।’

খুঁটিয়ে ঢালটা দেখল জন। পুরোপুরি সমতল নয়, আবার এবড়োখেবড়োও বলা চলে না। কোথাও কোথাও আলগা পাথর, চাঙড় আর গ্র্যানিটের টাঁই পাহাড়ি শরীর থেকে বের হয়ে আছে। হাত-পা ব্যবহার করে হয়তো কোনরকমে উঠে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু ঘোড়ার পিঠে ওই বরফাকীর্ণ পিচ্ছিল ঢাল পেরোনো যাবে না। যদি পা পিছলে যায়...ব্ল্যাকদের বুলেট ছাড়াই পরপারে চলে যাবে।

‘যাওয়া ছাড়া তো উপায় দেখছি না,’ বলল জন। ‘আমি অন্তত চেষ্টা করতে চাই।’ মুখে বললেও সাফল্যের ব্যাপারে ততটা আত্মবিশ্বাসী নয় ও। বরং মনে মনে ভাবছে বোকারাই সবচেয়ে বেশি সাহসী হয়। কথাটা শুনেছিল, কিন্তু প্রমাণ পায়নি। নিজেকে দিয়ে প্রমাণ করবে বোধহয়!

আসলে কি ঢালটা পেরোনো সম্ভব? এতগুলো মানুষের প্রাণের ঝুঁকি নিচ্ছে কেন? তবে নাচার ও, আর কোন উপায় নেই। পিছনে ফিরে গেলে নির্ঘাত ব্ল্যাকদের তোপের মুখে পড়বে। সামনাসামনি লড়াইয়ে অন্তত কয়েকজন তো মারা পড়বেই, এমনকী সবাইও খুন হয়ে যেতে পারে, যেহেতু সংখ্যায় দলে ভারী ব্ল্যাকরা। কিন্তু ঢাল ধরে উঠবার সময় যদি ঘোড়ার পা পিছলে যায়, গড়াতে গড়াতে কয়েকশো ফুট নীচে একেবারে ক্রিফের তলায় চলে যাবে।

স্যাডল থেকে নেমে ঢালের কিনারায় চলে এল জন। নাক ঝেড়ে অনীহা প্রকাশ করছে ঘোড়াটা, বিপজ্জনক ঢাল ধরে উঠতে নারাজ। লাগাম ধরে, গায়ের জোরে ওটাকে টানছে জন, ইচ্ছের বিরুদ্ধে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

প্রথম পা ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে বুট দেবে গেল কয়েক ইঞ্চি, তবে পড়ল না জন। জুত হয়ে দাঁড়াল ও, ইচ্ছে করে চাপ দিল বরফের উপর। আশঙ্কা করছিল বাড়তি চাপে বরফ ভেঙে পড়বে বা ন্যূনতম দেবে যাবে, কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না দেখে সাহস পেল। লম্বা দম নিয়ে এবার এক পা তুলে সামনে বাড়াল ও, একটু একটু করে এগিয়ে চলল। প্রথমে দ্বিধা ও আশঙ্কা নিয়ে, কিন্তু একটু পর আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠল। আপাতদৃষ্টিতে যত ভয়ঙ্করই দেখাক না কেন, ঢালের উপর জমে থাকা বরফ ঠিক ততটা আলগা নয়। বেশ পুরু বলে নিরোট পাথরের মত জমে আছে কোথাও কোথাও। পিচ্ছিল পৃষ্ঠ আর আলগা স্তর সম্পর্কে খুব সচেতন থাকতে হচ্ছে।

মাঝামাঝি যাওয়ার পর বিপত্তি ঘটল। কোথেকে কী হলো,

বলতেই পারবে না জন, হঠাৎ টের পেল পড়ে যাচ্ছে। হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল বরফের চাঙড়ে। ঠাণ্ডা পানির স্পর্শে ছাঁৎ করে উঠল পা। সামলে নিয়ে উঠতে যাবে, কিন্তু অনুভব করল আরও পিছলে যাচ্ছে। প্রাণপণ চেষ্টায় বরফের চাঙড়ের কিনারা চেপে ধরল ও। সংঘর্ষের কারণে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে টেরই পেল না, ওসব গ্রাহ্য করবার সময়ও নেই। মরিয়া হয়ে ধরল চাঙড়টা, হাতের তালু কেটে যাওয়ায় রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে।

পতন ঠেকাতে সমর্থ হলো ও। ঠায় পড়ে থেকে কিছুক্ষণ শক্তি সঞ্চয় করল, টের পাচ্ছে তীব্র ঠাণ্ডায় পাজোড়া অবশ্য হতে চলেছে। লম্বা শ্বাস নিয়ে উঠে দাঁড়াল জন। প্রথমে হাঁটুতে ভর দিয়ে বসল, তারপর ধীরে ধীরে সিঁথে হয়ে দাঁড়াল। ঠাণ্ডায় পা জমে যাওয়ার দশা, তবে গ্রাহ্য করল না জন, কারণ ভেজা কাপড় ও বুট শুকানো সম্ভব নয় এখন; বরং চলাফেরার মধ্যে থাকলে শরীরের তাপে ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

সামনের পথ নিরীখ করল সময় নিয়ে, তারপর সাবধানে পা বাড়াল। দুই মিনিট পর চারগজ দূরত্ব পেরিয়ে গেল জন।

ঘোড়াটা ওর পতনে ভড়কে গিয়েছিল, কিন্তু বুদ্ধি করে দাঁড়িয়ে থেকেছে একই জায়গায়। এবার ওটার লাগামে টান দিল জন। ভয়ে পা বাড়াতে চাইছে না ওটা, তবে লাগামে লাগাতার টানে আশ্বস্ত হলো, কয়েক কদম ফেলল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে।

একবার জন নয়, ঘোড়াটাই পড়ে গেল। পেট পর্যন্ত ডুবে গেল বরফের মধ্যে। সম্ভবত আতঙ্ক শক্তি জুগিয়েছে ওটাকে, উঠতে গিয়ে কিনারার বরফের স্তর ভেঙে গেলেও হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে এল।

শেষপর্যন্ত, প্রায় আধ-ঘণ্টা পর জায়গাটা পেরিয়ে যেতে সক্ষম হলো জন। ওপাশে গিয়ে টের পেল গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, এত উদ্বিগ্নে ছিল নিজেও টের পায়নি। ক্যান্টিন বের করে সামান্য পানি পান করল, ঘোড়াকেও দিল।

দ্বিতীয়জনের জন্য কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ হলো। বিশেষ করে শক্ত ও মজবুত চাঙড় আছে এমন কয়েকটা জায়গা যেহেতু শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে জন। টেণ্ডি স্পুনার আসছে। জন জায়গাটা পেরিয়ে যাওয়ার সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল সে, মনে রেখেছে বিপজ্জনক স্থানগুলো। তাই জনের চেয়ে কম সময়ে এপাশে পৌঁছে গেল, তেমন কোন বিপদও হলো না।

স্পুনার এপাশে পৌঁছানোর আগেই যাত্রা করল হোল্ডার। তার পিছু নিয়েছে ম্যাকক্লেরি। কিছুটা হলেও সাহস পেয়েছে সবাই, বুঝেছে জায়গাটা পেরোনো অসম্ভব নয়। সবার শেষে পেরোল জেফ।

চাঙড়পূর্ণ জায়গাটা পেরোতে মোট দুই ঘণ্টা লেগেছে ওদের, কিন্তু ওপাশে দীর্ঘ ও সরু এক চাতালে পৌঁছানোর পর সেই কষ্ট বা ভোগান্তির কিছুই মনে থাকল না। একটা ব্যাপারে খানিকটা নিশ্চিতও হলো। অন্তত এ-পথে ওদের অনুসরণ করবে না ব্ল্যাক। কেনই বা করবে? তার তো জীবন বাঁচাতে মরিয়া হওয়ার দরকার পড়েনি! তবে অন্য কোন পথে বা ট্রেইলে উপস্থিত হতে পারে।

লা ভেটার ওদিকে থাকা দলটা তো আছেই।

সামনে ঢালু হলেও সমতল জমি। প্রায় মাইল খানেক দুলাকি চালে ঘোড়া ছোটানোর সুযোগ হলো। এটাই মস্কা পাস।

পাসের উপরের অংশ উন্মুক্ত। কনকনে ঠাণ্ডা এখানে। নিরন্তর বাতাস বয়। পশ্চিমের ঢাল খাড়াভাবে নেমে গেছে। মানুষের পক্ষে নেমে যাওয়া সম্ভব নয়। দক্ষিণে ব্রকো ড্যান গাল্শ। লা ভেটা পাস হয়ে যেতে হবে। ওদিকে যাওয়া বোধহয় ঠিক হবে না, ভাবছে জন। নির্ঘাত ল্যান্সারদের অন্য দলের মুখোমুখি হবে তা হলে। উত্তরে, অর্থাৎ ফেলে আসা পথে তো যাওয়াই যাবে না।

আর বাকি থাকে বালুচর। সেখানে একটা প্রবল হাওয়াই বালি ঝড়ের জন্ম দিতে পারে, মুহূর্তের মধ্যে জ্যান্ত কবর দিতে পারে ওদের।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল জন, মাইল দুয়েক দূরে ছুটন্ত ঘোড়সওয়ারদের দেখতে পেল। বেশ দূরে হলেও ঠিকই এগিয়ে আসছে।

ব্ল্যাককে খাটো করে দেখেনি জন, বরং রীতিমত সমীহ করছে। পরিকল্পনা করবার সময় খুঁটিনাটি প্রতিটি জিনিস বিবেচনা করেছে সে, সম্বন্ধে সম্ভাবনা বিচার করেছে। এ মুহূর্তে পাহাড়ে সামান্য দৌড়-ঝাঁপ দিচ্ছে বটে ওর লোকেরা, কিন্তু কাজের কাজ আগেই সেরে রেখেছে। নিজেদের অজান্তে জনদের অব্যর্থ ফাঁদে এনে ফেলেছে। পরিস্থিতির কারণে মক্ষা পাসে এসেছে বটে, কিন্তু ওদের আসতে বাধ্য করেছে ব্ল্যাকরা। নিশ্চয়ই ধোঁয়া বা অন্য কোনভাবে সন্ধেত পাঠাবে ব্রঙ্কো ড্যান গাল্শে অপেক্ষমাণ ত্রুদের, এগিয়ে এসে লা ভেটা পাসের পথ আগলে রাখবে তারা। জনদের একরকম বন্দি করে ফেলবে।

ব্রঙ্কো ড্যান গাল্শে যাক বা না-যাক, কিন্তু র‍্যাঞ্চার কাছাকাছি থেকেই আসল কাজ সেরে ফেলেছে ব্ল্যাক।

তীব্র ঠাণ্ডা গায়ে কামড় বসাচ্ছে। জবুথবু হয়ে স্যাডলে বসেছে ওরা, তাতে যদি ঠাণ্ডা কমে। হাতের তালু ঘষছে প্রায়ই।

‘ব্রঙ্কো ড্যান গাল্শের দিকে যাওয়া যাবে না,’ বলল জন। ‘এতক্ষণে নিশ্চয়ই খবর পেয়ে গেছে ওরা। পাস থেকে বেরিয়ে যদি ওদের রাইফেলের মুখে পড়ি, একটুও অবাধ হব না।’

‘কেউ তর্ক করল না, তারমানে একই ধারণা সবার।’

‘তারমানে দুটো পথ খোলা আমাদের সামনে,’ শেষে আবার বলল জন। ‘হয় দু’পাশ থেকে ধেয়ে আসা শত্রুর মুখোমুখি হতে হবে, নইলে প্রায় নিশ্চিত মৃত্যু জেনে কোনরকম প্রস্তুতি ছাড়াই মরুর পথে পা বাড়াতে হবে।’

ছিপি আঁটা এক বোতলের মাঝে নিজেকে মনে হচ্ছে জনের। ধুরন্ধর ব্ল্যাক ল্যাস্কারের শয়তানির কাছে হার মানতে হলো। ঘাঘু যোদ্ধার মতো অপেক্ষায় থেকেছে সে, প্রলুদ্ধ করেছে নিশানা

জনদের, র‍্যাঞ্চ থেকে তাড়িয়ে এনে ঢুকিয়েছে নিশ্চিত মৃত্যুফাঁদে।
ব্ল্যাকের চেয়ে কৌশলী বোধহয় কোন জেনারেলও হতে পারবে
না!

তা হলে জয় হলো ব্ল্যাকের? জিতে গেল শেষপর্যন্ত?

মারা গেছে ফিন হ্যাটেন...লেস ম্যাকক্লেরিও রেহাই পায়নি।
আর এখন ওরা পড়েছে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে...একটা বালির ঝড়
ভূপতিত করবে সবাইকে, লাশের উপর বালির পাহাড় তৈরি করে
ফেলবে...কোন চিহ্নই থাকবে না ওদের।

এরপর নিশ্চয়ই অন্যদের শায়েস্তা করতে বেরোবে ব্ল্যাক, পিট
হ্যানলন আর ওর ত্রুদের আগে ধরবে, তারপর একে একে টিম
রাউডি এবং অন্যদের...

জেনিফার ম্যাকক্লেরিও রেহাই পাবে না।

চোদ্দ

জনের পাশে চলে এল জেফ, আঙুল তুলে পাহাড়ের দিকে ইশারা
করল।

তাকাল জন। দু'জন রাইডার। ঢাল ধরে উঠে আসছে। তুমুল
গতি না-হলেও বেশ জোরেসোরে ছুটছে। দূরে বলে বোঝা যাচ্ছে
না, তবে কেউ যেহেতু গুলি করছে না অপেক্ষা করবার সিদ্ধান্ত
নিল জন। দেখা যাক!

‘আমাদের কেউ হতে পারে,’ স্পুনারের কথাটা অবাস্তব
ঠেকল না। কারণ, ব্ল্যাকের লোক সংখ্যায় আরও বেশি হওয়ার

কথা। তা ছাড়া, শত্রুপক্ষ হলে ওদের দেখবার সঙ্গে সঙ্গে গুলি শুরু করত।

একটু পর ঢালের উপর উঠে এল দুই ঘোড়সওয়ার। কাছে আসতে তাদের চেনা গেল। ঠিকই অনুমান করেছে স্পুনার। টম বেলিংস আর ডেভ রিডল।

দু'জনের চোখে স্বস্তি ছাপিয়েও উত্তেজনা চোখে পড়ল জনের। বুঝল কিছু একটা ঘটে গেছে।

‘ঝামেলা হয়ে গেছে, জন!’ দ্রুত বলল বেলিংস। ‘ব্ল্যাকের হাতে মারা গেছে টেরি ফ্রিয়ার। গরু নিয়ে তর্কাতর্কি শেষে ডুয়েলে গড়ায়।’

টেরি ফ্রিয়ার স্থানীয় স্ল্যাশ-বির ফোরম্যান। এবার বোধহয় চরম হয়ে গেল পরিস্থিতি, কারণ স্থানীয়রা জড়িয়ে গেছে। ফ্রিয়ারের মৃত্যু সহজভাবে নেবে না কেউ। জনদের আপত্তি ধোপে টিকবে না। ঠিকই ল্যান্সারদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে র‍্যাঞ্চাররা। হোক ডুয়েলে, কিন্তু অন্যায় করেনি ফ্রিয়ার। তাকে খুন করে এক অর্থে পুরো বাজার্ড’স রুস্টের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছে ব্ল্যাক ল্যান্সার।

‘তোমরাও তো বিপদে পড়ে গেলে,’ বলল হোল্ডার। ‘ফাঁদে পা দিয়েছ। ল্যান্সাররা আমাদের কোণঠাসা করে ফেলেছে।’

চারপাশে তাকাল রিডল। ‘কিন্তু আসবার পথে তো কাউকে দেখতে পাইনি! কই, এখানেও তো কাউকে দেখছি না।’

‘সম্ভবত ল্যান্সারদের আগেই লা ভেটায় ঢুকে পড়েছ তোমরা,’ অনুমান করল জন। ‘এতক্ষণে বোধহয় পাসে ঢুকে পড়েছে ওরা, কিংবা পাসের মুখে পাহারা দিচ্ছে। বেরোতে গেলেই নিশানা প্র্যাকটিস করবে আমাদের উপর।’

‘সবাই বরং চূড়া থেকে সরে এসো,’ পরামর্শ দিল জেফ। ‘যে-কোন মুহূর্তে হয়তো আমাদের দেখে ফেলবে ওরা—সামনে বা পিছনে যারাই হোক। খোলা আকাশের বিপরীতে রাইফেলের নিশানা

নলে পেয়ে গেলে লোভ সামলাতে পারবে না কেউ।’

‘কিন্তু ক’উকে তো দেখছি না!’ আবারও বলল রিডল।

‘তা হলে ফিরে যাও, টের পাবে তখন।’

রাউণ্ড-আপের সময় বাদানুবাদের সূত্রে টেরি ফ্রিয়ারের সঙ্গে অপ্রকাশ্য শত্রুতা তৈরি হয়েছিল ল্যাস্কারদের। টেরির মৃত্যুতে, স্পষ্টত বিস্ফোরিত হবে স্থানীয় র‍্যাঙ্গাররা। ঠিকই বুঝে নেবে সেই অপমানের শোধ নিয়েছে ব্ল্যাক, টেরিকে ডুয়েল লড়তে প্ররোচিত করেছে।

লড়াইটাকে ব্যক্তিগত মনে করবে সবাই। ল্যাস্কারদের বিরুদ্ধে সামগ্রিক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। যে কারণেই এখানে এসে থাকুক ল্যাস্কাররা, শুধু অশান্তির বীজ বুনে দিয়েছে ওরা। খুনোখুনি ও সংঘাতের দরজা খুলে দিয়েছে।

এখন আর থামবে না কিছুতে। এক পক্ষের পতন হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। হয় ল্যাস্কাররা বিভাড়িত বা নিশ্চিহ্ন হবে, নয়তো র‍্যাঙ্গাররা। মাঝামাঝি কোন পথ নেই।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে জনের। বালুচরের দিকে যাবে। অন্য কারও আপত্তি থাকতে পারে ভেবে সবার মতামত নিল।

কেউ তর্ক করল না, অনীহাও জানাল না, কিংবা বিকল্প কোন উপায়ও বাতলাতে পারল না।

হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াকে আগে বাড়াল জন, রিমের কিনারে এল। সামনে ঢালু, বন্ধুর পথ নেমে গেছে বালুচরের বুকে। খাড়া নয় বটে; যেহেতু চড়াই ধরে উঠবার চেয়ে নামা বিপজ্জনক বেশি, তাই দ্বিগুণ সতর্ক থাকতে হবে ওদের।

নামতে শুরু করল জন। ঘোড়াটা প্রথমে সামান্য গড়িমসি করল বটে, তবে জনের তাগাদায় শেষে নিরস্ত হলো। জন এখন মর্জিমাফিক এগোতে দিয়েছে ওটাকে। এ ক্ষেত্রে ঘোড়ার সহজাত প্রবৃত্তি প্রায় মানুষের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার সমকক্ষ। কোথায় পা ফেলতে হবে, কোন্ জায়গাটা নরম বা ঝুরঝুরে নুড়িপাথরে ভরা,

কোথায় শুকনো পাতার নীচে গর্ত আছে, কোথায় পা হড়কাবে না কিংবা কোন্ পাথরটা আলগা...এসব মানুষের পক্ষে প্রতিবার টের পাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু ঘোড়া এক লহমই বুঝতে পারে। শুধু ভয় কাটিয়ে দিতে পারলেই হলো, পাহাড় পাড়ি দিতে অভ্যস্ত ঘোড়া তখন আদর্শ পথ প্রদর্শক হয়ে যায়।

পথ চলতে চলতে পুরো পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করছে জন, আর রক্তারক্তি ছাড়া এ গ্যাড়াকল থেকে মুক্তির সম্ভাব্য উপায় খুঁজছে। এমন নয় যে ল্যান্সারদের সঙ্গে লড়তে ভয় পায় ও, কিন্তু যে-কোন সংঘাতের শেষ পরিণতি কখনোই ভাল হয় না বলে এড়িয়ে যেতে চাইছে; বিশেষ করে যেহেতু নিরীহ ও ভাল কিছু মানুষ মারা যেতে পারে।

তবে মনের গভীর থেকে জন জানে লড়াই এড়ানোর উপায় নেই, যখনই হোক ল্যান্সারদের সঙ্গে সংঘাতে যেতে হবে। অস্ত্রের ভাষা বোঝে ওরা, আর সেই ভাষায়ই কথা বলতে হবে। ব্ল্যাক বা অন্যদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার পছন্দ ওই একটাই। কিন্তু আপাতত পরিস্থিতি ওদের প্রতিকূলে, এতই যে সাফল্যের সামান্য সম্ভাবনাও নেই। নিশ্চিত ভরাডুবি জেনে কেউ লড়াই করে না।

জনের প্রত্যাশা এখন একটাই। আপাতত এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে জুতসই কোথাও পৌঁছানো, যেখানে পাল্টা মার দিতে পারবে ল্যান্সারদের। অসম যুদ্ধ লড়তে হবে না।

‘চোখ-কান খোলা রাখো সবাই,’ ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছন ফিরে বলল জন। ‘আমার ভুল না-হয়ে থাকলে, দক্ষিণ দিক থেকে আরও লোক আসবে ওদের।’

পাহাড়ের দিকে তাকাল জেফ, কী করে যেন অন্যদের আগেই এসব পরিস্থিতি টের পায়। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুব প্রখর। ‘দেখো, জন, পৌঁছে গেছে ব্যাটার। রিমের কিনারে এমনভাবে জমায়েত হয়েছে যেন টিড়িয়া দেখছে!’

আট বা নয়জন। কাছাকাছি এরচেয়ে দ্বিগুণ লোক রয়েছে।

‘জন!’ চাপা স্বরে চেষ্টা করে উঠল স্পুনার। ‘ওদিকে দেখো!’

আঙুল তুলে দক্ষিণ দিক নির্দেশ করছে মোষ শিকারী। কয়েক মাইল দূরে ধুলোর ঝড় উঠেছে। বোঝা যায় কয়েকজন অশ্বারোহী তুফান বেগে ঘোড়া ছুটিয়েছে।

মহা মুশকিলে পড়ে গেল! যা পরিস্থিতি, বালুচরেও সময়মত পৌঁছতে পারবে না, তার আগেই বোধহয় ল্যান্সারদের একটা দল চড়াও হয়ে যাবে ওদের উপর।

নিজেকে ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতো অসহায় মনে হচ্ছে জনের। চারপাশে এঁটো বাঁধন, কিছুতে বেরোনো যাবে না। একটু নীচে, ঢাল ধরে নামলে কয়েকশো গজ, একেবারে খোলা জায়গা। কোনরকম কাভার নেই। তারও নীচে বালুচরের গুরু। এমন কোন জায়গা নেই যেখানে অবস্থান নিয়ে পাল্টা লড়াই করতে পারবে।

আপাতত শত্রুর কাছ থেকে দূরে থাকবার কৌশল অবলম্বন করতে হচ্ছে। একে কোন অর্থেই পালানো বলা যাবে না, স্রেফ কিছু সময় পাওয়া, সুযোগের অপেক্ষায় থাকা। আজীবন শত্রুকে ছুটিয়ে বেড়িয়েছে, কিন্তু এখন অন্যের সূক্ষ্ম বুদ্ধির কাছে মার খেয়ে ছুটে পালাতে মোটেই স্বস্তিবোধ করছে না। অপমানজনক মনে হচ্ছে ব্যাপারটা। তবে এ ছাড়া উপায়ও নেই।

একা হলে হয়তো ফুঁসে উঠত ও, তেড়ে যেত, কোন কিছুরই পরোয়া করত না। শত্রু দশজন হলেও পাল্টা মার দিত, পরিণতি কী হবে মোটেই আমল দিত না। কিন্তু এখন বিরাট দায়িত্ব চেপেছে কাঁধে। নিশ্চিত মৃত্যু বা পরাজয়, যাই বলা হোক, এড়াতে হবে। এবং ছয়জন মানুষকে নিয়ে! একা থাকলে হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, কিন্তু ছয়টা প্রাণের দায়িত্ব কাঁধে থাকলে তা হয়ে ওঠে না।

ব্যর্থতা বা পরাজয় যতটা অপছন্দ ওর, তারচেয়েও অপছন্দ হাল ছেড়ে দেওয়া। রীতিমত ঘৃণা করে। যত কঠিনই হোক, যুদ্ধ সামনাসামনি লড়তে অভ্যস্ত ও, কখনও পাশ কাটিয়ে যায় না।

হঠাৎ ঘোড়ার রাশ টানল জন। এত আচমকা যে অন্যরা সময় পেল না সামলে নেওয়ার, ঘোড়াগুলোর একটার সঙ্গে আরেকটার ঠোকাঠুরি হয়ে যাওয়ার দশা হলো।

‘অসম্ভব!’ বিস্ফোরণ ঘটল জনের ভিতরে, ঘণ্টাখানেক আগে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলেছে।

‘কী অসম্ভব?’ জানতে চাইল স্পুনার।

‘অবস্থাটা দেখো, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করো তো। হারামজাদা চাইছে আমরা যেন বালুচরে যাই। তা হলে আর কিছুই করতে হয় না ওকে, প্রকৃতিই আমাদের গতি করবে। আপসে মৃত্যুকূপে ঢুকে পড়ব। ও কেবল খেদিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের।’

বিস্মিত হয়েছে স্পুনার। ‘যাবে না মানে?’

‘বালি-ঝড়ে যদি নাও মরি, পানির অভাবে নিশ্চয়ই মরব। আর ব্ল্যাক যদি এখানেও চালাকি করে থাকে, হয়তো বালিয়াড়ির উপর দু’একজন লোককে বসিয়ে রেখেছে রাইফেল হাতে। কাছে গেলেই টপাটপ স্যাডল থেকে ফেলে দেবে আমাদের।

‘উঁহু, এভাবে ওদের ধাওয়া খেয়ে নরকে ঢুকে পড়তে রাজি নই। যদি মরতেই হয়, পাল্টা মরণকামড় দিয়ে মরব।’

একে একে সবাইকে দেখল জন। কাউকে যে খুব অসন্তুষ্ট বা উদ্ভিগ্ন দেখাচ্ছে তা বলা যাবে না, বরং কারও কারও মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেছে; লড়াইয়ের উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ সংক্রমিত হয়েছে মনে, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও লড়বে। মরবার আগে শয়তানের চেলা দু’একটাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে—এই সান্ত্বনা তো অন্তত পাবে।

একটু আগেও জনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ছিল সবার, বিনা প্রশ্নে বালুচরের অনিশ্চয়তায় নিজেদের নিয়তি পরখ করতে রাজি ছিল; তবে জনের যুক্তিতে আমূল পাল্টে গেছে সবার মানসিকতা। এখন বরং বালুচরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হঠকারী মনে হচ্ছে, যদিও সম্মুখ-সমরে যাওয়াই হয়তো বোকামি হবে; কিন্তু দুঃসাহসী মানুষগুলোর মনের কথা এটাই—লড়বে তারা। পিছু হটবে না, বা পাশ নিশানা

কাটিয়েও যাবে না। লড়াই করে পথ তৈরি করে নেবে। দাঁত ভাঙা জবাব দেবে ল্যাস্কারদের।

পিছনের ট্রেইলে অশ্বারোহীদের উপস্থিতি টের পাচ্ছে ওরা, যদিও বেশ দূরে রয়েছে এখনও।

‘তা হলে কী করবে এখন?’ ম্যাকক্লেরির জিজ্ঞাসা।

‘এই ট্রেইল থেকে সরে যাব। নিজেরাই পথ করে নেব, ওরা যেদিক থেকে আসছে সেদিকে যাব না।’

গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে এগোল ওরা, সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে চারপাশে যদি এই ট্রেইল থেকে সরে পড়া যায় কোন দিকে। বুনো প্রাণীদের চলবার পথ থাকতে পারে। তবে পেনেই যে অনুসরণ করা যাবে, তা নয়। বরং বেশিরভাগ বুনো ট্রেইল ধরে ঘোড়ার পক্ষে পথ চলা সম্ভব হয় না। ভাগ্য খুব ভাল হলে অবশ্য ভিন্ন কথা। আগেরবার যেমন ভাগ্য ওদের পক্ষে ছিল।

একটা হরিণ সক্ষীর্ণ যে-কোন পথ ধরে চলতে পারে। পাথর টপকে যায়, গাছের নিচু শাখার তলা দিয়ে পেরোয়, কিংবা দুই বোল্ডারের ফাঁকেও অনায়াসে চলাচল করতে পারে, যা ঘোড়ার পক্ষে সম্ভব নয়।

যতটা সম্ভব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এগোচ্ছে ওরা, ট্রেইলের খোঁজ করছে।

মাথার উপর গাছের শাখা-প্রশাখা আচ্ছাদনের মতো ঢেকে রেখেছে, উপর বা নীচ কোন জায়গা থেকে দেখা যাবে না ওদের। তবে বেশিক্ষণ নয়। একটু পরেই হয়তো খোলা জায়গা পেরোতে হবে।

স্কাউট করতে সামনে চলে গিয়েছিল ল্যাডার হোল্ডার। নিজে আড়ালে থেকে শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেছে। ‘কাছে চলে এসেছে ওরা, জন,’ জানাল সে। ‘বিস্তর কাভার আছে সামনের ট্রেইলে, মনে হচ্ছে আমাদের অপেক্ষায় লুকিয়ে থাকবে।’

প্রকৃতিও কিছু অলিখিত নিয়ম লালন করে। ক্রমাগত বদলায়, ঠিক মানুষ বা বিভিন্ন প্রাণী যেমন বদলে যায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। বৈরী পরিবেশে টিকে থাকতে এ পরিবর্তন অপরিহার্য। আপাত দৃষ্টিতে পাহাড় বা সবুজ বনানীকে যতই অপরিবর্তনযোগ্য মনে হোক না কেন, আসলে ওদেরও পরিবর্তন হয়। নিরেট পাথরের বুকে সামান্য চিড়ে তুষার আটকা পড়ে, তুষার বরফে পরিণত হলে চিড়টা চাপে বড় হয়; এভাবে পাথরের বুকে রীতিমত ফাটল তৈরি হয়ে যায়। রোদ, বৃষ্টি, বাতাস বা উড়ন্ত বালিও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটায়। চোখা পাথরও ক্রমান্বয়ে ভোঁতা ও চ্যাপ্টা হয়ে যায়, কিংবা পাথরের বুকে ধীরে ধীরে গর্ত তৈরি হয়।

সময়ের পরিক্রমায় সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গেও পরিবর্তন হতে থাকে, ক্রমে ক্ষয়ে যায় গ্র্যানিটের শরীর, কখনও কখনও সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গও উচ্চতা হারিয়ে ফেলে। অসম্ভব শ্লথ গতির পাথরধস তো চলেই। বাতাস, ধুলো আর রোদের অদৃশ্য কিন্তু নিরন্তর অত্যাচার সয়ে চেহারাই পাল্টে যায়। এ পরিবর্তন সহজে চোখে পড়ে না। কয়েক বছরের ব্যবধানে যদি লক্ষ্য করা যায়, কেবল তখনই শুধু গোচরীভূত হয়।

ট্রেইলের উত্তর দিকে পড়ে থাকা একটা পাইন দেখতে পেল জন। মাটি থেকে উপড়ে এসেছে ওটার মূল, পাশের গাছের উপর হেলে পড়েছে। ফলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেড়ে ওঠা গাছপালা ও বোন্ডার বিছানো সঙ্কীর্ণ পথ খুলে গেছে সামনে। মূল পথটা বর্তমান ট্রেইলের আড়াআড়ি, উল্লম্ব। স্রেফ গাছের কারণে চোখে পড়ছিল না। কিন্তু পাইনটা ঢলে পড়ায় পথটা উন্মুক্ত হয়ে গেছে ওদের জন্য।

পথটা কোথায় গেছে জানা নেই। ফাঁদও হতে পারে। হয়তো গিয়ে দেখবে ক্লিফের দেয়ালে শেষ হয়েছে। কিন্তু ঝুঁকিটা নিতে মনস্থ করে ফেলেছে জন। তিনদিক থেকে শত্রুরা ধেয়ে আসছে, অন্যদিকে বৈরী প্রকৃতি অর্থাৎ বালুচর—সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাতছানি;

এ অবস্থায় বিপদ বা ফাঁদের তোয়াক্কা করা চলে না। কোন এক দিক নির্ধারণ করতে হবে, এবং নেতা হিসাবে সেটাই ওর দায়িত্ব। ভুল হলে হবে, সম্ভব হলে শুধরে নেবে; কিন্তু জেনে-শুনে বালিয়াড়ির দিকে যেতে নারাজ জন।

দ্রুত ঘোড়াকে চালনা করল ও। গাছের মূলে ঘোড়ার খুর বার কয়েক আটকে গেলেও নিজ থেকে ছাড়িয়ে নিল ঘোড়াটা, খোলা জায়গা পেরিয়ে সঙ্কীর্ণ ট্রেইলে পৌঁছল জন।

‘ট্রেইল থেকে চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে,’ স্পুনারকে বলল ও। ‘টমকে নিয়ে কাজে লেগে যাও। যতটা সম্ভব ওদেরকে দেরি করিয়ে দিতে চাই।’

হয়তো বালুচরে যাওয়ার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক হচ্ছে এটা, আনমনে ভাবছে জন, আরও বড় কোন ফাঁদে পা দিচ্ছে, কিন্তু এ তো ঠিক যে এটা ওদের নিজেদের তৈরি ফাঁদ। সেখানে কেউ ওঁৎ পেতে থাকবে না, এটাই হচ্ছে বড় সুবিধা। চরম বোকাও বুঝবে খুনের রোখ চেপে গেছে ব্ল্যাকের, এসপার-ওসপার করে ফেলবে এবার। শুধু ক্যালকিনদের নয়, যদিও টার্গেট লিস্টের প্রথম দুটো নাম দুই ভাইয়ের, বরং সবাইকে চাই তার। কাউকে বেঁচে থাকতে দেবে না।

সঙ্কীর্ণ ট্রেইল ধরে কিছুদূর এগিয়ে থামল ওরা। জন স্কাউট করতে গেল, আর রিডলকে নিয়ে সমস্ত চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দিতে চলে গেল টেঙি স্পুনার।

দীর্ঘকায় পাইনের ঝাড় জন্মেছে চারপাশে। সারি সারি পাইন-শাখার মাঝে প্রায় আইলের মতো সরু পথ চোখে পড়ল। পঞ্চাশ-ষাট গজ পর্যন্ত স্পষ্ট চোখে পড়ে, তারপর ঐকেবেঁকে উত্তরে চলে গেছে পথটা। পুরোটাই ঢালু জমি।

স্পুনার ও রিডল ফিরে আসতে আবার যাত্রা করল ওরা।

আদপে ট্রেইলের বালাই নেই, বরং বলা চলে ওরাই ট্রেইল তৈরি করেছে এখন। তাও প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে এগোচ্ছে, আয়াসও

লাগছে। কোথাও গাছপালা ঠেলে এগোতে হলো, কোথাও পাথুরে চাঙড় পাশ কাটাল, ঝোপঝাড় ঠেলে পথ তৈরি করে নিতে হলো, বোল্ডার ও গ্র্যানিটের চাঙড়ের ফাঁকে ফাঁকে সর্পিল পথে চলছে; কখনও খাড়া ঢাল ধরে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠছে, কখনও নামছে চড়াই থেকে—যেখানে ঘোড়ার পিছনের অর্ধেকটা প্রায় ছেঁচড়ে এগোচ্ছে।

হঠাৎ বড়সড় খোলা জায়গায় পৌঁছে গেল। এখানে গাছপালা একেবারে কম। বোল্ডার বা পাথর আছে বটে, তবে ছোটখাট। দ্রুত জায়গাটা পেরিয়ে গেল।

প্রকাণ্ড এক বোল্ডার কয়েকশো ফুট উপর থেকে ধসে পড়েছে, গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে গেছে নীচে; চলবার পথে যা কিছু ছিল, গুঁড়িয়ে দিয়েছে মাটির সঙ্গে কিংবা নীচে ফেলে দিয়েছে। খাড়া অথচ প্রাকৃতিক একটা ঢালু রাস্তার জন্ম দিয়েছে। পাহাড়ি ঢালের আরও ওপরে ওঠা যাবে।

মুখ তুলে পাহাড়ি ঢালটা দেখল ম্যাকক্লেরি, হতাশায় মাথা নাড়ল। ‘উঁহুঁ, এদিক দিয়ে উঠতে পারব না। বেশি খাড়া।’

‘ঘোড়ার পিঠে নয়, পায়ে হেঁটে উঠব,’ জানাল জন। ‘হয়তো হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠতে হবে, কিন্তু ওঠা সম্ভব। সবচেয়ে বড় কথা, যারা অনুসরণ করবে, একই পথে উঠতে হবে তাদের এবং আমরা তাদের উপরে থাকব।’

তৎক্ষণাৎ স্যাডল ত্যাগ করে ঘোড়ার লাগাম হাতে এগোল জন। একেবারে খাড়া না-হলেও পথটা অন্তত পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ তৈরি করে চূড়ার দিকে উঠে গেছে। পাহাড়ি ঢালের জন্য বেশ খাড়াই বলতে হবে।

উঠতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পেল কাজটা কত কঠিন। প্রচণ্ড আয়াস লাগছে। কসরতের কাজ। গাছ, লতা, ঝোপঝাড়, চোখা পাথরখণ্ড, চাঙড়...নানা জিনিসকে সাহায্যকারী হিসাবে ব্যবহার করে উঠতে হচ্ছে। কখনও সত্যিকার অর্থে ঝুলে পড়তে হলো, নিশানা

পথ থেকে সরিয়ে দিতে হলো আলগা পাথর, পড়ে থাকা গাছ বা ঝোপঝাড়। অল্পক্ষণের মধ্যে ঘেমে নেয়ে উঠল সবাই, বাতাসের অভাব ও উচ্চতার কারণে হাঁসফাঁস করছে।

চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছেছে, এসময় হঠাৎ স্যাডলে ঝাঁকি খেল ল্যাডার হোল্ডারের দেহ, অস্ফুট স্বরে গুঁড়িয়ে উঠল সে। পরপরই গুলির শব্দ শোনা গেল। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি উঠল।

শত্রুপক্ষকে দেখতে পেল ওরা। নীচে, অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় চলে এসেছে। চারশো ফুট হবে দূরত্ব। এতক্ষণ বোধহয় ওদের ট্রেনিং খুঁজে পাচ্ছিল না, ঢালু পথ ধরে উঠে যাওয়ার সময় ঠিকই ধরা পড়ে গেছে।

চারশো গজ দূর থেকে উপরের টার্গেটে গুলি বিঁধিয়েছে...আর যাই হোক, ব্যাপারটা হেলাফেলা করবার মতো নয়। দৃষ্টিভ্রান্ত হতে বাধ্য। মুহূর্মুহঃ গুলি করে যাচ্ছে। নিশানায় লাগছে কি-না তাতে গ্রাহ্য করছে না কেউ।

গতি বাড়িয়ে চূড়ায় উঠে এল জন, তারপর হোল্ডারের পাশে চলে এল। ‘গুলি লেগেছে?’

‘হ্যাঁ। মারাত্মক কিছু নয়। তোমরা এগিয়ে যাও, আমি একাই সামাল দিতে পারব।’

‘দেখাও তো, কোথায় লেগেছে!’ স্যাডল থেকে নেমে পড়ল জন।

অন্যরা উপরে উঠে আসা মাত্র গাছের আড়ালে চলে গেছে। এদিকে রিমের কিনারে চলে গেছে জেফ ও স্পুনার, রাইফেল বাগিয়ে ধরে টার্গেট খুঁজছে। এখনও গুলি থামায়নি ল্যান্সাররা, বরং গাছ আর ঝোপঝাড়ে গুলি করছে, নেহাত সৌভাগ্যক্রমে যদি লেগে যায়। তবে বেশিরভাগ বুলেট ঢালে বিদ্ধ হচ্ছে...নিজস্ব অবস্থান থেকে উপরে বা নীচে গুলি করে টার্গেটে বিদ্ধ করা সত্যি দুরূহ ব্যাপার।

পয়েন্ট ফোর-ফোর বুলেট লেগেছে হোল্ডারের কোমরে। হাড়ে

লাগবার পর দিক বদলে মাংস ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। মারাত্মক নয় বটে, কিন্তু প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

হোল্ডারের ব্যাণ্ডানা খুলে নিয়ে গাছের পাতা পিষে পুলটিশ তৈরি করল জন, বেঁধে দিল ক্ষতের সঙ্গে। এরচেয়ে বেশি করবার নেই ওদের। যদি রক্তক্ষরণ বন্ধ করা যায়, দ্রুত সেরে উঠবে সে। তবে যেহেতু পথ চলতে হবে...ক্ষরণ বন্ধ করা কঠিন হবে।

কয়েকটা গুলি করেছে জেফ আর স্পুনার। কাউকে হতাহত করতে পারেনি বটে, কিন্তু আড়াল নিতে বাধ্য হয়েছে ল্যান্সাররা। চট করে এখন আর খোলা জায়গায় চেহারা দেখাবে না কেউ। এ সুযোগে এগিয়ে যেতে মনস্থ করল জন। হোল্ডারকে স্যাডলে তুলে দিয়ে আবার যাত্রা করল।

ঢাল ধরে বাক ক্রীক ক্যানিয়নের দিকে এগোচ্ছে।

দলে ম্যাকক্লেরির অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। কয়েকদিন বন্দি থাকায় এমনিতে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, আর এখন অমানুষিক ধকল যাচ্ছে; বুড়ো হাড়ে না-সইবারই কথা। তবে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েনি, অভিযোগ করেনি কখনও, কিংবা বিশ্রাম নিতে থামবার অনুরোধও করেনি। সবার স্বার্থে নিজস্ব সুবিধা জলাঞ্জলি দিয়েছে। দুর্ভোগ সয়ে যাচ্ছে মুখ বুজে, বুঝতে পারছে তার একার জন্য অন্যরা ঠিক বিপদে পড়ে যাবে।

সবকিছুর পরও সামান্য হলেও স্বস্তি বোধ করছে জন। ফাঁদ কেটে বেরিয়ে এসেছে ওরা, তবে বিপদের খাঁড়া ঝুলছে এখনও। যত দ্রুত সম্ভব পাহাড়ি ঢাল ধরে উঠে আসছে শত্রুপক্ষ, এখন আর গুলি করছে না, বুঝে গেছে অযথা বুলেট অপচয় হচ্ছে। বরং দূরত্ব কমিয়ে, একেবারে কাছে পৌঁছতে চাইছে আগে। মওকামত পেলে এরপর পাইকারি হারে টার্গেট প্র্যাকটিস করবে।

পাহাড় থেকে কাউকে জীবিত বেরোতে দেওয়ার ইচ্ছে নেই ব্র্যাকের।

ঢালের উপরে এবং নীচে, দু'দিকেই আছে ল্যান্সাররা, ক্রমে নিশানা

কাছিয়ে আসছে। অন্য দিক থেকেও এগিয়ে আসছে একটা দল। মূল উদ্দেশ্য বোধহয় নির্দিষ্ট কোথাও ওদেরকে যেতে বাধ্য করা, যেখানে শেষ অধ্যায় সংঘটিত হবে, অর্থাৎ নিজেদের সুবিধামত, কম ঝুঁকি নিয়ে কাজ শেষ করে ফেলবে।

কোণঠাসা অবস্থা বলে অস্থির বোধ করছে জন। এতগুলো মানুষের দায়িত্ব ঘাড়ে না-চাপলে, শুধু জেফ আর ও হলে অনেক আগেই রুখে দাঁড়াত। সম্মুখ-সমরে নিষ্পত্তি করে নিত। কিন্তু যা পরিস্থিতি—ধাওয়া খাওয়ার পর থেকেই—চরম কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। দায়িত্ব ওর হাত-পা বেঁধে রেখেছে।

আবার এটাই হয়তো শাপেবর হয়ে দেখা দিচ্ছে। কারণ, দুই ভাই মিলে রুখে দাঁড়ালে ল্যান্সারদের পাঁচ-সাতজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলেও নির্ধাত খুন হয়ে যেত নিজেরা। পিস্তলে যত নিপুণ দক্ষতা বা মানসিক দৃঢ়তা থাকুক, সবারই সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা আছে; অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় না। রুখে দাঁড়ালেও সেটা হতো মরণকামড়, ল্যান্সারদের প্রতি শেষ আঘাত, নিজেরা মরবে জেনে তবেই আঘাত হানত।

সেই মৃত্যু হতো মর্যাদার। সমীহের।

পথ চলবার ব্যস্ততার ফাঁকেও সারাক্ষণ মাথা খাটাচ্ছে জন। পরিস্থিতি পরিবর্তনের প্রতিটি পর্যায়ে নিজেদের সম্ভাব্য মুক্তির পথ খুঁজে পেতে চাইছে। হয়তো প্রতিবারই সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও, শুরু থেকে—র‍্যাক্স থেকে ধাওয়া খেয়ে লা ভেটা পাসের উদ্দেশে যাত্রা, বালুচরের উদ্দেশে এগিয়েও হঠাৎ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন, একটু আগে শত্রুর জাল কেটে বেরিয়ে আসা...অবচেতন মনের তাড়না পরিচালিত করেছে ওকে। সামগ্রিক বিচারে হয়তো সঠিকই বলতে হবে, কারণ এখন পর্যন্ত দলের কেউ মারা পড়েনি বা গুরুতর আহত হয়নি।

ল্যান্সারদের সঙ্গে চূড়ান্ত শোডাউনের নৈকট্য টের পাচ্ছে জন, মরণপণ লড়তে হবে। জুতসই একটা জায়গা দরকার ওদের, মনে

মনে ভাবছে ও, যেখানে বাড়তি সুবিধা পাবে না শত্রুপক্ষ, বরং সমান-সমান লড়াই হবে। নিজেদের সামর্থ্য সম্পর্কে ধারণা আছে ওর, জানে শুধু রিডল বা বেলিংসই নয়, স্পুনার বা হোল্ডারও দক্ষ লড়াকু মানুষ, কোণঠাসা অবস্থায় চরম হিংস্র হয়ে উঠবে। জেফের দুর্জয় মানসিকতা জানে, বেপরোয়া হয়ে গেলে জেফের চেয়ে ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক মানুষ জীবনে কমই দেখেছে।

যদি সত্যি সেই সুযোগ আসে, জনের ধারণা শত্রুপক্ষ সংখ্যায় যত বেশিই হোক, সুবিধা করতে পারবে না ওদের সঙ্গে।

আচমকা ঘোড়ার রাশ টানল জন, তারপর স্টিরাপে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে নীচের দিকে তাকাল। গাছপালার ফাঁক দিয়ে আবছাভাবে বালুচর অঞ্চলটা চোখে পড়ছে। ল্যান্সাররা যদি ওদেরকে ধরবার জন্য নীচে আড়াআড়িভাবে পাহাড়ের কোল ধরে এগোয়, হয়তো তাদেরকে পাল্টা ধাওয়া দিয়ে বালুচরের দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে!

জনের পাশে চলে এল স্পুনার। ‘জন, সামনে কোথাও একটা ক্রীক থাকবার কথা। পাহাড়ের আড়াআড়ি গড়িয়েছে ওটা, অন্তত কিছু জায়গায়। ওখানে যদি পৌঁছানো যায়, ক্রীক ধরে পাহাড় থেকে বেরিয়ে যেতে পারব। তখন পিছন দিক দিয়ে বাজার্ড’স রুস্ট র‍্যাঞ্চে চলে যেতে সমস্যা হবে না।’

এগিয়ে চলল ওরা। তাড়াহুড়ো করেছে না, ট্রেইলের খোঁজে সজাগ দৃষ্টি রাখছে সারাক্ষণ। ঠাণ্ডা বাতাসে পাইনের সুবাস নাকে দোলা দেয়। শুভ্র মেঘের পাহাড়ভরা সুনীল আকাশ কখন যেন গাঢ় হতে শুরু করেছে, ভারী মেঘের আনাগোনা চলছে, খেয়াল করেনি কেউ। একটা ঝড় হলে মন্দ হয় না!

পথচলা এখন অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে গেছে। মরা গাছপালা চোখে পড়ছে বিস্তর, ফাঁকফোকর দিয়ে এগোচ্ছে ওরা। বড়সড় বোল্ডার বা পাথুরে চাঁই পড়ে আছে, পাহাড়ের উপর থেকে ধসে পড়া। ওগুলোর গায়ে শ্যাওলা আর ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ জন্মেছে, নিশানা

বলা মুশকিল কোন্টা কত বছর আগে পড়েছে!

পায়ের নীচে বিস্তার পাইনের শঙ্খ আর কাঁটা ভরা মস উদ্ভিদ। কোথাও কোথাও মাটি সঁয়াতসঁয়াতে, নীচ থেকে পানি চুইয়ে উঠছে।

প্রায় আধ-মাইল পথ আড়ালে থাকতে সক্ষম হলো ওরা। এ সময়ে ল্যান্সারদের কাউকে চোখে পড়েনি, কিংবা ওদের দিকে গুলিও ছুটে আসেনি। নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই আদপে ব্ল্যাক ও তার সান্সপাঙ্গদের ফাঁকি দিতে পারল কি-না। তবে যাচাই করতে গিয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করতে রাজি নয় জন। মনে মনে ভাবছে এক ফাঁদ এড়িয়ে হয়তো এরচেয়ে ভয়ঙ্কর আরেকটায় পা রাখছে!

বিপদের আশঙ্কায় সতর্ক ওরা, সজাগ। হাতে রাইফেল শোভা পাচ্ছে। যে-কোন বিরূপ পরিস্থিতি দেখা মাত্র সক্রিয় হবে।

ডানদিকে খাড়া উঠে গেছে পাহাড়ি ঢাল, অন্তত দু'হাজার ফুট; চূড়া গাঢ় মেঘে ঢাকা পড়েছে। বাতাস থমকে গেছে হঠাৎ, এখন আর বইছে না। নীচ দিয়ে এদিক-ওদিক উড়ে যাচ্ছে পাখিরা, আশ্রয়ের সন্ধান করছে। একটু পর বড়বড় কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল।

তারপর দমকা ও ঠাণ্ডা বাতাস বইল, ধুলো ও ক্ষুদ্র নুড়িপাথর ছিটিয়ে দিল ওদের চোখে-মুখে। মেঘ ডেকে উঠল গুমগুম শব্দে। পাহাড়ে পাহাড়ে গম্ভীর ও ভারী প্রতিধ্বনি উঠল। কোথাও ডেকে উঠল দুটো টার্কি। বনে পাখিদের কলরব বেড়ে গেছে। এরপর বৃষ্টি শুরু হলো।

ঘোড়া থামিয়ে স্লিকার বের করল সবাই, গায়ে চাপিয়ে নিল। বৃষ্টিম্নাত ঘাস ঘন সবুজ ও সতেজ দেখাচ্ছে, পাইনের ঝাড়কে গাঢ় লাগছে এখন।

উদ্বিগ্ন মনে হোল্ডারকে দেখল জন।

স্মিত হেসে ওকে অভয় দিল সে, যদিও মুখ সামান্য ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে। 'চিন্তা কোরো না,

বাছা। স্যাডলে টিকে থাকবার মতো শক্তি এখনও ফুরিয়ে যায়নি।’

পাহাড়ি ঢাল পাড়ি দেওয়া আসলে চাট্টিখানি কথা নয়। সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়, যাচাই-বাছাই করে পথ ঠিক করতে হয়। অতি খাড়া জায়গা এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই, নইলে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। প্রায়ই ঘোড়াগুলোকে দম নেওয়ার ফুরসত দিতে থামছে ওরা। একটু কোণাকুণি, গাছপালার আড়াল ব্যবহার করে উঠে যাচ্ছে এখন।

পাহাড়ের চূড়ায় মেঘ ডাকল। শব্দ শুনে মনে হলো প্রকাণ্ড বোল্ডার যেন পাহাড়ি ঢাল ধরে গড়িয়ে পড়ছে। বিদ্যুৎ চমকাল, ম্লান ও ভুতুড়ে আলোয় আলোকিত হলো চারপাশ। পরিচিত সব কাঠামো—গাছ, পাহাড় বা গ্র্যানিট...মুহূর্তের আলোয় কেমন অদ্ভুত ঠেকল!

এখন সবার সামনে এগোচ্ছে জেফ। সহসা কয়েকশো গজ দূরে এক রাইডারকে দেখতে পেল, মাত্রই গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে। ইতিউতি তাকাচ্ছে লোকটা। একা। সম্ভবত রেকি বা স্কাউট করতে এসেছে, কিংবা অন্যদের চেয়ে এগিয়ে আছে।

চট করে রাইফেল তুলে নিল। এমন সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। শত্রু যদি একজনও কমানো যায়, মন্দ কী! মুহূর্ত খানেক পর ট্রিগার টেনে নিল ও। স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিতে দেরি শুধু, কোমরের কাছ থেকে ট্রিগার টেনে দিয়েছে। ভাই বলে নয়, বাস্তবে এ ব্যাপারে জেফের দক্ষতা দেখেছে বলে জানে জন, এ ধরনের বিশেষ কিন্তু অপ্রচলিত গোলাগুলিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জেফ। ওর সমকক্ষ কাউকে দেখেনি জন।

এসব হচ্ছে পশ্চিমে টিকে থাকবার জন্য বাড়তি ও বিশেষ দক্ষতা। সবসময় যে গোলাগুলি বলে-কয়ে হবে তা নয়, বরং এর উল্টোটাই বেশি হয়। ছট করে সামনে শত্রু উপস্থিত হলে এবং নিশানা

সে বা তারা অস্ত্র বের করে ফেললে, চমক সামলে নিয়ে ড্র করতে কিংবা গুলি করতে অনেক সময় লেগে যায়। ততক্ষণে পরপারের যাত্রী হয়ে যেতে হবে। এসব ক্ষেত্রে কেউ কেউ প্রতিপক্ষের গুলি এড়ানোকে জরুরি মনে করে, হয়তো স্যাডল থেকে লাফ দিয়ে সরে যায় বা মাথা নিচু করে গুলি এড়াতে চায়। পরে সময়মত নিজে ড্র করে পাল্টা জবাব দেয়।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নেয় এবং নিশানা করা ছাড়াই স্ক্যাবার্ড থেকে তুলে নিয়ে বা কোমরের কাছ থেকে গুলি করতে সক্ষম হয় কেউ, প্রতিপক্ষের সঙ্গে সমান তালে টেক্কা দেওয়া সম্ভব। কারণ এভাবে নিশানা ছাড়া অস্ত্র তুলে নিতে নিতে গুলি করে লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম মানুষের সংখ্যা বিরল। বহু অনুশীলনের পর এতে সফল হওয়া সম্ভব।

সত্যি কথা হচ্ছে, ক্যালকিনদের সবাই কম-বেশি এতে দক্ষ ও অভ্যস্ত। বহুবার বাড়তি এ দক্ষতা ওদের জীবন বাঁচিয়েছে।

এবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। জফের গুলি। অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করল লোকটা। পাথুরে ঢাল দিয়ে গড়িয়ে নেমে গেল রাইফেল, শব্দ শুনে মনে হলো ধাতব কোন বল গড়াচ্ছে। পরপরই একসঙ্গে গর্জে উঠল অনেকগুলো বন্দুক।

নিঃসঙ্গ রাইডারের ঠিক পিছনে ছিল অগ্ন্যরা। জনদের দেখতে পেয়ে সমানে গুলি করছে। নিশানা করতে গিয়ে সময় নষ্ট করছে না, নির্দিষ্ট কাউকেও টার্গেট করছে না; নির্বিচারে গুলি করছে।

ঝটিতি স্যাডল ছাড়ল জনরা, মাটিতে পড়েই ছুট দিল আড়াল নিতে, চঞ্চল দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে সামনের উপত্যকায়। ল্যাস্কাররা অদৃশ্য হয়ে আছে, আড়াল থেকে গুলি করছে ওদের উপর।

মুশকিল হচ্ছে একেবারে খোলা জায়গায় রয়েছে জনরা। ঢালু পাথুরে জমিতে আছে, নিচু টিলা বলা চলে। আশপাশে গাছ আছে বটে, কিন্তু সেটা চূড়ায়। চূড়া এখনও প্রায় একশো গজ দূরে।

সামনে এগোনো যাবে না বুঝে ফেলেছে ইতোমধ্যে, তাই চড়া

কণ্ঠে অন্যদের টিলার পিছন দিকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিল জন। পাশে ছিল টম বেলিংস, তাকে সঙ্গে আসতে বলে ঘোড়ার লাগাম একত্র করে ডান দিকে সরতে শুরু করল। লাগাতার গুলি করে যাচ্ছে ল্যান্সাররা, যদিও উচ্চতার তারতম্যের কারণে লাগাতে পারছে না। সম্ভবত তার পরোয়াও করছে না।

বেলিংস সহ সব ঘোড়ার লাগাম হাতে টিলার আড়ালে চলে এল জন। এদিকে হোল্ডারকে নিরাপদ এক জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গেছে ম্যাকক্লেরি।

বড়বড় ফোঁটায় বৃষ্টি হচ্ছে আবারও। দমকা বাতাস বয়ে গেল, শীতল বায়ু এখন আর স্বস্তি জোগাতে পারল না দেহে, কারণ আবারও বিপদ এসে হাজির হয়ে গেছে। ল্যান্সারদের এক দল বাগে পেয়ে গেছে ওদের।

ইতোমধ্যে প্রাণপণ ছুটে টিলার আড়ালে চলে গেছে রিডল, স্পুনার আর জেফ। অন্যদের কাভার দিচ্ছে ওরা, একের পর এক গুলি করছে শত্রুর সম্ভাব্য অবস্থানের দিকে। লাগাতে পারছে যে তা নয়, তবে ওদের উদ্দেশ্য অন্যদের নির্বিঘ্নে নিরাপদ জায়গায় যেতে সাহায্য করা।

সবাই আড়ালে পৌঁছানোর পর নিশ্চিত বোধ করল জন। দৃষ্টি চালাল এবার চারপাশে, দেখে নিতে চায় কোথায় আছে এবং প্রাপ্ত সুবিধা কাজে লাগিয়ে কীভাবে এ গ্যাঁড়াকল থেকে মুক্তি পাবে।

প্রথমে শত্রুর অবস্থান চিহ্নিত করল। উল্টোদিকের উপত্যকায় রয়েছে তারা, মাঝে প্রায় দু'শো গজ ব্যবধান। ল্যান্সাররা আরেক পাহাড়ে বলে চাইলেও চট করে এগিয়ে আসতে পারবে না, শুধু অস্ত্রের মুখে ওদের পাওয়ার আশায় থাকতে হবে। পাহাড় উপকে আসতে হলে সময় লাগবে।

জনদের সামনে এগোনোর পথ যেহেতু রুদ্ধ হয়ে গেছে, অন্য দিক থেকে ভিন্ন একটা দল এসে হামলা করতে পারে। সেক্ষেত্রে, চরম বিপর্যয়ে পড়ে যাবে ওরা। প্রথমেই এমন কিছু সম্ভব কি-না নিশানা

পারিপার্শ্বিকতা দেখে বুঝতে চাইল জন। বাম দিক থেকে উঠে এসেছে ওরা, ল্যাস্কাররা ওদিক থেকে আসতে পারে, তবে সেজন্য প্রথমে পাইনসারির ফাঁকে ওদের ট্রেইল খুঁজে পেতে হবে। ট্রেইল লুকানোর ব্যাপারে স্পুনার অভিজ্ঞ, কয়েক ঘণ্টার খাটুনি স্বীকার না-করলে ল্যাস্কার অ্যাণ্ড কোম্পানি ওদের ট্রেইল খুঁজে পাবে না।

গোলাগুলির শব্দে অবশ্য কিছুটা আভাস পেতে পারে। তবে খুব কাছে না-থাকলে গুলির শব্দ শুনে জনদের সঠিক অবস্থান স্পষ্ট করা মুশকিল হবে। হাজারটা নানা সাইজের পাহাড় এখানে, জোরাল কোন শব্দ হলে সেটা প্রতিধ্বনিত হয়, তা শুনে মূল উৎস খুঁজে পাওয়া প্রায় দুরূহ ব্যাপার।

ডান দিকে, অর্থাৎ টিলার পিছনে পাহাড়ি ঢাল। নিচু একটা চাতাল আছে এখানে, পাহাড়ি ঢালের কারণে তৈরি হয়েছে। সব ঘোড়ার জায়গা হয়ে গেল সেখানে।

এর কয়েক গজ নীচ থেকে ঘন পাইনসারিতে ঘেরা একটা রাস্তা নীচের ক্যানিয়নে নেমে গেছে।

‘মনে হয় না আমাদের ব্যাপারে তাড়া আছে ওদের,’ বলল জন। কিছুক্ষণ হলো গোলাগুলি থেমে গেছে। ‘তুমি ঘোড়ার কাছে থাকো, টম। আমি নীচে গিয়ে দেখছি এখান থেকে বেরোনোর পথ খুঁজে পাওয়া যায় কি-না।’

‘সাবধানে যেয়ো, জন,’ সতর্ক করল বেলিংস। ‘আমাদের কাউকে জীবিত বাড়ি ফিরে যেতে দেওয়ার ইচ্ছে বোধহয় ওদের নেই।’

শত্রুরা নিশ্চয়ই হিসাব মেলাচ্ছে এখন। খানিকটা অদ্ভুতভাবে স্যাডল ছেড়েছে ওরা, এমনভাবে দূর থেকে দেখে মনে হতে পারে যেন গুলি খেয়েছে কেউ কেউ। ল্যাস্কাররা নিশ্চয়ই আত্মপ্রসাদ অনুভব করবে—অন্তত দু’একজনকে হতাহত করতে পেরেছে। বিশ্বাসটা দৃঢ় করবার জন্য হোল্ডার তো রয়েছেই। তা ছাড়া, এখন মাত্র তিনটা রাইফেল থেকে পাল্টা জবাব পাচ্ছে, ম্যাকক্রেরিও

দু'একটা গুলি করেছে বটে, কিন্তু অন্যদের তুলনায় খুবই কম। তাই, ল্যান্সাররা ধরে নিতে পারে যে জনদের কোণঠাসা করতে সক্ষম হয়েছে এবং নিশ্চিতভাবে ওরাই জিততে চলেছে।

রাইফেল হাতে গালি ধরে নামতে শুরু করল জন, নুড়িপাথর আর বোল্ডার পেরিয়ে ঝোপঝাড়ের ফাঁকফোকর গলে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে। সারাক্ষণই নীচের ঢালে চোখ রেখেছে, এমন পথের খোঁজ করেছে যেটা দিয়ে ঘোড়া সমেত নেমে যেতে পারবে ওরা।

ঢালের উপর একটা শুকনো ডাল ভাঙবার “মট” শব্দ শুনতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জায়গায় জমে গেল জন। দৃষ্টি তুলে ঢাল বরাবর তাকাল। ঝোপের উপর মাথা তুলেছে এক লোক, জনের পিছন দিকে দৃষ্টি।

স্পষ্টত জনদের ঘিরে ফেলছে ল্যান্সাররা। কিন্তু এত দ্রুত এল কী করে? কতজন এসেছে, খোদা মালুম!

চরম বিপদ এসে উপস্থিত, অথচ প্রায় কিছুই করবার নেই ওর।

এ মুহূর্তে ফিরে যাওয়া আত্মহত্যার শামিল হবে। লোকটা এদিকে তাকিয়ে আছে, জনকে দেখতে না-পেলেও যে-কোন নড়াচড়া তার চোখে পড়বে ঠিকই। তারচেয়ে অপেক্ষায় থাকা ভাল, হয়তো গুলি করবার সুযোগ পাবে। এখানে গুলির শব্দ হলে নিশ্চয়ই সতর্ক হয়ে যাবে জেফ ও অন্যরা।

লোকটা নড়বে নিশ্চয়ই...এবং নড়ল।

একটু বেশি অসতর্ক ছিল লোকটা। ভাবেনি এত কাছাকাছি পৌঁছে গেছে জনদের কেউ। ধীর পদক্ষেপে সামনে এগোল সে। রাইফেল তুলে সময় নিয়ে নিশানা করল জন, লম্বা দম নিয়ে ট্রিগার টেনে দিল। চলন্ত টার্গেট, কিন্তু সেটা হিসাব করেই গুলি করেছে জন। কোথেকে কী হলো বুঝতেই পারল না সে, পাঁজর বিদীর্ণ করে ফুসফুসে ঢুকে গেল তপ্ত সীসা।

নিশানা

বুলেটের ধাক্কায় সটান হয়ে গেল লোকটার দেহ, বাতাসে স্থির থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর কাটা কলা গাছের মতো ভূপতিত হলো। ঢাল ধরে নেমে গেল দেহটা, মাথা নীচের দিকে, জনের কাছ থেকে বিশ ফুট দূরে এক বোম্বারের গায়ে এসে ঠেকল।

ঝেড়ে দৌড় দিল জন। এক ছুটে চলে এল লাশের কাছে। লোকটার কোমরে জড়ানো গানবেল্ট খুলে কাঁধে জড়িয়ে নিল। দশ গজ দূরে ছিল রাইফেলটা, ওটা তুলে নিয়ে ঢাল বরাবর লক্ষ্য স্থির করল। অনুমান করেছে একা আসেনি লোকটা, সঙ্গীরা আছে নিশ্চয়ই। তাদের সম্ভাব্য অবস্থান লক্ষ্য করে মৃতের রাইফেল খালি করে ফেলল।

এমন ভুতুড়ে শ্যুটিং কেউ করে না, তবে জন চেয়েছে গুলির তুবড়িতে ঘাবড়ে যাক ব্যাটারা, বেচাল হলে অবস্থান ফাঁস করে দেবে। একইসঙ্গে বন্ধুদেরও সতর্ক করা হবে। আড়াল ছেড়ে বের হয়ে হাড্ডাহাড্ডি লড়াবার সময় হয়েছে।

নয়টা বুলেট বাকি ছিল চেম্বারে, সবক'টাই উজার করে দিয়ে ওটা ছুঁড়ে ফেলল জন। পরপরই উল্টো ঘুরে ছুটল টিলার দিকে।

পিছনে জনের ছেড়ে আসা অবস্থানে নিষ্ফল আক্রোশে মাথা কুটে মরল কয়েকটা বুলেট। দাঁড়িয়ে থাকলে বুলেট-বিদ্ধ হতো জন, কিন্তু ততক্ষণে পঞ্চাশ গজ সরে এসেছে। পাহাড়ি ঢলে বেয়ে তৈরি শুকনো নালায় ঢুকে পড়েছে।

ঘাপটি মেরে পড়ে থাকল জন। কান খাড়া। মিনিট কয়েক পর পিছনে কারও নড়াচড়া টের পেল। রাইফেল হাতে অপেক্ষায় থাকল ও।

‘রসো, বাছা,’ দেখা পাওয়ার আগে টম বেলিংসের কণ্ঠ শোনা গেল। ‘আমরা আসছি।’

নীচে নামতে শুরু করল জন। নালা ধরে নামতে অসুবিধা হচ্ছে না। গিরিখাতের কিনারে পৌঁছে থামল। ঘোড়া নিয়ে আসছে বলে একটু সময় লাগছে অন্যদের।

সবাই পৌছানোর পর ইশারায় ক্যানিয়নটা দেখাল জন।
'ওদিকে গেলে বালুচর, আর এখানে মনে হচ্ছে একটা ক্রীক বয়ে
গেছে। ভাবছি ক্রীকের পাড়ে গেলে হয়তো পথ খুঁজে পাব।'

'ওটা সম্ভবত মেডানো ক্রীক,' জানাল স্পুনার।

'আদৌ কি লাভ হবে কোন?' জেফের জিজ্ঞাসা।

'যদি সত্যি মেডানো ক্রীক হয়, ওটা ধরে এগিয়ে গেলে সমস্ত
দূর্ভোগের অবসান হবে বোধহয়। বাজার্ড'স রুস্টের পিছনের
পাহাড়ে পৌছে যাব।'

আবার স্যাডলে চড়ে যাত্রা করল জন। সবার সামনে এগোচ্ছে
ও। সতর্ক নজর রেখেছে চারপাশে। কিছুক্ষণের মধ্যে কটনউড ও
উইলো ঝাড় গিলে ফেলল ওদের। চারপাশের কোন উপত্যকা বা
পাহাড় থেকে এখন কেউ দেখতে পাবে না ওদের। ঢালু পথ ধরে
ক্যানিয়নের তলায় পৌছে গেল।

সরু ধারায় বইছে ক্রীকটা।

বৃষ্টি ধরে এসেছে, টিপটিপ করে পড়ছে এখন। মাঝে মধ্যে
দূরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গুরুগম্ভীর স্বরে বজ্রপাত হচ্ছে কখনও।

'এক ফাঁকে ল্যাডার হোল্ডারের জখম পরীক্ষা করেছে জন।
আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বয়স্ক পাঞ্চারের মুখ। ক্ষত থেকে রক্ত
ঝরছে। পুলটিশটা ভিজে গেছে রক্তে। কয়েকটা মিনিট ব্যয় করে
নতুন পুলটিশ বেঁধে দিল জন। দৌড়-ঝাঁপ ও হামাগুড়ি দেওয়ায়
বেশ রক্তক্ষরণ হয়েছে।

তবে এখনও সচেতন ও টনটনে রয়েছে সে।

ক্রীকটা চওড়ায় ছয়-সাত ফুট হবে। চলতে চলতে এক স্থানে
ইংরেজি S আকারের বাঁক পড়ল। এখানে ক্ষীণ হয়ে এসেছে
পানির ধারা। বাঁকটা দু'দিক থেকে আড়াল করেছে ওদের। ডানে
রক্ষ অঞ্চলের শুরু। কয়েকশো গজ গেলে বালুচর। উঁচু এক স্থান
থেকে জায়গাটা দেখতে পেল ওরা, যেখানে সাংঘ্রো ডি ক্রিস্টোস
পর্বতশ্রেণী থেকে নেমে এসেছে ক্রীকটা।

বিশ্রাম ঘোষণা করল জন। খেয়াল করল স্যাডল ছেড়ে ক্লাস্ত দেহে শুয়ে পড়েছে কেউ, কেউ বা পাহাড়ি দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছে। তবে সবার আগে তেষ্ঠা মিটিয়ে যার যার ক্যান্টিন ভরে নিয়েছে। ঘোড়াগুলোও যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। পানির জোগান আর ক্রীকের ধারে বেড়ে ওঠা কচি ঘাসের সদ্যবহার করছে সানন্দে।

‘এবার বোধহয় রুখে দাঁড়ানোর সময় হয়েছে,’ নিজস্ব মতামত জানাল জেফ। ‘ধাওয়া খেতে খেতে অরুচি ধরে গেছে আমার, ছুটতে আর ভাল্লাগছে না! ক্রীক ধরে উল্টোদিকে গেলে পেয়ে যাব ওদের, আমাদের দেখলে নিশ্চয়ই পাহাড় থেকে নেমে আসবে। যন্দুর বুঝতে পারছি, রাত নামবার আগেই আমাদের খতম করে দিয়ে বাড়ি ফিরতে উদ্দীব হয়ে আছে ওরা।’

‘একজন অবশ্য এসবের উর্ধ্ব চলে গেছে,’ জানাল জন।

‘প্রতিপক্ষে একটা রাইফেলও যদি কমে যায়, মন্দ কী!’ খুশি গলায় বলল বেলিংস। ‘নিকুচি করি ব্যাটারদের! এভাবে পাহাড় দাবড়ে বেড়ানো কি সহজ কথা? বুড়ো হাড়ে আর সহিছে না! কী করেই বা সহিবে? আমি কি পাহাড়ি ভুত? আজীবন ঘোড়ার পিঠে কাটিয়ে দিলাম।’

‘এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে পায়ে হেঁটে যাব আমি,’ বলল জেফ।

ম্যাকক্লেরি কিছুই বলল না। লম্বা হয়ে শুয়ে আছে, দৃষ্টি স্থির আকাশে। ক্লাস্ত, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। বয়স মানুষের সামর্থ্য কমিয়ে দেয়, কিন্তু যা ধকল গেছে আজ, তাতে তরুণ বা যুবকদেরও কষ্ট হওয়ার কথা। পাহাড় দাবড়ানো সত্যি পরিশ্রমের কাজ।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল জন। একজন আহত, আরেকজন এত ক্লাস্ত যে সম্ভবত আজ আর এক মাইলও এগোতে পারবে না। অথচ আরও একটা পাহাড়শ্রেণী টপকাতে হবে।

হয়তো মেডানো ক্রীক ধরে গেলেই বাড়ি ফিরতে পারবে,

তবে জনের তা মনে হচ্ছে না। ক্রীক অনুসরণ করলে বহু খোলা জায়গা পেরোতে হবে। দুই তীরে অনেকটা জায়গা উন্মুক্ত, কাভার নেই বলতে গেলে।

ব্যাপারটা বিপজ্জনক হবে। তবে ঝুঁকি না-নিয়েও তো উপায় নেই। প্রাণ নিয়ে খেলছে সেই প্রথম থেকে। ভয় করে কী লাভ?

‘কেউ কি দয়া করে কফি তৈরি করবে?’ প্রস্তাব করল জন। ‘অযথা নিজেদের বঞ্চিত করে কী লাভ! ওরা ঠিকই জানে কোথায় আছি আমরা।’

কফির গুঁড়োর জন্য ওঅর-ব্যাগ হাতড়াল টম বেলিংস, আর জন গেল জ্বালানি জোগাড় করতে। শুকনো লতা-পাতা ও বাকল নিয়ে ফিরে এল। মিনিট কয়েক পর বাতাসে কফির ঘ্রাণ পাওয়া গেল।

গাছের আড়াল আছে এমন এক জায়গায় পাতা দিয়ে ঢেকে হোল্ডারের জন্য লীন-টু তৈরি করে ফেলল জেফ আর স্পুনার।

ক্রীকের ধারে বেশ কয়েকটা উইলো রয়েছে। মোটা মোটা ডাল পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছে খোদ গাছই নুয়ে পড়েছে। মাথার উপর প্রাকৃতিক ছাদ তৈরি করেছে। নির্বিঘ্নে এখানে রাত কাটানো যাবে। ক্লান্ত দেহে শুয়ে পড়ল কেউ কেউ।

ক্রীকের বাঁকের কাছে কয়েকটা কটনউডের নীচে রাখা হলো ঘোড়াগুলোকে।

গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি আর ঠাণ্ডার মধ্যে গরম কফির স্বাদ অপূর্ব লাগল ওদের কাছে। কিছুক্ষণের মধ্যে চাঙা বোধ করল, উষ্ণতার সঞ্চারণ হয়েছে দেহে।

রাত নামবে একটু পর। চলনসই আশ্রয় তৈরি করা হয়েছে। ল্যাডার হোল্ডারের ক্ষতের গুপ্তচর্য্যও করেছে। গরম পানিতে ক্ষত ধুয়ে বুনো ঔষধি গাছের প্রলেপ লাগানো হয়েছে। জ্বরের ঘোরে প্রায়ই প্রলাপ বকছে সে। তরল কোন খাবার পেলে ভাল হতো, বিশেষ করে যেহেতু অনেক রক্ত হারিয়েছে। কিন্তু সঙ্গে খাবার

নেই ওদের। আপাতত ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

পুরোপুরি নিরাপদ না-হলেও সতর্ক থাকলে আক্রান্ত হওয়ার আগেই জানতে পারবে। বাঁকের কারণে দু'দিকে অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়, তাই কেউ এলে আগেই দেখতে পাবে। পাহাড়ি ঢালে এমন কোন জায়গা নেই যেটা দিয়ে এখানে নেমে আসা যাবে। আশা করা যায় রাতটা নিরাপদে কাটবে ওদের।

সবচেয়ে বড় কথা, সন্ধ্যা নেমে এলে বোধহয় ধাওয়ায় ক্ষান্ত দেবে ল্যান্সাররা। সারাদিন ছোট্টাছুটি করে ওরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই। তা ছাড়া, ভাল করেই জানে শিকার পালিয়ে যাচ্ছে না কোথাও, সকাল থেকে আবার ধাওয়া শুরু করলে হবে। রাতে হামলা করতে গেলে ট্রেইল হারানোর ভয় থাকবে, কিংবা উল্টো বেঘোরে মারা পড়বার সম্ভাবনাও রয়েছে। এখন পর্যন্ত জনদের সঙ্গে যে খুব সুবিধা করতে পেরেছে তা নয়, তবে প্রায় কোণঠাসা করে ফেলেছে। জনদের ধরা পড়া এখন কেবল সময়ের ব্যাপার।

নিজেদের করণীয় স্থির করবার প্রয়াস পেল জন। ওদের খুন করতে হন্যে হয়ে পড়েছে ল্যান্সাররা। পাহাড়ি মানুষ হিসাবে ওরা জানে কী করে লড়তে হয় এমন পরিবেশে, জনদেরকে কোণঠাসা করে ফেলেছে প্রায়। হয়তো মেডানো ক্রীক ধরে এগিয়ে গেলে নিরাপদে পৌছাতে পারবে বাজার্ড'স রুস্টে, কিন্তু জনের কাছে তা মনে হচ্ছে না। খুব বেশি সহজ হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। প্রলোভন?

মেডানো ক্রীক যেন প্রলুদ্ধ করছে ওদের! মেডানো ক্রীকের যে জায়গা থেকে ক্লিফের সারির শুরু, সেখানে যদি অপেক্ষায় থাকে ল্যান্সাররা? জানা কথা, তা হলে স্রেফ মৃত্যুফাঁদে এগিয়ে যাওয়া হবে। ঘাপটি মেরে থাকা ল্যান্সারদের গুলি এসে কখন বিঁধবে কেউ টেরই পাবে না।

পরিস্থিতি ভয়াবহ, কোন সন্দেহ নেই। যদি প্রাণ নিয়ে পাহাড় থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, সৌভাগ্য বলতে হবে সেটা। কিন্তু শুধু

বসে থেকে তো সেটা হবে না, সৌভাগ্যকে ছিনিয়ে আনতে হয়।

একটা ভেকি দেখাতেই হবে।

নইলে এতগুলো মানুষ বেঘোরে মারা পড়বে, এত পরিশ্রম বিফলে যাবে। কিন্তু কী করবে?

পনেরো

সমস্যা হচ্ছে ল্যান্সাররা স্রেফ ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত তাদের ঠিকমত দেখতেও পায়নি, তিনটি ভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তাড়া করছে জনদের, ক্রমশ কোণঠাসা করে ফেলেছে। কোমাঞ্চি কায়দায় ঝোপঝাড় বা গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে থেকে হামলা করছে।

‘আমার মনে হয় যথেষ্ট ছোট্ট ছুটি করেছি, জেফ,’ গম্ভীর স্বরে বলল জন। ‘ধাওয়া তো কম খেলাম না! পরিস্থিতি পক্ষে ছিল না বলে সামনাসামনি লড়াই এড়িয়ে গেছি কয়েকবার। দলবল নিয়ে আমাদের উপর হামলা করবে—এ আশায় ছিলাম, তা হলে ওদের সর্বোচ্চ ক্ষতি করবার সুযোগ হতো আমাদের। কিন্তু তা যখন ওরা করেনি, এবার পাল্টা মার দেব। এ ব্যাপারটা তুমি আর আমি মিলে করব।’

‘আরেক কাপ কফি খেতে দাও,’ আগ্রহী স্বরে বলল জেফ। ‘এরপর যা বলবে তাই করব।’

গম্ভীর দেখাল টেণ্ডি স্পুন্যারকে। ‘আমরা কি বসে বসে আঙুল চুষব?’

সবক'টা দাঁত বের করে বুড়ো মোষ শিকারীর উদ্দেশে হাসল জন, বুঝতে পেরেছে ওর কথায় অসম্ভব হয়েছে সে। 'তোমার দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা কোনটাই অস্বীকার করছি না, টেণ্ডি,' আশ্বস্ত করতে তাকে বলল ও। 'জানি প্রয়োজনের সময় পাহাড়ি চিতার মতো হিংস্র ও ক্ষিপ্ত হতে পারো তুমি। তবে এখানে নির্ভরযোগ্য কারও থাকা দরকার। হয়তো চট করে কোথাও সরে পড়তে হতে পারে। টম বা বিল কেউই এলাকাটা ভাল করে চেনে না, অন্তত তোমার মতো নয়। সঠিক ও নিরাপদ কোন পথ খুঁজে বের করতে হলে সেটা শুধু তোমার পক্ষে সম্ভব।

'ম্যাকক্লেরির অবস্থা তো দেখেছ, একেবারে মুষড়ে পড়েছে। কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অবস্থায় নেই ল্যাডার। এদের দায়িত্ব তোমার উপর দিয়ে আমরা নিশ্চিত্তে যেতে চাই। যদিও মনে হয় না ল্যান্সাররা এখানে হামলা করবে, তবে সেক্ষেত্রে বিলকে নিয়ে আশা করি সামাল দিতে পারবে।

'আরও একটা ব্যাপার হচ্ছে, যা করতে যাচ্ছি তা আমরা আগেও করেছি। চমৎকার বোঝাপড়া আছে আমাদের মধ্যে। কিছু সময় আছে যখন কথা না-বলে স্রেফ ইশারায় কাজ চালিয়ে নিতে হয়, পরস্পরের মন পড়ে নিতে হয়। শুধু ভাই বলেই জেফের সঙ্গে এমন বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে আমার।

'আমাদের তিনজনের যে-কোন দু'জন গেলেও চলে, কিন্তু আগের অভিজ্ঞতার কারণে জেফ আর আমি গেলেই সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তা ছাড়া, আমি চাই না দলের সেরা তিনজনই এতবড় ঝুঁকি নিই।'

'পরিস্থিতি যদূর বুঝতে পারছি,' কফিতে চুমুক দিতে দিতে বলল জেফ। 'ল্যান্সাররা আশায় আছে দ্রুত তৎপর হব আমরা, একটা কিছু করব। কাউকে নাখোশ করতে চাই না আমি। এত খায়েশ যখন হয়েছে ওদের, দেখি না উচিত শিক্ষা দেওয়া যায় কি-না।'

যুক্তির কাছে হার স্বীকার করল স্পুনার। জমজমাট লড়াইয়ের উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ থেকে বঞ্চিত হবে বলে হতাশ হয়েছে। তবে মুখে তা প্রকাশ করল না। ‘বেশ, যাও তা হলে। সব আবার শেষ করে দियो না, আমাদের জন্য বাকি রেখো।’

‘নিশ্চিত থাকো, ভাগ পাবে,’ কফির মগ নামিয়ে রেখে বলল জেফ। ‘ওদের শুধু সামান্য নাড়া দেব আমরা। বিশ-পঁচিশজনের সঙ্গে লাগতে যাওয়ার সাহস আমারও নেই। ঘাড়ে আমার একটাই মাথা।’

যার যার রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। সন্ধ্যা হতে ঘণ্টা দেড়েক বাকি থাকলেও মেঘলা আকাশের কারণে দিনের আলো কমে এসেছে, তবে পথ চলতে অসুবিধা হচ্ছে না ওদের। ঝোপের আড়ালে ঢুকে গেল প্রথমে, তারপর সতর্ক পায়ে এগোল ঢাল ধরে।

‘তুমিও বোধহয় ওদের ঘোড়ার কথা ভাবছ?’ জানতে চাইল জন।

‘বিলকুল!’

‘ওদের যদি পায়ে হাঁটতে বাধ্য করতে পারি...ধাওয়া খাওয়া ছাড়াই আশা করি বাজার্ড’স রুস্টে পৌঁছে যেতে পারব।’

যাত্রা করবার আগে বুট বদলে মোকাসিন পরে নিয়েছে ওরা। টেনেসির পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের একটা বদ অভ্যাস আছে: সবসময় সঙ্গে মোকাসিন রাখে এবং প্রয়োজন পড়লে নির্দিধায় তা ব্যবহার করে। বিশেষ করে বনে খুব কাজে দেয় মোকাসিন। নিঃশব্দে এগোতে হলে মোকাসিনের জুড়ি নেই।

আকাশে মেঘের আনাগোনা বেড়ে গেছে, ভারী মেঘের পাহাড় ভিড় করেছে পর্বতশৃঙ্গের কাছাকাছি। যে-কোন মুহূর্তে হয়তো বৃষ্টি শুরু হবে। বেশ কিছুক্ষণ এগোনোর পরও ল্যান্সারদের কোন চিহ্ন চোখে পড়েনি। তবে টিলা পেরিয়ে আসবার পর পড়ে থাকা গাছের গুঁড়ির পাশে একটা সিগারেটের গোড়া দেখতে পেল। শুষ্ক নিশানা

ওটা। তারমানে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার পর কেউ ফেলেছে।

মিনিট কয়েক চারপাশ নিরীখ করল ওরা, বিস্তর ট্র্যাক দেখতে পেল। জনদের খোঁজে এসেছিল, টিলা এবং পানির নালার কাছেও গিয়েছিল, কিন্তু ট্র্যাক খুঁজে পায়নি। জনরা এখান থেকে চলে যাওয়ার সময় সামান্য চিহ্ন যাও-বা পড়েছিল, পরপরই হালকা বৃষ্টির কারণে সব মুছে গেছে।

ব্যর্থ হয়ে শেষে ফিরে গেছে পাঁচজনের দলটা।

তাদের ফেলে যাওয়া ট্র্যাক ধরে এগোতে শুরু করল ওরা। বৃষ্টিস্নাত নরম মাটির কারণে শব্দ হচ্ছে না-বললে চলে।

সহসা, পাহাড়ের একেবারে চূড়ার কাছে গর্জে উঠল একটা রাইফেল।

পরপরই খুব কাছে একজনের কণ্ঠ শোনা গেল, এত কাছে যে চমকে উঠল দুই ভাই।

‘এটা আবার কী?’ ত্যক্ত শোনাল লোকটার কণ্ঠ, গুলির শব্দের কারণ বুঝতে পারছে না।

জায়গায় জমে গেছে জন আর জেফ। ঠায় দাঁড়িয়ে, চোখ-কান সজাগ। উত্তেজনায় বুকের খাঁচায় দমাদম বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ড। জানে শত্রুর খুব, খুব কাছে রয়েছে। যদি ওদের আগেই সে বা তারা দেখে ফেলে...

বড়জোর বিশ ফুট দূরে আছে শত্রুরা। ভাগ্যিস, এ মুহূর্তে ঝোপের আড়ালে রয়েছে ওরা, নইলে হয়তো ধরা পড়ে যেত...

‘তোমার কী মনে হয়, ওদের কেউ বেরিয়ে এসেছে?’ উদ্বিগ্ন কণ্ঠ। আরেকজন।

‘ধ্যৎ! কোন্ দিক দিয়ে যাবে? কীভাবে যাবে? সারাক্ষণই তো ক্যানিয়নের উপর নজর রাখছি আমরা।’

‘পাহাড়ে কত পথ যে থাকে! কয়টা চেনো তুমি? নিশ্চয়ই কেউ সটকে পড়েছে।’

‘কে জানে, হয়তো শিকারে বেরিয়েছে।’

‘এই বৃষ্টির মধ্যে?’ সন্দেহ প্রকাশ করল দ্বিতীয়জন।

সন্তর্পণে পা বাড়াল জন, তারপর আরেক কদম সরে গেল। জেফও সরতে শুরু করেছে, সতর্ক যাতে সামান্য শব্দও না-হয়।

কয়েক গজ এগোনোর পর দেখতে পেল লোক দুটোকে। প্রকাণ্ড এক উইলোর নীচে, কয়েকটা বোল্ডারের আড়ালে অবস্থান নিয়েছে ল্যান্সারের দুই স্যাঙাৎ। জায়গাটা পাহাড়ের কিনারে, সামনে সতেজ ঘাসে ভরা ঢালু জমি পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত নেমে গেছে পাহাড়ের সঙ্গে ত্রিশ ফুট কোণ তৈরি করে, তারপর প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে। এত খাড়া যে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না।

লোক দুটোর নাম জানে না জন, তবে দু’জনকেই ব্ল্যাকের সঙ্গে দেখেছে। উল্টোদিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে তারা, রাইফেল বোল্ডারের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা। ওখানকার মাটি শুকনো, মাথার উপরে উইলো ঝাড়ের কারণে বৃষ্টি পড়েনি।

সামনে বিস্তীর্ণ উপত্যকার অনেকটা অংশ দেখতে পাচ্ছে বলে বোধহয় এ জায়গাটা আশ্রয় হিসাবে পছন্দ করেছে এরা। এমনকী ক্যানিয়নের নীচ পর্যন্ত চোখে পড়ে। একজন সিগারেট রোল করছে, অন্যজনের হাতে আধ-খাওয়া স্যাণ্ডউইচ।

কয়েক কদম পাশে সরে গেল ওরা। ব্ল্যাকের দুই স্যাঙাতের মুখোমুখি হতে চায়। নিঃশব্দে ওকে ছাড়িয়ে গেল জেফ, ডানে দশ ফুট দূরে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর রাইফেল পজিশনে এনে এবার তাদের দিকে ফিরল জন।

এখন ওরা লোকগুলোর ডান পাশে রয়েছে।

সম্ভবত সামান্য নড়াচড়া ধরা পড়েছিল চোখের কোণে, কিংবা ক্ষীণ শব্দ শুনে থাকবে, একজন ঘাড় ফেরাতে যাচ্ছে।

‘যেভাবে দাঁড়িয়ে আছ, থাকো,’ নিচু স্বরে বলল জন। ‘হাত এমনিতে নিশাপিশ করছে আমাদের। দু’জনকে পরূপারে পাঠাতে পারলে ভালই লাগবে।’

দু'জনের ডান হাতই ব্যস্ত। একজন সিগারেট তৈরি করছে, অন্যজন স্যাণ্ডউইচ ধরে রেখেছে। করুণ দশা! চাইলেও সক্রিয় হতে পারছে না, দেরি হয়ে যাবে। উদ্যত রাইফেলের বিরুদ্ধে ড্র করতে গেলে স্বেচ্ছা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাবে। অস্ত্রে আশাভীত দক্ষতা না-থাকুক, অন্তত এ জ্ঞান হয়েছে যে কখন পিস্তলে হাত দিতে হয় না।

বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকল দু'জন, মুখ আমসি হয়ে গেছে।

‘জেফ, এগিয়ে গিয়ে ওদের যন্ত্রপাতি নিয়ে নাও,’ বলল জন। ‘যতক্ষণ ওগুলো ধারে-কাছে থাকবে, কিছু একটা করবার ধাক্কাই থাকবে ওরা। দুশ্চিন্তা করতে গিয়ে শেষে বদহজম হবে।’

নিঃশব্দে এগিয়ে গেল জেফ, সতর্ক যাতে জনের রাইফেল আর লোক দুটোর মাঝখানে পড়ে না-যায়। ঘুরে দু'জনের পিছনে চলে গেল ও, প্রথমে হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিল, তারপর রাইফেল দখল করল। পিছিয়ে এল এবার, অস্ত্রগুলো দূরে সরিয়ে রেখে উধাও হয়ে গেল বনে। একটু পর মোটাসোটা লতা নিয়ে ফিরে এল। জিনিসটা বেশ মজবুত।

‘কী করবে?’ জানতে চাইল একজন।

‘চোপরাও! এখানে প্রশ্ন আমরা করব, তোমরা নও,’ সাফ জানিয়ে দিল জন। ‘আচ্ছা, প্রথমবার বলে মাফ করে দিলাম। ভাবছি হাত-পা বেঁধে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দেব তোমাদের। দুটো ধাড়ি শয়তানের হাত থেকে মুক্ত হবে পৃথিবী।’

লতা দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে দু'জনকে বেঁধে ফেলল জেফ। কাউকে তেমন উদ্ভিগ্ন মনে হলো না, বোঝা গেল জনের কথা বিশ্বাস করেনি। তবে বাধা দিল না। এটুকু বুঝেছে বেচাল না-করলে আপাতত ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।

দু'জনের মুখে তাদের নিজেদের ব্যাঙানা গুঁজে দিল জেফ। ‘পিছন থেকে ব্যাটারদের গালাগাল শুনতে একটুও ভাল লাগবে না আমার,’ জনের প্রশ্নবোধক চাহনি দেখে ব্যাখ্যা দিল ও।

‘ভুল করছ,’ জেফকে বলল জন। ‘পাহাড় থেকে নীচে পড়বার সময় চেষ্টাতে পারবে না। ওদের গলা ফাটানো চিৎকার শুনতে দারুণ লাগত!’

‘নীচে পড়বার সময় আতঙ্কে জান বেরিয়ে যাওয়ার দশা হবে ওদের, খুব চেষ্টাবে, কিন্তু তলায় ওদের শরীর আছড়ে পড়বার ভোঁতা শব্দটা শুনতে জ্বর লাগবে! কেউ জানতেও পারবে না কী হলো।’ জনের উদ্দেশ্যে চোখ টিপল জেফ। ‘চেষ্টানোর সুযোগ দিয়ে অযথা ওদের সঙ্গী-সাথীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কী দরকার!’

এবার আতঙ্ক ফুটে উঠল দু’জনের চাহনিতে। হাত-পা নেড়ে, মুখ-চোখ বাঁকিয়ে কী যেন বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু গ্রাহ্য করল না ওরা। ঠেলে তাদের নিয়ে গেল পাহাড়ের কিনারে। মরিয়া চেষ্টায় ভিতরের দিকে চলে এল দু’জনেই, হাত-পা বাঁধা থাকলেও হামাগুড়ি দিতে পারছে।

‘যাও, এবারকার মতো মাফ করে দিলাম,’ শেষে বলল জন। ‘শান্ত ছেলের মতো পড়ে থাকো। জানি চেষ্টা করলে মুখের ব্যাণ্ডানা বের করে ফেলতে পারবে, কিন্তু দয়া করে চেষ্টা না তখন। বুনো পশুরা হামলা করে বসতে পারে রাতে! যাক্গে, ঝামেলাটা শেষ হলে ল্যান্স্কারদের কেউ বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই তোমাদের মুক্ত করবে। ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

‘কিন্তু ফের কখনও যদি দেখি তোমাদের, বিশেষ করে হাত-পা মুক্ত অবস্থায়...কিছু জিজ্ঞেস করবার আগে গুলি করব!’

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল দু’জন, ঘেমে নেয়ে গেছে। স্বস্তি ওদের চোখে।

একটু খোঁজাখুঁজি করতে কাছের পাহাড়ি এক চাতালে ঘোড়া দুটো পেল জনরা। দুটোই বেশ দূর পর্যন্ত সঙ্গে এনে ছেড়ে দিল।

এবার সতর্কতার সঙ্গে পাহাড়ি ঢাল ধরে এগোল ওরা। জানে প্রতিবার এত সহজে কাজ সারা যাবে না। ভাগ্য ওদের পক্ষে ছিল নিশানা

বলে কোনরকম ঝামেলা হয়নি। লোকও ছিল মাত্র দু'জন। বেশি হলে কাজ কঠিন হয়ে যায়।

হঠাৎ পাহাড়ের চূড়ার দিক থেকে আবারও রাইফেলের গর্জন শোনা গেল। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তৈরি হওয়ার আগে তীক্ষ্ণ কণ্ঠের যন্ত্রণাকাতর আতর্নাদ শুনতে পেল জনরা। পরপরই অখণ্ড নীরবতা নেমে এল।

‘ঘটনা কী?’ সন্দিদ্ধ স্বরে জানতে চাইল জেফ। ‘অন্যদের ক্রীকের কাছে রেখে এসেছি। মনে হয় না কেউ এদিকে এসেছে। অথচ গুলি ও চিৎকারের শব্দ পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি কোথাও হয়েছে। চিনি না বা জানি না এমন কেউ সাহায্য করতে আসেনি তো?’

ঢালের উপর দিকে ইশারা করল জেফ।

দৃষ্টি তুলে পাহাড় থেকে ওদের দিকে তিনজনকে নেমে আসতে দেখতে পেল জন। যথেষ্ট দ্রুত কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে নেমে আসছে তারা। তবে জনদের দিকে নয়, বরং পিছনের দিকে তাদের মনোযোগ। একবার রাইফেল তুলল একজন, ট্রিগার টিপতে গিয়েও নিরস্ত হলো, যেন টার্গেট অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত পর আবার রাইফেল তুলল লোকটা, নিশানা করছে। কেন যেন মন খুঁতখুঁত করছে জনেব, অস্বস্তি বোধ করছে ভিতরে ভিতরে। মেরুদণ্ডে শিরশিরে অনুভূতি বিপদ! খুব কাছে কোথাও বিপদ রয়েছে।

রাইফেল তুলে কুঁদো কাঁধে ঠেকিয়ে নিশানা করল ও। এমনও হতে পারে চূড়ায় যাদের উদ্দেশ্যে গুলি করছে লোকটা, সে হয়তো জনদের সাহায্য করতে আসা অজ্ঞাত কেউ। সেক্ষেত্রে লোকটাকে গুলি করতে দেওয়া ঠিক হবে না।

‘অস্ত্র ফেলে দাও!’ চেষ্টা করে উঠল একজন।

লোকটা স্মোক ট্যাবেট—আরও কয়েক গজ নেমে আসায় এবার চেনা যাচ্ছে। সঙ্গে যথারীতি এমেট ফিস্ক ছাড়াও আরও

দু'জন আছে। রাইফেলে জনদের কাভার করে রেখেছে তারা, দ্রুত পায়ে কাছে চলে আসছে।

ভয়ানক পরিস্থিতি!

ট্যাবেট ওদের সঙ্গে খোশগল্প করবে না যে গুলি থামাতে হবে কিংবা খাতির করে পাহাড়ও পেরোতে সাহায্য করবে না, তাই যা করা উচিত তাই করল জন। ট্রিগার টেনে দিয়ে ঝটিতি ঘুরে ছুটল, ফলাফল দেখবার অপেক্ষা করল না। ফুরসতও নেই। বিচিত্র শব্দ তুলে কানের পাশ দিয়ে ছুটে গেল তপ্ত সীসা।

এমন পরিস্থিতিতে ধরা দেওয়া বা অস্ত্র ফেলে দেওয়া মানে অসহায় মৃত্যু মেনে নেওয়া। ট্যাবেট বা ফিস্ক নীতিহীন মানুষ। পাহাড়ে জনদের পিছনে ছোটোছুটি করে ত্যক্ত হয়ে গেছে ওরা, অনেক আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবার আর কোনরকম ছাড় দেবে না কাউকে, বিশেষ করে ম্যাকক্লেরির সঙ্গে পাহাড়ে যারা আছে।

জন কী করবে অনুমান করে নিয়েছিল জেফ, তাই নিজে সক্রিয় হতে মুহূর্তখানেকও নষ্ট করেনি; সঙ্গে সঙ্গে কোমরের কাছ থেকে ট্রিগার টেনে দিয়েছে। ছুটে আসছিল এমেট ফিস্ক, বুলেটটা তার পেটের অতিথি হয়ে গেল।

যেন অদৃশ্য কিছুতে বেমক্কা ধাক্কা খেয়েছে, এমনভাবে ঝাঁকি খেল ফিস্কের দেহ, তারপর আধ-পাক ঘুরে গেল। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে, পেট চুইয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে। শার্টের উপর পেটে সঁধিয়ে যাওয়া বুলেটের গর্তের রক্তাক্ত দাগ ক্রমে বড় হচ্ছে। দু'হাতে পেট চেপে ধরা অবস্থায় মুখ খুবড়ে পড়ল সে।

আরও একটা বুলেট জনের হ্যাট ছুঁয়ে উধাও হয়ে গেল। জন অবশ্য অন্য কিছুতে মনোযোগ দিচ্ছে না, একের পর এক ট্রিগার টেনে যাচ্ছে। যতটা দ্রুত সম্ভব। প্রায় নেচে নেচে গুলি করছে, কারণ প্রতিটি গুলি করবার পরপরই জায়গা বদল করছে, চায় না শত্রুরা স্থির টার্গেট হিসাবে ওকে পেয়ে যাক।

প্রতিপক্ষও স্থির নেই, ছুটে আসছে। প্রায় ভোজবাজির মতো

আরও তিনজন বেরিয়ে এসেছে বাম দিকের গুচ্ছবন থেকে, চড়াও হয়েছে ওদের উপর।

নির্বিচারে গুলি করছে জন। একে নিজে নড়ছে, তায় ছুটন্ত টার্গেট, লক্ষ্যভেদ করা মুশকিল বৈকি। ওর ইচ্ছে শত্রুদের ব্যস্ত রাখা। নিজে যেমন মিস্ করছে, তেমনি শত্রুদের গুলিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে সমানে। কিন্তু তারপরও সব বুলেট বিফলে যায়নি, কয়েকটা ইতোমধ্যে টার্গেটে গিয়ে বিঁধেছে।

ট্যাবেটকে গুলি করেছিল জন, কিন্তু বুলেট তার গায়ে না-লেগে একটু পিছনে ও ডানে থাকা লোকটাকে বিদ্ধ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ডাইভ দিয়ে ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে ট্যাবেট, তার আশপাশে গুলির তুবড়ি ছুটছে। অগত্যা, তাকে না-পেয়ে অন্যদের দিকে মনোযোগ দিয়েছে জন আর জেফ।

ট্যাবেট চেহারা দেখাবে নিশ্চয়ই, সুবিধাজনক সময়ে। কিন্তু জনদের মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার ভার ছেড়ে দিয়েছে সঙ্গীদের উপর। ধারণা করেছে অসম লড়াইটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না, কেউ না কেউ ঠিকই ঘায়েল করে ফেলবে দুই ক্যালকিনকে। সে নিজেও আড়ালে থেকে, কোনরকম ঝুঁকি না-নিয়ে গুলি করবার মওকা খুঁজছে।

তবে বাঁদর দুটো যা নড়ছে! বিরক্তির সঙ্গে ভাবল ট্যাবেট। এক মুহূর্তের জন্যও সুবিধাজনক অবস্থানে পাচ্ছে না, গুলি করেই সরে যাচ্ছে। জায়গাটায় যথেষ্ট আড়াল দুই পক্ষই পাচ্ছে, তাই চট করে সরে যাচ্ছে যে যদিকে পারছে।

আরও কয়েক গজ এগিয়ে গেল জনরা, তারপর দু'জনেই গা ঢাকা দিল ঝোপের আড়ালে। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে ওরা, দ্রুত লয়ে শ্বাস ফেলছে। নিজেদের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাপিয়ে অন্য কোন শব্দ শুনতে কান খাড়া রেখেছে। অপেক্ষায় কাটিছে সময়টা।

একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেছে চারপাশ। তারপর ওদের পিছনে কে যেন স্মোক ট্যাবেটকে ডাকল যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে, কিন্তু জবাব

পেল না ।

জবাব দিয়ে নিজের অবস্থান ফাঁস করতে চায় না গানম্যান ।

পাহাড়ের কিনারা ধরে সন্তর্পণে পাসের দিকে এগোল ওরা । কিছুদূর এগোনোর পর নীচে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেল । জন অনুমান করল নীচে, ক্রীকের ধারে আশ্রয় নেওয়া সঙ্গীরা আক্রান্ত হয়েছে, অন্তত আওয়াজ শুনে তাই মনে হচ্ছে ।

থেমে পাহাড়ের কিনারে চলে এল ওরা, নীচের দিকে তাকাল; কিন্তু একে আবছা অন্ধকার, তায় পাহাড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই কিছুই চোখে পড়ল না । এদিকে থেমে থেমে গোলাগুলি চলছে । ছুটে ক্রীকের ধারে চলে যেতে ইচ্ছে করছে, তবে উপায় নেই । ব্যাপারটা হিতে বিপরীত হতে পারে । হয়তো পথে নিজেরা আক্রান্ত হবে । বোঝাই যাচ্ছে ল্যান্সাররা কয়েক দলে ভাগ হয়ে হামলা করেছে ।

সবাই মিলে ক্রীকের ধারে যাচ্ছিল, ভিন্ন ভিন্ন পথে । উপরে উঠে আসবার সময় জনদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে দুটো ছোট দলের ।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছিল, সেটা পূরণ করতে হবে । পাস শত্রুমুক্ত করতে হবে । নির্বিঘ্নে যাতে পেরিয়ে যেতে পারে ওরা ।

আবার এগোতে গিয়েই আক্রান্ত হলো দুই ভাই । কোথেকে কী হলো তখন টের পায়নি, পরে বুঝেছে একটু আগে যাদের সঙ্গে লড়েছে তাদের কয়েকজন ওদের পিছনে চলে এসেছে, ঘেরাও করে ফেলেছে প্রায় । আচমকা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো গুলিবৃষ্টি শুরু হলো ।

পায়ে তীব্র টান অনুভব করল জন, টের পেল ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে, পড়ে যাচ্ছে ও । সেটাই শাপেবর হয়ে গেল, কারণ ওর আশপাশে গুলির তুবড়ি ছুটেছে । দাঁড়িয়ে থাকলে এখন স্রেফ ঝাঁঝরা হয়ে যেত । পড়ন্ত অবস্থায় আরেকটা বুলেট লাগল, আধ-পাক ঘুরে গেল দেহ ।

নিশানা

মরিয়া চেষ্টায় সামলে নেওয়ার প্রয়াস পেল জন। জানে পতন
ঠেকাতে পারবে না, তাই কাঁধ নিয়ে এল শরীরের নীচে, যাতে
গড়ান দিয়ে সরে যেতে পারে। ঢালের উপর ভোঁতা শব্দে পড়ল
ও, শব্দটা বুলেটের গর্জনে চাপা পড়ে গেল। শরীর গড়ান দিল ও,
এবং কয়েক গড়ান খেয়ে স্থির হলো সতেজ ঘাসের উপর।

জেফের কী হলো জানতে পারল না জন। তবে নিজের অবস্থা
বুঝতে পারছে—সঙ্গীন। অন্তত দুটো গুলি বিঁধেছে। চটজলদি
এখান থেকে সরে না-গেলে নির্ঘাত মারা পড়বে। এখনও সমানে
গুলি করছে শত্রুপক্ষ, স্রেফ অনুমানের উপর। ভাগ্যিস,
রাইফেলটা হাতছাড়া হয়নি। জন বুঝতে পারছে ওটা লাগবে,
যেহেতু পায়ে ভর দিতে পারবে না। ক্লাচ হিসাবে ব্যবহার করা
যাবে।

তবে তার আগে এখান থেকে সরে যেতে হবে।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে সরতে শুরু করল।

তীব্র ব্যথা বোধ হচ্ছে পা আর কোমরে। সারা শরীরে কী এক
অবসাদ লাগছে। জন বুঝতে পারল বেশ রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ধীরে
হলেও পিছাতে শুরু করল ও, একটু একটু করে এগোচ্ছে। জানে
শত্রুরা ভাবছে সটকে পড়বে জন—সেটাই উচিত ও বুদ্ধিমানের
কাজ হতো—ঘুণাক্ষরেও ভাববে না প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে বরং
এগিয়ে আসবে। অনুমান করেছে ওর ডান দিকে কোথাও তাদের
অবস্থান, এও বুঝতে পারছে বেঁচে থাকতে হলে—যদি আদৌ
কোন সম্ভাবনা থেকে থাকে—তো সেটা সম্ভব হবে যদি শত্রুদের
কাছাকাছি থাকে; তাদের বাধা ডিঙিয়ে তবে যেতে হবে।

আচ্ছন্ন বোধ করছে জন, দৃষ্টিশক্তি ঘোলাটে হয়ে গেল।
বুঝতে পারল না অন্ধকার নেমে এসেছে না অচেতন হয়ে পড়ছে।
কয়েক মুহূর্ত অসীম শূন্যতা গ্রাস করল ওকে, এক ধরনের অনীহা
পেয়ে বসেছে ওকে। কোন কিছুই গ্রাহ্য করতে ইচ্ছে করছে না।
যা হোক হবে, নিয়তি মেনে নেওয়াই ভাল...কে জানে, ওর খোঁজ

নাও করতে পারে শত্রু।

কিন্তু আদপে তা হবে না, বরং ওর ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিবে। নিজেকে শাসাল জন, প্রাণপণ চেষ্টায় সচেতনতা ধরে রাখল। ব্যথা, আচ্ছন্নতাবোধ, দুর্বলতা, অনীহা...সবকিছু ভুলে যেতে চাইল। ফের এমন হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না। অচেতন হয়ে পড়লে ল্যাস্কারদের কাজটাকে স্রেফ সহজ করে দেওয়া হবে। কাছে এসে একটা বুলেট খরচ করবে শুধু। ব্যস, তারপর শিস বাজাতে বাজাতে চলে যাবে।

একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে। কোথাও পড়ে থাকতে হবে। পরে, ল্যাস্কাররা চলে গেলে সুবিধামত বেরিয়ে যাবে।

প্রায় দশ-বারোগজ হামাগুড়ি দেওয়ার পর জিনিসটা চোখে পড়ল। ষাট ফুট দূরে। পাহাড়ের কিনারে ঢালু প্রাকৃতিক এক চাতাল। উপরে প্রকাণ্ড এক বোল্ডার পাহাড়ের শরীর থেকে আলগা হয়ে নীচের পাসের ঢালে পড়ে গেছে, প্রমাণ সাইজের একটা গর্ত রেখে গেছে পাহাড়ি ঢালে। বোল্ডারের আশপাশে বেশ কিছু লম্বা ঘাস ও লতাপাতা জন্মেছিল, বোল্ডার সরে গেলেও ওগুলো আগের জায়গায় রয়ে গেছে বলে গর্তটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। অন্তত ট্রেইল থেকে সহজে চোখে পড়ে না।

কোনভাবে যদি ওই গর্তে যেতে পারে...

কখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে জানে না জন, অনেকক্ষণ পর ঠাণ্ডায় চেতনা ফিরে পেল। ব্যথা আগের চেয়ে বেড়েছে, আচ্ছন্নতা বা অবসাদ তত লাগছে না। চেতনা হারিয়ে ফেলায় বিশ্রাম পেয়েছে শরীর, হয়তো রক্তক্ষরণও বন্ধ হয়ে গেছে। সত্যি যদি তাই হয়ে থাকে, ব্যাপারটা মন্দের ভাল বলা চলে।

কান পেতে শব্দ শুনল জন। চারপাশ নীরব। দূরাগত কোন শব্দও কানে এল না। খুরের শব্দ বা গুলির আওয়াজও নেই। সব শান্ত হয়ে গেছে। জেফ কোথায়, খারাপ কিছু ঘটেনি তো ওর? ক্রীকের ধারে স্পুনারদের ভাগ্যেই বা কী ঘটল?

নিশানা

আগে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ওর যা অবস্থা, অন্যদের সাহায্য প্রয়োজন হলেও করতে পারবে না, প্রশ্নই আসে না। বরং ওরই কারও সাহায্য দরকার। বাস্তবতা বুঝতে পারছে জন, তাই সক্রিয় হলো গর্তের দিকে সরে যেতে। হামাগুড়ি দিয়ে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে সরতে লাগল। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা হজম করছে, নিজেকে বোঝাচ্ছে এই তো আর কয়েক গজ, তারপরই নিরাপদ ও...

চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মেঘহীন আকাশে তারার মেলা বসেছে। স্নান আলোয় গুহাটা জমকাল ও অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। পরে কী হলো বলতে পারবে না জন, কারণ কয়েকবার বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। একসময় নিজেকে গর্তের ভিতর আবিষ্কার করল এবং দেখল রাইফেলটা এখনও ধরে রেখেছে।

জানে না এখানে আসতে কতক্ষণ লেগেছে। তবে আসতে পেরে রাজ্যের স্বস্তি বোধ করছে। ক্ষুধা, ঠাণ্ডা আর ক্লান্তিতে কাতর অবস্থা ওর। কিন্তু আপাতত কিছুই করবার নেই। সব ভুলে যেতে হবে।

গুহাটা মোটামুটি প্রশস্ত বলে উঠ-বস করা যাবে, লম্বা হয়ে শোওয়াও সম্ভব। হাঁটু মুড়ে বসল জন, তারপর আলতো হাতে পায়ের ক্ষত পরখ করল। একটা বুলেট হাঁটুর পাঁচ-ছয় ইঞ্চি উপর দিয়ে মাংস ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। উরুর সামনে-পিছনে দুটো ক্ষত।

জন টের পেল বাইরে বৃষ্টি হলেও ছয় ফুট দৈর্ঘ্য ও উচ্চতার গুহা শুকনো, বৃষ্টির ছাঁটও ওকে ছুঁতে পারছে না। মাঝে মধ্যে অবশ্য দমকা ঠাণ্ডা বাতাস আসছে, এবং প্রতিবার কাঁপিয়ে দিচ্ছে ওকে। উপত্যকায় পড়ে ছিল অনেকক্ষণ, বৃষ্টিতে ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে গায়ের কাপড়। শীতটা তাই একটু বেশি লাগছে।

ঝোপঝাড় ও গাছের শাখা উপর থেকে প্রায় গুহার তলা পর্যন্ত ছুঁয়েছে, একরকম ঢেকে রেখেছে গুহার প্রবেশদ্বার। এ কারণেই

বৃষ্টির ছাঁট ভিতরে ঢুকছে না, কিংবা কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসও কম পৌঁছাচ্ছে। গাছের কয়েকটা ডাল ভেঙে ফাঁকে ফাঁকে সরিয়ে দিল জন, মোটামুটি গুহার মুখটা আচ্ছাদনের মতো ঢেকে গেল। হাতড়ে গাছের শুকনো মূল ও বাকল পেয়েছে গুহার ভিতরের দিকে, কিন্তু আগুন জ্বালবার সাহস করতে পারছে না। সেটা বোকামি হবে, এ ধরনের আবহাওয়ায় বহু দূর থেকে চোখে পড়বে।

নানা অবস্থানে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে জন, শরীরে এত অবসাদ সত্ত্বেও আরাম বোধ হলো না। ঠাণ্ডা, ক্ষতের যন্ত্রণা ও ক্লান্তি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, এক ফোঁটা ঘুম এল না চোখে। প্রায় সারাক্ষণ এ বিপদ থেকে মুক্তির উপায় ভেবেছে। সকাল হলে নতুন বিপদ দেখা দেবে, ওর খোঁজে বেরিয়ে পড়বে ল্যান্সাররা। হামাগুড়ি দিয়ে পথ চলায় মাটিতে বিস্তর ট্র্যাক পড়েছে নিশ্চয়ই, রক্তের একটা ধারাও পিছনে ফেলে আসবার কথা; সব যদি বৃষ্টিতে ধুয়ে-মুছে না-যায়, তা হলে এটাই বোধহয় ওর জীবনের শেষ রাত। ট্র্যাক ধরে ঠিকই গুহায় পৌঁছে যাবে ল্যান্সাররা। তখন কী হবে, এটা অনুমান করতে বিজ্ঞ হওয়া লাগে না...

রাত ও বৃষ্টি সবসময়ই পলায়নপর লোকের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু ঠাণ্ডায় রীতিমত পর্যুদস্ত, দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে ঠকাঠক। একসময় আর জবুথবু হয়ে বসে থেকেও শীত তাড়াতে পারল না জন, হাত কচলাতে কচলাতে বা বগলে চেপে ধরেও উষ্ণতার সঞ্চর করতে পারছে না। শেষে শুয়ে পড়ল, টের পেল জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে শরীর। একসময় নিজের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরে যখন ঘুম ভাঙল, দেখল তখনও চারপাশে অন্ধকার। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে, তবে গাছের পাতা থেকে টুপটাপ দু'এক ফোঁটা পানি পড়ছে।

সময় ফুরিয়ে আসছে...সকাল হতে দেরি নেই। তারমানে ওর

খোঁজে কিছুক্ষণের মধ্যে নেমে পড়বে ল্যান্সাররা।

তবে নিজেকে নিয়ে ভাবছে না জন, বরং জেফের জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে। গোলাগুলির সময় মারা পড়েছে জেফ? না কোনভাবে ওর মতই পালিয়ে যেতে পেরেছে? জানবার উপায় নেই। সময়ই বলে দেবে আসলে কী ঘটেছে...

পিস্তল বের করে প্রতিটি কার্তুজ পরখ করল জন। ঠিকই আছে। একইভাবে রাইফেলও পরীক্ষা করল। খালি খোসা ফেলে তাজা কার্তুজ ভরে চেম্বার পুরো করল।

বেঁচে আছে যখন, মরণপণ লড়াই করবে ল্যান্সারদের সঙ্গে। আসুক ওরা। চরম মাশুল গুনতে বাধ্য করবে। নিজের সঙ্গে অন্তত কয়েকটাকে নিয়ে যাবে।

গুহার দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে চোখ বুজল জন। দপদপে ব্যথা হচ্ছে পায়ে, কিন্তু গ্রাহ্য করল না। তেষ্টা লাগছে। এমনিতে লাগবার কথা নয়, নিশ্চয়ই বিস্তার রক্তপাতজনিত পানিশূন্যতার ফল। কফি খেতে ইচ্ছে করছে...চার-পাঁচ কাপ খেয়ে ফেলত।

নেই যখন...অপেক্ষা ছাড়া কিছু করবার নেই।

ক্রীকের ধারে গোলাগুলি হয়েছিল। সন্দেহ নেই আক্রান্ত হয়েছিল স্পুনাররা। কে জানে, কেমন আছে ওরা! বড়সড় কোন ক্ষতি না-হলেই হয়। তবে খুব ভরসা পাচ্ছে না জন। ল্যান্সাররা এবার আটঘাট বেঁধে নেমেছে, সুপরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়েছে ওদের উপর। ফলাফলটা জনদের জন্য চরম বিপর্যয় নিয়ে এলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

তবে এটা ঠিক স্পুনার ছাড়াও রিডল আর বেলিংস আছে। কিন্তু কতক্ষণ আটকে রাখতে পারবে মারদাঙ্গা লোকগুলোকে, বিশেষ করে দলে যেহেতু ভারী তারা?

ব্ল্যাক ল্যান্সারের তারিফ করতেই হচ্ছে। দারুণ সেয়ানা, ধূর্ত এবং কৌশলী; পরিকল্পনায় মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছে সে। প্রায় সব দিক বিবেচনা করে তবে নিজের চাল চেলেছে। বারকয়েক

জনদের সঙ্গে ছোটখাট সংঘর্ষে বা ঘটনায় পিছু হটেছিল বা হেরে গিয়েছিল, কিন্তু তখনও এবং প্রথম থেকে জনদের বিরুদ্ধে মোক্ষম চাল দেওয়ার পায়তারা করছিল। মনে মনে ফন্দি এঁটেছে। নিখুঁত পরিকল্পনার সার্থক আয়োজন করেছে সে এখানে, শুধু ক্যালকিনরা দুই ভাই নয়, আরও কয়েকজনকে চরম সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

বিস্ময়ের ব্যাপার, ব্ল্যাক এখানে একেবারে নতুন। ঘাঘু সব লোককে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে। জনদেরকে আত্মপ্রসাদে গা ভাসানোর সুযোগ দিয়ে নীরবে চূড়ান্ত পরিকল্পনার প্রস্তুতি নিয়েছে, ঘুণাঙ্করেও টের পেতে দেয়নি।

জেফের ভাগ্যে কী ঘটল? মারা পড়েছে, না আহত হয়ে পড়ে আছে কোথাও? ওর চেয়েও খারাপ অবস্থায় থাকতে পারে। যদি জানতে পারত!

পাহাড়ি ঢালের অনেক নীচ থেকে “হ্যালো” ডাক শুনে চটকা ভেঙে গেল জনের। ধড়ফড় করে সচেতন হলো। কর্ণটা অচেনা। তারমানে...শত্রু হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

আসুক! ওর কবরে পায়ের কাছে শুয়ে থাকবার জন্য কয়েকটা কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে যাবে!

ভোরের আলো ফুটেছে আকাশে। অস্পষ্ট আলোয় গুহা ও আশপাশ নিরীখ করল জন। পিছন থেকে আক্রান্ত হওয়ার ভয় নেই। পাহাড়ি ঢাল ধরে, সামনে থেকে উঠে আসাও সম্ভব হবে না কারও পক্ষে। তারমানে ডান ও বাম দিক নিয়ে যত চিন্তা। জন যেভাবে ডান দিক থেকে গুহায় এসে ঢুকেছে, শত্রুদেরও সেভাবে আসতে হবে।

একটু বাম দিকে সরে গেল জন, নীচের ট্রেইলের দিকে দৃষ্টি চালাল। অনুমান করল গুহায় আসবার পথে পঞ্চাশ গজ পার হতে হয়েছে ওকে, তারও আগে ছোট পাহাড়ি ঢাতালের বাঁক, যেখানে কাভার পাবে ল্যান্সাররা। তারপর কয়েকশো গজ নীচে ক্যানিয়ন।

নিশানা

আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। হিমেল আবহ ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হয়ে আসছে হাত-পা। চারপাশে ঘন সবুজ দেখাচ্ছে ঘাস ও গাছপালা, এতটা সবুজ কখনও মনে হয়নি। গাছের গুঁড়িকে মনে হচ্ছে লোহার স্তম্ভ।

ট্রেইল আর পাহাড়ি ঢালে অনেকক্ষণ নজর রাখল জন, কিন্তু কোন নড়াচড়া চোখে পড়ল না। ঠাণ্ডায় জবুথবু হয়ে বসেছে ও, বগলে ঢুকিয়ে দিয়েছে হাত। একটা কম্বল থাকলে কী যে ভাল হতো, শরীর মুড়ে কোলে রাইফেল নিয়ে শত্রুদের জন্য অপেক্ষা করত! উদ্ভট ভাবনার জন্য নিজেকে গাল বকল জন। যা নেই তা নিয়ে হাপিত্যেশ করে কী লাভ! বরং আত্মবিশ্বাস কমে যায় এতে।

শারীরিক দুর্বলতা, ক্ষতের যন্ত্রণা বা অবসাদ সত্ত্বেও উত্তেজনা ও বুনো আনন্দ অনুভব করছে জন। আসন্ন লড়াই ওর জন্য শুধু বেঁচে থাকবার চ্যালেঞ্জ নয়, বরং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সামর্থ্যের প্রমাণ দেওয়ার উপলক্ষও বটে।

চোখ লেগে এসেছিল, হঠাৎ ঢাল বরাবর ক্ষীণ নড়াচড়া ওর দৃষ্টিতে ধরা পড়ল। পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠল জন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। ঘুমের ঘোরে ভুল দেখেছে বলে মানতে পারছে না। কালো একটা কিছু নড়তে দেখেছে ধূসর ট্রেইলের বাকেরে। দেখা দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল, যেন কেউ হঠাৎ অবস্থান বদল করেছে।

পা ছড়িয়ে বসে আছে জন, গুহার দেয়ালে পিঠ। রাইফেলের মাযল অক্ষত হাঁটুর উপর রাখল, গুলি করবার জন্য তৈরি। ট্রিগারে চলে গেছে আঙুল। দৃষ্টি ট্রেইলের উপর সঁটে আছে। লড়াইয়ের আগাম উত্তেজনা শক্তি যুগিয়েছে ওকে, শারীরিক কষ্ট বা দুর্ভোগ বিস্মৃত হয়েছে, সব মনোযোগ এখন শুধু কর্তব্যে। দু'একটা কুত্তার লাশ দেখতে পাওয়ার আগে নিজে মরবে না।

তেমন সম্ভাবনা আছে বলে প্রসন্ন বোধ করছে জন। ওর

অবস্থান সম্পর্কে জানে না প্রতিপক্ষ। ট্রেইলের ধারে, যেখানে গত রাতে লড়াই হয়েছিল, সেখানে এসে ওর চিহ্ন অনুসরণ করবে— যদি বৃষ্টির পরও থেকে থাকে। গুহার কথা জানা নেই বলে খোঁজাখুঁজি করবে, এদিক-ওদিক যাবে। কয়েকবার গুলি করবার সুযোগ জন পেয়ে যাবে তখন।

মুহূর্তের জন্যও ট্রেইল থেকে দৃষ্টি সরাল না জন। একটু পর এক লোককে দেখতে পেল। চিহ্ন খুঁজছে। ট্রেইলের উপর ঝুঁকছে পড়ছে মাঝে মধ্যে, সতর্ক দৃষ্টি রাখছে চারপাশে। মাঝে মধ্যে দৃষ্টি তুলে সামনে, অর্থাৎ ঢালের আরও উপরের দিকে তাকাচ্ছে। স্পষ্ট বোঝা গেল, গতরাতের বৃষ্টির পর জনের হামাগুড়ির চিহ্ন সম্পূর্ণ মুছে না-গেলেও যা আছে, তা থেকে আসল ট্র্যাক খুঁজে বের করতে গলদ্বর্ম হচ্ছে লোকটা।

ধীরে হলেও এগিয়ে আসছে সে। আচরণে বোঝা গেল নিজের সাফল্য সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী লোকটা, ভাবছে গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

একবার যখন জন তাকে রাইফেলে কাভার করেছে, হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল—জনের পিছনে ও উঁচুতে কিছু একটা দেখেছে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পর রাইফেল নামিয়ে ফেলল, সম্ভবত সন্দিহান হয়ে পড়েছে কিংবা টার্গেট সম্পর্কে ভুল করেছে।

আরেক পা বাড়াল সে, এবং টলে উঠল। লোকটা যখন পড়ে যাচ্ছে, তখন সাতসকালের নিস্তর্রতা ভেঙে গেল ভারী রাইফেলের শব্দে। বৃষ্টির কারণে সামান্য ভোঁতা শোনালা আওয়াজটা।

রাইফেল হাতে ভূপতিত হলো লোকটা, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ল জনের কাছ থেকে প্রায় ষাট গজ দূরে। মাথা থেকে বের হওয়া রক্ত ট্রেইলে পড়ছে, স্পষ্ট দেখতে পেল জন, বৃষ্টির ফোঁটা পড়ায় ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে।

কার গুলিতে মরল লোকটা?

মাথার উপরের দিকে লেগেছে গুলিটা। লোকটার অবস্থানের নিশানা

সঙ্গে বিবেচনা করলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় পাহাড়ি ঢালের উপর আছে আততায়ী। তারমানে ঠিকই দেখেছিল লোকটা, জনের গুহার পিছনে ও উপর দিকে কোথাও আছে অদৃশ্য ঘাতক।

জেফ?

মিনিট খানেক অপেক্ষা করল জন। কাউকে দেখতে পেল না, কোনরকম অস্বাভাবিক শব্দও শুনতে পেল না। হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল। উঁহু, এখানে আর থাকা ঠিক হবে না। অবচেতন মন কু গাইছে। এখান থেকে সরে পড়তে হবে—চিন্তাটা মনে আসা মাত্র বিষণ্ণ বোধ করল। কে জানে, কোন্ নরকে গিয়ে পড়বে!

অন্য সমস্যাও আছে। এখান থেকে সরতে গেলে, যদি হাঁটতে পারেও, ক্ষত থেকে রক্তপাত শুরু হতে পারে। রাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে ও, ব্যাণ্ডানা দিয়ে পুলটিশ বেঁধেছে। নড়াচড়ার ফলে ক্ষতের মুখ খুলে যেতে পারে।

কারও সাহায্য যদি পেত! এখন তাই দরকার ছিল ওর।

রাইফেল ক্রাচের মতো ব্যবহার করে হামাগুড়ি দিয়ে গুহা থেকে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এল জন। গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে মনে হলো যেন ঠাণ্ডা পানি পড়ল!

ঢালের উপরে যেই থাকুক, তার দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না, বরং অন্তত কিছুক্ষণের জন্য তার দৃষ্টিসীমায় পড়বে। তবে তাকে শত্রু বলে মনে করেছে না ও, কারণ ট্রেইলের বাঁকে পড়ে থাকা লোকটা ল্যান্সারদের একজন। ল্যান্সারদের শত্রু ওর বন্ধু হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এখানে মাত্র দুটো পক্ষ।

সম্ভূর্ণে ট্রেইলে নেমে এল জন, তারপর ধীর গতিতে উঠতে শুরু করল সক্ষীর্ণ পথ ধরে। বৃষ্টি বেড়ে গেছে বলে বেশিদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না, বাপসা সাদা একটা পর্দা থেকে যাচ্ছে চোখের সামনে। সন্দিক্ত মনে এগিয়ে চলল ও, দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা হজম করেছে। হামাগুড়ি দিতে গিয়ে উরুর ব্যথা শুরু হয়েছে।

অদৃশ্য ঘাতকের অবস্থান খুব বেশি দূরে নয়। গুলির শব্দ

এবং উৎস বিবেচনা করলে তাই দাঁড়ায় ব্যাপারটা।

সাহস পাচ্ছে জন। যেই হোক, ওকে দেখতে পেয়েছে এবং এতক্ষণে যখন গুলি করেনি, তারমানে সত্যি বন্ধু হতে পারে।

এগিয়ে চলল ও। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোচ্ছে। ট্রেইল আরও সরু হয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ পর কয়েকটা উইলোর নীচে পৌঁছে থামল।

‘জন?’ ডাকল কেউ।

জেনিফার!

বিশ ফুট দূরে একটা স্প্রসের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। গাছের শাখা-প্রশাখার আড়ালে শরীরের অর্ধেকটা ঢাকা পড়েছে। পুরুষদের হ্যাট আর পঞ্চো গায়ে। বৃষ্টিম্নাত গাল উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, বড়বড় চোখগুলো যে-কোন সময়ের চেয়ে মায়াবী এবং আন্তরিক মনে হলো। সম্ভবত সারা রাতই পাহাড়ে ছিল মেয়েটা, কিন্তু ধকল বা ক্লান্তির কোন চিহ্ন দেখা গেল না মুখে।

‘সাবধান, জন!’ সতর্ক করল জেনিফার। ‘ওরা আমাদের ঘিরে রেখেছে।’

‘জেফকে দেখেছ?’

‘না।’

আবার এগোল জন, কিন্তু ক্লান্তির কাছে পরাজিত হয়ে থেমে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে হেলান দিল। ‘গুলি খেয়েছি দুটো,’ ক্ষীণ হাসল ও। ‘একটা অবশ্য স্রেফ আঁচড় কেটে চলে গেছে। অন্যদের কোন খবর জানো?’

‘ঠিক জানি না। ল্যান্সাররা পুরো ঢাল জুড়ে অবস্থান নিয়েছে। কীভাবে ওদের ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়েছি আমি নিজেও বলতে পারব না।’

গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে চূড়ার দিকে তাকাল জন, কিন্তু বৃষ্টি, গাছ আর নিচু মেঘের সারি ছাড়া কিছু দেখতে পেল না।

‘আশ্রয় নেওয়ার মতো একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছি,’ জানাল নিশানা

জেনিফার। ‘চলো, দেরি করা ঠিক হবে না।’

পথ দেখাল জেনিফার। মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই জন টের পেল যতই অস্থির বা দুর্বিনীত হোক না কেন, বৈরী পশ্চিমের সঙ্গে বেশ মানিয়ে নিয়েছে মেয়েটা। আড়াল আছে এবং নিচু জায়গা ধরে এগোচ্ছে, কেউ যাতে দেখতে না-পায় ওদের। চলাফেরাও প্রায় নিঃশব্দ। ট্রেইলের আনাচে-কানাচে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। স্পষ্ট বোঝা গেল এ-পথে আগেও যাওয়া-আসা করেছে।

ব্যাপারটা জনের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। ল্যাস্কারদের মতো ধুরন্ধর শত্রু থাকলে এক পথে দু’বার যাওয়া চরম ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। কে বলতে পারে ট্রেইলে কেউ অপেক্ষায় নেই?

‘কীভাবে এলে এখানে?’ জানতে চাইল জন।

‘তোমরা কেউ ফিরে এলে না। দুশ্চিন্তায় অস্থির লাগছিল। টিকতে না-পেরে শেষে চুপিচুপি বেরিয়ে এলাম, মিসেস রাউডির জন্য অবশ্য একটা নোট রেখে এসেছি। কী করব বললে নিশ্চয়ই আমাকে বেরোতে দিত না ও। ল্যাস্কারদের ফেলে আসা ট্রেইল অনুসরণ করে পাহাড়ে চলে এসেছি। প্রথমে অবশ্য বুঝতে পারিনি অবস্থা কত খারাপ, কিন্তু পরে বুঝলাম।’

জেনিফারের আশ্রয়টা জুতসই কিছু নয়। বৃষ্টিতে ভিজতে হবে না, এটাই বোধহয় বড় কথা। বজ্রপাতে মরে যাওয়া একটা গাছ কাত হয়ে পড়েছে অন্য দুটোর উপর, দিবিয় ছাদের কাজ চালিয়ে দিচ্ছে। তারপরও বৃষ্টি পড়ত, তবে ডাল বাঁকিয়ে ও ভেঙে নীচের দিকে ফাঁকা জায়গাগুলো পূরণ করে দিয়েছে জেনিফার, তাই বৃষ্টি পড়ছে না বললেই চলে।

গাছ এবং পিছনের খাড়া ঢালের কারণে জায়গাটা শুকনো রয়ে গেছে। আশপাশে বিস্তার গাছপালা ও ঝোপঝাড় থাকায় কারও চোখে ধরা না-পড়েই ভিতরে ঢোকা যায়। নুয়ে পড়া গাছ তিনটা সামনের দিকে নিরেট বাধা তৈরি করেছে। ভিতরে ঢুকে জনের মনে হলো আগুন জ্বাললেও সমস্যা হবে না—দূর থেকে আগুন বা

ধোঁয়া কারও চোখে পড়বে না।

‘সঙ্গে কি খাবার বা কফি এনেছ?’ জানতে চাইল জন।

‘হ্যাঁ। ওহ, আরও আগেই তোমাকে দেওয়া উচিত ছিল,’
অপ্রতিভ স্বরে বলল জেনিফার। ‘দুঃখিত, উদ্ভেজনার মধ্যে মনে
পড়েনি।’

‘এখন বোধহয় আস্ত একটা মোষ খেয়ে ফেলতে পারব।’

স্যাডলব্যাগ থেকে স্যাণ্ডউইচ আর টিনজাত বিস্কুট বের করে
এগিয়ে দিল জেনিফার। ‘খেতে থাকো, আমি আগুন ধরাচ্ছি।’

কফি তৈরির সরঞ্জামও নিয়ে এসেছে মেয়েটা, দেখে নিদারুণ
স্বস্তি ও কৃতজ্ঞতা বোধ করল জন। বিস্কুট মুখে পুরল। এত
দারুণ লাগছে স্বাদ!

পরপর কয়েকটা বিস্কুট ও দুটো স্যাণ্ডউইচ পেটে চালান করে
স্ফান্ত হলো ও। সবগুলোই শেষ করতে পারবে, কিন্তু সেটা ঠিক
হবে না। কে জানে, হয়তো পাহাড় থেকে বেরোতে দেরি হবে
ওদের এবং খাবারে ঘাটতি পড়ে যাবে। সেক্ষেত্রে, একটু রয়ে-
সয়ে খাওয়াই শ্রেয়।

‘জন?’ কফির পানি চড়িয়ে দিয়েছে জেনিফার।

‘বলো।’

‘কফি খেয়ে এখান থেকে যাত্রা করব আমরা, পাহাড় থেকে
নেমে যাব। আর কোন রক্তারক্তি চাই না। ভাল লাগছে না আমার
এসব। চলো, বাজার্ড’স রুস্টে ফিরে যাই।’

‘তা হয় না। তোমার বাবা রয়েছে পাহাড়ের নীচে,’ পাহাড়ের
পাদদেশের দিকে ইশারা করল জন, এখান থেকে ক্রীকের কিছু
অংশ চোখে পড়ছে। ‘টম, বিল আর ল্যাডারও আছে সঙ্গে।
ক্রীকের ধারে মোটামুটি চলনসই একটা জায়গায় রেখে এসেছি
ওদের। যা ধকল গেছে, বেশ বিধ্বস্ত দেখলাম মি. ম্যাকক্লেরিকে।
ওদেরকে না নিয়ে ফিরে যাব কী করে?’

‘হ্যাঁ, বাবা সুস্থ অবস্থায় র‍্যাঞ্জে ফিরে যাক চাই আমি, ওঁর
নিশানা

সঙ্গে দেখা করতেও অধীর হয়ে পড়েছি। কিন্তু সবার আগে আমি চাই তুমি ভালয় ভালয় লোকালয়ে ফিরে গেছ। ব্ল্যাকের কী যে রোষ তোমাদের উপর! জেফ আর তোমাকে খুন না-করে কখনও শান্তি পাবে না ও।’

‘আমাদেরকে খুন করা অত সহজ হবে না।’

জীবনে কোন কফি এত অপূর্ব লেগেছে কি-না, মনে করতে পারল না জন। পরপর দুই মগ খেল। আরও খেত, কিন্তু দুশ্চিন্তা ভিড় করেছে মনে। কেবলই মনে হচ্ছে এখান থেকে সরে পড়া দরকার। ব্ল্যাকদের মুখোমুখি হওয়া দরকার। এখানে, ধারে-কাছে আছে শয়তানগুলো। জনমের শিক্ষা দিতে হবে ওদের। ফের কবে সুযোগ হয় কে জানে! এবারই এসপার-ওসপার করে নিতে হবে। যত অসুস্থ থাকুক, এবারই ফয়সালা হয়ে যাবে ব্ল্যাকের সঙ্গে।

কফির মগ নামিয়ে রেখে অস্ত্রশস্ত্র পরখ করল জন। তখনই পাহাড়ের উপরে কোথাও মট করে একটা ডাল ভাঙবার শব্দ হলো। দু’জনেই গুনতে পেয়েছে শব্দটা।

ইশারায় মগটা ভরে দিতে বলল জন। জেনিফার মগে কফি ঢালতে ওটা বাম হাতে তুলে নিয়ে চুমুক দিল জন, সিক্সগান রাখল ডান হাতে। তৈরি। তারপর জেনিফারের চোখে চোখ রাখল।

‘গাছের নীচ দিয়ে বেরিয়ে যাও তুমি,’ শান্ত স্বরে বলল ও। ‘মনে হচ্ছে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে এখানেই।’

খমকে গেল যেন সময়। নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল জেনিফার। শেষে নিচু স্বরে জানতে চাইল: ‘তুমি কি ভয় পাচ্ছ, জন?’

‘হ্যাঁ, কিছুটা। সুস্থ অবস্থায় যা থাকে তার অর্ধেক সামর্থ্যও নেই এখন আমার। জখম তো আছেই, প্রচুর রক্তও হারিয়েছি। তবে ওরা সেটা জানতে পারবে না, বরং চরম মাশুল দেবে!’ কফি শেষ করে মগ নামিয়ে রাখল ও। ‘ধন্যবাদ, জেনি। তুমি আসায় বড্ড উপকার হলো। এখন অনেক চাঙা লাগছে। কফিটা দারুণ!’

রাইফেলে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল জন, হোলস্টারে ফেরত

পাঠাল কোল্ট দুটো। রাইফেলের অ্যাকশন থেকে পানি মুছল।
দুই কদম এগিয়ে গাছপালার ফাঁক দিয়ে নীচের ঢালে দৃষ্টি বুলাল।

উঠে আসছে ল্যান্সাররা। পাঁচজন...গুনল জন। ঢালের উপর
অন্যরাও আছে, এগিয়ে আসছে ক্রমশ। সব মিলিয়ে পনেরো-
ষোলোজন হবে।

‘জবর লড়াই হবে,’ স্মিত হেসে বলল জন, আগাম উত্তেজনায়
উজ্জ্বল হয়ে গেছে চোখ। ‘রাইফেল ছাড়া কোন পিস্তল আছে
তোমার কাছে?’

মাথা ঝাঁকাল জেনিফার। গম্ভীর দেখাচ্ছে। স্যাডলব্যাগ থেকে
পিস্তলটা বের করে ছুঁড়ে দিল জনের দিকে। বাম হাতে ওটা লুফে
নিয়ে বেলেটে গুঁজে রাখল জন।

‘কী করবে, জন?’ শঙ্কায় কেঁপে গেল জেনিফারের কণ্ঠ।

খুন চেপে গেছে মাথায়, কিন্তু অস্বাভাবিক শান্ত ও নিষ্কম্প
শোনাল জনের গলা। ‘কী আর! অপেক্ষা করব। আগে ওদের
কাছে আসতে দেব। লড়াই চাইছে ওরা, তাই পাবে। হয় মারব,
নয়তো মরব।’

আদপে এটাই ওর করণীয়। কর্তব্য। আর কিছু করবার নেই।
বিকল্পও নেই। অর্ধ-পঙ্গু অবস্থায় সরে যাওয়ার উপায় নেই,
ইচ্ছেও নেই। এখানেই সবকিছুর শেষ দেখে ছাড়বে। সব
লেনদেন চুকিয়ে দেবে ল্যান্সার বাহিনীর সঙ্গে।

এবার মুখোমুখি হওয়ার সময়। আর পালানো নয়। মীমাংসায়
পৌঁছতে হবে। আজ এই মাটি রক্ত শুষে নেবে। প্রচুর রক্ত। হয়
ওদের, নয়তো ল্যান্সারদের।

ষোলো

একবার যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যায়, এ ধরনের পরিস্থিতিতে যত ঝুঁকিই থাকুক, কেউ বোধহয় গ্রাহ্য করে না। পাহাড়সম ঝুঁকি নিচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু জন নাছোড়বান্দা। পরিণতিতে যাই ঘটুক, এখন আর পিছ-পা হবে না। এমন নয় যে দু'একটা বিকল্প ছিল হাতে। বরং সব ভাবনা বাদ দিয়ে কর্তব্যে ঝাঁপিয়ে পড়াই একমাত্র পথ। প্রতিঘাতে সম্ভাব্য মুক্তি। খুব ক্ষীণ হলেও একটা সম্ভাবনা আছে।

মনকে তৈরি করে নিয়েছে জন। নিজে খুন হয়ে যাওয়ার আগে যে ক'জনকে পারে নিকেশ করতে হবে। আজই শেষ দিন। সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলবে।

এগিয়ে আসছে শত্রুরা। তাদের আসতে দেখে মোটেও ভয় পেল না জন, এমনকী তিক্ত অনুভূতিও হলো না, মনে হচ্ছে না যে একটু পর মৃত্যুর স্বাদ নেবে; এমনকী নিশ্চিত পরাজয় বা বিপদও ওর মনে রেখাপাত করছে না। মরলে মরবে, এত ভাবনার কী আছে! বরং দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ ও, তলে তলে শীতল আক্রোশে ফুঁসছে, কোণঠাসা অবস্থায় কতটা ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে, হাড়ে হাড়ে তা টের পাবে ল্যান্সাররা। চরম মাশুল গুনতে বাধ্য হবে ওরা।

এখন আর কোন কিছুই পরোয়া করছে না। অতীত, বর্তমান, উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা...সবই বিস্মৃত হয়েছে। একটাই

ভাবনা মন জুড়ে: ক'টা ধেড়ে শয়তানকে ঘায়েল করতে পারবে। সূক্ষ্ম হিসাব কষছে ও—কীভাবে সক্রিয় হবে, ঠিক কাকে আগে নিকেশ করবে।

পাঁচজনের মধ্যে ব্ল্যাকের খোঁজ করল জন। এই ব্যাটাকে না-হলে নয়, যেভাবে হোক শেষ করতে হবে। ব্ল্যাককে খুন করতে পারলে বিরাট সাত্ত্বনা পাবে, ওর নিজের কী হলো সেটা গৌণ ব্যাপার বলে ভাবতে পারবে।

চট করে আবার জেফের কথা মনে পড়ল। কোথায় ও? সত্যি কি বেঘোরে খুন হয়ে গেছে? না আহত ও অসহায় হয়ে পড়ে আছে কোথাও?

নুয়ে পড়া গাছের আশ্রয়ের মুখে চলে এসেছে জেনিফার। যে-কোন সময়ের চেয়ে অনেক গম্ভীর দেখাচ্ছে ওকে। 'জন?' হঠাৎ ডাকল।

ঘাড়ের উপর দিয়ে ফিরে তাকাল জন।

অপ্রতিভ দেখাল মেয়েটার মুখ। 'সেই টেবুয়েল থেকে শুরু, অনেক অন্যায় করেছি তোমাদের সঙ্গে, আমি দুঃখিত, জন!'

স্মিত হাসল ও। 'শুধু দুঃখ প্রকাশ করলে তো চলবে না। নিরেট কিছু লাগবে। তা ছাড়া, জেফও নেই। ও থাকলে হয়তো দু'জনে মিলে পরামর্শ করতাম কী করা যায়। তবে...র‍্যাঞ্জে নিমন্ত্রণ করে যদি চোস্ত একটা খানা দাও, নিশ্চয়ই সব ভুলে যাবে ও।'

এবার পাল্টা হাসল জেনিফার। 'তোমরা আসলেই খুব অদ্ভুত মানুষ, জন!'

'যাক্গে, এবার কাজের কথা বলছি,' খানিকটা গম্ভীর হয়ে গেল জনের কণ্ঠ। 'গোলাগুলি শুরু হলে কিন্তু ভুলেও এখান থেকে বেরোবে না তুমি। তুমি নিরাপদে আছ, কোন বিপদ হবে না, এটা জানা থাকলে নিশ্চিন্তে আমার কাজ করে যেতে পারব।'

'আচ্ছা।'

কে জানে কী করবে মেয়েটা, তবে বিশ্বাস না-রেখে উপায় নেই, ভাবল জন। দেখল আরও কাছে চলে এসেছে শত্রুরা, সবার হাতে উদ্যত রাইফেল। সামান্য নড়াচড়া চোখে পড়া মাত্র গুলি করতে প্রস্তুত। সতর্ক বলে ধীর গতিতে উঠে আসছে ওরা, চঞ্চল দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে ট্রেইলের আনাচে-কানাচে। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে না-বললেই চলে। প্রয়োজনে ইশারা করছে।

এতে সুবিধা হয়ে গেল জনের—পছন্দমত টার্গেট স্থির করবার সুযোগ পেয়ে গেল। ঠিক করে নিল প্রথম গুলিটা কাকে করবে। উপরন্তু, জানা হয়ে গেল প্রথম গুলি করবার পর দ্বিতীয় টার্গেটকে গুলি করতে রাইফেলের নল কতটা সরাতে হবে, তাতে কত সময় ব্যয় হবে।

জনের হিসাব অনুযায়ী, প্রতিপক্ষ ওকে দেখতে পাওয়ার আগে দুটো গুলি করতে পারবে। পরপরই যদি ঢাল ধরে শরীর গড়িয়ে দেয় এবং গড়ানো অবস্থায় যদি আরও একজনকে নিকেশ করতে পারে, লড়াইয়ে তখন কিছুটা হলেও ভারসাম্য থাকবে। কিন্তু তৃতীয় গুলি করবার পর নির্ঘাত ওকে স্পট করে ফেলবে শত্রুরা। এর পরবর্তীতে কী ঘটবে সেটা অনেকটা তাদের উপর নির্ভর করবে—ওদের প্রতিক্রিয়ার উপর, এলোপাতাড়ি গুলি চালাবে নাকি সবাই মিলে পর্যায়ক্রমে গুলি করবে, কিংবা এমনও হতে পারে আড়াল নিতে ছুটতে পারে বাকিরা, অথবা গুলি করতে করতে ছুটে আসতে পারে জনের দিকে।

অনেক অনিশ্চয়তা আছে বটে, কিন্তু এটাই জনের জন্য সেরা সুযোগ। প্রথম দুটো গুলিতে যদি দু'জনকে একেজো করে দিতে পারে...

তবে বিরাট একটা প্রশ্ন রয়েছে। শত্রুরা জন বা জেনিফারের সঠিক অবস্থান জেনে গেছে কি-না বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু এটা নিশ্চয়ই জানে যে ঢাল বরাবর কোথাও রয়েছে ওরা। জেনিফারের উপস্থিতি সম্পর্কে নাও জানতে পারে, যেহেতু ট্রেইলের বাঁকে ওর

হাতে খুন হওয়া লোকটা একা ছিল এবং সেজন্য যে জেনিফার দায়ী, এমনকী জনও তখন জানত না। পাহাড়ে প্রবেশ করবার পর ল্যান্সারদের কারও সঙ্গে দেখা হয়নি মেয়েটার। সেক্ষেত্রে বলা চলে ওর উপস্থিতি সম্পর্কে কেউই জানে না।

এটা অবশ্য বাড়তি কোন সুবিধা দেবে না, তবে জেনিফার সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে পারবে জন। ল্যান্সারদের হাতে যদি ও মারাও পড়ে, জেনিফারের ব্যাপারে না-জানায় হয়তো আশপাশে খোঁজ করবে না তারা, কাজ সেরে চলে যাবে সাফল্য উদযাপন করতে।

চুপ করে থাকলে জেনিফারের বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা কম, অন্তত তাই মনে করছে জন।

লম্বা করে দম নিল ও, নিস্পৃহ দৃষ্টিতে আগুয়ান শত্রুদের দেখল। ঠিক করেছিল বাইরে পা রেখে গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াবে, তারপর ল্যান্সাররা রেঞ্জের মধ্যে অনেকটা ঢুকে গেলে গুলি শুরু করবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পাল্টাল। চকিতে দেখে নিল আশপাশে কী আছে। অভিজ্ঞতা থেকে জন জানে যুদ্ধের ময়দান ও পারিপার্শ্বিকতার সদ্যবহারের উপর লড়াইয়ের ফলাফল অনেকাংশে নির্ভর করে।

উপর ও নীচ, দু'দিক থেকে আসছে প্রতিপক্ষ। জনরা আছে মাঝামাঝি জায়গায়। ওদের পিছনে ক্যানিয়ন আর ক্লিফের খাড়া দেয়াল। ওদের অজান্তে ওদিক থেকে কোনভাবে আসা সম্ভব নয়।

পাহাড়ি ঢালের আড়াআড়ি নিচু একটা জায়গা আছে। তেমন গভীর নয়, বড়জোর দু'তিন ফুট হবে, ঝোপঝাড়ে ঢাকা অনেকটা; গুয়ে থাকলে বা হামাগুড়ি দিয়ে থাকলে অনায়াসে লুকিয়ে থাকা সম্ভব হবে।

গাছের তৈরি গুহা থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাবে জন, ঢাল ধরে নামতে থাকবে। গুহা থেকে নিচু জায়গাটার দূরত্ব বিশ' গজ। ছুটতে ছুটতে যদি গুলি করে, দু'তিন সেকেন্ডের মধ্যে নিশানা

পৌছে যাবে গর্তের কাছে। অক্ষত অবস্থায় যদি পৌছতে পারে, চট করে নিচু হয়ে গেলে আড়াল পেয়ে যাবে। তখন চাইলে কোণাকুণিভাবে পাহাড়ের দিকেও সরে যেতে পারবে।

শত্রুপক্ষ যেখানে আছে, গর্তটা দেখতে পাবে বলে মনে হয় না। দূর থেকে শুধু ঘাসের ডগা আর নিচু জায়গার ঠিক পিছনে থাকা পাথর ও জমিট বরফ দেখতে পাবে। ভাগ্য ভাল হলে, আশা করছে জন, হয়তো ফাঁকি দিতে পারবে শত্রুদের; নিচু গর্তে গিয়ে কাভার নিতে পারবে।

সবচেয়ে বড় সুবিধা হবে, উপসংহারে পৌছল জন, গর্ত ধরে বেরিয়ে আসতে পারবে এমন এক জায়গায়, যেখানে ঘুণাক্ষরেও ওকে আশা করবে না প্রতিপক্ষ।

জেফের কথা মনে পড়ল আবার। স্বাভাবিক বিবেচনাবোধ বা যুক্তি বলছে সে বেঁচে নেই, কিন্তু কোনভাবে ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না জন। মন টানছে না। সহোদর বলে নয়, বরং জেফের ধাত সম্পর্কে জানে বলে ও নিশ্চিত এত সহজে মারা যাবে না সে, বড় শক্ত মানুষ জেফ। রীতিমত কৈ মাছের প্রাণ ওর।

ঢালের নীচে শত্রুরা এখন খোলা জায়গায় পৌছে গেছে, ধীর গতিতে উঠে আসছে। মুখ তুলে উপরের ঢালে অন্য দলটাকেও দেখতে পেল জন, ধীর গতিতে নেমে আসছে। পরস্পরের মধ্যে কয়েক হাত দূরত্ব রেখে নামছে।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এখনও এক দল অন্য দলকে দেখতে পায়নি।

‘আমি তোমার সঙ্গে আসতে চাই!’ হঠাৎ বলল জেনিফার।

রাইফেলের নল দিয়ে দিক নির্দেশ করল জন। ‘ওই যে নিচু জমিটা দেখেছ? এখন থেকে বেরোনোর সবচেয়ে নিরাপদ পথ বোধহয় ওটাই। গোলাগুলি শুরু হলে, সেটা আমি বা যেই করুক, ঝাঁপিয়ে পড়ে হামাগুড়ি দিতে শুরু করো। যতটা সম্ভব নিচু জমি ধরে এগিয়ো। বিস্তর ঘাস থাকায় মনে হয় না তোমাকে দেখতে

পাবে ওরা। তা ছাড়া, আমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে ওরা। ভেবো না, আমি ঠিক তোমার পিছনেই থাকব।’

কী যেন বলতে যাচ্ছিল জেনিফার, কিন্তু মাথা নেড়ে নিষেধ করল জন। ‘সময় নেই, জেনি,’ বিড়বিড় করল ও। ‘এসে পড়েছে ওরা!’

রাইফেল সামনে বাগিয়ে ধরে আশ্রয় থেকে বাইরে পা রাখল জন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওকে পাশ কাটিয়ে গেল জেনিফার, নিচু হয়ে ছুট দিল। শত্রুরা কেউ দেখে ফেলবার আগেই নিচু জায়গায় পৌঁছে গেল। এদিকে আরও এক কদম আগে বাড়ল জন, আসন্ন লড়াইয়ের উত্তেজনায় উরুর ব্যথা বিস্মৃত হয়েছে।

রাইফেল তুলল জন, কনফেডারেট কোট পরা এক লোককে নিশানা করছে। ঠিক তখনই ওকে দেখতে পেল শত্রুপক্ষ। লম্বা দম নিয়ে ট্রিগার টেনে দিল জন। হাতে লাফিয়ে উঠল রাইফেল, কাঁধে কুঁদোর ধাক্কা টের পেল ও। নীরব উপত্যকা কেঁপে উঠল রাইফেলের গর্জনে। শব্দটা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই দ্বিতীয়বার ট্রিগার টানল জন।

মুহূর্মুহুঃ গর্জে উঠল ল্যান্সারদের রাইফেল। জনের চারপাশে গুলির বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ততক্ষণে অবশ্য কয়েক পা ছুটে ঝোপের উদ্দেশে ঝাঁপ দিয়েছে জন, দ্বিতীয় গুলি করবার পর আর দেরি করেনি। একেবারে মোক্ষম সময়ে ঝাঁপ দিয়েছে, একটু দেরি হলে এতক্ষণে ঝাঁঝরা হয়ে যেত।

মাটিতে পড়েই কয়েক গড়ান খেল ও, তারপর হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল। গাছপালার ফাঁক দিয়ে এক ল্যান্সারকে দেখতে পেল, ওর উদ্দেশে নিশানা করে ফেলেছে, এখনই গুলি করবে। তখনও রাইফেল কাঁধে তুলতে পারেনি জন, কোমরের কাছে রয়ে গেছে।

নিশানা করবার সময় নেই, তবে দরকারও নেই। রাইফেলের মাঘল শুধু সামান্য উঁচু করল ও, খানিকটা পাশ ফিরে আন্দাজের

উপর নির্ভর করে ট্রিগার টেনে দিল। জরুরি মুহূর্তে বা বেকায়দা অবস্থায়ও এভাবে গুলি করবার দক্ষতা আছে ওর, বহু অনুশীলনের ফসল। ব্যথা গেল না। অকস্মাৎ ঝাঁকি খেল লোকটা, যেন পিছন থেকে হ্যাঁচকা টান দিয়েছে কেউ। সটান হেলে পড়ল দেহ। রিফ্লেক্সের কারণে ট্রিগার টেনে দিয়েছে, গুলিটা আকাশের দিকে ছুট দিয়েছে।

জনের কাছাকাছি গাছ থেকে বাকল ছিটাল একটা বুলেট, কাঁচা বাকলের গুঁড়ো এসে পড়ল ওর চোখে-মুখে। গ্রাহ্য করল না, বরং চট করে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় গুলি করল। পঞ্চাশ গজ দূরে ছিল লোকটা, আবার গুলি করতে যাচ্ছে। কিন্তু সুযোগ পেল না, জনের গুলি বিঁধল তার বাহুতে। বুলেটের ধাক্কায় আধ-পাক ঘুরে গেল লোকটার দেহ।

ঝাটিতি উঠে দাঁড়িয়ে এবার ঢাল ধরে ছুটল জন, লম্বা কদম ফেলছে। উরুতে টান পড়ছে, ব্যথাও বোধ হচ্ছে; কিন্তু এখন প্রাণ নিয়ে টানাহেঁচড়া, সামান্য ব্যথা নিয়ে ভাববার ফুরসত কোথায়?

ছুটতে ছুটতে দু'বার মুখ খুবড়ে পড়লেও সামলে নিল। একবার হাত থেকে রাইফেল ছুটে গেল, ওটা আবার উদ্ধার করল। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে বলে হাঁপিয়ে উঠল, বাতাসের অভাবে রীতিমত যন্ত্রণা হচ্ছে ফুসফুসে। ঢাল ধরে ছুটতে হচ্ছে বলে ধকল দ্বিগুণ হচ্ছে, পাহাড়ি উচ্চতাও নিয়ামক হিসাবে কাজ করছে।

গাছের কোন মূল ছিল বোধহয়, খেয়াল করেনি জন, পায়ের সঙ্গে বেধে চিৎপটান হয়ে গেল। ব্যাপারটা শাপেবর হয়ে দেখা দিল। এক হাত দূরে ভোঁতা শব্দে মাটিতে বিঁধল ঘাতক বুলেট। মাটির সঙ্গে সংঘর্ষে তীব্র ব্যথা বোধ করল জন, কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে হজম করল, তারপর গড়িয়ে দিল দেহ। একটা ঝোপের নীচে গিয়ে ঢুকল। না-থেমে হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের ওপাশে চলে এল।

উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটল।

প্রতিপক্ষ সংখ্যায় অনেক বেশি। তা ছাড়া, ঢালের উপর দিক থেকে আসা লোকগুলোও লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে এখন। কাছে চলে এসেছে তারা। জনকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে, বৃত্তটা ছোট করে আনছে ক্রমশ।

জন খেয়াল করল এখন ওর ডানে-বামে দু'দিকে রয়েছে শত্রুরা। অন্ধের মতো, অনুমানের উপর দু'দিকেই কয়েকটা গুলি পাঠিয়ে দিল। তারপর ঝাঁপ দিল আরেক ঝোপ লক্ষ্য করে। ওর চারপাশে গুলির তুবড়ি ছোটাচ্ছে দুই পক্ষ।

যা পরিস্থিতি, জনকে গুলি করতে গিয়ে একে অন্যের বুলেটে ধরাশায়ী হতে পারে দুটো পক্ষ। অন্তত একটা-দুটো বুলেট যদি লক্ষ্যে পৌঁছায়, মন্দ হয় না!

আর্তনাদ করে উঠল একজন। পরপরই গুলির তুবড়ি কমে এল। সতর্ক হয়ে গেছে ওরা, বিপদ টের পেয়েছে। লড়াইয়ের তীব্র উত্তেজনা, জনের প্রতি জেদ বা আক্রোশ এবং জনের ঝটিতি অবস্থান পরিবর্তনের কারণে বিপদ ঠাহর করতে পারেনি। চেষ্টা করে একে অন্যকে ডাকাডাকি করেছে ওরা, জায়গা বদল করতে নির্দেশ দিচ্ছে—শুনতে পেল জন।

ওর অবস্থান ফাঁস হয়ে গেছে বটে, শত্রুপক্ষ জানে কোথায় আছে জন, কিন্তু নিখুঁত নিশানায় গুলি করতে পারছে না। শুকনো খাঁড়ির মতো নিচু জমির সুবিধা এখনও পাচ্ছে ও। হাঁচড়েপাঁচড়ে সরে যাচ্ছে।

হরিণের ট্রেইলের মতো অস্পষ্ট পথ ওটা।

ঢালের উপরে একটা রাইফেল গর্জে উঠল, সামনে কোথাও। তীক্ষ্ণ স্বরে চেষ্টা করে উঠল কেউ। ভেজা বোল্ডার পেরোনোর সময় পিছল খেল, ওপাশের নরম বালির উপর মুখ খুবড়ে পড়বার আগে টলমল পায়ে চার কদম ফেলল। সংঘর্ষের চোটে ফুসফুস থেকে এক লহমায় বেরিয়ে গেল সব বাতাস। জনের মনে হলো ফুসফুস ফেটে গেছে।

ভয়, আশঙ্কা আর উদ্বেজনার কারণে উরুর ব্যথা ভুলে গেছে ও, কিন্তু টের পাচ্ছে ফের রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। ট্রাউজারের পা ভেজা ভেজা লাগছে, গড়িয়ে পড়া রক্ত বুটে ও পায়ে অস্বস্তিকর অনুভূতি তৈরি করছে, যদিও এর কিছু অংশ বৃষ্টির পানি।

আবার প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু হয়েছে। নির্ঘাত জেনিফার যোগ দিয়েছে লড়াইয়ে। জনের উপর ও সামনে আর কারও থাকবার কথা নয়।

রক্তপাত হচ্ছে, শরীর বিধ্বস্ত...কিন্তু সবকিছু অগ্রাহ্য করে হামাগুড়ি দিতে শুরু করল জন। এখানে থাকলে নির্ঘাত মারা পড়বে। শত্রুপক্ষের সাড়া পাচ্ছে, চারপাশ থেকে এগিয়ে আসছে ল্যান্সাররা!

সামনে দুটো বোল্ডার দেখে গতি বাড়াল ও। আড়াল পাবে।

দুই বোল্ডারের মাঝখানে পৌঁছতে ভোজবাজির মতো উদয় হলো এক শত্রু। যেহেতু প্রতিপক্ষ প্রায় ঘিরে ফেলেছে ওকে, এমন কিছু হতে পারে ভাবছিল বলে চমকায়নি জন, বরং তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হলো।

রাইফেলের বাঁট চালাল ও, কিন্তু এক হাতে ধরা ছিল বলে আঘাতটা জুতসই হয়নি; তবে লোকটাকে হতচকিত করে দিয়ে কিছুটা সময় পেতে ইচ্ছুক।

দু'হাতের থাবায় রাইফেলটা চেপে ধরল সে। গায়ের জোরে কেড়ে নিতে চাইল। এবারও কৌশলে তাকে টেক্কা দিল জন, নিজের দিকে না-টেনে বরং লোকটার দিকে ঠেলে দিল রাইফেল। একইসঙ্গে পা তুলে সপাটে বুট চালাল শত্রুর খুতনিতে। অস্ফুট স্বরে গুড়িয়ে উঠল লোকটা, পিছনে হেলে পড়ল। হ্যাঁচকা টানে তার হাত থেকে রাইফেল ছুটিয়ে নিল জন।

গড়ান খেয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা, প্রবল শঙ্কা নিয়ে তাকাল জনের দিকে। হাত চলে গেছে হোলস্টারে। সমগ্র এটিকে যাওয়া একটা মুহূর্ত, সবকিছু যেন থমকে গেছে ওদের চারপাশে।

দয়া-মায়া দেখানোর সময় নয় এটা, জানে জন। হয় মারো নয়তো মরো—পরিস্থিতি। দু'হাতে রাইফেল চালান, বাঁট নামিয়ে আনল লোকটার মুখে। রক্ত-মাংসের সঙ্গে রাইফেলের সংঘর্ষে কুৎসিত আওয়াজ হলো, ঢলে পড়ল লোকটা। হয় চেতনা হারিয়ে ফেলেছে, কিংবা পরপারে চলে গেছে, পরখ করবার গরজ অনুভব করল না। সময় কোথায়?

বড়বড় শ্বাস ফেলছে ও, সতেজ পাহাড়ি বাতাসে বুক ভরে নিতে চাইছে। হাঁপরের মতো ওঠা-নামা করছে বুক। শুয়ে থেকে গানবেল্ট থেকে কার্তুজ বের করে রাইফেলের চেম্বার পূর্ণ করল। খেয়াল করল ওর বেল্টের অনেক লুপ খালি হয়ে গেছে। অগত্যা হাত বাড়িয়ে লোকটার গানবেল্ট খুলে নিল।

বৃষ্টি আবারও শুরু হয়েছে। জোরেসোরে পড়ছে এখন। সাদা একটা পর্দা যেন ঝুলিয়ে রেখেছে সর্বত্র, দৃষ্টিপথে মিহি চাদরের মতো ঝুলে আছে। গোলাগুলিতে সামান্য বিরতি পড়েছে, হয়তো বৃষ্টির কারণে। আশপাশে কারও সাড়া বা নড়াচড়া নেই। বৃষ্টি যেন সবকিছু স্থবির ও শ্লথ করে দিয়েছে। ধীরগতিতে উপরে উঠছে জন, হামাগুড়ি দিয়ে চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছাতে চাইছে। দীর্ঘ নালার এখানে-সেখানে ঝোপঝাড় ছাড়াও বিভিন্ন সাইজের মসৃণ পাথর পড়ে আছে। নালার সব পৃষ্ঠ প্রায় সমতল, ছুটন্ত পানি ও গড়ানো পাথরের সংঘর্ষে ক্রমে মসৃণ হয়ে উঠেছে।

একবার ঝোপঝাড় পেরোনোর সময় দারুণ দুর্বল বোধ করল, আচ্ছন্ন হয়ে গেল সমস্ত অনুভূতি। জনের মনে হলো বোধহয় মূর্ছা যাচ্ছে। বিপদ! অজ্ঞান হয়ে গেলে সেই জ্ঞান আর ফিরে আসবে না, চিরস্থায়ী করে দেবে ল্যাস্কাররা। মনের উপর জোর খাটিয়ে নিজেকে সজাগ রাখল জন, আচ্ছন্নতা ও দুর্বলতাকে তুচ্ছ বিবেচনা করল; যেভাবে হোক, প্রবল মনের জোরে সচেতন রাখল নিজেকে।

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল আগের মতোই।

ল্যাস্কারদের বেশিরভাগ এখন ওর পিছনে চলে এসেছে, নালা ধরে অনুসরণ করছে। জনের পিছন ফিরে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করেছে। ফিরে নাও যেতে পারে, হয়তো সুযোগই পাবে না জন, কিন্তু সব দিক বিবেচনা করে এটাকে মোক্ষম চাল বলে মনে করেছে শত্রুরা। পিছন ফিরে যাওয়ার পথ আটকে ফেলো এবং ধীরে ধীরে এগিয়ে যাও, কোনভাবে যেন ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে না পারে...বাস, এতেই কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে। শিকার পিছিয়ে যেতে পারবে না, সামনেও পথ বেশি নেই...একসময় প্রবল প্রতিপক্ষের মুখোমুখি পড়ে যেতে বাধ্য।

এভাবে জনকে শিকার করতে চাইছে ল্যাস্কাররা। ধীর, কিন্তু নিশ্চিত পদ্ধতি। কোনরকম তাড়াহুড়ো নেই ওদের আচরণে, সময় নিয়ে উঠে আসছে শুকনো নালা ধরে। ওরা জানে চূড়ার কাছাকাছি গেলে আর সামনে যেতে পারবে না জন। হয় ঘুরে দাঁড়িয়ে শত্রুর মুখোমুখি হবে, নয়তো পর্বতশৃঙ্গ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে।

এগিয়ে আসছে ওরা, শব্দ শুনতে টের পাচ্ছে জন। প্রতিটি ঝোপ বা আড়াল পরীক্ষা করছে। একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে সারাক্ষণ।

পালানোর কোন পথ নেই। সব দিক রুদ্ধ। চাইলে উঠে দাঁড়াতে পারে জন, কিন্তু একাধিক শত্রুর বিরুদ্ধে সুবিধা করতে পারবে না; কিংবা ঝোপঝাড় ও পাথর-বোল্ডারের আড়াল ব্যবহার করে যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে পারে, এবং মওকা পেলে গুলি চালাতে পারে। তবে যাই করুক, ওর পরাজয় এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। আগে-পরে যখনই হোক, একসময় ঠিকই চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করবে ল্যাস্কাররা এবং সেটা খুব বেশি দূরেও নয়, পাহাড়ি চূড়ায় উঠে যাওয়ার আগেই তা ঘটে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

বৃষ্টিতে সিক্ত ন্যাড়া পাথর, খাটো আকৃতির সিডার আর বজ্রপাতে পর্যুদস্ত পাইনের গুঁড়ি দেখে জন অনুমান করল চূড়ার

কাছাকাছি চলে এসেছে। কোথাও কোথাও পাইনের শাখা-প্রশাখা পুড়ে গেছে।

চকিত দৃষ্টিতে চারপাশ দেখে নিল ও। শত্রুপক্ষ যেন তৈরিই ছিল, যেন জানত ঠিক এখানেই মাথা তুলবে জন! চারজন লোক রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে, বড়জোর পঞ্চাশ গজ দূরে, ইতোমধ্যে নিশানাও করে ফেলেছে।

এবার মরণকামড় দিতে হবে! নিজেকে শুধাল জন। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হলে এ মুহূর্তে ভেক্সি দেখাতে হবে।

ঝটিতি একপাশে ঝাঁপ দিল ও, রাইফেল তুলেই গুলি করল একজনকে। মরিয়া চেষ্টায় লেভার টানল, আবার ট্রিগার টিপল। তারপর আবার...

গুলির তুবড়ি ছুটেছে ওর আশপাশে। বুলেট উড়িয়ে নিয়ে গেছে ওর হ্যাট, চাঁদির চামড়া ছিলে বেরিয়ে যাওয়া বুলেট রক্তের ধারা বইয়ে দিয়েছে চোখে-মুখে, ঘাতক বুলেটের ধাক্কায় হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেছে রাইফেল। দু'হাত দূরে গিয়ে পড়েছে রাইফেলটা। হাত বাড়িয়ে ওটা তুলে নিল জন, কপাল থেকে নেমে আসা রক্তের ধারার কারণে দৃষ্টি ঝাপসা দেখাচ্ছে। খেয়াল করল রাইফেলের অ্যাকশন নষ্ট হয়ে গেছে। এখন ওটা স্রেফ রসদ মাল, গদা হিসাবে ব্যবহার করা যাবে শুধু।

রাইফেল ছুঁড়ে ফেলে সিক্সশ্যুটার তুলে নিল জন। অবচেতন মনের টানে বোধহয়, হাঁচড়েপাঁচড়ে বড়সড় পাথরের আড়ালে সরে এল।

উন্মত্ত আক্রোশ বোধ করছে, ফুঁসছে ভিতরে ভিতরে। সেই টেযওয়েল থেকে শুরু, ব্ল্যাক ল্যান্সারের প্রতি ক্ষোভ ও অসন্তোষ কেবলই বেড়েছে। মানুষটা সাক্ষাৎ শয়তান! যেখানেই যায়, অন্যের জন্য অশান্তি ও সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায় শুধু। এ পর্যন্ত কতজনের ভাগ্য বা নিয়তি যে বদলে গেছে ব্ল্যাকের কারণে!

নিশানা

পিটার হ্যানলনের ছেলে ও অন্তত ডজন খানেক ত্রু মারা গেছে, খুন হয়েছে লেস ম্যাকক্লেরি, ফিন হ্যাটেন সহ বেশ কয়েকজন। ঈর্ষা ও লিপ্সা চরিতার্থ করতে গিয়ে বিনিময়ে মূল্যও দিতে হয়েছে তাকে। হারিয়েছে আত্মীয় বা বন্ধুদের। কিন্তু তবুও যেন কিছুতে থামবে না লোকটা।

আসলে ব্ল্যাকের মতো লোক কখনও থামতে জানে না। অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো পর্যন্ত থামবে না কখনও। সেজন্য চরম হঠকারী বা বেপরোয়া হতেও কুণ্ঠা বোধ করবে না। পাইকারি হারে খুন-জখম চালাবে। যেমন করছে এখানে বা গ্রীনহর্নে আসবার পথে।

ব্ল্যাককে থামাতে হবে। যে-কোন মূল্যে। ন্যায়, সমাজ ও সভ্যতার স্বার্থে এমন বিপজ্জনক মানুষকে জয়ী হতে দেওয়া যায় না।

শুকনো নালা ধরে নেমে এল একজন। হিসাবে সামান্য ভুল করে ফেলেছে সে, ভাবেনি ঝুরঝুরে মাটিতে বুট পিছলে যেতে পারে, দড়াম করে আছড়ে পড়ল। পড়ন্ত অবস্থায় পাথুরে কিনারা খামচে ধরল, চার হাত-পা ব্যবহার করে নিজের পতন রোধ করতে চাইল। কিন্তু সফল হলো না, বরং আলগা নুড়িপাথরের তুবড়ি ছুটিয়ে নীচে নেমে যেতে থাকল সে।

লোকটার পতন ত্বরান্বিত করল জন। শার্টের উপরের দুটো বোতাম খোলা, গলার নীচে শার্টের দুই প্রান্ত মিলে V তৈরি করেছে। বুলেটটা ঠিক V-এর কেন্দ্র বরাবর পাঠিয়ে দিল জন।

পাশ দিয়ে লাশটা পেরিয়ে যাওয়ার সময় থাবা দিয়ে লোকটার রাইফেল ধরতে চাইল জন, কিন্তু সফল হলো না। মাযল ছুঁতে পারল মুহূর্তের জন্য, খামচে ধরবার আগেই ওর আঙুলকে ফাঁকি দিয়ে নীচে চলে গেল ওটা। অনেক নীচে, পাথরের বুকে আছড়ে পড়বার ধাতব শব্দ শোনা গেল একটু পর।

চূড়ার কাছাকাছি, কিংবা চূড়ার উপর প্রচণ্ড গোলাগুলি হচ্ছে।

শব্দ শুনে তাই মনে হলো জনের। অন্তত কয়েকজন। এর তাৎপর্য শঙ্কিত করল ওকে। জেনিফারকে চেপে ধরেছে শত্রুরা!

অপেক্ষায় থাকল জন। ধারে-কাছে শত্রুদের কথাবার্তা কানে আসছে, নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে। জনকে খুঁজছে, কিন্তু ওর নিশ্চিত অবস্থান জানে না কেউ। ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা পাথর আর বোল্ডারের কৃতিত্ব এতে, জনের নিজস্ব ভূমিকা নেই। অতি উৎসাহী হয়ে ওঠা এক সঙ্গীর পরিণতি দেখে আরও সতর্ক হয়ে গেছে ওরা, ঝুঁকি নিয়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসতে বা জনের উপর চড়াও হতে অনিচ্ছুক হয়ে পড়েছে...

জনও স্বস্তি বোধ করছে। যেভাবে হোক, হায়েনার দল কিছুটা অনীহা বোধ করছে—সাময়িক হলেও—তাতেই খুশি। কিছু সময় পাওয়া গেছে। এর মধ্যে যদি গুছিয়ে নিতে পারে...

নিজের দিকে মনোযোগ দিল ও। হাতড়ে কপালের উপর ক্ষত খুঁজে পেল একটা। গুরুতর নয়, চাঁদির চামড়া ও হাড়ে আঁচড় কেটে চলে গেছে; তবে রক্তক্ষরণ হচ্ছে এখনও। পড়ে যাওয়া হাঁটু ও কনুইয়ের কয়েক জায়গায় ছড়ে গেছে, হামাগুড়ির কারণে করুণ দশা হয়েছে। কোনটাই দুশ্চিন্তা করবার মতো নয়। ছড়ে যাওয়া স্থানগুলো জ্বালা করছে, এই যা। আর কোন অসুবিধা বোধ করছে না।

দুর্বলতা, উদ্বেগ আর ক্লান্তি এখন ওর বড় শত্রু। এমনকী ব্ল্যাক ল্যান্সারদের চেয়েও। উচ্চতার কারণে কনকনে ঠাণ্ডা লাগছে এখানে, তীব্র শীত গায়ে কাঁপ ধরিয়ে দিচ্ছে।

মিনিট কয়েকের জন্য বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, কারণ অনেকক্ষণ কিছু মনে করতে পারল না। পরে যখন চেতনা ফিরে পেল, অনুভব করল ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছে। বৃষ্টি হচ্ছে বলে তাপমাত্রা আরও নেমে গেছে, বাতাস তো আছেই। তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে এখন। আশ্রয় বলতে যা বোঝায়, তার কিছুই নেই; স্ল্যাব আকৃতির একটা বড়সড় পাথরের কিনারার নীচে পড়ে আছে ও, নিশানা

সামান্য হলেও বৃষ্টির আঁচ গায়ে লাগছে না।

হাত বাড়িয়ে পিস্তল দুটো পরখ করল ও। জায়গামত আছে। কোমরের বেলেটে গুঁজে রাখা পিস্তলটা কোন্ ফাঁকে পড়ে গেছে, কে জানে! একটা গুলি করেছিল ডানের কোল্ট থেকে। চেম্বার খুলে, খোসা ফেলে তাজা কার্তুজ ভরে রাখল।

সতর্ক মানুষ পিস্তলের চেম্বার কখনও খালি রাখে না।

কান খাড়া জনের। ঠাণ্ডার সঙ্গে রীতিমত যুজছে, দাঁতে দাঁত বাড়ি খাওয়া ঠেকিয়ে রেখেছে বহু কষ্টে। বৃষ্টিবিঘ্নিত আবহাওয়ার কারণে সূর্য আড়ালে পড়ে গেছে। সন্ধ্যা না-হলেও পরিবেশে সেই পূর্বাভাস। অন্তত বৃষ্টির কল্যাণে।

শঙ্কিত বোধ করল জন। এত উচ্চতায়, এই ঠাণ্ডার মধ্যে রাত কাটাতে হবে ভাবলেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। চরম দুর্ভোগ আছে কপালে!

অনেকক্ষণ হয়ে গেল অথচ সাড়া নেই শত্রুদের! ব্যাপারটা ধন্দে ফেলে দিল জনকে। ব্যাপার কী? ব্যাটারা সব ভদ্রলোক হয়ে গেল কেন? নির্ঘাত বদ মতলব ফেঁদে বসেছে ব্ল্যাক! ঢালের আশপাশে কারও দেখা নেই, কেউ এমনকী উঁকিও দিচ্ছে না, সাড়াশব্দ নেই। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক বটে।

এদিকে জেনিফারের রাইফেলও চুপ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সাড়া নেই মেয়েটার। কোন অঘটন ঘটে গেল?

আবছা অন্ধকারে দৃষ্টি চালাল জন। কোথাও কেউ নেই, কোন নড়াচড়াও নেই। লাগাতার বৃষ্টি পড়ছে, মাতাল বাতাসে দুলছে ঝোপঝাড় ও খাটো আকৃতির সিডারগুলো, শনশন শব্দ উঠছে। ক্ষণে ক্ষণে পাথর গড়াচ্ছে। বাতাসের শৌ শৌ শব্দ এত তীব্র যে জনের আশঙ্কা হলো ঝড় হচ্ছে বোধহয়।

এভাবে খোলা জায়গায় টিকে থাকা সম্ভব হবে না। যদি ব্ল্যাক ল্যান্সারদের ফাঁকি দিয়ে বেঁচে থাকতেও পারে, ঝড়-বৃষ্টির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে হবে। কপালে যাই থাকুক, শিগ্গিরই

একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে। এই তীব্র ঠাণ্ডায় বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না।

ঢাল বরাবর একটু নীচে গুচ্ছাকারে বেড়ে ওঠা পাইনের সারি রয়েছে, খাটো ও শ্রীহীন কাঠামো। খর্বাকৃতির ঘাস আর ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা বোল্ডার তো আছেই। এর কোনটাই আশ্রয় হিসাবে ব্যবহার করবার মতো নয়। ঢালের উপরের দিক তুলনামূলক আরও ন্যাড়া। পাহাড়ি নালা, যেটা ধরে প্রায় ষাট গজ উঠে এসেছে জন, ওটা শুরু হয়েছে ক্লিফের কিনারে।

নালা পেরিয়ে যদি ক্লিফে উঠে যেতে পারে, হয়তো কোন আশ্রয় মিলতেও পারে, ভাবল জন। তবে ব্যাপারটা বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ, যেহেতু ক্লিফের উপর শত্রুপক্ষের থাকবার সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত। অন্তত তাই ভাবছে জন। যা পরিস্থিতি, ওকে দাবড়ে না-বেড়িয়ে বরং ক্লিফের উপর অপেক্ষায় থাকলেই হলো, নালা পাড়ি দিয়ে চূড়ায় উঠে যাবে জন এবং ল্যান্সারদের অস্ত্রের মুখে পড়বে।

ব্ল্যাক ল্যান্সারের জায়গায় নিজে হলেও তাই করত ও।

চরম বিপদ হতে পারে, কিন্তু যেতেই হবে। দুটো কারণে। তীব্র ঠাণ্ডা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে মাথা গুঁজবার একটা ঠাই খুঁজে বের করতে হবে, এবং জেনিফারকে উদ্ধার করতে হবে। জন প্রায় নিশ্চিত যে এতক্ষণে ল্যান্সারদের হাতে বন্দি হয়ে গেছে মেয়েটা, যদি না ইতোমধ্যে পটল তুলে ফেলে।

এখন আর নীচে নেমে যাওয়া সম্ভব হবে না। একে শরীরে অত শক্তি নেই, তায় এদিকেও শত্রুরা রয়েছে। ওরা চায় ঢাল পেরিয়ে চূড়ায় উঠে যাক জন, সম্ভবত এজন্যই মরিয়া হামলা করেছে না এখন, বরং প্রায় আপসে ওকে উঠতে দিচ্ছে।

যদি সত্যি হয়ে থাকে ব্যাপারটা, মোক্ষম ঢাল দিয়েছে ব্ল্যাক। সে ঠিকই অনুমান করে নিয়েছে নিজের দশা যত খারাপই হোক কিংবা বিপদের যত সম্ভাবনাই থাকুক, জেনিফারকে উদ্ধার নিশানা

করবার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে জন, বিপদ বা বাধা গ্রাহ্য করবে না। কোন কিছুই আটকাতে পারবে না ওকে।

সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ সারতে দেরি হলো না জনের, দ্বিধা করল মুহূর্তের জন্য—তাও স্রেফ ওর অনুমানের সম্ভাব্যতা নিয়ে—সত্যি চুড়ায় আছে ব্ল্যাকরা? জেনিফার বোধহয় বন্দি হয়েছে। সেক্ষেত্রে, মেয়েটাকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে ওকে কজা করতে চাইবে।

চাক, তাতে খোড়াই পরোয়া করে জন। আজ হয়তো মরণই লেখা রয়েছে কপালে, সেটা ল্যাস্কারদের গুলিতে হলো না ঠাণ্ডায়, তাতে কীই বা যায়-আসে? এমন কোন পার্থক্য নেই দুটোয়। শুধু একটা ব্যাপার ছাড়া। ঠাণ্ডায় ধুঁকে ধুঁকে মরবার চেয়ে বরং জেনিফারকে উদ্ধার করতে গিয়ে ব্ল্যাকদের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে মৃত্যুই ওর কাছে শ্রেয়তর। কারণ সেটা সম্মানের, অহম আর মর্যাদার।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যেতে মামুলি আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এল জন, হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল। বেশ, ল্যাস্কাররা না-হয় তৈরি থাকল, কিন্তু এটা তো জানে না যে জন ওদের তৎপরতা আঁচ করতে পেরেছে। ওকে চমকে দেবে বলে অপেক্ষা করছে। করুক! নাটকে বিহ্বল দর্শক নয়, বরং সক্রিয় ও হিংস্র শিকারী বনে যাবে জন। ঘুণাঙ্করেও হয়তো সেটা আশা করছে না ওরা। পাল্টা চমক হয়ে যাবে তাতে লড়াইয়ের ফল বদল হবে না, কিন্তু নিজে মরবার আগে আরও দু'একটা খাড়ি শয়তানকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিতে পারবে।

ভেজা এক বোল্ডার পেরিয়ে গেল জন। পাহাড়ি ঢাল্লে মরা গাছপালা পড়ে আছে, সব ধূসর রঙ ধারণ করেছে আবহাওয়ার কল্যাণে। পনেরো ফুট এগিয়ে যাওয়ার পর দম নিতে থামল জন, তীব্র ব্যথায় চোখে আঁধার দেখছে।

মিনিট কয়েক বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা করল।

নালার প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে। আশপাশে শত্রুরা আছে, অবচেতন মন থেকে টের পাচ্ছে ও। এখন খিঁচে দৌড়া দেওয়া উচিত, এক ছুটে নালা পেরিয়ে চূড়ায় পৌঁছে গেলে হয়তো বিপদ কেটে যাবে—বিশেষ করে নীচ থেকে আসা শত্রুদের এড়াতে পারবে; কিন্তু উপায় নেই। বিক্ষত পা নিয়ে দৌড়ানো সম্ভব হবে না।

ঠাণ্ডায় কাবু হয়ে পড়েছে জন। হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, সাড়া কমে গেছে আঙুলে। ঠকঠক করে কাঁপছে পুরো দেহ। দাঁত কপাটি লেগে যাওয়ার দশা। যেভাবে হোক চূড়ায় উঠতে হবে।

নালা বরাবর চূড়া পর্যন্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিল ও। ত্রিশ কদম বাকি রয়ে গেছে। হ্যাঁ, চূড়া আর বর্তমান অবস্থানের মাঝে তাই দূরত্ব, তবে ওর শারীরিক অবস্থার কথা চিন্তা করলে সেটা তিন মাইলের সমান। ভাগ্য সহায় থাকলে হয়তো পৌঁছতে পারবে...

অপেক্ষা করে লাভ নেই। লম্বা দম নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করল জন, তারপর প্রায় ছুটে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। অক্ষত পায়ে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটল চূড়ার দিকে। আহত পা টেনে নিয়ে এগোচ্ছে প্রতিবার। তীব্র ব্যথার স্রোত ছড়িয়ে পড়ল পায়ে, কিন্তু গ্রাহ্য করল না।

মনে করেছিল পারবে না, কিন্তু বাস্তবে কোনরকম বাধা ছাড়াই চূড়ায় পৌঁছে গেল। আশ্চর্য ব্যাপার, একটা গুলিও ছুটে এল না! নীচে ওকে খুন করবার জন্য হন্যে হয়ে পড়েছিল এক ডজন লোক, অথচ খোলা জায়গা ধরে আসবার পরও কেউ গুলি করল না। চাইলে বোধহয় পিঠ ঝাঁঝরা করে দিতে পারত।

এটাই আশা করেছিল জন, এবং চূড়ায় পৌঁছে, হাঁপিয়ে ওঠা ফুসফুস বাতাসের অভাবে যখন আইটাই করছে কিংবা ব্যথাতুর ও ক্লান্ত পা যখন দারুণ পর্যুদস্ত ও চলৎ-শক্তিহীন হয়ে পড়েছে, তখন নিজের অনুমানের নির্ভুলতা আবিষ্কার করল।

প্রায় দুই গণ্ডা লোক রয়েছে। গুনতে গেল না জন, এমন পরিস্থিতিতে গুনতে যায় না কেউ, বরং ধাক্কাটা সামলে নিতে গিয়ে হিমশিম খায়। ভাগ্যিস, এমন কিছু হতে পারে ভেবেছিল, নইলে স্রেফ হতবিস্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত এখন!

জেনিফারও আছে, চোখের কোণ দিয়ে একপাশে দেখতে পেল মেয়েটাকে। হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা, নোংরা হাতে ওর মুখ চেপে ধরেছে এক লোক, যাতে চিৎকার করে জনকে সতর্ক করতে না-পারে।

ছয়-সাতজন, অনুমান করল জন। ব্ল্যাকও আছে। নেতা না-থাকলে এমন আয়োজন সার্থক হয় কী করে?

স্মোক ট্যাবেটও আছে।

আগ-পাছ ভাবনা, সুস্থির চিন্তা করা কিংবা ইতিকর্তব্য স্থির করা এখন স্রেফ নিরেট বোকামি। ফুরসত কোথায়? এমন অবস্থায় লোকে বিস্কোরিত হয়, উন্মত্ত আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বিপদ বা ঝুঁকি নিয়ে পরোয়া করে না। চোখের সামনে আয়রাইলকে দেখতে পাওয়ার মতো পরিস্থিতি, যেহেতু ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলেও গুলি খাবে, পাল্টা লড়তে গেলেও তাই হবে।

এরা প্রত্যেকে তৈরি। ওরই অপেক্ষায় ছিল। কৌশলে জনকে তুলে এনেছে চূড়ায়। এখন শুধু নিখুঁত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করা বাকি।

ভিজে কাদা হয়ে গেছে জন, ক্লান্ত ও পর্যুদস্ত, ব্যথায় কাতর ও জর্জরিত। ধাওয়া খেয়ে খেয়ে তিরিষ্কি হয়ে গেছে মেজাজ, সপ্তমে চড়ে গেছে; অধৈর্য লাগছে—এসব আর ভাল লাগছে না। অন্তস্তলে তীব্র ক্ষোভ ও বিদ্বেষ অনুভব করছে। সমস্ত উদ্বেগ, দুর্ভোগ, ক্রোধ এবং বিদ্বেষ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল, আক্রোশের বিস্ফোরণ ঘটল ওর মধ্যে, রীতিমত প্রতিহিংসা বোধ করল মানুষগুলোর প্রতি। এদের কারণে প্রায় একটা মাস ভোগান্তি যাচ্ছে, খুন হয়ে গেছে নিরীহ কয়েকজন ভালমানুষ,

জিম্মি হয়ে পড়েছে ম্যাকক্লেরি, পুরো তল্লাটে অসন্তোষের আগুন জ্বলছে...

আজ সব লেনদেন চুকিয়ে দেওয়ার দিন!

ল্যাস্কাররা ভেবেছিল কৌশলে জনকে পাহাড়ের চূড়ায় এনে গ্যাঁড়াকলে ফেলে দিতে পেরেছে, বিশেষ করে জেনিফারকে যেহেতু বন্দি করতে পেরেছে...বজ্রাহতের মতো হতভম্ব হয়ে পড়বে জন। কিন্তু ঘুণাঙ্করেও যা আশা করেনি চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও খুনে মানসিকতা নিয়ে রুখে দাঁড়াবে শিকার।।

হোলস্টারে ছোবল মারল জন। চোখ ধাঁধানো ক্ষিপ্ততায় তুলে নিল ভয়ঙ্কর কোন্ট। তাড়াখাওয়া, বিপর্যস্ত জন ক্যালকিন তখন হয়ে গেছে সাক্ষাৎ যমদূত, নিষ্ঠুর ও বেপরোয়া এক বন্দুকবাজ; নিজের প্রাণের মায়া ওর নেই এখন, স্রেফ বিষাক্ত প্রতিহিংসা ও ঘৃণা নিয়ে মুখোমুখি হয়েছে শত্রুপক্ষের, এদের অনিবার্য পতন ত্বরান্বিত করতে উন্মুখ ও অধীর।

ফাঁদে পড়িয়া বগা কান্দে-র অবস্থা হওয়া উচিত জনের, অন্তত তাই মনে করছে ল্যাস্কাররা। উৎফুল্ল, সন্তুষ্ট ওরা; জনকে শেষপর্যন্ত বাগে পেয়েছে ভেবে আল্লাদে আটখানা।

পিস্তলে বেশিরভাগ লোকের নিশানা করা লাগে না, হোলস্টার থেকে বের করে স্রেফ আঙুল তাক করবার মতোই ট্রিগার টেনে দেয়, বিশেষ করে এমন জরুরি মুহূর্তে যখন সেকেণ্ডের ভগ্নাংশও অতি মূল্যবান এবং প্রতিপক্ষে দলে ভারী। এ অবস্থায় সব হিসাব-নিকাশ বা সমীকরণ ওলটপালট করে দেওয়ার প্রয়োজনীয় একটা রসদ অবশ্য জন পেয়ে গেছে—প্রতিপক্ষ ওকে ফাঁদে ফেলেছে বটে, কিন্তু নিজেরাই অপ্রস্তুত, অন্তত কয়েক মুহূর্তের জন্য। এটাই ওর পক্ষে কাজ করবে।

ল্যাস্কারদের কেউ কেউ পিস্তল বাগিয়ে ধরে আছে বটে, কিন্তু আদপে পুরোপুরি তৈরি নয়। অন্তত কয়েকটা মুহূর্ত বাড়তি সময় নিশানা

পেয়ে গেল জন। সংক্ষিপ্ত, গুরুত্বপূর্ণ ও মহামূল্যবান মুহূর্ত, যার পূর্ণ সদ্যবহার করে অসম লড়াইয়ের পাল্লা নিজের দিকে টেনে নিয়ে আসতে সক্ষম হলো।

হোলস্টার থেকে পিস্তল দুটো মুক্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা শুধু, তারপর একের পর এক গুলি চালান জন। নির্বিচারে। সবাই শত্রু, তাই কাউকে খাতির করবার প্রশ্ন আসে না। কোমরের কাছ থেকে কমলা আগুন ওগরাচ্ছে ওর দুই কোল্ট। পিস্তলের নল সামান্য এদিক-ওদিক নেড়ে, টার্গেট চোখে পড়া মাত্র ট্রিগার টানছে জন। যা পরিস্থিতি, কোন কিছু চিন্তা-ভাবনার ফুরসত নেই; তবে এর ভয়াবহতা বা ভয়ঙ্করত্ব সম্পর্কে জানা বিলকূল আবশ্যিক, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা সহজাত প্রবৃত্তি বশে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্ৰতায় সক্রিয় হতে হবে...এবং ক্ষণে ক্ষণে, পরিস্থিতির বদলের সঙ্গে সঙ্গে ইতিকর্তব্যও স্থির করতে হবে।

মরণপণ লড়াইয়ে এই হয়।

বাছ-বিচার করবার সময় নেই, তাই হাতের ডানে এবং প্রায় মুখোমুখি অবস্থানে থাকা লোকটাকে দিয়ে মরণযজ্ঞ শুরু করল জন। ফলাফল দেখবার ঝামেলায় গেল না, সেই ফুরসতও নেই; পিস্তলের নল সামান্য সরিয়ে আবার ট্রিগার টিপল।

জেনিফারকে জাপটে ধরে রেখেছিল স্মোক ট্যাবেট। জন গুলি শুরু করবার পরমুহূর্তে, অজান্তে মনোযোগ সরে গেল ট্যাবেটের, হাতের বাঁধন আলাগা হয়ে গেল, পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে। সুযোগের সদ্যবহার করল জেনিফার, ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। ধস্তাধস্তির কারণে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল ট্যাবেট।

ট্যাবেট যখন নিজেকে সুস্থির করতে সক্ষম হলো, ততক্ষণ তার পাশে আরও দু'জনের লাশ পড়ে গেছে। রাইফেল হতে ছিল তাদের, কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতা আর জনের চোখ ধাঁধানো ক্ষিপ্ৰতায় বেকুব বনে গেছে, কিছু বুঝবার বা সক্রিয়

হওয়ার আগে বুকে বুলেট বিঁধেছে। ঢলে পড়ে গেছে কাটা কলা গাছের মতো।

জন টের পেল আরও একজন লড়াইয়ে অংশ নিয়েছে, সমানে গুলি করছে ল্যান্সারদের উপর। ব্ল্যাকের এক স্যাঙাৎকে গুলি করবার সময় চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল জেফকে। ঢালের একেবারে উপরে, ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বার বার গর্জে উঠছে ওর হাতের পিস্তল, কমলা আগুন ওগরাচ্ছে।

নিদারুণ স্বস্তি অনুভব করল জন। জেফ সম্পর্কে ওর ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত হয়নি, বরং একেবারে মোক্ষম সময়ে হাজির হয়ে গেছে যমদূতের মতো। ল্যান্সারদের জন্য মরণ ডেকে এনেছে।

যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ শেষ হয়ে গেল লড়াই। ক্ষণিকের জন্য নীরব হয়ে গেল চারপাশ। তারপর কাছের ঝোপে হুড়োহুড়ির শব্দ শোনা গেল। কেউ বোধহয় পালিয়ে যাচ্ছে। আওয়াজ শুনে জন অনুমান করল একাধিক লোক।

এবার ভুতুড়ে নীরবতা নেমে এল।

সহসা জন টের পেল পাথুরে জমির উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে ও, পিঠে বৃষ্টির বড়বড় ফোঁটা পড়ছে। অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে আসছে ক্রমশ, সারা দেহে তীব্র ব্যথার স্রোত টের পাচ্ছে। সহজাত প্রবৃত্তি বলছে গুলি খেয়েছে ও, কিন্তু কখন জানে না। টের পায়নি। কখন পড়ে গেছে তাও জানে না। জেফের দিকে তাকানোর পরপরই বোধহয় গুলি খেয়েছে, কারণ সামান্য সময়ের জন্য হলেও মনোযোগ সরে গিয়েছিল, অসংখ্য শত্রুর মধ্যে কেউ ওকে বেঁধাতে সক্ষম হয়েছে। একাধিক গুলি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

চেতনা হারিয়ে ফেলল জন। চোখ মেলে যখন তাকাল আবার, মনে হলো কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। টের পেল এবার চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। দৃষ্টি ঘুরিয়ে চারপাশে তাকাল।

এক পাশে ফায়ারপ্লেস আলো আর উষ্ণতা ছড়িয়ে দিচ্ছে পুরো ঘরে। পাহাড়ে নয়, সাজানো-গোছানো একটা কামরায় আছে এখন! ফায়ারপ্লেসের সামনে গদি-মোড়া একটা চেয়ারে বসে আছে জেনিফার, একদৃষ্টিতে আগুনের দিকে তাকিয়ে। কী যেন ভাবছে। বোধশূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকল জন, মেয়েটির মুখে আগুনের ছায়ার নাচন দেখল, সোনালি চুলে নৃত্য জুড়ে দিয়েছে আগুনের শিখার প্রতিফলন। দারুণ দৃশ্য!

দারুণ মনে হওয়ারই কথা। বিপদ উতরে গেছে, এটাই বড় স্বস্তি ও আনন্দের কারণ। আরামদায়ক কামরায় নিজের উপস্থিতি মানে সমস্ত দুর্ভোগের সমাপ্তি ঘটেছে। জেনিফার বহাল তবীয়তে আছে। সম্ভবত জেফও। অন্যরা?

নিচু ছাদের একটা কেবিনে আছে ওরা, খেয়াল করল জন, অপ্রশস্ত কিন্তু মোটামুটি আরামদায়ক বাল্কে শুয়ে আছে। মেঝের দিকে তাকাতে বেশ কয়েকজনকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখতে পেল। বাতাসে কফির সুবাস। ফায়ারপ্লেসে জ্বলন্ত আগুন আর কয়লা দেখে জন অনুমান করল অনেকটা সময় ধরে এখানে আছে ওরা। কয়েকদিন হবে।

পিস্তলের খোঁজে হোলস্টার হাতড়াল ও। উঁহঁ, কোমরে নেই। শিয়রের পাশে পেল জোড়া কোল্ট, হোলস্টার সমেত। মৃদু শব্দে সংবিৎ ফিরে পেল জেনিফার, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বাল্কের দিকে। জনকে জেগে উঠতে দেখে উজ্জ্বল হয়ে গেল মুখ, চেয়ার ছেড়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল।

‘দরকার ছাড়া কথা বোলো না,’ নিচু স্বরে জানাল মেয়েটি। ‘অন্যরা ঘুমাচ্ছে।’

‘পাহাড়ের চূড়ায় কি জেফই এসেছিল?’ জানতে চাইল জন, নিশ্চিত হতে চায় ঠিক দেখেছিল কি-না। ‘ওর কিছু হয়নি তো?’

‘আছে। যতটা ভাল থাকা সম্ভব। তিনটা গুলি বিঁধেছে ওর শরীরে। একটা পা ভাঙা। সময় লাগলেও সুস্থ হয়ে উঠবে,

অন্তত তাই মনে করছে সবাই। বাবাও আছেন এখানে। টেঙি আর টম তো আছেই।’

‘হোল্ডার?’

‘ও মারা গেছে। খুন হয়েছে।’

‘ব্ল্যাক কোথায়?’

‘পালিয়ে গেছে! তবে অক্ষত যেতে পারেনি। যাদুর বুকেছি, তোমার অন্তত একটা গুলি ওর গায়ে লেগেছে। এরপর আর দেরি করেনি, প্রথম সুযোগে সটকে পড়েছে। তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো ছুটে পালিয়েছে। ব্ল্যাক আসলে কাপুরুষ! অবস্থা বেগতিক দেখে সরে পড়েছে সবাইকে ছেড়ে।’

‘ও তো অমন মানুষ নয়!’

‘বড়বড় কথা বললেই কেউ সাহসী বা বীরপুরুষ হয়ে যায় না,’ তিস্তা শোনাৎ জেনিফারের কণ্ঠ। ‘ওর সব বাহাদুরি কেবল মুখে, তাও যখন চারপাশে চ্যালা-চামুণ্ড থাকে। আসলে ও পুরো কাপুরুষ। যেভাবে পালিয়ে গেল, তাতে...’

‘আমার তা মনে হয় না,’ দৃঢ় স্বরে বলল জন। সত্যি কথাই বলেছে, অন্তত তাই বিশ্বাস করে। ব্ল্যাক ল্যাঙ্কার আর ষাই হোক, কাপুরুষ নয়। মহা ধড়িবাজ, বেপরোয়া, খুনে, জন্মনা আউটল বা অমন হাজার কুখ্যাতি থাকতে পারে ব্ল্যাকের, কিন্তু মোটেই ভিত্তি বা কাপুরুষ নয় সে। লড়াই থেকে পালিয়ে যাবে না। কখনোই নয়। বরং এটা একটা কৌশল হতে পারে। জেনিফার যতই বলুক দৌড়ে পালিয়ে গেছে ব্ল্যাক, যা দেখেছে তাই বলেছে, মিথ্যে হবে না সেটা, কিন্তু জন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটা ব্ল্যাকের পালিয়ে যাওয়া নির্দেশ করলেও আদপে এর গভীরে অন্য কোন তাৎপর্য বা রহস্য রয়েছে। কারণ শত্রুর প্রতি বিষাক্ত ঘৃণা মনে লালন করে ব্ল্যাক, কখনোই থামতে জানে না সে। ক্ষমা, ভয় বা সহানুভূতি কী জিনিস যেমন জানে না, তেমনি লড়াইয়ের মাঝে নিরস্ত হতে বা নিশানা

পিছিয়ে যেতেও সে অনভ্যস্ত । প্রচণ্ড একরোখা ও চরমপন্থী মানুষ সে, শত্রুর শেষ দেখে ছাড়ে । প্রতিহিংসা, রোষ বা জিঘাংসা তার মনে এতটাই দৃঢ় যে কোন অবস্থায়ই তা বিস্মৃত হয় না, বরং সারাক্ষণ নির্জলা অ্যাসিডের মতো ক্রিয়া করে । এর শেষ হয় শুধু নিজের অথবা শত্রুর মৃত্যুর মাধ্যমে । মাঝামাঝি বা অন্য কিছু ঘটে না ।

একটু পরে জন জানতে পারল পাহাড়ের পূর্ব ঢালে এক প্রসপেক্টরের পরিত্যক্ত কেবিন ছিল, ওটা খুঁজে পেয়ে খুশি মনে আশ্রয় হিসাবে ব্যবহার করেছে ওরা । চূড়া থেকে জায়গাটার দূরত্ব বড়জোর আধ-মাইল ।

দেড় দিন ওই কেবিনে কেটে গেল । তৃতীয়দিন দুপুরে মেডানো পাস হয়ে একটা ওয়্যাগন নিয়ে সেখানে পৌঁছতে সক্ষম হলো পিটার হ্যানলন আর টিম রাউডি । গাছের ডাল ও লতা-পাতা সহযোগে স্ট্রেকার তৈরি করল দু'জন, আহত তিনজনকে সরিয়ে নেওয়া হলো তাতে ।

দুই সপ্তাহ পর ট্রেডিং পোস্টের পোর্চে এসে বসতে সক্ষম হলো জন । দীর্ঘদিন বিছানা আর বন্ধ কামরার মধ্যে কাটিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিল, খোলা বাতাসে আসতে পেরে বুক ভরে শ্বাস নিল; পুরো সত্তায় স্বস্তি বোধ করছে । প্রসন্ন দৃষ্টিতে রাস্তায় চলাচলরত লোকদের দেখল । অতি সাধারণ দৃশ্য, কোন বিশেষত্ব নেই এতে, কিন্তু ঠিকই উপভোগ করছে ।

নীল আকাশের সঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়া খাঁজকাটা পাহাড়ের ঝাপসা অবয়ব, পাহাড় থেকে ধেয়ে আসা পাইন সুবাসিত বাতাস, উপত্যকায় ঘন সবুজ লজপোল পাইন ও স্প্রুসের ঝাড়, ঢাল-ভরা সোনালি অ্যাসপেনকুঞ্জ...সবই চমৎকার লাগছে । উপভোগ্য মনে হচ্ছে জীবনটা । বেঁচে থাকা সত্যি আনন্দের, আনমনে ভাবছে জন, বিশেষ করে এমন ভয়াবহ সংঘাতের পর ।

জেফ এখনও বিছানায় আটকা পড়ে আছে, হাঁটবার বা উঠে বসবার মতো সুস্থ হয়নি। আশা করা যায় হপ্তাখানেকের মধ্যে ও হাঁটতে পারবে। হ্যাস ম্যাকক্লেরি অনেকটা সামলে নিয়েছে, যদিও বেশ দুর্বল দেখায় এখনও। টেণ্ডি স্পুনার আর টম বেলিংস, যেমন থাকবার কথা ওদের, বরাবরের মতোই কর্মচঞ্চল, উদ্বীৰ ও কর্মঠ দেখাচ্ছে।

একটু একটু করে সব খবর জানা হয়ে গেল। ল্যান্সারদের তিনজন টেনেসি ফিরে গেছে। টনি ল্যান্সার মারা গেছে...পাহাড়ে খুন হয়েছে। কীভাবে বা কার হাতে, কেউ জানে না। ক্রফটদের লুকিয়ে রাখা গুপ্তধনও খুঁজে পায়নি ব্ল্যাকরা। এর আগেও উচ্চাকাঙ্ক্ষী বহু মানুষ চেষ্টা করেছে, কিন্তু কেউই সফল হয়নি। প্রয়োজনীয় সব তথ্য, ল্যাণ্ডমার্ক ছিল ল্যান্সারদের কাছে, একটা ম্যাপও ছিল, কিন্তু তারপরও গুপ্তধন খুঁজে পায়নি।

‘ক্রফটদের গুপ্তধন বিষয়ক চার চারটা ম্যাপ দেখেছি আমি,’ কথাপ্রসঙ্গে জানাল টিম রাউডি। ‘এর কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই।’

কয়েকদিনের মধ্যে ল্যান্সারদের কাউকে আশপাশে দেখেনি কেউ, যেন উধাও হয়ে গেছে সবাই। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক হলেও কেউ তেমন গুরুত্ব দিল না। এতে অবশ্য স্বস্তিই বোধ করবার কথা সবার। শোনা গেছে ওদের কয়েকজন চলে গেছে টেনেসির দিকে, তবে জন বিশ্বাস করে না সবাই এলাকা ছেড়ে ভেগেছে। বিশেষ করে ব্ল্যাক তো নয়ই। অসম্ভব প্রতিহিংসাপরায়ণ, হিংসুটে ও মারকুটে লোক ব্ল্যাক, মার খেয়ে কোনভাবে মার হজম করবার বা ভুলে যাওয়ার মানুষ নয়। জনের দৃঢ় বিশ্বাস আশপাশে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে সে, সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে।

দু’দিন পরই ওর ধারণা সত্যি প্রমাণিত হলো। খবর এল মার্বেল মাউন্টেনের পাদদেশে ঘাঁটি গেড়েছে ল্যান্সাররা। ব্ল্যাকের নিশানা

সাপ্পাপাজ অনেক কমে গেছে; বিশেষ করে বেশ কয়েকজন বেঘোরে মারা পড়ায় এবং টেনেসি ফিরে যাওয়ায়। অন্তত তিনজন আহত, চলাফেরা করতে সক্ষম; তবে একজনের চোট গুরুতর। কিন্তু এখনও একেবারে কম নয় ওরা এবং সোনার আশাও ছাড়েনি, খর্বশক্তির দল নিয়ে ক্রফটদের গুপ্তধন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

জেফ দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছে। উঠে দাঁড়িয়েছে এবং ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতেও পারে। পাহাড়ে থাকবার সময় গাছের ডাল কেটে তৈরি করা ক্রাচটাই ব্যবহার করছে এখনও। আশা করা যায় হপ্তা খানেকের মধ্যে ওটা ছাড়াই হাঁটতে পারবে।

ইতোমধ্যে পুরো সুস্থ হয়ে উঠেছে ম্যাকক্লেরি। তার মুখ থেকে জানা গেল র‍্যাঞ্চ কী ঘটেছিল।

র‍্যাঞ্চের সাদর অভ্যর্থনাই পেয়েছিল র‍্যাকরা। চেহারা-সুরতে তাদের পছন্দ করতে না-পারলেও মেয়ের খাতিরে ল্যাস্কারদের অতিথি হিসাবে গ্রহণ করেছিল ম্যাকক্লেরি। র‍্যাক তাকে বলেছিল পিছনে ওর সঙ্গীদের সঙ্গে আছে জেনিফার, কয়েকদিনের মধ্যে পৌঁছে যাবে। প্রথমে ওদের আসল উদ্দেশ্য বোঝা যায়নি, কিন্তু কয়েকদিন না-যেতেই পরিষ্কার হয়ে গেল যে শুধু ক্রফটদের গুপ্তধন নয়, বরং র‍্যাঞ্চ এবং জেনিফারকেও দখল করবার ইচ্ছে ছিল র‍্যাকের।

গুপ্তধনের ব্যাপারে ম্যাকক্লেরি নিজেও কিছু খবর জানত, সূত্র ধরে এগোনোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু পুরো গ্রীনহর্ন অঞ্চল চষে বেড়ালেও সফল হয়নি। অগত্যা সোনা খুঁজে পাওয়ার আশা বাদ দিয়ে এখানেই বসতি গড়ে সে। উপত্যকায় শত শত বুনো ঘোড়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ওগুলোকে ধরে পোষ মানাতে শুরু করে, পুর থেকে আনা ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্করায়ন ঘটিয়ে উন্নত জাতের ঘোড়ার জন্ম দেয়। টিম রাউডির মতোই এ ব্যবসায় সফল হয় হ্যাস ম্যাকক্লেরি।

‘ক্রফট কিছু সোনা লুকিয়ে রেখেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই,’ শেষে মন্তব্য করল ম্যাকক্লেরি। ‘কিন্তু ভাগ্যের জোর ছাড়া ওগুলো কেউ খুঁজে পাবে বলে মনে হয় না। শুধু আমি বা রাউডিই নয়, বহু মানুষ চেষ্টা করেছে, তবে সফল হয়নি কেউ। এ ব্যাপারে যত ম্যাপ দেখা গেছে, ওগুলোর কোনটাই বোধহয় আসল নয়; কিংবা হলেও অসম্পূর্ণ।’

‘ল্যাস্কারদের খায়েশ এখনও মেটেনি,’ মন্তব্য করল বেলিংস। ‘গরু নিয়ে ঝামেলা না-থাকায় এখন নিবিষ্ট মনে সোনা খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা। যদ্যুৎ জানি মার্বেল মাউন্টেনের এক গুহায় সত্যি গুপ্তধন লুকানো আছে।’

শুয়ে থেকে অন্যদের কথা শুনতে ভাল লাগছে জনের। মনে করতে পারল না এমন বিলাসিতা শেষ কবে হয়েছিল। অসহনীয় দুর্ভোগ, বুলেটের জখম, বিস্তারিত রক্তক্ষরণ আর দুঃসহ মানসিক চাপের পর এখনকার আরামদায়ক ও নিরুদ্ভিগ্ন সময় উপভোগ্যই মনে হওয়ার কথা। জেফেরও নিশ্চয়ই একই দশা। দূরে আকাশের নীল গালিচার সঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়া পাহাড়ের ন্যাড়া চূড়া বা বিস্তীর্ণ উপত্যকা জুড়ে থাকা সবুজ বনভূমির সৌন্দর্য, পাইন-সুবাসিত হিমেল বাতাস...অপূর্ব লাগছে।

‘জেফ,’ ভাইকে ডাকল জন। ‘তুমি তো ইউরোপেও গেছ, এত অনুপম সৌন্দর্য ভরা দেশ আছে ওখানে?’

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল জেফ, সামান্য হেসে বলল: ‘ব্যাপারটা আসলে মনে। নিজের জিনিস সবারই আপন বা সুন্দর মনে হয়। তোমার বা অন্য কারও যে এই দেশে ভাল লাগবে, সেটা বিচিত্র কী! তবে এও ঠিক, পশ্চিমে যে বুনো সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে সেটা শুধু আমেরিকা কেন, অন্য কোথাও দেখিনি আমি।’

‘বাড়ির কথা মনে পড়ছে খুব,’ বলল জন। ‘অনেক দিন হয়ে গেল! সুস্থ হয়ে আর দেরি করব না।’

‘তুমি এ কথা বলছ?’ জেফের ভুরু কুঁচকে গেছে। ‘আশ্চর্য! যদূর জানি বছর পেরিয়ে গেলেও কখনও কখনও বাড়ি যাওয়ার সুযোগ বা তাড়া হয় না তোমার।’

‘ভাবছি আশপাশে ঘুরে-ফিরে দেখব,’ চিন্তিত মনে বলল জেফ। ‘পছন্দসই জায়গা খুঁজে কেবিন তৈরি করব। থাকি বা না-থাকি, কিন্তু নিজেদের একটা ঠিকানা তো হবে।’

‘কলোরাডোয় আমাদের র‍্যাঞ্চও তো বেশি দূরে নয়,’ খানিকটা বিস্মিত কণ্ঠে বলল জন। ‘এখানে নতুন বসতি করে কী হবে?’

‘কী হবে সেটা পরের ব্যাপার। কিন্তু একটা ঠিকানা থাকবে তো, নাকি? কখনও যদি দরকার পড়ে, এখানে চলে আসতে পারব। যে-কোন ক্যালকিনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে জায়গাটা। ধরো, কারও নিরিবিলিতে থাকবার দরকার পড়ল, চাইলে এখানে চলে আসতে পারবে সে।’

সামান্য ভেবে পরিকল্পনাটা মন্দ মনে হলো না জনের। ঠিকই তো, আরেকটা অস্থায়ী ঠিকানা থাকতে অসুবিধা কী? দুনিয়া ছোট হচ্ছে কেবল, এই পশ্চিমও তার ব্যতিক্রম নয়। ভাগ্যান্বেষণে শত শত মানুষ ছুটে আসছে প্রতিদিন, নতুন নতুন জায়গায় বসতি করছে। একসময় পশ্চিমের বিস্তীর্ণ, বিরান অঞ্চলও মানুষের ভারে জনাকীর্ণ হয়ে যাবে। তখন বাড়তি একটা জায়গা অতি মূল্যবান মনে হবেই!

‘বুদ্ধিটা মন্দ না,’ শেষে মন্তব্য করল জন। ‘এক টুকরো জমি থাকল এখানে। চাইলে বেড়াতেও আসতে পারব আমরা। সুস্থ হয়ে নিই, তারপর জায়গা পছন্দ করব। বাড়ি যাওয়ার আগে কেবিন আর অন্যান্য জিনিস ঠিক করে রাখব।’

‘রাউডি বা ম্যাকক্লেরিদের সহায়তা পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।’

জেমস ব্ল্যাক ল্যান্সারকে এখন অন্য ভুবনের মানুষ মনে হচ্ছে জনের, কোন্ এক যুগে যেন দেখা হয়েছিল! পাহাড়ে তাড়া খাওয়া বা মরণপণ লড়াইয়ের ছাপ মন থেকে সরে গেছে;

বিশ্রাম, যত্ন ও শুশ্রূষা প্রশম করেছে উদ্বেগ ও ক্লান্তি। দশদিন আগের ঘটনাও দূর অতীত মনে হচ্ছে।

গত এক সপ্তাহে পাহাড়ে লড়াইয়ের ব্যাপারে মুখ খোলেনি কেউ—জন, জেফ বা অন্য কেউ। ব্যাপারটা স্বেচ্ছায় এড়িয়ে চলছে সবাই। এমনকী ল্যান্সারদের কেউও এ-নিয়ে গালগল্প করেনি। দু’পক্ষই যেন ভুলতে চাইছে মহাসংঘর্ষের ঘটনা, হয়তো অভিন্ন লক্ষ্যে কিংবা তাও নয়—কিন্তু কেউ মুখ খুলছে না, এত বড় একটা ঘটনা, অথচ কারও যেন তাতে আগ্রহ নেই।

তবে ল্যান্সারদের খবর ঠিকই কানে আসছে ওদের। গতকাল শুনেছে আরও একজনকে পাহাড়ে, খেঁপ ত্রীকের কাছাকাছি কবর দেওয়া হয়েছে। নির্ঘাত পাহাড়ে জনদের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হয়েছিল লোকটা।

ইতোমধ্যে ক্ষুধামন্দা ভাবটা চলে গেছে, আগের মতোই খাবারে আগ্রহ বোধ করছে জন। না-করে উপায় কী! অমানুষিক ধকল গেছে শরীরে, সামলে উঠতে খাবার ও বিশ্রামের বিকল্প নেই; তাই পেটপূজার ব্যাপারে গাফিলতি করছে না। জেফও তাই। এ ধরনের পরিস্থিতি ওদের কাছে নতুন নয়, তাই জানে কী করলে দ্রুত সুস্থ হতে পারবে।

ইতোমধ্যে কাজ বা দায়িত্বের ব্যাপারেও চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছে জন। এভাবে বসে থাকতে ভাল লাগলেও মন সায় দিচ্ছে না। কবেই বা আলসেমি করবার বিলাসিতা দিয়েছে নিজেকে? এ অবস্থায় তো নয়ই। অতিরিক্ত বিশ্রাম শরীরকে শ্লথ করে দেয়, মন ও স্নায়ুকে দুর্বল করে তোলে। সুস্থ হওয়ার জন্য বিশ্রামের দরকার আছে বটে, কিন্তু সেটা দীর্ঘস্থায়ী না-করাই শ্রেয়; বিশেষ করে জন বা জেফের মতো মানুষের জন্য। বরাবরই প্রতিকূল পরিবেশে নানা বিপদের মুখোমুখি হতে হয় ওদের, শারীরিক সক্ষমতা ও স্থৈর্যের বিকল্প নেই সেখানে; স্বভাবতই নিজেদের সামর্থ্যের ব্যাপারে ওরা আপসহীন।

টিম রাউডির সঙ্গে এক সুযোগে আলোচনা করল জন। বসে থেকে স্রেফ মানুষটার অনু ধ্বংস করছে, ব্যাপারটা অনুচিত হচ্ছে। পকেটে যা ছিল, ফুরিয়ে না-গেলেও বেশ খরচ হয়ে গেছে। নিজস্ব আউটফিট ছাড়া আর কিছু নেই ওদের।

‘ধ্যৎ! ওসব ফালতু ভাবনা মাথা থেকে বাদ দাও তো!’ গম্ভীর দেখাল র‍্যাঞ্চারকে। ‘সত্যি কথা হচ্ছে; আমরা ঋণ শোধ করছি। তোমরা সময়মত বাগড়া না-দিলে ল্যান্সাররা নরক নামিয়ে আনত এখানে, মাসুল দিতে হতো আমাদেরই। সম্ভবত এলাকার সচেতন সব লোক তাই মনে করে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পেলে কেউ ছাড়বে বলে মনে হয় না। ম্যাকক্লেরির কথাই ধরো, তোমাদের র‍্যাঞ্চে নিয়ে যাওয়ার জন্য রীতিমত পীড়াপীড়ি করছিল আমাকে।’

পরদিনই আলামোসা ট্রেইলে একটা স্টেজ ডাকাতির খবর কানে এল।

মুখোশ পরা চারজন লোক স্টেজ থামিয়ে যাত্রীদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। সোনার চালান ছিল না স্টেজে, আর যাত্রীরাও ছিল সাধারণ কাউবয় বা ছোটখাট ব্যবসায়ী, তাই সব মিলিয়ে পঁয়ষট্টি ডলারের বেশি কামাই করতে পারেনি লুটেরারা।

ঠিক দু’দিন পর ত্রিনিদাদের পশ্চিমে পাহাড়ি এলাকায় আরও একটা স্টেজ লুট হলো। এবার ভাগ্য কিছুটা সুপ্রসন্ন হলো দুর্ধর্ষ ডাকাতদের, সব মিলিয়ে চারশো ডলার হাতাতে সক্ষম হলো। দলে ছয়জন ছিল লুটেরারা। নেহাত কাকতালীয়ভাবে দু’দিন আগের ডাকাতিতে পড়া এক ব্যবসায়ী এবারও ছিল সেই স্টেজে, এবং লোকটা হলফ করে বলেছে এরা একই দল। লুটেরাদের একজন প্রকাণ্ড একটা সোরেলে রাইড করছিল, ঘোড়াটার মুখের কাছে সাদা ছোপ রয়েছে বলে নজর কাড়ে সবসময়। একই ঘোড়া আগের ডাকাতদলেও দেখেছে ব্যবসায়ী লোকটা।

ঠিক এমন একটা ঘোড়ায় চড়ে ট্রেন্ট স্পিডি।

পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে জন। সময়টা প্রায় শুয়ে-বসে কাটালেও একেবারে হাত-পা ছেড়ে দেয়নি। আসলে শুধু এখন কেন, জীবনের কোন সময়ই পুরোপুরি অলস বা কর্মহীন কাটায়নি; অসুস্থ বা আহত অবস্থায়ও কিছু না কিছু করতে অভ্যস্ত। সময় কাটানোর ফাঁকে বিস্তর-চিন্তা ভাবনা করেছে, আলগা সূত্রগুলো জোড়া লাগিয়ে পুরো পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে স্বচ্ছ একটা ধারণা পাওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। আর রাউডির জন্য র-হাইডের ব্রিডল তৈরি করেছে, স্যাডল মেরামত করেছে এবং টুকিটাকি আরও কয়েকটা কাজ করেছে।

সুস্থ হওয়ার পর নিজের র‍্যাঞ্জে চলে গেছে ম্যাকক্লেরি। কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সে, খেদিয়ে দেওয়া ক্রুদের ফিরিয়ে এনে পোড়া র‍্যাঞ্জে হাউস আবার নতুন করে তৈরি করেছে। শুধু বাড়ি পুড়িয়ে ক্ষান্ত হয়নি ল্যান্সাররা, এমনকী বার্ন ও খড়ের গাদাও পুড়িয়ে দিয়েছে। সমস্ত গরু খেদিয়ে দিয়েছে পাহাড়ের দিকে। সব গরু রাউণ্ড আপ করতে হবে আবার।

বাবার সঙ্গে জেনিফারও র‍্যাঞ্জে গেছে। তবে দু'একদিন পর পর এসে দেখে যাচ্ছে জন ও জেফকে।

জেফ ইদানীং দুটো পিস্তল রাখছে সঙ্গে। একটা হোলস্টারে, অন্যটা ওয়েস্টব্যাগে গুঁজে রাখে।

দু'দিন পর উত্তরে ক্যাসল রকের কাছাকাছি তৃতীয় ডাকাতির ঘটনা ঘটল। আরও একটা খবর পেল ওরা। টিন কাপ নামে এক বুমিং ক্যাম্পে ডুয়েলে এক লোক খুন হয়েছে র‍্যাক ল্যান্সারের হাতে।

ইতোমধ্যে প্রায় সুস্থ হয়ে গেছে দুই ভাই। শুয়ে-বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না-বলে বেরিয়ে পড়ল ওরা। রাউণ্ড আপে ম্যাকক্লেরিকে সাহায্য করল একদিন, পরদিন কয়েকশো গরু নিয়ে বেডিটোর উদ্দেশে যাত্রা করল। সেখানেও ল্যান্সারদের নিশানা

খবর আছে। লোকজন বলাবলি করছে ওদের অপকর্ম ও দৌরাভ্য সম্পর্কে।

গত কয়েক সপ্তাহ পরস্পরের নিবিড় সাহচর্যে কেটেছে জন ও জেফের। পুরানো দিনের, বিশেষ করে ছেলেবেলা ও তারুণ্যের গল্প করেছে। দু'জনেই বিপদের নৈকট্য টের পাচ্ছে, অবচেতন মন থেকে, যদিও সেটা কোথেকে বা কীভাবে আসবে জানে না।

রাউডি ও হুয়েটোর সুপারিশে নতুন দু'জন কাউচ্যাণ্ড ভাড়া করেছে ম্যাকক্লেরি। এদের একজন মেক্সিকান, নাম ভালদেয়, একসময় কিট কার্সনের সঙ্গে কাজ করেছে। অন্যজন ফ্রাঙ্ক সিমন্স, ক্যাসাসে ডেপুটি শেরিফ ছিল। শক্ত ধাঁচের মানুষ। বিশ্বস্ত ও কর্মঠ।

একদিন জেনিফারের সঙ্গে রাইড করছে, এসময় চিন্তিত স্বরে জনকে সতর্ক করল মেয়েটা। 'জন, তোমরা খুব সতর্ক থেকো। জানি না কেন, কিন্তু আমার খুব ভয় হচ্ছে।'

'অযথা চিন্তা করে মন খারাপ করবার দরকার নেই। আমরা সাবধানে থাকব।'

'তোমার কী মনে হয়, ও ফিরে আসবে?'

জুলা! জীবনে কখনও কোন মহিলার সঙ্গে মিথ্যে বলেনি জন, বিশেষ করে যখন বিপদের সম্ভাবনা থাকে। কেউ কেউ মেয়েদের এসব ব্যাপারে অজ্ঞাতে রাখে, কিন্তু জনের ধারণা বেশিরভাগ মেয়ে বেশ সাহসিকতার সঙ্গে বিপদ বা প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে সক্ষম। এমনকী অনেক পুরুষের চেয়েও। সেক্ষেত্রে তাদের মিথ্যা বলা বা বিপদ আড়াল করবার মানে হয় না।

'ব্ল্যাক ঠিকই আসবে,' শেষে বলল জন। 'যে যাই বলুক আমি মনে করি না ব্ল্যাক ভয় পেয়ে পালিয়েছে। শ্রেফ বিরূপ পরিস্থিতি দেখে সটকে পড়েছে। নিজে বেঁচে থেকে যে-কোন

মূল্যে আমাকে ও জেফকে নিকেশ করতে ইচ্ছুক ও, সেজন্য শুধু পালিয়ে যাওয়া কেন, সবই ওর পক্ষে সম্ভব। তখন অবস্থা যা ছিল—নিজে খুন হয়েও আমাদের দু'জনকে নিকেশ করতে পারবে এমন নিশ্চয়তা ছিল না। আমার বন্ধমূল ধারণা মওকা খুঁজছে ও, সুযোগের অপেক্ষায় আছে।'

দু'দিন পর পাস ক্রীকে একটা জায়গা পছন্দ করে ফেলল দুই ভাই। ট্রেইল থেকে খানিকটা উঁচুতে নির্জন এক উপত্যকায় সবুজ ঘাসের গালিচা, পিছনে জমকাল পাহাড়ের শরীর, ঢালে লজপোল পাইন আর অ্যাসপেনের ঝাড়। একপাশে বয়ে চলেছে উচ্ছল বর্না। অন্য পাশে বিস্তীর্ণ ডেউ খেলানো প্রান্তর ছাড়িয়ে পাহাড়ের অস্পষ্ট ধূসর অবয়ব। অপূর্ব সুন্দর জায়গা। বিশেষ করে নির্জনতা যদি কারও কাম্য হয়।

দু'দিনের মধ্যে কেবিন, করাল ও ছোট্ট বার্ন তৈরি করে ফেলল ওরা। ট্রেডিং পোস্ট থেকে ধারে সাপ্লাই নিয়ে এসেছে। হাতে টাকা-পয়সা নেই তেমন, রাউণ্ড-আপ শেষ হয়ে যাওয়ায় কাজকর্মও নেই বলতে গেলে। চাইলে চলে যেতে পারে, কিন্তু মন সায় দিচ্ছে না, বিশেষ করে ব্ল্যাক ল্যান্সার যেহেতু চৌহদ্দিতে রয়ে গেছে।

এমন বিপজ্জনক একজন মানুষকে অবাধে তার অপকর্ম চালাতে দেওয়া যায় না।

যখন কাজ থাকে না, নানা বিষয়ে আলাপ করে দুই ভাই। কখনও কখনও ভবিষ্যতের পরিকল্পনাও করে, কিন্তু সেসব বাস্তবে রূপ দেওয়া হবে না তাও জানে। পকেট প্রায় গড়ের মাঠ এবং এর পরিবর্তনের সম্ভাবনাও নেই তেমন। সব গরু বেচে দিয়ে টেক্সাসে ফিরে গেছে পিটার হ্যানলন। ছেলের অকাল মৃত্যু তাকে চরম দুঃখী করে তুলেছে, যতটা প্রকাশ করেছে শোকের গভীরতা আসলে তারওচেয়ে বেশি। হাতে টাকা থাকলে হ্যানলনের গরু কিনে নেওয়া যেত।

প্রায় শুয়ে-বসে কাটছে ওদের সময়। মাঝে মধ্যে প্রসপেক্টিং করতে বেরোয়, আর খাবার টেবিলে মাংসের যোগানের জন্য নিয়মিত শিকার করে পাহাড়ে।

জন বা জেফ দু'জনেই জানে এমন অলস সময় কাটাচ্ছে শুধু ব্ল্যাক ল্যান্সারের সঙ্গে চূড়ান্ত শোডাউনের জন্য। অন্তস্তল থেকে টের পাচ্ছিল ব্যাপারটার বেশি দেরি নেই, কারণ অত ধৈর্য নেই ব্ল্যাকের; কিন্তু ঘটল একেবারে আচমকা এবং অপ্রত্যাশিতভাবে।

একদিন ওদের কেবিনে এসে উপস্থিত হলো খাটো গাট্টাগোটা এক লোক। কালো চুলের দীর্ঘদেহী একজন রয়েছে সঙ্গে, ভগ্ন-স্বাস্থ্যের কারণে প্রায় ঢ্যাঙা বলা চলে তাকে। পরিপাটি, শহুরে পোশাক পরনে, শুধু লেসের ঝালর দেওয়া বুট ছাড়া—ওটা কাউবয় ঢঙের।

‘তোমরা ক্যালকিন?’ জানতে চাইল খাটো লোকটা। ‘জন আর জেফ?’

নির্বিকার মুখে দুই আগন্তুককে দেখল জন, খুব যে প্রভাবিত বা সম্বষ্ট হয়েছে তা বলা যাবে না, বরং এক ধরনের প্রচ্ছন্ন অস্বস্তি বোধ করছে। তবে মুখে কিছু বলল না, অপেক্ষা করেই দেখা যাক। কষ্ট করে এত দূর এসেছে, হয়তো ব্যবসার খাতিরে।

‘গুনেছি ল্যান্সারদের সঙ্গে গোলমাল হয়েছিল তোমাদের?’ উত্তর না-পেয়ে নিজেই কথা চালিয়ে গেল লোকটা। ‘তোমাদের সুনাম গুনে ভাবলাম ল্যান্সারদের মতো বেয়াড়া আউটলদের সামাল দিতে পারবে এমন লোকই দেহরক্ষী হিসাবে দরকার। আমার সঙ্গে ডুরান্সো যাবে তোমরা?’

‘দেহরক্ষী হিসাবে?’ ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল জন।

‘অন্তত বিশ হাজার ডলারের সোনা থাকবে আমার সঙ্গে। হয়েছে কী, ব্যবসায় আমি যতটা ভাল ঠিক ততটাই কাঁচা পিস্তল চালানোয়। আমার পার্টনারেরও একই দশা,’ ইশারায় ঢ্যাঙাকে

দেখিয়ে বলল সে। ‘সঙ্গী হিসাবে তোমাদের পেয়ে সত্যি নিশ্চিন্ত বোধ করব। ডুরাগ্নো পর্যন্ত গেলেই চলবে। মাথা পিছু একশো ডলার দিতে রাজি আছি।’

একশো ডলার!

বিস্তর টাকা। একজন টপ কাউহ্যাণ্ডের আড়াই মাসের কামাই শুধু এদের সঙ্গে ডুরাগ্নো গেলেই রোজগার হয়ে যাবে। লোভনীয় প্রস্তাব, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আপাত নিরীহ প্রস্তাবটার আড়ালে ভয়াবহ বিপদের সম্ভাবনাও লুকিয়ে আছে। তবে সেসবে পাত্তা দিতে রাজি নয় জেফ। স্টেজের ছাদের কুশনে বসে থাকতে হবে ওদের, মি. ওয়েব হেনেস স্পুনার আর তার টাকা যাতে সহি সালামতে ডুরাগ্নো পৌঁছায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

বিপদ বা ঝামেলা হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। ব্ল্যাক ল্যান্সাররা তো সব স্টেজে ডাকাতি করছে না।

ঢ্যাঙা লোকটার নাম বব ক্লপার। তবে হেনেস বা ক্লপারকে যতই অপছন্দ হোক, প্রস্তাবটা মোটেই অপছন্দ করতে পারছে না জন।

রাজি হয়ে গেল ওরা।

সতেরো

ওয়ালসেনবার্গে যখন পৌঁছল জন আর জেফ, শহরটা একেবারে বিম মেরে আছে। এতটা শান্ত ও নীরব, যেন ভুতুড়ে শহর। সকাল পেরিয়ে গেছে অনেক আগে, অথচ বাড়ি-ঘরে তেমন নিশানা

সাদা নেই, রাস্তা বা দোকানপাট প্রায় জনশূন্য।

একদিন আগেই এখানে চলে এসেছে ওরা। কয়েকটা জিনিস কিনতে হবে। তা ছাড়া, আপাত দৃষ্টিতে ওয়েব হনেসের প্রস্তাবটা যতই নিরীহ মনে হোক, এমন কাজে বিপদের সম্ভাব্যতা সবসময় থাকে। টাকার চালানের খবর কীভাবে যেন জেনে যায় ডাকাতরা, এবং ঠিক ঠিক পথে হামলে পড়ে। তবে সম্প্রতি ডাকাতির ঘটনা যে কয়টা ঘটেছে, কোনটা থেকে তেমন বাগাতে পারেনি দুর্বত্তরা; এর মানে হচ্ছে পাইকারি হারে, যখন সুযোগ পাচ্ছে তখনই স্টেজ ডাকাতি করেছে। স্রেফ কাকতালীয়ভাবে হনেসের স্টেজে হামলা হতে পারে। আবার গোপন সূত্রে সোনা চালানোর খবর ডাকাতদের কাছে পৌঁছে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয়: ক্যালকিনের মতো দু'জন মারকুটে লোককে ভাড়া করেছে হনেস—খবরটা যে কাউকে সন্দিদ্ধ করে তুলবে। সাধারণ মানুষও অনায়াসে আন্দাজ করে নেবে হনেসের সঙ্গে বিস্তর নগদ টাকা বা মালামাল থাকবে।

সেক্ষেত্রে, চারপাশে খানিকটা খোঁজখবর নেওয়ার পক্ষপাতী জন। ঠিক এ কারণে হনেসের সঙ্গে সাব্যস্ত সময়ের একদিন আগে ওয়ালসেনবার্গে চলে এসেছে।

দীর্ঘদিন হলো কোন শহরের সঙ্গে সংস্পর্শ নেই ওদের, হোক না ওয়ালসেনবার্গের মতো অখ্যাত বা ছোট্ট শহর। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ শহর তো! দু'এক পেগ গিলে শুকনো গলা ভেজাতে নিশ্চয়ই উপভোগ করবে। বাজার্ড রুস্টের ট্রেডিং পোস্টে প্রায় সবকিছু পাওয়া যেত, কিন্তু টুকিটাকি গিয়ার ছাড়াও নতুন শার্ট কিনতে হবে ওদের, ডুরাপ্পোয় গিয়ে পরবে। বাজার্ড'স রুস্টে তেমন শার্ট, বিশেষ করে ডুরাপ্পোর মতো বড় শহরে ভদ্র পরিবেশে পরবার মতো উপযোগী, নেই বললে চলে।

প্রথমে স্টেবলে ঘোড়ার যত্ন ও দেখ-ভালের ব্যবস্থা করে এক সেলুনে গিয়ে ঢুকল ওরা। ভিড় নেই তেমন। নীরব

পরিবেশে থাকতে ভাল লাগল না, বিশেষ করে যেহেতু চেনা কেউই নেই। তা ছাড়া, আগন্তুক মাত্রই যে-কোন শহরে শীতল বা নিষ্পৃহ অভ্যর্থনা পায়। তাতে আগন্তুকরা যতই অভ্যস্ত হোক, উপভোগ করে না কেউ। অন্য সময় হলে ব্যাপারটা গ্রাহ্য করত না জন বা জেফ, কিন্তু কিছুদিন ধরে সবসময়ই লোকজনের সাহচর্যে ছিল ওরা, এ কারণেই চারপাশে এক ডজন পরিবেষ্টিত থাকবার পরও নিজেদের নিঃসঙ্গ, অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত বোধ হলো ওদের।

এক পেগ করে হুইস্কি পেটে চালান করে দিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে এল ওরা, জেনারেল স্টোরে গিয়ে কেনাকাটা সেরে এক ক্যাফেতে গিয়ে ঢুকল। খিদে পেয়েছে যখন, অযথা দেরি করবার মানে হয় না। হাতেও আর কোন কাজ নেই।

রেস্তোরাঁর এক কোণে বসল ওরা, যাতে জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তায় নজর রাখতে পারবে। নীরবে খাওয়া শুরু করল দুই ভাই, কান খাড়া। লোকজনের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে। সবই সাধারণ আলাপ। রেঞ্জ, ঘোড়া, পিস্তলবাজি, স্টেজ ডাকাতি আর থিয়েটারের নাটক নিয়ে আলাপ করছে। দরকারী কোন তথ্য বা সংবাদ পাওয়া গেল না।

খাওয়াটা চমৎকার। পেট পুরে খেল দুই ভাই। কড়া কফি চাঙা করে তুলল ওদের, বাজার্ড'স রুস্ট থেকে ওয়ালসেনবার্গের ষাট মাইল দূরত্ব পাড়ি দেওয়ার ক্লান্তি আর থাকল না।

সিগারেট ধরাল জন। জানালা দিয়ে দেখতে পেল উল্টোদিকে এক সেলুন থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে ওয়েব হেনেস।

‘ওকে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে আমরা পৌছে গেছি,’ মৃদু স্বরে বলল ও। ‘বেচারী তা হলে আর অযথা দুশ্চিন্তা করবে না।’

জন উঠতে যেতে বাধা দিল জেফ। ‘অত তাড়ার কী আছে? বিস্তর সময় পড়ে আছে আমাদের হাতে।’

অনাথহী স্বরটা চেনে জন এবং ভাইকেও ভাল করে জানে,
তাই বসে পড়ল। তবে হনেসের উপর দৃষ্টি রেখেছে ঠিকই।

রাস্তা পেরিয়ে দুই দালানোর মাঝে সরু গলিতে সৈঁধিয়ে
গেল ব্যবসায়ী।

রেস্তোরাঁর পরিবেশ স্বস্তিকর ও উপভোগ্য। মৃদু স্বরে ফরমাশ
নিচ্ছে ওয়েটার, কিংবা খদ্দেরদের দু'একজন নিজেদের মধ্যে
নানা বিষয়ে আলাপ করছে; কোনটাই শ্রুতিকটু বা বিরক্তিকর
লাগছে না। হাতে কাজ নেই, তাই খাওয়া শেষেও বসে থাকল
দুই ভাই, চলে যাওয়ার তাড়া বোধ করছে না। দ্বিতীয়বারের
মতো কফির ফরমাশ দিল ওয়েটারকে।

‘কী করতে চাও?’ জানতে চাইল জেফ। ‘দুরাগ্ণেয় পৌছানো
পর্যন্ত আমাদের ব্যস্ততা, এরপর তো আবার বেকার হয়ে যাব।’

‘ভাবছি প্রসপেক্টিং করব কি-না,’ চিন্তিত স্বরে বলল জন।
‘অন্যের হয়ে কাজ করতে আর ভাল লাগছে না! কয়েকটা দিন
স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে সোনার খোঁজ চালালে
কেমন হয়?’

‘মন্দ হবে না,’ একমত হলো জেফ। ‘আমারও আর
ভাল্লাগছে না এসব! কাঁহাতক অন্যের হয়ে ঘাম ঝরানো।
প্রতিবার বেশ ভাল ঝামেলা পোহাতে হয়।’

‘আরও একটা কাজ করা যেতে পারে,’ প্রস্তাব করল জন।
‘হাতে যা টাকা-পয়সা আছে, আউটফিট কিনে বুনো ঘোড়া
ধরতে পারি। কয়েকটাকে পোষ মানিয়ে বেচে দিতে পারলে বেশ
মুনাফা হবে। স্যাডল স্টকের চাহিদা সব জায়গায় রয়েছে,
বিশেষ করে যদি উন্নত জাতের ঘোড়া হয়।’

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এক হোটেলে চলে এল জনরা।
তিনতলায় পিছন দিকের একটা কামরা ভাড়া করে ঢুকে পড়ল
মালপত্র নিয়ে। কাপড় ছেড়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।
নীচ থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসেছে।

আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। জন যখন ঘুম থেকে জাগল, ততক্ষণে পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেছে কামরা; তবে জানালা-পথে সামান্য ম্লান আলো দেখা যাচ্ছে, কাছাকাছি দালানের আলো এসে পড়েছে।

বুট না-পরেই হেঁটে জানালার কাছে চলে এল জন, নিঃশব্দে। পাশে বড়সড় বৌল আর জগে পানি রয়েছে। বৌলে পানি ঢেলে হাত-মুখ ধুলো ও, আধ-ভেজা চুলে আঙুল চালিয়ে অনুমানে চুল আঁচড়ে নিল।

জানালার অন্য পাশে একটা চেয়ার রয়েছে। বুট নিয়ে এসে চেয়ারে বসে পড়ল জন। বুট পায়ে গলানোর সময় বাইরে তাকাতে ভিরমি খাওয়ার দশা হলো।

জানালাটা পিছন দিকে বলে হোটেলের ঠিক পিছনের বাড়ির সামনের অংশ চোখে পড়ে। খোলা দরজা পথে টেবিলে বসা দু'জন মানুষকে দেখতে পাচ্ছে জন। একটা বোতল নিয়ে ব্যস্ত তারা। এদের একজন স্মোক ট্যাবেট। অন্যজন বব ক্লুপার!

‘জেফ?’ নিচু স্বরে ডাকল জন।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে তাকাল জেফ। ‘বলো!’

‘এদিকে এসো তো। একবার দেখে যাও।’

জনের পাশে এসে দাঁড়াল জেফ, ওপাশের বাড়ির উপর চোখ রাখল। অন্ধকারে আছে বলে ওদের দেখতে পাবে না কেউ।

উঠে দাঁড়িয়েছে বব ক্লুপার, ঘুরে দরজার দিকে এগিয়ে আসতে এবার তার মুখমণ্ডল ও পুরো কাঠামো স্পষ্ট দেখা গেল।

‘একটা ঘাপলা থাকতে বাধ্য!’ বিড়বিড় করে মন্তব্য করল জেফ। ‘এ থেকে কিছু প্রমাণ না-হলেও এটা নিশ্চিত, খুব সতর্ক পদক্ষেপ ফেলতে হবে আমাদের। একেবারে বিড়ালের মতো নিঃশব্দে।’

রাতে এক রেস্টোরাঁয় খাওয়া সেরে নিল দুই ভাই, ভুলেও নিশানা

কোন সেলুনে ঢুকল না। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে হোটেলে এসে শুয়ে পড়ল। উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি বা ওদের নজরে পড়েনি।

পাখিডাকা ভোরে, যেমন কথা হয়েছিল হনেসের সঙ্গে, স্টেজ স্টেশনে উপস্থিত হলো ওরা।

মি. ওয়েব হনেস ওদের আগেই পৌঁছে গেছে। ব্যবসায়ীর সঙ্গে একটা কার্পেটব্যাগ ও লোহার স্ট্রং বক্স। স্টেজও তৈরি। হনেসের ইশারায় স্ট্রং বক্সটা স্টেজে তুলল ড্রাইভার, দেখে মনে হলো ভারী জিনিস—একা বইতে বেশ বেগ পাচ্ছে সে। হনেস স্টেজে চড়বার পরপরই বব ক্লপার পৌঁছে গেল।

একপাশে দাঁড়িয়ে আছে দুই ভাই, অলস চোখে লোকজনের আসা-যাওয়া দেখছে। কেউ কেউ স্টেজটাকে দেখছে, কিন্তু তেমন আগ্রহ দেখা গেল না কারও চাহনিতে।

দীর্ঘ ও শীর্ণদেহী এক লোক স্টেজে চড়েছে। হাত-পা কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া তার। গলার হাড়টা বেশ ফোলা, অস্বাভাবিক বড়। মেটে রঙা চুল। কোমরের বেলেটে আটকানো হোলস্টারে সিন্স-শ্যুটার ছাড়াও একটা উইনচেস্টার রয়েছে তার।

শেষ যাত্রী ছিপছিপে দেহের গাঢ় চুলের এক লোক। স্টেজে উঠবার আগে কঠিন ও ত্রুর দৃষ্টিতে পলকের জন্য একবার জন ও জেফকে দেখে নিল সে। জীর্ণ বুট লোকটার, পরনের ট্রাউজার বোধহয় ঘরে তৈরি সুতার। জীবনে কখনও তাকে দেখেনি জন বা জেফ, নিশ্চিত ওরা, তবে চেহারা ও চলাফেরার ঢঙে অনুমান করল লোকটা টেনেসি বা মিসৌরির।

স্টেজ ড্রাইভার লোকটা হুটপুট। চওড়া গর্দানের সঙ্গে মানানসই মাথা। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ জোড়ায় বন্ধুত্বপূর্ণ চাহনি। চালু লোক, নিজের কাজটা ভাল বোঝে। এলাকায় পরিচিতিও রয়েছে তার, কারণ বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেছে।

যাত্রার সময় হতে জনদের উদ্দেশে ইশারা করল সে। সবার

শেষে উঠল দুই ভাই। পাশাপাশি এবং টেনেসিয়ানের পাশে বসল ওরা। উল্টোদিকে বসেছে হেনস ও ক্লুপার, পাশে মেটে চুলের লোকটা।

পশ্চিমে যাত্রা করল স্টেজ।

সঙ্গে উইনচেস্টার ও হোলস্টারে সিক্সশ্যুটার তো আছেই, বাড়তি পিস্তলও ওয়েস্টব্যাণ্ডে গুঁজে রেখেছে ওরা। ইতোমধ্যে যথেষ্ট আলামত পেয়ে গেছে যে যাত্রাটা নিরুপদ্রব হবে না, অন্তত সন্দিহান হওয়ার জন্য যথেষ্ট। গত সন্ধ্যায় বব ক্লুপারের সঙ্গে স্মোক ট্যাবেটকে দেখবার দৃশ্য ভুলতে পারছে না জন। শুধু কুশল বিনিময় করেনি দু'জন, বরং মিনিট কয়েক অজ্ঞাত কোন বিষয়ে আলাপ করেছে এবং পানও করেছে একসঙ্গে। তর্কের খাতিরে দু'জনের ব্যক্তিগত আলাপ ধরলেও ক্লুপারের মতো ব্যবসায়ীর সঙ্গে ট্যাবেটের সাহচর্য কোনভাবে খাপ খায় না কিংবা মেলানো যায় না। যেমন মিশ খায় না পানি আর তেলে।

এখানে কোন একটা ঘাপলা থাকলে একটুও অবাক হবে না জন।

শহর ছাড়িয়ে বন্ধুর ট্রেইলে উঠে এল স্টেজ, আর যাত্রীদের ভোগান্তিও শুরু হলো। অমসৃণ রাস্তা ধরে হেলে-দুলে, লাফাতে লাফাতে চলছে; কখনও রীতিমত ঝাঁকি খাচ্ছে, কখনও কাত হয়ে যাচ্ছে। স্থিরভাবে বসে থাকবার সুযোগ কমই পাচ্ছে। আর যখনই গতি কমছে, ধুলোর মেঘে ঢাকা পড়ছে সবাই। খোলা জানালা দিয়ে ভাসমান মেঘের মতো ধুলো ঢুকে পড়ছে ভিতরে।

হ্যাট দিয়ে ঝেড়ে বা হাত-পা চালিয়ে লাভ হচ্ছে না। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল সবার চেহারা বদলে গেছে, ধুলোর আস্তর জমে গেছে কাপড় ও চুলের উপর। স্টেজের মেঝেয় প্রায় কয়েক মিলিমিটার পুরু ধুলো থিতিয়ে এসেছে।

ভাগিস, খারাপ রাস্তা ফুরিয়ে গেল কিছুক্ষণ পর। প্রায় মসৃণ ট্রেইল পড়েছে এখন। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কসুর করল না নিশানা

দুই ব্যবসায়ী, জন খেয়াল করল চোখ বুজে ফেলেছে তারা, ঢুলতে শুরু করেছে স্টেজের দুলুনির সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

মেটেচুলো লোকটা হেলান দিয়ে বসেছে, শরীর শিথিল, কিন্তু মাঝে মধ্যে চকিত চাহনিতে দেখে নিচ্ছে জন বা জেফকে, যেন এখনও ওদের সম্পর্কে কূল-কিনারা করতে পারেনি। জনদের পাশে বসা লোকটাও পারছে না হিসাব মেলাতে।

এদিকে অন্য হিসাব মেলানোর চেষ্টা করছে জন। জেফও বোধহয় তাই করছে, অনুমান করল। ডুরাস্গোয় ট্রেনে গেল না কেন হেনেস? ব্যাপারটা সন্দেহজনক। বিশেষ করে স্টেজ যাত্রায় যেহেতু দুর্ভোগ ও ঝুঁকি দুটোই বেশি। ডুরাস্গো পর্যন্ত সরাসরি ট্রেন যায় না বটে, তবে আলামোসা পর্যন্ত যেতে পারত। ওখান থেকে ডুরাস্গো কয়েক ঘণ্টার পথ। ট্রেনও বেশ সহজ। সবচেয়ে বড় কথা আলামোসা পর্যন্ত ট্রেন ও স্টেজ লাইন প্রায় সমান্তরালে এগিয়েছে।

বাস্তবতা হচ্ছে এদিকে স্টেজ ব্যবসা কিছুদিনের মধ্যে লাটে উঠতে যাচ্ছে। একে সীমাহীন দুর্ভোগ, হয়রানি বা অবসাদ তো আছেই, উপরন্তু স্টেজ যাত্রা শুধুই ক্লাস্তিকর ও সময়সাপেক্ষ; ডাকাতির সম্ভাবনাও বেশি। গন্তব্য যখন একই, তুলনামূলক বহু আরামদায়ক ট্রেন যাত্রা বাদ দিয়ে কেন টিমেতালা স্টেজ বেছে নিয়েছে হেনেস?

এর কোন ব্যাখ্যা জনের কাছে নেই। যদি না...ট্রেন যাত্রায় যা করা সম্ভব নয় অথচ সেটাই স্টেজে ভ্রমণের সময় ঘটানো সম্ভব বলে ধরে নিয়ে থাকে কেউ?

সামনে লা ভেটা। ছোট্ট শহর। ভয়ঙ্কর বুনো ছিল একসময়। এটা অবশ্য বহু আগের কথা। ট্রেন লাইনও শেষ হয়ে গিয়েছিল ওখানে। খুব দুঃসাহসী না-হলে বা নেহাত ঠেকায় না-পড়লে কেউ জেনে-শুনে লা ভেটায় ঢুকত না। রাজ্যের সব আউটলদের আখড়া হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। সাধারণ ও নিরীহ মানুষের জন্য

নরকতুল্য ।

রেঞ্জার আর ল-ম্যানদের দাবড়ানি খেয়ে আলামোসায় সরে যেতে বাধ্য হয়েছে আউটলরা, নতুন আখড়া বানিয়েছে আশপাশে । তবে দু'এক দল এখনও রয়ে গেছে । শহরটার জৌলুসও সেই সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে । এখন গুটিকয়েক ভগ্নপ্রায় কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ । স্টেজ থামে, যাত্রীরা সামান্য পায়চারি করে হাত-পায়ের খিল ছাড়িয়ে নেয়, ঘোড়া বদল হয় । কার্যত কোন আউটল বা দাগী লোককে দেখা যায় না । কেউ যদি থেকেও থাকে, শহরের গণ্ডির বাইরে থাকে ।

এখন অবশ্য এটার নতুন নাম হয়েছে । প্লায়া ।

হঠাৎ ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল । অবচেতন মনের ইশারা বলা যেতে পারে, তবে জনের সন্দেহ ওর অনুমান নির্ভুল । কনুই দিয়ে আলতো ছোঁয়া দিল ভাইকে । জন খেয়াল করেছে ঘুমের ভান করছে বব ক্লুপার, আদপে ঘুমাচ্ছে না, যদিও চোখ বন্ধ । গত আধ-ঘণ্টায় একবারের জন্যও মেলেনি ।

আড়চোখে ওয়েব হনেসের দিকে তাকাল জন । এই ব্যাটাও ভং ধরেছে! যতই চোখ বন্ধ রাখুক, ঘুমন্ত মানুষের মধ্যে যে প্রশান্তি ও শিথিলতা থাকে, তার ছিটেফোঁটাও নেই দুই পার্টনারের চেহারায় । বরং চাপা উদ্বেগ নেই তো? টানটান শরীরে বসে আছে, নড়ছে না, যেন ইচ্ছে করেই! বিশেষ করে স্টেজের দুলুনির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন দু'জনের শক্ত হয়ে বসে থাকা ।

চোখের কোণ দিয়ে জন দেখতে পেল ওর পাশে বসা লোকটা কোটের বোতাম খুলছে । মেটে-চুলো পুরোপুরি সজাগ ও সবকিছু সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল । উজ্জ্বল, সতর্ক চাহনিতে জনকে দেখছে সে; চোখের ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে না । পিস্তল ছুঁইছুঁই করছে একটা হাত ।

ঘণ্টাখানেক পর প্লায়ায় পৌঁছে গেল স্টেজ ।

ঘোড়া বদলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল স্টেশন এজেন্ট। যাত্রীরা ছোট্ট রেস্টোরাঁয় ঢুকল কফি পান করতে। জন খেয়াল করল টেনেসিয়ান সবার সঙ্গে কফি পান করতে আসেনি, বরং স্টেবলে উধাও হয়ে গেছে। মিনিট কয়েক পর বেরিয়ে এল সে, এবং পরপরই অচেনা এক লোক ঘোড়ার লাগাম হাতে বেরিয়ে এল। ঘোড়ায় স্যাডল পরিয়ে চলে গেল লোকটা।

পশ্চিমে যাচ্ছে আগন্তুক, দেখল জন। ঠিক ওদিক দিয়ে যাবে স্টেজ।

রেস্টোরাঁর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে স্টেজ ড্রাইভার, হাতে কফির কাপ। দূর থেকে স্টেজে ঘোড়া বদলের কাজ তদারক করছে। লোকটার দিকে এগিয়ে গেল জন।

‘তোমাকে দেখে সৎ লোক মনে হচ্ছে,’ মৃদু স্বরে বলল ও।

‘ঠিকই ধরেছ,’ নির্লিপ্ত স্বরে বলল ড্রাইভার। ‘বদ কোন ইচ্ছা মনে থাকলে বাদ দিয়ে ফেলো। নইলে শেষে পস্তাবে।’

‘ভুল করবার লোকের কী অভাব আছে? আমি না-করলেই বা কী!’ সামান্য সময়ের জন্য থামল জন, ড্রাইভার ভুরু কুঁচকে তাকাল ওর দিকে। ‘যদূর মনে হচ্ছে ঝামেলা হতে পারে। শুনছই তো, ইদানীং স্টেজ ডাকাতি বেড়ে গেছে।’

কিছু বলল না ড্রাইভার, এখনও তাকিয়ে আছে।

‘একটা কথা, গুলির শব্দ বা টেক্সান চিৎকার শুনতে পেলে যত জোরে সম্ভব ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ো, কেমন?’

‘ঝেড়ে কাশো তো, বাপু!’

‘আমি জন ক্যালকিন। সঙ্গে আমার ভাই জেফ আছে। যদূর বুঝতে পারছি ল্যান্সার গ্যাং আমাদের পিছনে লেগেছে। স্টেজ লুট ছাড়াও হয়তো আমাদের খুন করবার পায়তারাও করেছে।’

‘খাইছে! প্লাযায় তো আইন বলতে কিছু নেই। একা এত লোককে ঠেকাতে পারব না আমি।’ আতঙ্কিত হয়নি ড্রাইভার, স্রেফ দুশ্চিন্তা প্রকাশ পেল কণ্ঠে।

‘চিন্তা কোরো না, ল্যাস্কারদের ঠেকানোর দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দাও। তোমার কাজ শুধু সময়মত স্টেজটাকে তুফান বেগে ছুটিয়ে দেওয়া।’

‘বেশ।’

মেটেচুলোর দিকে ইশারা করল জন। ‘চেনো ওকে?’

‘একবার এল পাসো থেকে ডেনভার গেছে, অন্যবার ডুরাঙ্গো থেকে টুকসন—এই জানি শুধু। তবে আমাকে অনুমান করতে যদি বলো, তা হলে বলব এই লোক রেঞ্জার। এখন না-থাকলেও ছিল একসময়।’

কফির কাপ হাতে রেস্টোরার ভিতরে চলে গেল ড্রাইভার, হাঁক ছেড়ে যাত্রীদের স্টেজে উঠতে বলল। টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল টেনেসিয়ান, তারপর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গিয়ে স্টেজে উঠে পড়ল। তাকে অনুসরণ করল দুই ব্যবসায়ী।

ঠোটে ঝুলন্ত সিগারেটে কষে টান দিল মেটেচুলো, রেস্টোরার পোর্চে গিয়ে বুটের তলায় পিষল ওটার শেষাংশ। লোকটা পা বাড়াবে এসময় দু’পা এগিয়ে তার কাছাকাছি চলে গেল জন, মুখোমুখি হতে নিচু স্বরে বলল: ‘ঝামেলা হলে আমরা সামাল দেব, তুমি এতে জড়িয়ে না।’

থমকে দাঁড়াল লোকটা, অনুসন্ধানী দৃষ্টি বুলাল জনের মুখে। ‘তুমি ক্যালকিন, তাই না? চেহারায়ই চেনা যায়! প্রথম দেখে এ জন্যই চেনা চেনা লাগছিল। লাস কুভাসে গ্রেগরী ক্যালকিনের সঙ্গে রাইড করেছি আমি, ব্রাডও ছিল সেখানে। খুবই ভালমানুষ ওরা। ব্রাড যখন কুভাসে বিশালদেহী এক মুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গে লড়াই করেছিল রিং-এ, বাজি ধরে আমি বেশ কিছু ডলার জিতেছি।’

‘পাকা বন্দোবস্ত করে ফেলেছে ওরা,’ আবার নিচু স্বরে বলল জন। ‘তুমি আর আমরা ছাড়া স্টেজের সব যাত্রী নিরাপদ, বিপদ নিশানা

হবে না ওদের। সামনে তো চড়াই ধরে উঠতে হবে, তাই না? খুব সম্ভব ওখানেই হামলা করবে ওরা। মিউলগুর কাছাকাছি কোন জায়গায়।’

স্মিত হাসল সে। ‘ঝামেলার সঙ্গে ক্যালকিনদের সখ্যতা আছে বোধহয়, তাই না? কুভাসেও দেখছি, কোথেকে যে বিপদ চলে আসে! একেবারে হামলে পড়েছিল ব্রাড আর গ্রেগের উপর।’

‘হয়তো।’

আবার যাত্রা করল স্টেজ। প্লাযা ছাড়িয়ে এসে বিস্তীর্ণ সমতল জমি পাড়ি দিল ওরা, দূরে দিগন্তে ঝাপসা পাহাড়ের সারি। হরেক রকমের গাছ আর ক্যাকটাস জন্মেছে ট্রেইলের ধারে। ক্রমে উঁচুতে উঠছে ওরা, স্টেজের ক্রমহ্রাসমান গতিতে টের পাওয়া যাচ্ছে। মাইলের পর মাইল এভাবে উঠতে হবে, ক্রমে এবং টানা।

আগের মতোই, যার যার জায়গায় বসেছে যাত্রীরা। স্বাভাবিক সবার মুখ, বাড়তি উদ্বেজনা, উৎসাহ বা চাঞ্চল্য নেই। যাত্রাটা এখন আর কেউই উপভোগ করছে না। জন বা জেফ তো নয়ই। ক্রমে বিপদ ঘনিযে আসছে, রীতিমত নৈকট্য উপলব্ধি করতে পারছে ওরা। এসময় স্টেজ যাত্রার মতো হালকা ও মামুলি বিষয় উপভোগ করবার ফুরসত কোথায়? আগে তো জান বাঁচানোর চিন্তা!

মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে কোলের উপর নামিয়ে রাখল জন, সেই ফাঁকে ওয়েস্টব্যাণ্ডে গুঁজে রাখা বাড়তি পিস্তলটা বের করে পাশে সিটের উপর রাখল। একেবারে উরুর কাছে রেখেছে বলে অন্যদের দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা কম, অন্তত চট করে দেখতে পাবে না। একটু পর হ্যাটটা আবার মাথায় ফিরিয়ে নিল।

ঘড়ঘড় শব্দে গড়িয়ে চলেছে স্টেজের চাকা, গতি আরও কমে গেছে। টানা চড়াই ধরে উঠছে।

সমতল পথ বলে ধকল যাচ্ছে না এখন, বরং স্টেজের হৃদময় দুলুনি তন্দ্রালু করে তুলছে। সামনের সীটে বসা তিনজনকে দেখল জন। চোখ বুজে আছে সবাই। দেখে মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়েছে, তবে জন নিশ্চিত নয়। বিশেষ করে মেটেচুলো তো নয়ই। জন বা জেফের মতোই সতর্ক আছে সে।

সামান্য সমতল জমিতে উঠে এসেছে, একটু আগের মতো খাড়া উঠছে না, মাটির সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে গেছে স্টেজের মেঝে। হঠাৎ ড্রাইভারের সচকিত চিৎকার শুনতে পেল জন, থিস্তি আউড়ে সব লাইন টেনে ধরেছে সে, একইসঙ্গে বোধহয় ব্রেকও চাপ দিয়েছে। কর্কশ শব্দে আত্ননাদ জানাল চাকাগুলো, হেঁষাধনি ছাড়ল কয়েকটা ঘোড়া, অস্থির হয়ে উঠেছে।

চট করে কোল্টটা সামনে বসা মানুষগুলোর বুক সমান উঁচুতে তুলে ধরল জন, মৃদু স্বরে বলল: ‘মরতে না-চাইলে শক্ত হয়ে বসে থাকো সবাই!’

এদিকে পাশে বসা টেনেসিয়ানের উপর হামলে পড়েছে জেফ, চোখের কোণ দিয়ে জন দেখল এক টানে লোকটার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ফেলেছে জেফ। অস্ফুট স্বরে প্রতিবাদ করল টেনেসিয়ান, রাগে মুখ বিকৃত হয়ে গেছে। উঠতে যেতে তার চাঁদিতে ভারী কোল্টের নল নামিয়ে আনল জেফ। কাটা কলা গাছের মতো ধপাস করে জ্ঞান হারিয়ে স্টেজের মেঝেয় পড়ে গেল লোকটা। অন্য যাত্রীদের পায়ের উপর পড়ত সে, কিন্তু সময়মত সবাই পা সরিয়ে নিয়েছে বলে পড়ল না।

বিস্ফারিত হয়ে গেছে দুই ব্যবসায়ীর চোখ, মুখে বিতৃষ্ণা আর রাগ ফুটে উঠছে। কিছু বলতে মুখ খুলল হেনেস, কিন্তু তার মুখের একেবারে কাছে পিস্তলের নল নিয়ে গেল জন। ‘এর মতো খুলি ফাটাব, নাকি খুলি ফুটো করে মগজে বুলেট নিতে চাও?’ খঁকিয়ে উঠল ও।

বাইরে পরিচিত চড়া একটা কণ্ঠ শুনতে পেল ওরা। ‘হয়েছে, নিশানা

এবার থামো!’

টেক্সানের দিকে ফিরল জন। ‘দয়া করে এদের সামলে রাখবে, পার্টনার? আমাদের জন্য অপেক্ষায় আছে ওরা। ওদের দেরি করিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না।’

‘সানন্দে!’ দাঁত বের করে হাসল লোকটা। ‘তবে তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারলে খুশি হতাম। অবশ্য, এটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এরা বাগড়া দিতে না-পারলে নিশ্চিন্তে কাজ সারতে পারবে তোমরা। যাও, কাজ অসম্পূর্ণ রেখো না।’

তা আর বলতে! মনে মনে ভাবল জন। কয়েকবার এই ভুল হয়েছে। শিক্ষাও হয়েছে। ব্ল্যাক ল্যান্সারকে আর ছাড় দেওয়া ঠিক হবে না। আজ কোনভাবে এখান থেকে ফিরতে পারবে না হারামী লোকটা, লাশ বানিয়ে তাকে বাড়ি পাঠাবে...

বাইরে বেরোনোর আগে পরিস্থিতি বুঝবার প্রয়াস পেল জন, কিন্তু অত সময় নেই। অগত্যা ঝুঁকি নিতে মনস্থ করল। দরজার উপরের প্রান্ত ধরে শরীরে দোল খাওয়াল ও, জানালা দিয়ে শূন্যে নিক্ষিপ্ত করল দেহ। চার ফুট নীচে রাস্তার উপর পড়ল।

ক্ষণিকের জন্য দ্বিধা করল, চকিত দৃষ্টি চালিয়ে নিল চারপাশে, শেষে চট করে গোড়ালিতে ভর দিয়ে উঠে বসল জন।

অন্য পাশ থেকে স্টেজের দরজার কাছে চলে এসেছে স্মোক ট্যাবেট, তার বুট জোড়া দেখা যাচ্ছে। ‘বেশ! এবার একজন একজন করে ওদের বের করে দাও!’ সম্ভ্রষ্ট স্বরে নির্দেশ দিল সে।

দড়াম করে খুলে গেল দরজা। জেফ বেরিয়ে এসেছে। পাল্লার সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে সক্ষম হলোও জেফের বুট এড়াতে পারল না ট্যাবেট, অস্ফুট স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল সে। বুকে লাথি খেয়ে দু’হাত দূরে গিয়ে পড়ল। লাফিয়ে রাস্তায় নামল জেফ।

একই সময়ে পা চালিয়ে স্টেজের পিছন দিকে পৌঁছে গেল

জন ।

প্রথম যাকে দেখতে পেল সে হচ্ছে ট্রেন্ট স্পিভি । বিশ হাত দূরে স্যাডলে বসে আছে, হাতে উদ্যত পিস্তল । আয়েশী ভঙ্গি, কোনরকম উদ্বেগ বা উত্তেজনা নেই চোখে-মুখে বা আচরণে । সব ওদের আয়ত্তের মধ্যে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে...অন্তত তাই মনে করছে সে ।

এদিকে মাটিতে পা রেখেই ডাইভ দিয়েছে জেফ । গড়িয়ে সরে গেল কয়েক গজ, হাঁটুর উপর ভর দিয়ে যখন বসল, হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে । শরীর সিধে হওয়ার আগ মুহূর্তে গুলি করল ও ট্যাবেটের উদ্দেশে ।

জনও বসে নেই । প্রায় একই মুহূর্তে স্পিভির উদ্দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে পরপর দুটো বুলেট ।

ট্যাবেটের মতোই অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে গেছে স্পিভি, ভাবেনি পাশার ছক পাল্টে গেছে । ভেবেছিল ক্যালকিনদের বিপর্যস্ত দশায় পাবে, কিন্তু উল্টো নিজেরাই বেকায়দায় পড়ে গেছে । আচমকা স্মোক ট্যাবেটের উপর জেফের আক্রমণ বা জনের অকস্মাৎ দেখা দেওয়া—সবই অপ্রত্যাশিত ছিল ।

তবে সাত ঘাটের পানি খাওয়া লোক স্পিভি, তাই চট করে সামলে নিল নিজেকে । উদ্যত পিস্তল থেকে গুলি করল তৎক্ষণাৎ । তাড়াহুড়োয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, স্টেজের দরজার চৌকাঠে গিয়ে বিধেছে । কিন্তু জনেরটা মিস্ হয়নি । স্পিভির এক কাঁধ গুঁড়িয়ে দিল বুলেট ।

দু'পা পাশে সরে গেল জন, আবার ট্রিগার টানল । কানের পাশ দিয়ে বিচিত্র গুঞ্জন তুলে চলে গেল একটা বুলেট । চমকে ডান দিকে তাকাল ও, একেবারে নাগালের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে র‍্যাক ল‍্যাক্সার । অব্যর্থ নিশানায় পিস্তল তুলেছে !

র‍্যাকের পিস্তলের মাযলের দূরত্ব বড়জোর তিন ফুট হবে । মহা বিপদ ! এত কাছ থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার প্রশ্নই আসে না ।

নিশানা

এ ধরনের পরিস্থিতিতে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ থাকে না। স্রেফ রিফ্লেক্সের উপর নির্ভর করতে হয়। মুহূর্তখানেকও বাড়তি সময় নেই, উপরন্তু নিশ্চিত ভরাডুবি ঠেকাতে পারবে কি-না জানা নেই জনের—যেহেতু ট্রিগার টানছে ব্ল্যাক, ঘাতক বুলেট যে-কোন ক্ষণে বিদ্ধ করবে ওকে! কিন্তু নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে গুলি খাওয়ারও মানে হয় না। একটা গুলি না-হয় লাগলই, তাতে কী খুনই হয়ে যাবে? নিশ্চয়ই নয়! এক গণ্ডা বুলেট শরীরে নিয়েও দ্বিগুণ শত্রুর বিরুদ্ধে টিকে যাওয়ার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে।

আশার কথা, ব্ল্যাক খুব কাছে আছে। মাত্র কয়েক ফুটের দূরত্ব!

মরিয়া চেষ্টায় ডাইভ দিল জন, ব্ল্যাকের পিস্তলধরা হাতের নীচ দিয়ে চড়াও হলো। জনের কাঁধের ধাক্কায় স্টেজের উপর গিয়ে পড়ল সে, সঙ্গে জনও।

যন্ত্রণা ও বিস্ময়ে অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠল ব্ল্যাক, তবে পিস্তল হাত থেকে ছাড়েনি। দুটো শরীরের মিলিত ধাক্কায় দুলে উঠল স্টেজ, হেঁই করে উঠল ভিতরের যাত্রীরা। কিন্তু সেদিকে খেয়াল করবার সময় বা সুযোগ কোনটাই নেই ব্ল্যাক বা জনের। পরস্পর যুঝছে।

ব্ল্যাক বেকায়দা অবস্থায় আছে বটে, কিন্তু সেয়ান্না লোক, তাই দ্রুত পিস্তল নামিয়ে আনছে। জনের কপাল বা মাথা বরাবর এনে ট্রিগার টানবে। নিঃশ্বাস দূরত্ব থেকে মিস্ করবার প্রশ্নই আসে না।

সঙ্গীন অবস্থা। তবে জনও বসে নেই। কাঁধ দিয়ে আরও এক ধাক্কা দিল ব্ল্যাকের দশাসই বুকে। তারপর নিজের শরীরে মোচড় তুলে সামান্য সরে এল, একইসঙ্গে পিস্তলধরা হাত নিয়ে এল সামনে। পিস্তলটা ব্ল্যাকের বুকের সঙ্গে ঠেসে ধরে পরপর তিনবার ট্রিগার টানল। টের পেল, প্রতিবার গুলি বিঁধবার সময় কাঁকি খেল ব্ল্যাকের দেহ, অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেল মুখ।

ঝাটিতি ব্ল্যাককে ছেড়ে দিয়ে সিধে হলো জন।

ব্ল্যাকের গায়ে গুলি লাগতে পারে ভেবে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল স্পিভি, জনকে আলাদা হয়ে যেতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। পেয়েছি এবার বাছাধনকে! ট্রিগার টানবার সময় বুনো উল্লাস বোধ করল গানম্যান—হারামী ক্যালকিনকে এবার পরপারে পাঠিয়ে দেব!

ঝাঁকি খেল জনের দেহ। গুলির তীব্র ধাক্কা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল অজান্তে, বাঁকা হয়ে গেল পিঠ। শুধু ধাক্কাই অনুভব করছে জন, বিস্ময়ের সঙ্গে টের পেল, ব্যথা বোধ হচ্ছে না! অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটে গেছে, গানবেল্টে এসে লেগেছে ঘাতক বুলেট, এবং বেল্টে রাখা এক কার্তুজে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। বিস্ফোরণের পর ছুট দিল বুলেট, মাটির দিকে ধাবমান অবস্থায় জনের বুটে পড়ে গভীর দাগ ফেলে দিল।

মুহূর্মুহুঃ গুলির শব্দ, গানপাউডারের গন্ধ আর মানুষ ও সন্ত্রস্ত পশুর শোরগোলে মুখর হয়ে গেছে উপত্যকা। অকস্মাৎ পাঁশ ফিরল ট্রেন্ট স্পিভির ঘোড়া, মুহূর্তের জন্য বেকায়দায় ফেলে দিল তাকে, পিস্তলধরা হাত ওপাশে চলে গেছে। অন্য হাতে ঘোড়াকে সামলে নেওয়ার প্রয়াস পাচ্ছে গানম্যান। মরিয়া হয়ে যুঝছে সে ঘোড়ার সঙ্গে, যেহেতু জানে সামান্য সুযোগ পেলে তার দফা রফা করে ফেলবে জন।

ঘোড়ার উদ্দেশে তীব্র গাল বকল স্পিভি, শরীর মুচড়ে মুখোমুখি হলো জনের। এবার আর ভুল হবে না, বুকে নিশানা করবে!

জন তৈরিই ছিল, স্রেফ বুক পেতে বুলেটটা নিল ট্রেন্ট স্পিভি। একইসঙ্গে জেফও গুলি করেছে, ডান পাশে কোথাও দাঁড়ানো বা অবস্থান নেওয়া অজ্ঞাত শত্রুকে নিকেশ করে ফেলল।

অবস্থা বেগতিক দেখে স্যাডল ছেড়ে ঝাঁপ দিয়েছে স্পিভি।
নিশানা

কীভাবে যেন বুঝে গেছে নিজের সঙ্গীন অবস্থা। পড়ন্ত অবস্থায়, শূন্য থাকতে একবার জনের উদ্দেশে ট্রিগার টানল সে; কিন্তু লাভ হলো না। ঠিক আগ মুহূর্তে তার শরীরে ঢুকে গেছে ঘাতক বুলেট, পতনটাকে ত্বরান্বিত করল শুধু।

মাটিতে পড়ে গড়ান খেল সে, উঠে বসবার প্রয়াস পেল। কিন্তু শরীর কাঁপছে। কী এক আচ্ছন্নতায় পেয়ে বসছে, হাত-পায়ে দুর্বল বোধ করছে। বুকের ভিতর শূন্য অনুভূতি!

উন্মত্ত আক্রোশ ও প্রতিহিংসা বোধ করল স্পিভি। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছে। এভাবে হেরে যাবে? অসম্ভব, হতেই পারে না!

উঠে বসতে সক্ষম হলো স্পিভি। মরিয়া তাগিদে হাত দুটো সুস্থির করল। একবার...মাত্র একটা শটই যথেষ্ট! মোক্ষম জায়গায় লাগাতে পারলেই কেব্লা ফতে!

আবার ঝাঁকি খেল স্পিভির দেহ, জনের পাঠানো তৃতীয় সীসা ঢুকে গেছে পাঁজরে। হেলে পড়ল গানম্যান, কিন্তু অসামান্য দৃঢ়তায় আবার উঠে বসল, তবে এবার আগের চেয়ে ধীরে। জ্বলছে তার চোখজোড়া, প্রতিহিংসা তাকে একগুঁয়ে ও জেদী করে তুলেছে।

‘আরে মিয়া, আমার কথা দেখছি ভুলে বসে আছ!’ ডান দিকে কোথাও কাউকে ভরসনা করল ড্রাইভার, কণ্ঠ শুনে বুঝতে পারল জন, তাকানোর ফুরসত নেই ওর। ‘এক চুল নড়েছ কি গটগানের গোলায় আধাআধি মানুষ হয়ে যাবে! ঠায় দাঁড়িয়ে থাকো, লড়াইয়ে যোগ দিতে গিয়ে বেহুদা খুন হয়ে যাবে শুধু।’

বেকায়দা ভঙ্গিতে বসে আছে ট্রেন্ট স্পিভি, এক হাঁটু সামনে বাড়ানো, অন্যটা মাটির সঙ্গে গেড়ে রাখা। নিষ্পলক তাকিয়ে আছে জনের দিকে। পিস্তলটা ডান উরুর উপর রাখা। পাঁজর ভেদ করে ঢুকে গেছে দুটো বুলেট। শ্বাস নিতে বেগ পাচ্ছে,

এবং প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে মুখে রক্তমাখা বাতাস উঠে আসছে।
এরইমধ্যে বুকের কাছে ভেস্ট ও শার্ট রক্তাক্ত হয়ে গেছে।

অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে স্পিভির চাহনিতে, ভাগ্য মেনে
নিয়েছে শেষতক। ‘তোমাকে না-ঘাঁটাতে ব্ল্যাককে কতবার
নিষেধ করেছি!’ যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে বলল সে। ‘কিন্তু আমার কথা
শুনল না। নিয়তি খণ্ডাতে পারে না কেউ, তাই না? ভাগ্য সহায়
না-হলেও জেতা যায় না। ও বুঝল না ভাগ্য বরাবরই তোমার
পক্ষে আছে।’

‘তোমার ক্ষেত্রেও তো একই কথা প্রযোজ্য,’ মৃদু স্বরে বলল
জন।

‘বিলকুল। আমার বুটগুলো খুলে নাও, ক্যালকিন, বুট পরে
মরতে চাই না। আর কবরটা গভীর করে খুঁড়ো। আমি চাই না
জীবজন্তু আমাকে খুঁড়ে খাক।’

হোক না মন্দ, কিন্তু একজন মানুষ তো! তার শেষ ইচ্ছা
পূরণ করা উচিত। এগিয়ে গিয়ে ট্রেন্ট স্পিভির বুট খুলে দিল
জন। তবে সতর্ক ও, পিস্তলটা এখনও উঁচিয়ে ধরে রেখেছে।
বলা যায় না, মৃত্যুর আগ মুহূর্তেও শয়তানি করতে পারে
স্পিভি। একটা পিস্তল যেহেতু এখনও হাতে আছে এবং সেও
অন্তত কিছু সময় দুনিয়াতে থেকে যাচ্ছে।

পরপারে নিজের সঙ্গে শত্রুকে নিয়ে যেতে পারলে সান্ত্বনা
মিলতে পারে—এমন মানসিকতা ট্রেন্ট স্পিভির মতো মারকুটে ও
হিংস্র বন্দুকবাজদের ক্ষেত্রেই বেশি দেখা যায়।

‘পিস্তলটাও নিয়ে ঝাও, ক্যালকিন,’ ক্লান্ত স্বরে বলল সে,
মাটিতে শরীর বিছিয়ে দিয়েছে এবার। ‘সত্যি কথা বললে, ওটা
দিয়ে ঝামেলা ছাড়া কিছু পাইনি জীবনে।’

জনের পাশে এসে দাঁড়াল জেফ। ‘ল্যান্সার মারা যাচ্ছে,’ মৃদু
স্বরে জানাল। ‘কয়েকবার এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলেছ ওকে।’

স্পিভির হাত থেকে পিস্তলটা তুলে নিয়ে পিছিয়ে এল জন।

চারপাশে তাকিয়ে পরিস্থিতি নিরীখ করল ও। ব্ল্যাক ল্যান্সার ততক্ষণে পরপারের যাত্রী হয়ে গেছে। কাছাকাছি আরও দু'জন আছে, যাদের একজনকে লা ভেটা স্টেশনের স্টেবলে দেখেছিল জন।

পকেট থেকে তামাকের পোঁটলা বের করে তামাক মুখে পুরল ড্রাইভার, কয়েক চিবুনি দিয়ে থোক্ করে থুথু ফেলল। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলল: 'আশা করি তোমাদের কাজকর্ম শেষ হয়েছে? এবার তা হলে কাজে নামতে পারি আমি। সবক'টা লাশ কবর দিতে হবে, তারওপরে সময়মত পৌঁছতে হবে গন্তব্যে। নষ্ট করবার মতো এক মুহূর্তও নেই আমার হাতে!'

রাসেল নামে এক মাইনিং ক্যাম্পে পৌঁছল ওরা ঘণ্টা তিনেক পর। সাময়িক বিরতির জন্য স্টেজ থামতে নীচে নেমে এল যাত্রীরা। হেনেস আর ক্লুপারকে প্রায় টেনে-হিঁচড়ে রাস্তায় নিয়ে এল জন ও জেফ।

'কথা ছিল ডুরাঙ্গোয় নিরাপদে পৌঁছে দেব তোমাদের,' গম্ভীর স্বরে বলল জন। 'আমরা না-থাকলেও পৌঁছতে পারবে এখন। কিন্তু আমাদের সঙ্গে চালিয়াতি করেছ, ল্যান্সারদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছ তোমরা।'

কিছু বলতে গিয়ে মুখ খুলল হেনেস, কিন্তু জেফের উপর দৃষ্টি পড়তে নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল। ভয় ফুটে উঠল চোখে।

'যা করেছি, বাধ্য হয়ে করেছি,' দ্রুত বলল ক্লুপার। 'আমাদের অর্ধন কোন ইচ্ছে ছিল না। ল্যান্সার নিজেই প্রস্তাব দিল তোমাদের যাতে এই ট্রিপের জন্য রাজি করাই, নইলে আমাদের সাপ্লাই লুট করবে এবং পরে আমাদেরও খুন করবে। আমরা নিরীহ ব্যবসায়ী, ওদের সঙ্গে লাগতে গিয়ে...'

'তোমার কী মনে হয়,' তাকে থামিয়ে দিল জন, ফালতু প্যাঁচাল পেড়ে সময় নষ্ট করতে রাজি নয়। 'চুক্তি অনুযায়ী

মজুরির টাকা আমাদের পাওনা হয়েছে, নাকি ডুরাগো পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে তোমাদের?’

‘তোমরা আমাদের ছেড়ে দেবে তা হলে?’

‘হ্যাঁ, তার আগে অবশ্য পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে।’

প্রস্তাবটা সানন্দে লুফে নিল দুই ব্যবসায়ী। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে টাকা বের করে দু’শো ডলার বুঝিয়ে দিল জনদের।

‘স্টেজে চেপে সোজা ডুরাগোয় যাবে,’ নির্দেশ দিল জন। ‘ভুলেও অন্য কোন চিন্তা মাথায় এনো না। এরপর কিন্তু বেচাল করলে ছাড় দেব না।’

টেক্সানের কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা। দুই ব্যবসায়ী ডুরাগোর আগে কোথাও নামতে পারবে না, ব্যাপারটা নিশ্চিত করবে বলে ওদের কথা টেক্সান।

‘এবার, জেফ, কী করবে?’ জানতে চাইল জন।

‘কী আর! একটা স্টেজে ওয়ালসেনবার্গে ফিরে যাব, তারপর আমাদের ঘোড়া দুটো নিয়ে বাড়ি চলে যাব।’

‘বাড়ি যাবে? পাস ক্রীকে?’

‘হ্যাঁ। কেবিনটা আরেকটু গুছিয়ে রাখতে হবে যাতে আমাদের অনুপস্থিতিতেও সবকিছু ঠিকঠাক থাকে। তা ছাড়া, কখনও ঠেকায় পড়লে কেউ আসতেও পারি। তখন যাতে টুকিটাকি জিনিসের অভাব না-হয়, সে-ব্যবস্থাও করে যেতে হবে।’

‘সেটা তো পরে এসেও করা যাবে,’ প্রস্তাব করল জন। ‘তার চেয়ে বরং বাড়ি যাই। কে জানে, জো হয়তো ফিরে এসেছে এর মধ্যে। একসঙ্গে তিন ভাই...কতদিন সময় কাটাই না আমরা!’

স্থির দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকাল জেফ, বুঝবার চেষ্টা করছে। ‘সত্যি যেতে চাও? জেনিফারের সঙ্গে একবার দেখাও করবে না? আমি তো ভেবেছি ওর সঙ্গে তোমার মন দেওয়া-নিশানা

নেওয়া হয়ে গেছে।’

মাথা নাড়ল জন। ‘ধ্যৎ, ও তো বাচ্চা মেয়ে!’

‘খবরদার, জন! কথাটা কিন্তু ওর সামনে বোলো না আবার!’

‘তথাস্তু! একবারে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে!’ ঘটনাটা মনে পড়তে স্মিত হাসল জন, ওর উপর খেপে গিয়ে ল্যাক্সারকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গিয়েছিল জেনিফার ম্যাকক্লেরি। ‘বিয়ের বয়স হয়েছে প্রমাণ করতে হয়তো এবার তোমাকেই বিয়ে করবার জেদ ধরতে পারে।’

‘বাজে বকো না, জন! সবাই জানে জেনিফারের আগ্রহ কার উপর!’

‘তাই? শুধু আমিই দেখছি জানি না।’

সরু চোখে জনকে দেখল জেফ। ‘হেঁয়ালি করবার দরকার নেই। তুমি স্বীকার করবে না, এই তো? বেশ! যাকে খুশি সঙ্গিনী নির্বাচন কোরো, এটা তোমার ব্যাপার। তবে একটা কথা সময় থাকতে মনে করিয়ে দিই, জেনিফারের মত ধনী ও সুন্দরী পাত্রী হাজার মাইল ঘুরলেও পাবে না। শুধু মেজাজটা তিরিষ্কি, এই যা! তবে সেটাও খুব বড় সমস্যা নয়, একটু টাইট দিলে ঠিকই বাধ্য ও লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে যেত।’

‘কী জানো, জেফ,’ দার্শনিক সুরে বলল জন, মুচকি হাসছে। ‘এসব ব্যাপারে কে যে কাকে টাইট দেবে, আগে থেকে বোঝা যায় না। টাইট দিতে গিয়ে শেষে হয়তো দেখা যাবে নিজেই টাইট হয়ে গেছি! অযথা ঝুঁকি নেওয়ার কী দরকার? তারচেয়ে বরং এই ভাল নয়, সীল-ছাপ্পড় ছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছি?’

‘সীল-ছাপ্পড়?’ ভুরু কৌচকাল জেফ।

‘মার্কাহীন। আমি কারও সম্পত্তি নই।’

‘এতেও কিন্তু ঝুঁকি রয়েছে। যে-কোন মেয়ে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে তোমার প্রতি।’

‘হোক না, আমি ধরা না-দিলেই তো হলো।’

চুপ হয়ে গেল জেফ । পাশাপাশি এগোচ্ছে ওরা ।

‘একটা সত্যি কথা বলবে?’ হঠাৎ জানতে চাইল সে ।

ফিরে তাকাল জন ।

‘আমার সন্দেহ তুমি বোধহয় ক্যারল ম্যাকফীকে এখনও
ভুলতে পারোনি, পশ্চিমের আনাচে-কানাচে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছ,
তাই না?’

গম্ভীর হয়ে গেল জন ।

হয়তো!

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুকৃটিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপাশে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সন্ধান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

মোঃ শাকা চৌধুরী, মোবা: ০১৫৫৮-৫৫৫৭৩৩

প্রযত্নে: পোস্টার গ্যালারি, থানা+পো: বোয়ালমারী, জেলা: ফরিদপুর।

বহুদিন-বহুরাত পর সেবার হেড অফিস থেকে বই কিনলাম। গোলাম মাওলা নঈমের ঢাউস আকৃতির নতুন ওয়েস্টার্ন বই সতর্ক প্রহরী। আমার মনে পড়ে, এস.এস.সি পরীক্ষার পরে ২০০৭ সালে সেবা প্রকাশনীতে প্রথম গিয়েছিলাম এবং কিছু বই সংগ্রহ করেছিলাম। ভি.পি.পি যোগে বই আসলে মেমোতে রাজ্জাক ভাইয়ের সিগনেচার দেখতাম। সেই রাজ্জাক ভাইকে দেখার খুব ইচ্ছা ছিল। দেখেওছিলাম।

অনেক শুনেছি মোটাসোটা বইগুলো নাকি অখাদ্য হয়। কিন্তু তার যথাযথ প্রমাণ আজও পাইনি। সতর্ক প্রহরীর আগে ষড়যন্ত্রের জাল, দুর্জয়, পরিবর্তন, শাস্তি, খেসারত, পরবাসীও চমৎকার লেগেছে। এবারের ৩৮১ পৃষ্ঠার সতর্ক প্রহরী, টানটান উত্তেজনা, রহস্য ও দুর্দান্ত অ্যাকশনে পরিপূর্ণ। নঈম ভাই বরাবরের মত মন+হৃদয় দুটোই কেড়ে নিয়েছেন!

✱ ভাল লেগেছে জেনে আমরা সবাই খুশি।

কামরুল ইসলাম

গ্রাম: গাভিনা, পো: বিরিশিরি, উপজেলা: দুর্গাপুর, জেলা: নেত্রকোনা।

আমি ওয়েস্টার্নের নতুন পাঠক। আমাদের এখানে নিয়মিত ওয়েস্টার্ন বই পাওয়া যায় না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য আমি গ্রাহক হয়ে গেলাম। আশা করি আরও নতুন নতুন ওয়েস্টার্ন বই পাব। এই মাত্র পড়ে শেষ করলাম কাজী মায়মুর হোসেনের ক্যালিবার পয়েন্ট ফোর্টিফাইড বইটি। খুব ভাল লাগল। বইটির জন্য মায়মুরদাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আপনাকে

ও সেবার সবাইকেও শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি।

✱ আমাদেরও শুভেচ্ছা রইল।

মোঃ শাওন হোসেন রাজু, প্রযত্নে: জসিম মীর
বোয়ালমারী রেল কলোনি, পোস্ট: বোয়ালমারী, জেলা: ফরিদপুর।

মাসুদ আনোয়ার ভাইয়ের লেখা মাথা ভর্তি লাল চুলের প্রথম নায়ক 'ঘণা' বইয়ের উইলিয়াম জেসমণ্ড স্পার্ক। বেস্ট বই। এবার পেলাম এক মাথা লাল চুল ভর্তি অ্যাটর্নি রিচার্ড জনসনকে ওয়েস্টার্ন 'বাধা'-র মাঝে। লাল চুলো স্পার্ক থেকে রিচও কম নয়। বরং এক কাঠি বাড়ি। খুব শক্ত পাল্লা। দ্বন্দ্ব ও অ্যাকশনে ভরা বইখানি আমার মন জয় করেছে। বইটার জন্য লেখককে জানাচ্ছি আমার অনেক অনেক শ্রদ্ধা মিশ্রিত অভিনন্দন।

✱ আপনার অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা পৌঁছে গেল লেখকের কাছে।

নাফিজ কামাল, প্রযত্নে: "আলফা" কোচিং সেন্টার
(ব্যাচ সি) ১৪, কাতালগঞ্জ, রোড-২, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

সালাম ও শুভেচ্ছা নিবেন, এইমাত্র 'শর্ত' এবং 'হরণ' শেষ করলাম। কতটুকু ভাল লেগেছে তা ভাষায় বোঝাতে পারব না। আমি ওয়েস্টার্ন ও মাসুদ রানা সিরিজের বইগুলো সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি। সেজন্য একটা মূল্য তালিকা পাঠালে খুবই উপকৃত হতাম। সবশেষে সেবার সকলকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন।

✱ আপনি সেবা-বই বিক্রেতার কাছে মূল্যতালিকা পেয়ে যাবেন। শুভেচ্ছা রইল সেবার সবার তরফ থেকে।

আবদুল্লাহ আল হারুন

প্রযত্নে: উদয়ন লাইব্রেরি, সদর রোড, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী।

পরীক্ষা চলছে। পড়াশোনায় খুবই ব্যস্ত ছিলাম। নতুন ওয়েস্টার্ন বই 'বাধা' কিনে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম পরীক্ষার পরে পড়ব। কিন্তু ওয়েস্টার্ন সিরিজের বই কাছে, অথচ পড়ব না, তা কী হয়? সময় করে বইটি পড়ে ফেললাম। ওফ, দারুণ লেগেছে। মার্খা হ্যামণ্ড আর মেনি ফির্দাস চরিত্র দু'টি সবচেয়ে ভাল লেগেছে। তবে প্রচ্ছদটা গতানুগতিক হয়েছে, তেমন ভাল হয়নি। কাজীদা, 'মাসুদ রানা'র মত ওয়েস্টার্ন সিরিজেও বইয়ের নম্বর দেয়া যায় না? সবশেষে, দুর্লভ ওয়েস্টার্ন বইগুলো রিপ্রিন্ট করার অনুরোধ রইল।

✱ মাসুদ রানার মত নম্বর দেওয়া যাচ্ছে না তার প্রধান কারণ, ওটা একটা সিরিজ হলেও বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে ওয়েস্টার্ন বই লিখছেন বিভিন্ন লেখক। যদি প্রথম দিকে নম্বর দেওয়ার কথা মনে আসত তা হলে এক কথা ছিল; কিন্তু এখন এতদিন আর এত বই বেরিয়ে যাবার পর এটা সম্ভব নয়। ...বেশ কিছু ওয়েস্টার্ন রিপ্রিন্ট বের হয়েছে, আরও হচ্ছে ধীরে ধীরে।